সিডনি শেলডন

দ্য স্টারস শাইন ডাউন

অনুবাদ অনীশ দাস অপু







একজন মানুষের জীবনের কাছে কাম্য সবকিছুই পেয়েছে লারা ক্যামেরন। তরুণী, সুন্দরী, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে ওঠা বিশ্বের অন্যতম ধনবতী এই নারী পুরুষদের সঙ্গে টক্কর দিতে ভীত নয় বরং সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধরাশায়ী করে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতির শীর্ষে। কিন্তু তার গ্লানিকর একটা অতীত আছে যার কথা কেউ জানে না। এ অতীতকে ঢেকে রাখতে চায় লারা।

লারা বিশ্বখ্যাত পিয়ানোবাদক ফিলিপ অ্যাডলারকে বিয়ে করেছে। লারার মত অ্যাডলারও ক্যারিয়ারের স্বার্থে জলাঞ্জলী দিয়েছে ব্যক্তি জীবন। লারার ধারণা, নিয়তিকে সে হাতের মুঠোয় পুরে নিয়েছে। কিন্তু সে জানে না তার এতদিনের পরিশ্রম করে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য ভেঙে চুরচুর করে ফেলার জন্য কবর থেকে উঠে আসছে ভয়ংকর অতীত।

চার দশকের সময়কে ধারণ করা এ গল্প গড়ে উঠেছে স্কটল্যান্ড, নোভাস্কটিয়া, শিকাগো, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, রোম এবং রেনোকে নিয়ে। প্রেম, ভালোবাসা, ষড়যন্ত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিশোধ নিয়ে আবর্তিত হওয়া *দ্য স্টারস শাইন ডাউন* নিঃসন্দেহে সিডনি শেলডনের আরেকটি অপূর্ব সৃষ্টি!

প্রচ্ছদ ▪ ধ্রুব এষ

সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

দ্য স্টারস শাইন ডাউন

অনুবাদ অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩১/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল ০১১৯৬ ০৪৭৮৯২

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয়   সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩১/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯৬৬

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

THE STARS SHINE DOWN
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossen, Anindya Prokash
31/1 Ka Hemandra Das Road Dhaka-1100
Phone 712 44 03, 01711664970
email   anindyaprokash@yahoo.com

First Published : February 2009
Second Print   February 2011

Price : Taka 400.00
US $ 10.00

ISBN 978-984-414-063-9

প্রথম খণ্ড

এক

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৯২

রাত ৮:০০

ঝড়ো মেঘের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে বোয়িং-৭২৭। দানব রুপোলি পালকের মতো বিশাল বিমানটিকে ইচ্ছেমতো লোফালুফি করছে বাতাস। পাইলটের উদ্বেগাকুল কণ্ঠ ভেসে এল স্পিকারে:

'আপনার সিটবেল্ট কি বাঁধা আছে, মিস ক্যামেরন?'

কোনো সাড়া নেই।

'মিস ক্যামেরন...মিস ক্যামেরন...'

গভীর কল্পনার জগৎ থেকে ভেসে উঠল সে। 'হ্যাঁ,' অতীতের সুখের সময়ে হারিয়ে গিয়েছিল সে।

'আপনি ঠিক আছেন তো? আমরা শীঘ্রি ঝড়টা সামলে উঠব।'

'আমি ঠিক আছি, রজার।'

হয়তো ক্র্যাশ করবে প্লেন, ভাবল লারা ক্যামেরন। আসলে পুরোটাই নিয়তি। নিয়তির সঙ্গে লড়াই করা চলে না।

গত একটা বছর ধরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার জীবনে। সবকিছু চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সব হারানোর বেদনায় শঙ্কিত থাকতে হচ্ছে তাকে।

ককপিটের দরজা খুলে গেল। কেবিনে ঢুকল পাইলট। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে তার যাত্রীকে। মহিলা খুবই সুন্দরী, মাথার ওপরে মুকুটের মতো চুড়ো করে বাঁধা ঝলমলে কৃষ্ণ কেশ, ধবধবে ফর্সা শরীরের কোথাও দাগ নেই, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের রঙ ধূসর। রেনো থেকে আকাশে উড়াল দেয়ার সময় কাপড় বদলেছিল সে। তার পরনে কাঁধখোলা স্কার্সি ইভনিং গাউন, চমৎকার মানিয়ে গেছে মেদহীন একহারা গড়নের সঙ্গে। গলায় জড়িয়ে রয়েছে হীরে ও রুবি বসানো নেকলেস। *তার পৃথিবী ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে জানার পরেও মহিলা এত শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকে কী করে?* ভাবল পাইলট। খবরের কাগজগুলো লারাকে গত একটা মাস ধরে নির্দয়ভাবে হামলা চালিয়ে আসছে।

'ফোনটা কি কাজ করছে, রজার?'

'না, মিস ক্যামেরন। ঝড়ের জন্য সমস্যা হচ্ছে। লা গুয়ারডিয়ায় পৌছুতে এক ঘণ্টা বেশি সময় লাগবে। আমি দুঃখিত।'

আমার জন্মদিনের পার্টিতে পৌছুতে দেরি হয়ে যাবে, ভাবল লারা। সবাই থাকবে ওখানে। দুশো মেহমান। এঁদের মধ্যে আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট, নিউইয়র্কের গভর্নর, মেয়র, হলিউড তারকা, বিখ্যাত অ্যাথলেট এবং অন্তত আধডজন দেশের শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগকারী। লারা নিজে অতিথিদের তালিকা করেছে।

ক্যামেরন প্লাজার গ্রান্ড বলরুম চোখের সামনে ভেসে উঠল লারার। ওখানে অনুষ্ঠিত হবে পার্টি। ছাদ থেকে ঝুলবে ব্যাকারাস্ট ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি বর্ণালি আলো নয়, যেন হাজারো হীরের দ্যুতি। কুড়িটি টেবিলে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বের সেরা লিনেন, চীনা এবং সিলভারের তৈজসপত্র থাকবে টেবিলে। মাঝখানে শোভা পাবে সাদা অর্কিড।

হলরুমের মাঝখানে থাকবে বুফে খাবারের ব্যবস্থা। খাবারের মেনুতে আছে রাজহাঁসের রোস্ট, বেলুগা ক্যাভিয়ার, গ্রাভলাক্স, শ্রিম্প, গলদা চিংড়ি এবং কাঁকড়া। সঙ্গে বরফশীতল শ্যাম্পেন তো থাকবেই। কিচেনে অপেক্ষা করবে দশতলা বিশিষ্ট জন্মদিনের কেক। ওয়েটার, সিকিউরিটি গার্ডরা এতক্ষণে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে।

বলরুমে, ব্যান্ডস্ট্যান্ডে যন্ত্রসংগীত বাজাবে অর্কেস্ট্রা দল। অতিথিরা বাজনার তালে নাচবেন, পালন করবেন লারার চল্লিশতম জন্মদিন। সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক সাজানো রয়েছে।

ডিনারটা হবে চমৎকার এবং সুস্বাদু। মেনু নিজে বাছাই করেছে লারা। শুরু হবে ফয়িগ্রাস দিয়ে, সঙ্গে থাকবে মাশরুমের সুপ, জন ডরির ফিলে। তারপর মূল কোর্স ভেড়ার রোস্ট, পম সুফলে ফ্রেঞ্চ বীনসহ এবং বাদাম তেলে মেশানো মেস ক্লান সালাদ। পনির এবং আঙুরের সঙ্গে থাকবে জন্মদিনের কেক ও কফি।

বিশেষ একটি পার্টি হতে যাচ্ছে এটি। মাথা উঁচু করে থাকবে লারা, তার চেহারা দেখে যেন অতিথিরা বুঝতে পারেন কোনওকিছুই তাকে দমাতে পারে না। কারণ সে লারা ক্যামেরন।

দেড় ঘণ্টা দেরিতে লা গুয়ারডিয়ায় পৌছাল প্রাইভেট জেট। লারা পাইলটের দিকে ফিরল। 'আজ রাতেই আমরা আবার রেনো ফিরব, রজার।'

'আমি এখানেই আছি, মিস ক্যামেরন।'

র‍্যাম্পে লিমুজিন নিয়ে অপেক্ষা করছিল লারার ড্রাইভার।

'আপনার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, মিস ক্যামেরন,' বলল ড্রাইভার।

'একটু খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়ে গিয়েছিলাম, ম্যাক্স। এখন জলদি প্লাজায় চলো।'

'জি, ম্যাম।'

গাড়ির ফোন তুলে জেরি টাউনশেন্ডের নাম্বারে ফোন করল লারা। সে পার্টির সমস্ত আয়োজন করেছে। মেহমানদের যত্ন-আত্তির কোনও ত্রুটি যে হচ্ছে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায় লারা। কিন্তু সাড়া মিলল না জেরির। *ও সম্ভবত বলরুমে*, ভাবল লারা।

'জলদি, ম্যাক্স।'

'জি, মিস ক্যামেরন।'

প্রকাণ্ড ক্যামেরন প্লাজা হোটেল দেখলে আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে লারার মন। ভাবে কী একটা জিনিসই না সে তৈরি করেছে। তবে আজ তার মনে এসব ভাবনা এল না। তার জন্য সবাই গ্রান্ড বলরুমে অপেক্ষা করছে।

রিভলভিং ডোর ঠেলে বৃহৎ লবিতে দ্রুত চলে এল লারা। কার্লোস, তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার লারাকে দেখে ছুটে এল।

'মিস ক্যামেরন...

'পরে,' বলল লারা। সে হাঁটায় বিরতি দিল না। গ্রান্ড বলরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। গভীর দম নিল। *ওদের মুখোমুখি হবার জন্য এখন আমি প্রস্তুত।* সে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। মুখে হাসি। তবে দরজা খোলা মাত্র মুখ থেকে মিলিয়ে গেল হাসি।

ঘর অন্ধকার। ওরা কি কোনও সারপ্রাইজ দেয়ার পরিকল্পনা করেছে? দরজার পেছনে সুইচ জ্বালাল লারা হাত বাড়িয়ে। আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠল ঘর। কেউ নেই। কেউ কোথাও নেই। হতবুদ্ধি লারা দাঁড়িয়ে থাকল।

দুশো মেহমানের কী হল? আটটার সময় সবার আসার কথা। এখন প্রায় দশটা বাজে। এতগুলো মানুষ বাতাসে মিলিয়ে গেল? অদ্ভুত ব্যাপার তো! বিশালাকারের খালি বলরুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে শিউরে উঠল লারা। গত বছর, তার জন্মদিনের পার্টিতে এই একই ঘর ছিল তার বন্ধুদের উপস্থিতিতে সরব, হাসি ঠাট্টা এবং সংগীতে পূর্ণ। সে দিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে ওর...

দুই

এক বছর আগে, লারা ক্যামেরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল রুটিন ছিল এরকম

সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৯১

সকাল	৫-০০	ট্রেনারের সঙ্গে ব্যায়াম।
সকাল	৭-০০	'গুড মর্নিং আমেরিকা' শোতে উপস্থিত।
সকাল	৭-৪৫	জাপানি ব্যাংকারদের সঙ্গে মিটিং।
সকাল	৯-৩০	জেরি টাউনশেন্ড।
সকাল	১০-৩০	এক্সিকিউটিভ প্ল্যানিং কমিটি।
সকাল	১১-০০	ফ্যাক্স, ওভারসিজ কল, মেইল।
সকাল	১১-৩০	কনস্ট্রাকশন মিটিং।
দুপুর	১২-৩০	S and L মিটিং।
দুপুর	১-০০	লাঞ্চ। ফরচুন ম্যাগাজিনের সাংবাদিক হিউ থম্পসনকে সাক্ষাৎকার প্রদান।
বেলা	২-৩০	মেট্রোপলিটন ইউনিয়ন ব্যাংকারদের সঙ্গে মিটিং।
বিকেল	৪-০০	জোনিং কমিশন।
বিকেল	৫-০০	মেয়র গ্রেসি ম্যানসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
সন্ধ্যা	৬-১৫	আর্কিটেক্ট মিটিং।
সন্ধ্যা	৬-৩০	হাউজিং কমিশন।
সন্ধ্যা	৭-৩০	ডালাস ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের সঙ্গে ককটেল।
রাত	৮-০০	ক্যামেরন প্লাজার গ্রান্ড বলরুমে বার্থডে পার্টি।

ব্যায়ামের পোশাক পরে অধৈর্য ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছিল লারা। এমন সময় তার ট্রেনার কেন্ হাজির হল।

'তুমি দেরি করে ফেলেছ।'

'দুঃখিত, মিস ক্যামেরন। আমার অ্যালার্মটা নষ্ট হয়ে গেছে...।'

'আমার অনেক তাড়া আছে। শুরু করে দাও।'

'জি।'

আধঘণ্টা স্ট্রেচ করল ওরা। তারপর অ্যানার্জেটিক অ্যারোবিক্স।

'এই ভদ্রমহিলার শরীরখানা একুশ বছরের মেয়েদের,' ভাবল কেন। *একে বিছানায় নিয়ে যাবার সুযোগ পেলে আমি আর কিছু চাই না।* প্রতিদিন সে লারাকে ট্রেনিং দিতে আসে আসলে ওকে দেখার লোভে, ওর কাছাকাছি থাকার কামনায়। অনেকেই ওকে জিজ্ঞেস করে লারা ক্যামেরনের ফিগার কীরকম। কেন্ জবাব দেয় 'পারফেক্ট টেন'।

লারা কঠিন ব্যায়ামগুলো করে সহজেই, তবে আজ অনুশীলনে মন ছিল না ওর।

সেশন শেষ হলে কেন্ বলল, 'আমি গুড মর্নিং আমেরিকায় আপনাকে এখন দেখব।'

'কী?' লারা টিভি শো'র কথা ভুলেই গিয়েছিল। সে জাপানি ব্যাংকারদের সঙ্গে মিটিং নিয়ে ভাবছিল।

'কাল দেখা হবে, মিস ক্যামেরন।'

'আবার যেন দেরি কোরো না, কেন্।'

গোসল সেরে নিল লারা। পেন্টহাউজের টেরেসে বসে একা একা নাস্তা খেল। নাস্তার মেনুতে আছে আঙুর, সেরিয়াল এবং সবুজ চা। নাস্তা খেয়ে ঢুকল স্টাডিতে।

বাযার বাজিয়ে সেক্রেটারিকে ডাকল লারা। 'আমি অফিস থেকে ওভারসিজ কলগুলো করব। ABC-তে সাতটার সময় যেতে হবে। ম্যাক্সকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলো।'

'গুড মর্নিং আমেরিকা'র সেগমেন্ট ভালোই চলল। ইন্টারভ্যু নিল জোন লানডেন। সে বরাবরের মতোই প্রাণবন্ত।

'আপনি শেষবার যখন এ প্রোগ্রামে এলেন,' বলল জোন, 'বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু স্কাইস্ক্রেপার নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। চার বছর আগের কথা সেটা।'

মাথা দোলাল লারা। 'হ্যাঁ। ক্যামেরন টাওয়ারের কাজ আগামী বছর শেষ হয়ে যাবে।'

'অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করেন আপনি। তারপরও আপনার সৌন্দর্যে এতটুকু ভাটা পড়েনি। আপনি বহু নারীর রোল মডেল।'

'আপনি আসলে বাড়িয়ে বলছেন,' হাসল লারা। 'নিজেকে রোল মডেল ভাবার সময় আমার নেই। আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকি।'

'আপনি পুরুষশাসিত বাণিজ্যের রাজ্যে বিশ্বের সবচেয়ে সফল নারী রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার। আপনি এ কাজ কীভাবে করেন? কোথায় ভবন তৈরি করতে হবে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত কীভাবে গ্রহণ করেন?'

'আমি সাইট নির্বাচন করি না,' বলল লারা। 'সাইট আমাকে নির্বাচন করে। আমি গাড়ি নিয়ে হয়তো কোনও ফাঁকা মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—মাঠটি আমি শূন্য দেখি না। দেখি ওখানে চমৎকার একটি অফিসভবন গড়ে উঠেছে অথবা সুন্দর একটি

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দারুণ একটি পরিবেশে বাস করছে মানুষ। আমি স্বপ্ন দেখি।'

'এবং আপনি ওই স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়ন করেন। আমরা লারা ক্যামেরনের সঙ্গে আবার ফিরে আসছি বিজ্ঞাপন বিরতির পর।'

জাপানি ব্যাংকারদের আসার কথা সকাল পোনে আটটায়। ওরা গতকাল সন্ধ্যায় টোকিও থেকে এখানে পৌঁছেছেন। বারোঘণ্টা দশ মিনিটের দীর্ঘ আকাশযাত্রা।

অত সকালে মিটিং-এর কথা শুনে ব্যাংকাররা আপত্তি তুলেছিলেন। বলেছিলেন তাঁরা জেটল্যাগে ভুগছেন। কিন্তু লারা ব্যাংকারদের আপত্তি কানে তোলেনি। বলেছে, 'দুঃখিত, জেন্টলমেন, কিন্তু আমার হাতে একদমই সময় নেই। আপনাদের সঙ্গে মিটিং শেষ করে আমি উড়াল দেব দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হয়েছে ব্যাংকারদের। ওরা মোট চারজন, বিনয়ী, সজ্জন। সামুরাই তরবারির মতো ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। গত দশকে ফিনানসিয়াল কম্যুনিটি জাপানিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। এ ভুলটা তারা আর করে না।

মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছে সিক্সথ এভিন্যুতে, ক্যামেরন সেন্টারে। ব্যাংকাররা লারার একশো মিলিয়ন ডলারের নতুন একটি হোটেলে টাকা বিনিয়োগ করবেন। তাঁদেরকে বৃহদাকারের কনফারেন্স রুমে নিয়ে আসা হল। প্রতিটি ব্যাংকার লারার জন্য একটি করে উপহার নিয়ে এসেছেন। লারা তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিনিময়ে প্রত্যেককে দিল উপহার। সে তার সেক্রেটারিকে আগেই বলে রেখেছে উপহারগুলো যেন বাদামি অথবা ধূসর কাগজ দিয়ে মোড়ানো থাকে। জাপানিদের কাছে সাদা রং মানে মৃত্যু। জমকালো কাগজে মোড়ানো উপহার তারা গ্রহণ করে না।

লারার সহকারী ট্রিসিয়া জাপানিদের জন্য চা এবং লারার জন্য কফি নিয়ে এল। জাপানিরা কফি পেলে খুশি হতেন তবে অত্যন্ত বিনয়ী বলে চা-ই পান করলেন। তাদের কাপ খালি হওয়ার পরে আবার চা দিল লারা।

লারার সহযোগী হাওয়ার্ড কেলার ঢুকল ঘরে। তার বয়স পঞ্চাশ, রোগা-পটকা, বালুরঙা চুল, কোঁচকানো একটা সুট পরে আছে সে, ঢুলু ঢুলু চোখ, যেন এইমাত্র উঠে এসেছে ঘুম থেকে। কেলার ইনভেস্টমেন্ট প্রোপোজালের কপিগুলো দিল সবাইকে।

'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, জেন্টলমেন,' বলল লারা, 'আমরা ইতিমধ্যে মর্টগেজ কমিটমেন্টের কাজটি সেরে ফেলেছি। কমপ্লেক্সে সাতশো কুড়িটি গেস্ট ইউনিট থাকবে, মিটিং স্পেস হবে ত্রিশ হাজার স্কোয়ার ফুট, এবং এক হাজার গাড়ি পার্ক করা যায় এরকম গ্যারেজের ব্যবস্থা থাকবে...

লারার কণ্ঠে যেন খেলা করে শক্তি। জাপানি ব্যাংকাররা বিনিয়োগ প্রস্তাবের কপিতে চোখ বুলাচ্ছেন, ঘুমে তাঁদের চোখ বুজে আসছে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল সফল মিটিং। লারা জানে পঞ্চাশ হাজার ডলার

ধার নেয়ার চেয়ে একশো মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করা অনেক সহজ।

জাপানি প্রতিনিধিদলটি চলে যাওয়ার পরে জেরি টাউনশেন্ডের সঙ্গে মিটিং করল লারা। লম্বা, তেজোদ্দীপ্ত এক্স-হলিউড পাবলিসিটি ম্যান জেরি ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের পাবলিক রিলেসন্সের দায়িত্বে রয়েছে।

আজ সকালে 'গুড মর্নিং আমেরিকা'য় তোমার ইন্টারভ্যুটা দারুণ হয়েছে। বহু লোক ফোন করেছে।'

'ফোর্বসের খবর কী?'

'ওদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। পিপল আগামী হপ্তায় তোমাকে নিয়ে প্রচ্ছদ করবে। নিউ ইয়র্কার-এ দেখেছ? তোমার ওপর লেখা ছেপেছে। ভালো লিখেছে, না?'

ডেস্কে হেঁটে এল লারা, 'মন্দ না।'

'ফরচুন আজ বিকেলে তোমার ইন্টারভ্যু করবে।'

'আমি সময় চেঞ্জ করেছি।'

বিস্মিত দেখাল জেরিকে, কেন?'

'ওদের রিপোর্টারকে লাঞ্চে আসতে বলেছি।' ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিল লারা। 'ভেতরে এসো, ক্যাথি।'

ভৌতিক একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'আসছি, মিস ক্যামেরন।'

জেরির দিকে তাকাল লারা। 'দ্যাটস অল, জেরি। তুমি তোমার স্টাফদের নিয়ে ক্যামেরন টাওয়ার্সের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

'আমরা তো কাজ করছিই...'

'আমি আরও কাজ চাই। দেখতে চাই প্রতিটি খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় আমার টাওয়ার সম্পর্কে লেখা ছাপা হয়েছে। এটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং। *বিশ্বের মধ্যে!* চাই লোকে ক্যামেরন টাওয়ার্স নিয়ে গল্প করবে। যখন আমরা এর উদ্বোধন করব, দেখতে চাই মানুষ এ টাওয়ারের অ্যাপার্টমেন্ট এবং দোকান কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।'

জেরি টাউনশেন্ড উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা।'

লারার নির্বাহী সহকারী ক্যাথি ঢুকল অফিসে। তার বয়স ত্রিশের কোঠায়, গায়ের রঙ কালো। তবে বেশ আকর্ষণীয়া।

'সাংবাদিক লাঞ্চে কী খাবে?'

'লোকটা ভোজনরসিক। সে ফরাসি খাবার পছন্দ করে। আমি লো সির্ক-এ ফোন করেছি। সিরিওকে বলেছি দুজনের জন্য লাঞ্চ পাঠাতে।'

'বেশ। আমরা আমার প্রাইভেট ডাইনিং রুমে বসে খাব।'

'ইন্টারভ্যু শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে? বেলা আড়াইটায় মেট্রোপলিটনে ব্যাংকারদের সঙ্গে আপনার মিটিং আছে।'

'মিটিং পিছিয়ে দাও। তিনটার সময় করো। আর ব্যাংকারদেরকে এখানে আসতে বলো।'

ক্যাথি লিখে নিল নির্দেশ। 'আপনার ম্যাসেজগুলো পড়ে শোনাব?'

'শোনাও।'

'চিলড্রেন্স ফাউন্ডেশন আঠাশ তারিখে তাদের প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছে।'

'না। বলো দাওয়াত পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। তবে যেতে পারব না। ওদেরকে একটা চেক পাঠিয়ে দাও।'

'তুলসায় মঙ্গলবার আপনার একটা মিটিং আছে...'

'বাতিল করে দাও।'

'ম্যানহাটান উওমেন্স গ্রুপ-এ আগামী শুক্রবার আপনার লাঞ্চের দাওয়াত।'

'যেতে পারব না। ওরা টাকা চাইলে একটা চেক দিয়ে দিও।'

'চার তারিখ কোয়ালিশন ফর লিটারেসি লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছে। আপনার ওখানে বক্তৃতা দেয়ার কথা।'

'দেখি যেতে পারি কিনা।'

'মাসকুলার ডিসথ্রপি'র জন্য চাঁদা তোলার অনুষ্ঠানে আপনাকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। তবে ডেট নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আপনি তো ওই সময় সানফ্রান্সিসকো থাকবেন।'

'ওদেরকে একটা চেক পাঠিয়ে দিও।'

'শ্রাব দম্পতি আগামী শনিবার ডিনার পার্টি দিচ্ছেন।'

'আমি যাওয়ার চেষ্টা করব,' বলল লারা। ক্রিশ্চিয়ান এবং ডেবোরা শ্রাব দম্পতি লারার ভালো বন্ধু। বেশ মজার মানুষ দুজনেই। ওদের সঙ্গ পছন্দ করে লারা।

'ক্যাথি, তুমি ক'জন আমিকে দেখতে পাচ্ছ?'

'জি?'

'ভালো করে তাকাও।'

ক্যাথি তাকাল। 'আপনি একজনই, মিস ক্যামেরন।'

'ঠিক। আমি মাত্র একজন। তাহলে তুমি কী করে আশা করো আমি আজ আড়াইটার সময় মেট্রোপলিটান ব্যাংকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, চারটার সময় যোগ দেব জোনিং কমিশনে, তারপর পাঁচটায় দেখা করব মেয়রের সঙ্গে, আর্কিটেক্টদের সঙ্গে সোয়া ছ'টায়, সাড়ে ছ'টায় হাউজিং কমিশনের সঙ্গে, সাড়ে সাতটায় যাব ককটেল পার্টিতে এবং রাত আটটার সময় আমার জন্মদিনের ডিনারে? আবার যখন শিডিউল করবে, মস্তিষ্কটাকে কাজে লাগিয়ো।'

'আমি দুঃখিত। আপনি চেয়েছিলেন আমি...'

'আমি চেয়েছিলাম তুমি মস্তিষ্ক খাটিয়ে কাজ করবে। নির্বোধ লোকদের আমার

প্রয়োজন নেই। আর্কিটেক্ট এবং হাউজিং কমিশনের সঙ্গে আবার নতুন শিডিউল করো।'

'আচ্ছা,' আড়ষ্ট গলা ক্যাথির।

'বাচ্চা কেমন আছে?'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেল সেক্রেটারি। 'ডেভিড? ও--ও ভালোই আছে।'

'ও তো বড় হয়ে যাচ্ছে।'

'দুইয়ে পড়বে।'

'ওকে কোন্ স্কুলে ভর্তি করবে ভেবেছ?'

'এখনও ভাবিনি। এত তাড়াতাড়ি...'

'ভুল করছ। নিউইয়র্কে বাচ্চাকে কোনও ভালো স্কুলে দিতে হলে সন্তান জন্ম নেয়ার আগেই চিন্তা করতে হয়।'

লারা ডোফ প্যাডে কিছু লিখছিল। 'ডালটনের প্রিন্সিপাল আমার চেনা। ডেভিডকে ওখানে ভর্তি করতে পারবে।'

'আ-ধন্যবাদ।'

লাবা মুখ তুলে চাইল না। 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'জি, ম্যাম।' ক্যাথি অফিস থেকে বেরিয়ে এল বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে—তার বসকে ভালোবাসবে নাকি ঘৃণা করবে বুঝতে পারছে না। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজে কাজ করতে আসার সময় লারা ক্যামেরন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল ক্যাথিকে। 'লৌহ প্রজাপতিটি একটি খবিশ মহিলা,' বলা হয়েছিল ওকে। 'ওখানে সেক্রেটারিদেরকে স্টপওয়াচ ধরে কাজ করতে হয়। ও তোমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।'

লারার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে ক্যাথির। আধডজন পত্রিকায় লারার ছবি দেখেছে সে। কিন্তু পত্রিকার ছবির সঙ্গে বাস্তবের লারার অনেক ফারাক। সামনাসামনি মহিলাকে শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দরী মনে হয়েছে ক্যাথির।

ক্যাথির জীবনবৃত্তান্তে চোখ বুলাচ্ছিল লারা ক্যামেরন। সে মুখ তুলে চাইল। 'বসো, ক্যাথি।' তার কণ্ঠ খসখসে এবং ঝলমলে। লারার সমস্ত অস্তিত্ব থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তি।

'তোমার সিভিটা চমৎকার হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।'

'এর কতটুকু বাস্তব?'

'জি?'

'আমার কাছে যারা আসে তাদের বেশিরভাগই অবাস্তব চরিত্রের মানুষ। তুমি যে কাজটা করো তাতে তুমি কতটা দক্ষ?'

'আমি নিজের কাজে যথেষ্ট দক্ষ, মিস ক্যামেরন।'

'আমার দুজন সেক্রেটারি অল্পদিন হল চলে গেছে। এখানে কাজের চাপ ভয়াবহ। চাপটা নিতে পারবে?'

'পারব মনে হয়।'

'এখানে মনে হয়টয় চলবে না। চাপ নিতে পারবে কি পারবে না?'

'পারব।'

'বেশ। তোমাকে এক হপ্তার ট্রায়ালে রাখা হবে। তোমাকে একটি ফর্মে সই করতে হবে। এখানে তোমার কাজ নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করা যাবে না। কোথাও কোনও ইন্টারভ্যু দেয়া যাবে না। এখানে যা-ই ঘটুক সব গোপন থাকবে।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'বেশ।'

পাঁচ বছর আগে এভাবেই শুরু হয়েছিল কাজ। এ সময়ে ক্যাথি তার বসকে ভালোবাসতে, ঘৃণা করতে এবং প্রশংসা করতে শিখেছে। প্রথম প্রথম ক্যাথির স্বামী ওকে জিজ্ঞেস করত, 'কিংবদন্তির মানুষটা কীরকম?'

কঠিন প্রশ্ন। 'শী ইজ লার্জার দ্যান লাইফ,' জবাব দিয়েছে ক্যাথি।

'উনি অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর মতো এত পরিশ্রম করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। ঈশ্বর জানেন উনি কখন ঘুমান। শী ইজ আ পারফেকশনিস্ট। এজন্যই তাঁর আশপাশের সমস্ত মানুষের জীবন হারাম হয়ে যায়। তিনি একটি প্রতিভা। তিনি যেমন ভদ্র তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ।'

ক্যাথির স্বামী হেসেছে। 'শী ইজ আ উওম্যান।'

ক্যাথির হাসি আসেনি। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'উনি যে কী আমি বুঝতে পারি না। উনি মাঝে মাঝে আমাকে ভীত করে তোলেন।'

'কাম অন, হানি, তুমি আসলে বাড়িয়ে বলছ।'

'না, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি কেউ যদি লারা ক্যামেরনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়...উনি তাকে খুন করবেন।'

ফ্যাক্স এবং দেশের বাইরের ফোনগুলো সেরে তরুণ উদ্যমী অ্যাকাউন্ট্যান্ট চার্লি হান্টারকে ডেকে পাঠাল লারা। 'আমার ঘরে একটু এসো, চার্লি।'

'আসছি, মিস ক্যামেরন।'

এক মিনিট পরে অফিসে ঢুকল সে।

'নিউইয়র্ক টাইমস-এ দেয়া তোমার ইন্টারভ্যুটা পড়লাম, চার্লি,' বলল লারা।

উজ্জ্বল দেখাল চার্লির চেহারা। 'ইন্টারভ্যুটা ছাপা হয়েছে? দেখিনি এখনও। কেমন হয়েছে?'

'তুমি ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বলেছ।'

ভুরু কুঁচকে গেল চার্লির। 'সাংবাদিক বোধহয় আমার কোনও মন্তব্য উল্টো বুঝে লিখেছে...'

'তোমাকে বরখাস্ত করা হল।'

'কী? কেন? আ–'

'এখানে চাকরিতে যোগ দেয়ার সময় তুমি একটি কাগজে সই করেছিলে। ওতে লেখা ছিল কোনও পত্রিকায় বা মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দেয়া যাবে না। তুমি আজ দুপুরের মধ্যেই চলে যাবে।'

'আ...আপনি তা করতে পারেন না। আমার জায়গায় কে বসবে?'

'সে ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যে করে ফেলেছি।'

লাঞ্চ প্রায় শেষের দিকে। ফরচুন পত্রিকায় সাংবাদিক হিউ থম্পসনের চেহারায় বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী একটা ভাব আছে, কালো শিঙের চশমার পেছনে ঝকমক করছে ধারালো বাদামি একজোড়া চোখ।

'লাঞ্চটা খুব উপভোগ করেছি,' বলল সে। 'আমার সবগুলো প্রিয় ডিশ ছিল। ধন্যবাদ।'

'আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।'

'আমার জন্য এতটা কষ্ট না-করলেও পারতেন।'

'কোনও কষ্টই করিনি,' হাসল লারা। 'আমার বাবা আমাকে সবসময় বলতেন পেট ঠাণ্ডা তো দিল ঠাণ্ডা।'

'ইন্টারভ্যু শুরু করার আগে তাই আমার দিল ঠাণ্ডা করে নিলেন?'

'ঠিক তাই।' হাসিটি মুখে ধরে রাখল লারা।

'আপনার কোম্পানি আসলে কতটা সমস্যার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে?'

মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। 'মানে?'

'কাম অন। আপনি এরকম একটা বিষয় গোপন রাখতে পারবেন না। লোকে বলে, আপনার জাঙ্ক বন্ডের কারণে বড় বড় কিছু পেমেন্ট বাকি পড়ে গেছে এবং এ কারণে আপনার কিছু প্রোপার্টি ধসে পড়ার মুখে।'

হেসে উঠল লারা। 'লোকে তাই বলে নাকি? মি. থম্পসন, এসব হাসকির গুজবে কান না-দেয়াই ভালো। আপনাকে আমি আমার অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। এতে চলবে?'

'চলবে। ভালো কথা, নতুন হোটেল উদ্বোধন করার সময় আপনার স্বামীকে তো দেখলাম না।'

হাসছে লারা। 'ফিলিপের খুব ইচ্ছে ছিল ওখানে হাজির থাকবে। কিন্তু ওকে হঠাৎ করে কনসার্ট ট্যুরে যেতে হল।'

'আমি বছর তিনেক আগে ওনার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। খুব ভালো বাজান ভদ্রলোক। আপনাদের বিয়ের বয়স তো এক বছর পার হয়ে গেল, না?'

'হ্যাঁ—আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের একটা বছর। আমি খুব ভাগ্যবতী। আমি প্রচুর ভ্রমণ করি, ফিলিপও তাই। তবে যখন ওর কাছ থেকে দূরে থাকি,

যেখানেই থাকি ওর অ্যালবাম শুনি।'

মুচকি হাসল থম্পসন। 'আর উনি যেখানেই যান আপনার বানানো ভবন দেখতে পান।'

হেসে উঠল লারা। 'পাম্প দিচ্ছেন?'

'না, সত্যিকথা বলছি। আমাদের দেশের এমন কোনও শহর নেই যেখানে আপনার তৈরি ভবন নেই। আপনি নিজে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, অফিস বিল্ডিং, একটি হোটেল চেইনসহ আরও কতকিছুর মালিক...এতকিছু করলেন কীভাবে?'

হাসল লারা। 'আয়না দিয়ে।'

'আপনি একটা ধাঁধা।'

'তাই নাকি? কেন?'

'এ মুহূর্তে আপনি নিউইয়র্কের সবচেয়ে সফল বিল্ডার। এ শহরের অর্ধেক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় আপনার নাম জড়িয়ে আছে। আপনি বিশ্বের উচ্চতম স্কাইস্ক্রেপার গঠন করছেন। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনাকে নাম দিয়েছে 'লৌহ প্রজাপতি'। পুরুষশাসিত ব্যবসার রাজ্যে আপনিই একমাত্র নারী যিনি এতদূর আসতে পেরেছেন।'

'তাতে কি আপনার কোনও অস্বস্তি হচ্ছে, মি. থম্পসন?'

'না। আমাকে যেটা অস্বস্তিতে ফেলেছে তা হল আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি দুজন মানুষকে আপনার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনরকম জবাব পাই। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে আপনি একজন দারুণ বিজনেস উওম্যান। আপনি এখন পর্যন্ত কোনও কাজে ব্যর্থ হননি। আমি কনস্ট্রাকশন ক্রুদেরকে ভালো করেই চিনি। ওরা খুব রাফ অ্যান্ড টাফ স্বভাবের। আপনি নারী হয়েও ওদেরকে বশ মানিয়ে রেখেছেন কী করে?'

হাসল লারা। 'আমার মতো আর নারী নেই বলে। আমি কর্মক্ষেত্রে সেরা মানুষটিকে বেছে নিই। প্রচুর বেতন দিই।'

এ মহিলা আসল ঘটনা আমাকে বলছে না, ভাবল থম্পসন। সে প্রসঙ্গ বদলাল।

'খবরের কাগজের দোকানের প্রতিটি পত্রিকায় আপনার ইন্টারভ্যু ছাপা হয়। বলে আপনি কতটা সফল। আমি একটি পার্সোনাল স্টোরি করতে চাই। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে লোকে খুব কমই জানে।'

'আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যথেষ্ট গর্বিত।'

'বেশ। তাহলে এ বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ঢুকলেন কী করে?'

হাসল লারা। অকৃত্রিম হাসি। তাকে হঠাৎ বাচ্চামেয়ের মতো লাগল।

'বংশানুক্রমে।'

'বংশানুক্রমে?'

'আমার বাবার দৌলতে এ পেশায় আসা,' পেছনের দেয়ালে ঝোলানো একটি

ছবিতে ইঙ্গিত করল লারা। সুদর্শন একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন ছবিতে, মাথা ভর্তি রুপোলি কেশ। 'উনি আমার বাবা—জেমস হিউ ক্যামেরন।' নরম শোনাল লারার কণ্ঠ।

'আমার সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর। আমি তাঁর একমাত্র মেয়ে। খুব ছোটবেলায় আমি আমার মাকে হারাই। বাবা আমাকে বড় করে তোলেন। আমার পরিবার বহু আগে স্কটল্যান্ড ত্যাগ করে। তারপর তারা নোভা স্কটিয়ায় চলে আসে। অর্থাৎ নিউ স্কটল্যান্ডে। আমরা গ্লেস বে-তে বসবাস শুরু করি।

'গ্লেস বে?'

'আটলান্টিকের তীরে, কেপ ব্রেটনের উত্তর-পুবের একটি জেলেগ্রাম গ্লেস বে। ফরাসি এক্সপ্লোরাররা এর নামকরণ করে। এর অর্থ হল বরফ উপকূল। আরেকটু কফি দিই?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আমার দাদার স্কটল্যান্ডে প্রচুর জমি ছিল। বাবা আরও অনেক জমি কেনেন। বাবা প্রচণ্ড ধনী ছিলেন। লচ মরলিচে আমাদের একটি প্রাসাদ আছে এখনও। আট বছর বয়সে আমি আমার নিজের ঘোড়া চালাতাম, লন্ডন থেকে কিনে আনা হত আমার জামা-কাপড়। আমরা বিশাল একটি বাড়িতে বাস করতাম। বাড়িতর্তি ছিল ভৃত্য। একটি ছোট্ট মেয়ের জন্য রূপকথার জীবন ছিল ওটা।' পুরোনো স্মৃতি-চারণে জীবন্ত হয়ে ওঠে লারার কণ্ঠ।

'আমরা শীতে আইস স্কেটিং করতাম, দেখতাম হকি খেলা, গরমে বিগ গ্লেস বে লেকে সাঁতার কাটতে যেতাম। নাচতে যেতাম ফোরাম এবং তেনেশিয়ান গার্ডেনসে।'

সাংবাদিক নোট নিতে ব্যস্ত।

'আমার বাবা এডমন্টন, ক্যালগ্যারি এবং অন্টারিওতে বাড়ি বানান। রিয়েল এস্টেট তাঁর কাছে খেলার মতো ছিল। খেলাটি তিনি উপভোগ করতেন। খুব ছোটবেলায় তিনি খেলাটি আমাকে শিখিয়ে দেন। আমি আগ্রহ নিয়ে খেলাটি শিখেছি।'

আবেগে কাঁপছে লারার কণ্ঠ। 'আপনি একটা জিনিস নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, মি. থম্পসন। আমি যা করি তার সঙ্গে অর্থ কিংবা ইট-পাথরের সম্পর্ক নেই। আমি যা করি সব মানুষের জন্য। আমি তাদেরকে আরামদায়ক জায়গায় আরামে বসবাস করার সুযোগ করে দিই, যেখানে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে একটি সুখী জীবন-যাপন করতে পারবে। এ বিষয়টি আমার বাবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আমার কাছেও।'

মুখ তুলে চাইল হিউ থম্পসন। 'প্রথম রিয়েল এস্টেট ব্যবসার কথা মনে আছে?'

সামনে ঝুঁকে এল লারা। 'অবশ্যই। ওটা ছিল আমার অষ্টাদশ জন্মদিন। বাবা জানতে চেয়েছিলেন উপহার হিসেবে আমি কী পেতে চাই। গ্লেস বে-তে বহু মানুষ আসছিল। লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল জায়গাটা। আমার মনে হয়েছিল থাকার জন্য ওদের আরও অনেক জায়গা দরকার। বাবাকে বললাম আমি ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ তৈরি করতে চাই। বাবা উপহার হিসেবে আমাকে টাকাটা দেন।

বছর দুই পরে টাকাটা বাবাকে আবার ফিরিয়ে দিই আমি। এরপর ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে আমি দ্বিতীয় একটি ভবন তৈরি করি। আমার বয়স যখন একুশ, ততদিনে আমি তিনটে ভবনের মালিক।'

'আপনার বাবা নিশ্চয় আপনাকে নিয়ে খুব গর্ব করতেন।'

লারার মুখে আবার সেই উষ্ণ হাসি ফিরে এল। 'করতেন। বাবাই আমার নাম রাখেন লারা। পুরোনো স্কটিশ নাম, এসেছে ল্যাটিন থেকে। এর অর্থ 'বিখ্যাত।' ছেলেবেলায় বাবা সবসময় বলতেন একদিন আমি খুব বিখ্যাত হব।'

মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল। 'বাবা খুব কম বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।' একটুক্ষণ চুপ করে থাকল লারা।

'আমি প্রতিবছর স্কটল্যান্ড যাই বাবার কবরে। আ...আমার খুব কষ্ট হত ওই বাড়িতে বাবাকে ছাড়া থাকতে। সিদ্ধান্ত নিই শিকাগো চলে যাব। ছোট বুটিক হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। আমি এক ব্যাংকারকে ধরেছিলাম টাকা ধার দেয়ার জন্য। আমার পরিকল্পনা সফল হয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল লারা। 'তারপর থেকে একের-পর-এক সাফল্যের মুখ দেখতে থাকি আমি। বাকিটা তো ইতিহাস। তবে এ বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের পেছনে প্রধান অবদান ছিল আমার বাবার। জেমস ক্যামেরনের মতো চমৎকার মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।'

'আপনি আপনার বাবাকে অনেক ভালোবাসতেন।'

'বাসতাম। বাবাও আমাকে অনেক আদর করতেন।' একটুকরো হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'শুনেছি আমার জন্মের দিন বাবা নাকি গ্লেস বে'র প্রতিটি মানুষকে মদ খাইয়েছেন।'

'তার মানে সবকিছুর শুরু গ্লেস বে-তে,' মন্তব্য করল সাংবাদিক।

'জি,' মৃদু গলায় বলল লারা। 'সবকিছুর শুরু গ্লেস বে-তে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ঘটনার শুরু...'

তিন

গ্লেস বে, নোভা স্কটিয়া
সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৫২

যে রাতে তার ছেলে ও মেয়ের জন্ম, ওই সময় পতিতালয়ে দুই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জমজ বোনের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে শুয়ে ছিল জেমস ক্যামেরন, হঠাৎ ব্রথেলের সর্দারনী ক্রিস্টি দরজায় করাঘাত করল।

'জেমস!' হাঁক ছাড়ল সে। দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে।

'Och, ye auld hen?' প্রবল বিরক্তি নিয়ে চেঁচাল জেমস। 'এখানে শান্তিতে একটু শুতেও পারব না?'

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, জেমস। তোমার স্ত্রীর খবর জানাতে এসেছি।'

'আমার স্ত্রী জাহান্নামে যাক,' খেঁকিয়ে উঠল জেমস।

'জাহান্নামেই যাচ্ছে সে,' গর্জন ছাড়ল ক্রিস্টিও। 'তার সন্তান হচ্ছে।'

'তো! সন্তান হচ্ছে হোক। তোমাদের মহিলাদের কাজই তো বছর বছর বিয়ানো, তাই না?'

'ডাক্তার ফোন করেছিলেন। তোমাকে খুঁজছেন। তোমার বউর অবস্থা খুবই খারাপ। তোমার জলদি তার কাছে যাওয়া উচিত।'

উঠে বসল জেমস ক্যামেরন, ঘষটে ঘষটে চলে এল বিছানার ধারে, ঢুলু ঢুলু চোখ, ঝাঁকি দিল মাথা। যেন মদের নেশাটা কাটাতে চাইছে। 'গোল্লায় যাক ওই মহিলা। একটা মুহূর্তও আমাকে যদি শান্তি দিত!' ম্যাডাম ক্রিস্টির দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে যাচ্ছি।' বিছানায় শুয়ে থাকা দুই লজ্জিকার দিকে ফিরল। 'কিন্তু আমি ওদের টাকা দিতে পারব না।'

'টাকা দিতে হবে না। তুমি তাড়াতাড়ি বোর্ডিং হাউজে যাও।'

ক্রিস্টি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো।'

জেমস ক্যামেরন একসময় সুদর্শনই ছিল দেখতে। তবে আকাম-কুকাম করে অল্পবয়সেই যেন বুড়িয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় পঞ্চাশ যদিও তার বয়স ত্রিশ। সে শহরের ব্যাংকার শন ম্যাকআলিস্টারের একটি বোর্ডিং হাউজের ম্যানেজার। গত পাঁচবছর ধরে জেমস ক্যামেরন এবং তার স্ত্রী পেগি দুটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে

পেগি বোর্ডিং হাউজের দু'ডজন বোর্ডারের জন্য রান্না করে দেয় এবং তাদের জামাকাপড় ধোয়া, ঘরদোর গোছগাছ ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। আর জেমস শুধু বসে বসে মদ গেলে। গ্লেস বে-তে ম্যাকআলিস্টারের আরও যে চারটে বোর্ডিং হাউজ আছে, ওইসব বাড়ির ভাড়াটেদের কাছ থেকে প্রতি শুক্রবার ভাড়া আদায় করে জেমস।

জেমস ক্যামেরন কর্মক্ষেত্রে একজন ব্যর্থ মানুষ। তবে নিজের ব্যর্থতার দায়ভার সে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার বয়স যখন এক বছর, ওই সময় তার পরিবার স্কটল্যান্ড থেকে অভিবাসী হয়ে গ্লেস বে-তে চলে আসে। সঙ্গে মালপত্র সামান্যই ছিল। টিকে থাকার জন্য পরিবারটিকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়েছে। জেমসকে চোদ্দ বছর বয়সে তার বাবা কয়লাখনির কাজে লাগিয়ে দেয়। ষোলো বছর বয়সে খনি দুর্ঘটনায় সে সামান্য আহত হওয়ার পরপরই ওই কাজটা ছেড়ে দেয়। এক বছর পরে তার বাবা-মা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। জেমস ক্যামেরন তখন থেকে ভাবতে শুরু করে তার দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্যের জন্য নিয়তিই দায়ী। তবে তার দুটো সম্পদ ছিল সে ছিল অসম্ভব সুদর্শন এবং যখন খুশি মজা করতে পারার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। গ্লেস বে'র কাছের শহর সিডনিতে, এক সাপ্তাহিক ছুটিতে তার সঙ্গে পেগি ম্যাক্সওয়েল নামে এক তরুণীর পরিচয় হয়। পেগি ওখানে সপরিবারে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। পেগি দেখতে তেমন আহামরি নয়, তবে ম্যাক্সওয়েলরা ছিল অসম্ভব ধনী। আর জেমস ক্যামেরন ছিল বেজায় গরিব। পেগি ম্যাক্সওয়েলকে সে পাগল করে তোলে এবং বাবার আপত্তি সত্ত্বেও পেগি জেমসকে বিয়ে করে।

'আমি পেগিকে পাঁচ হাজার ডলার যৌতুক দিচ্ছি,' পেগির বাবা বলেন জেমসকে। 'টাকাটা দিয়ে তুমি কিছু করার সুযোগ পাবে। টাকাটা রিয়েল এস্টেটে খাটাতে পারো, পাঁচ বছরের মধ্যে ওটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

কিন্তু পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে বয়েই গেছে জেমসের। কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই সে এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে টাকাটা তেলের ব্যবসায় ঢালল। ষাট দিনের মাথায় ব্যবসায় লালবাতি জ্বলল। শ্বশুর সব শুনে রেগে আগুন। জামাইকে আর কোনও রকম সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

'তুমি একটা গর্দভ, জেমস। আর আমি আমার কষ্টের টাকা পানিতে ফেলতে পারি না।'

বিয়ে করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন চুরচুর হয়ে গেল। আতঙ্ক বোধ করল জেমস। কারণ ঘরে তার বউ আছে। তাকে ভরণপোষণ করতে হবে। এবং জেমস বেকার।

তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন শন ম্যাকআলিস্টার। শহরের এই ব্যাংকার ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চান্ন, হোঁতকা শরীর, ভারী সোনার চেন লাগানো ভেস্ট পরে থাকেন সবসময়। বছর কুড়ি আগে তিনি গ্লেস বে-তে আসেন, দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারেন এখানে টু-পাইস কামানোর সম্ভাবনা অপার। মাইনার এবং কাঠ-ব্যবসায়ীরা

কাতারে কাতারে প্রবেশ করছিল শহরে। তবে তাদের থাকার মতো পর্যাপ্ত বাড়ি ছিল না। ম্যাকআলিস্টার এদের জন্য বাড়ি করে দিতে পারতেন, তবে তাঁর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। তিনি চিন্তা করে দেখেন লোকগুলোর জন্য বোর্ডিং হাউজের ব্যবস্থা করলে তারা সস্তায় ভাড়া নিয়ে থাকতে পারবে। এতে লাভ হবে দ্বিগুণ। দুই বছরের মধ্যে তিনি একটি হোটেল এবং পাঁচটি বোর্ডিং হাউজ তৈরি করে ফেলেন। ভাড়াবাড়িগুলো কখনও খালি থাকে না।

এসব বাড়ি থেকে ভাড়া তোলার জন্য ম্যানেজারের দরকার হয়ে পড়েছিল। তবে সেরকম কোনও লোক খুঁজে পাচ্ছিলেন না ম্যাকআলিস্টার। কারণ কাজটা পরিশ্রমের এবং ক্লান্তিকর। ম্যানেজারের কাজ শুধু তো ভাড়া তোলা নয়, সবগুলো ঘর ভাড়া হয়েছে কিনা সেদিকে তাকে লক্ষ রাখতে হয়, ভাড়াটেদের খাওয়া-দাওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার আছে কিনা, এসব নজরদারিও তার চাকরির অংশ। যেহেতু ম্যানেজারকে বেতন দিতে হবে কাজেই যেনতেন লোককে এ পদে নিয়োগ দিয়ে টাকা নষ্ট করার বান্দা নন ম্যাকআলিস্টার।

একটি বোর্ডিং হাউজের ম্যানেজার চলে গিয়েছিল। ম্যাকআলিস্টার ওই পদে জেমস ক্যামেরনকে নিয়োগ দেয়ার কথা ভাবলেন। ক্যামেরন তাঁর ব্যাংক থেকে মাঝে মাঝে টাকা ধার নেয়। কিন্তু ধার শোধ করছিল না বলে দেনার অঙ্কটা দিনদিন বেড়েই চলছিল। ম্যাকআলিস্টার জেমসকে খবর পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

'তোমার জন্য একটি কাজ আছে,' বললেন ম্যাকআলিস্টার।

'আছে নাকি?'

'তোমার ভাগ্য ভালো। আমি নতুন একটি পদ সৃষ্টি করেছি।'

'ব্যাংকের কাজ, তাই না?' জিজ্ঞেস করল জেমস ক্যামেরন। ব্যাংকে কাজ করতে তার আপত্তি নেই। যেখানে প্রচুর টাকার ছড়াছড়ি সেখানে ফাও কিছু টাকা রোজগারের ধান্ধা সবসময়ই থাকে।

'ব্যাংকের কাজ না,' বললেন ম্যাকআলিস্টার। 'তুমি যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, জেমস, লোকের সঙ্গে কাজ করতেও পারবে ভালো। কেবলহেড এভিন্যুতে আমার বোর্ডিং হাউজের দায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই।'

'বোর্ডিং হাউজ?' হতাশ শোনাল জেমসের কণ্ঠ।

'মাথার ওপর তোমার একটি ছাদ দরকার,' বললেন ম্যাকআলিস্টার।

'তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে থাকা-খাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে, সেইসঙ্গে কিছু বেতনও পাবে।'

'কত টাকা?'

'তোমার ওতে চলে যাবে। হপ্তায় পঁচিশ ডলার।'

'পঁচিশ ড–?'

'নিলে নাও, না নিলে নাই। আমার আরও ক্যান্ডিডেট আছে।'

প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না জেমস ক্যামরনের।

'নেব আমি চাকরিটা।'

'বেশ। ভালো কথা, প্রতি শুক্রবার তুমি আমার অন্য বোর্ডিং হাউজগুলো থেকেও ভাড়া তুলবে। শনিবার টাকাটা আমাকে পৌঁছে দেবে।'

পেগিকে খবরটা দিল জেমস ক্যামেরন। খুশি হতে পারল না তার স্ত্রী। 'বোর্ডিং হাউজ কীভাবে চালাতে হয় আমরা জানি না, জেমস।'

'শিখে নেব। ভাগাভাগি করে কাজ করব।'

পেগি বিশ্বাস করল স্বামীকে। 'ঠিক আছে । আমরা ম্যানেজ করে নেব।'

যে যার মতো ওরা কাজ ম্যানেজ করে নিয়েছিল।

জেমস ক্যামরন ভালো ভালো আরও চাকরির প্রস্তাব পেল। কিন্তু আগ্রহী হল না। সে নিজের ব্যর্থ জীবনটাকেই যেন উপভোগ করছিল।

'কাজ করে কী হবে?' ঘোঁতঘোঁত করে সে। 'নিয়তি যদি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে তুমি কিছুই করতে পারবে না।'

আর আজ, সেপ্টেম্বরের এই রাতে, মনে মনে ভাবছিল জেমস, *ওরা শান্তিতে বেশ্যাদের সঙ্গ পর্যন্ত আমাকে উপভোগ করতে দিল না। গোল্লায় যাক আমার স্ত্রী।*

ম্যাডাম ক্রিস্টির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল জেমস। বাইরে সেপ্টেম্বরের কনকনে হাওয়া কামড় বসাল শরীরে। সে অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার বার-এ ঢুকল মদ খেয়ে শরীর গরম করে নিতে।

এক ঘন্টা পরে নিউ অ্যাবেরডিনের বোর্ডিং হাউজে পা বাড়াল জেমস। ওটা গ্লেস বে'র সবচেয়ে দরিদ্র-এলাকা।

ঘরে ঢুকে দেখল কয়েকজন ভাড়াটে ওর জন্য উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'ডাক্তার পেগির কাছে আছেন,' বলল একজন। 'তুমি জলদি যাও।'

ক্ষুদ্র পরিসরের একটি বেডরুম নিয়ে থাকে জেমস ও পেগি। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেল নবজাতক শিশুর চিৎকার। জেমস ঘরে ঢুকল। পেগি নিশ্চল পড়ে আছে বিছানায়। ডা. প্যাট্রিক ডানকান তার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। জেমসের পায়ের শব্দে তিনি ঘুরে তাকালেন।

'হচ্ছে কী এখানে?' জিজ্ঞেস করল জেমস।

খাড়া হলেন ডাক্তার। বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন জেমসকে।

'তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে আসা উচিত ছিল।'

'ঘাম ঝরানো টাকাগুলো পানিতে ফেলার জন্য? ওর বাচ্চা হবে। এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায়?'

'মারা গেছে পেগি। আমার পক্ষে যদ্দূর সম্ভব করেছি। জমজ বাচ্চা হয়েছে। ছেলেটাকে বাঁচাতে পারিনি।'

'ওহ, জেসাস!' গুঙিয়ে উঠল জেমস। 'আবার নিয়তির ছোবল।'

'কী?'

'নিয়তি। সবসময় আমার বিরুদ্ধে লেগেই আছে। আমি—'

এক নার্স ঢুকল ভেতরে, কোলে ব্যাংকেটে মোড়া একটি শিশু।

'এই যে আপনার কন্যা, মি. ক্যামেরন।'

'কন্যা? আমি কন্যা দিয়ে কী করব?' কথা জড়িয়ে গেল জেমসের।

'তুমি আমাকে হতাশ করে তুললে, জেমস,' বললেন ডা. ডানকান।

নার্স জেমসকে বলল, 'আমি কাল পর্যন্ত আছি। কীভাবে সন্তানের যত্ন নিতে হয় শিখিয়ে দেব।'

জেমস ক্যামেরন ব্ল্যাংকেটে মোড়া ছোট্ট শরীরটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, *ও—ও যদি মরে যেত তো বেঁচে যেতাম।*

পরের তিনটি হপ্তায় কেউ বুঝতে পারছিল না বাচ্চাটা বাঁচবে নাকি মরে যাবে। একজন দাইমা এল মেয়েটিকে দুধ খাওয়াতে। অবশেষে একদিন ডাক্তার বললেন, 'আপনার বাচ্চার বিপদ কেটে গেছে। মেয়েটির ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে।'

দাইমা বলল, 'মি. ক্যামেরন, বাচ্চার একটা নাম রাখা দরকার।'

'আপনাদের যা-খুশি একটা নাম দিয়ে দিন।'

'লারা নামে ডাকি ওকে? খুব সুন্দর নাম...'

'যা-খুশি নামে ডাকুন ওকে। আমার কিস্যু আসে যায় না।'

মেয়েটির নাম রাখা হল লারা।

লারাকে যত্ন-আত্তি করার কেউ নেই। বোর্ডিং হাউজের প্রায় সব ভাড়াটেই পুরুষ এবং তারা নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত যে বাচ্চাটির দিকে খেয়াল করার সময় কোথায়? বোর্ডিং হাউজে একমাত্র মহিলা বিশালদেহী, সুইডিশ বার্থা। তাকে রান্না এবং ঘর-গেরস্থালির কাজে ভাড়া করা হয়েছে।

জেমস ক্যামেরন তার মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। তার ধারণা মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রেখে নিয়তি আবার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে রাতে লিভিংরুমে বসে হুইস্কি গিলতে গিলতে অনুযোগের সুরে বলে, 'এই মেয়েটা আমার বউ এবং ছেলেকে মেরে ফেলেছে।'

'ওভাবে বলতে নেই, জেমস।'

'ঠিকই বলছি। ছেলেটা বেঁচে থাকলে বড় হয়ে আমাকে বুড়ো বয়সে রোজগার করে খাওয়াত।'

জেমস মদ গেলে আর ঘোঁতঘোঁত করে। ভাড়াটেরা ওকে ঘাঁটায় না।

জেমস ক্যামেরন বেশ কয়েকবার তার শ্বশুরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে।

ভেবেছে লারাকে বুড়োর হাতে তুলে দিয়ে নিজে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যাবে। কিন্তু বৃদ্ধ যেন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

গ্লেস বে শহরের বোর্ডিং হাউজে যেসব পরদেশী আসে তারা অল্পদিনের জন্য থাকে এখানে। তারা আসে ফ্রান্স, চীন এবং উক্রেইন থেকে। এ ছাড়াও আছে ইটালিয়ান, আইরিশ এবং গ্রীক। তাদের কেউ মুচি, কেউ দর্জি কেউবা কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। তারা জেটির ধারে, মেইন স্ট্রিট, বেল স্ট্রিট, নর্থ স্ট্রিট এবং ওয়াটার স্ট্রিটে গিজগিজ করে। তারা আসে খনিতে কাজ করতে, কেউবা করাতকলে জুটিয়ে নেয় কাজ, অথবা মাছ ধরে সাগরে। গ্লেস বে সীমান্তবর্তী শহর, প্রাচীন এবং জীর্ণ। এখানকার আবহাওয়া খুবই বাজে। শীতের সময় হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়ে, এপ্রিল পর্যন্ত রাস্তাঘাট ঢেকে থাকে তুষারে, জেটি ভারী বরফের চাদরে ঢাকা থাকে বলে এপ্রিল এবং মে'র পুরোটা সময় জুড়ে অনুভব করা যায় শীতের দাপট। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আকাশের নাকি-কান্না একমুহূর্তের জন্যও বিরতি দেয় না।

শহরে বোর্ডিং হাউজের সংখ্যা আঠারো। কোনও কোনও বোর্ডিং হাউজে বাহাত্তর জন ভাড়াটেও গাদাগাদি করে থাকে। জেমস ক্যামেরন যে বোর্ডিং হাউজটিতে আছে ওখানকার ভাড়াটের সংখ্যা চব্বিশ। এদের বেশিরভাগ স্কটস।

লারা কখনও বাপের আদর পায়নি। ভেতরে একটা খিদে অনুভব করে সে। স্নেহ-ভালোবাসা-আদর পাবার খিদে। তবে ব্যাপারটি ওর শিশুমন বুঝতে পারে না। ওর কোনও খেলনা নেই, নেই পুতুল। ওর খেলার কোনও সাথিও নেই। বাবা ছাড়া তার কেউ নেই। সে বাবাকে খুশি করার জন্য শিশুতোষ ছোট ছোট খেলনা বানায়। বাপ খেলনাগুলো হাত নেয় বটে তবে ওগুলো নিয়ে কোনও মন্তব্য করে না।

লারা পাঁচে পড়েছে, একদিন শুনতে পেল বাবা এক ভাড়াটেকে বলছে, 'যার বেঁচে থাকার দরকার ছিল সে মারা গেল। ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত!'

সে রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল লারা। বাবাকে সে ভীষণ ভালোবাসে। এখন বাবাকে সে ঘৃণা করতে লাগল।

ছয় বছর বয়সেই পরীর মতো সুন্দরী হয়ে উঠল লারা। সরু, পাতলা মুখে ডাগর ডাগর চোখ। ওই বছর ওদের বোর্ডিং হাউজে নতুন এক ভাড়াটের আগমন ঘটল, লোকটার নাম মুঙ্গো ম্যাকসুইন, ভালুকের মতো বিশাল দেহ। ছোট্ট মেয়েটিকে দেখেই তার খুব মায়া লেগে গেল।

'নাম কী তোমার, খুকি?'

'লারা।'

'বাহ্, বেশ সুন্দর নাম তো। স্কুলে যাও?'

'স্কুল? না।'

'কেন যাও না?'

'জানি না।'

'আচ্ছা, কেন স্কুলে যাও না দেখছি আমি।'

সে জেমস ক্যামেরনের কাছে গেল। 'আপনার মেয়ে নাকি স্কুলে যায় না?'

'স্কুলে গিয়ে কী হবে? ওর বয়স তো খুবই কম। ওর স্কুলে পড়ার দরকার নেই।'

'ভুল কথা। ওর পড়াশোনার অবশ্যই দরকার আছে। ওর জীবনটা গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে না?'

'ধুত্তোর জীবন,' ঠোঁট ওল্টাল জেমস। 'স্কুলে গিয়ে খামোকা সময় নষ্ট।'

কিন্তু ম্যাকসুইন জেমসের পেছনে লেগেই থাকল। শেষে জেমস মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে রাজি হল। মেয়েটা অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও চোখের আড়ালে থাকবে ভেবেই সে সম্মতি দিল।

স্কুলে যেতে হবে শুনে ভয় পেয়ে গেল লারা। তার ক্ষুদ্র জীবনটা কেটেছে বড়দের মাঝে, সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার কোনও সুযোগই সে পায়নি।

পরদিন সোমবার, বার্থা লারাকে দিয়ে গেল সেন্ট অ্যান'স গ্রামার স্কুলে। লারাকে প্রিন্সিপালের অফিসে নিয়ে আসা হল।

'এ লারা ক্যামেরন।'

প্রিন্সিপাল মিসেস কামিংস মধ্যবয়স্কা, বিধবা, ধূসর চুল। তিনি তিন সন্তানের জননী। সামনে দাঁড়ানো, মলিন-পোশাক-পরা মেয়েটিকে দেখলেন মিসেস কামিংস। 'লারা, খুব সুন্দর নাম তো,' হাসলেন তিনি। 'তোমার বয়স কত, সোনা?'

'ছয়,' চোখের জল ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে লারা। *মেয়েটি ভয় পেয়েছে,* বুঝতে পারলেন মিসেস কামিংস।

'তোমাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছি, লারা। এখানে তোমার খুব ভালো লাগবে, দেখো। অনেক কিছু শিখতে পারবে।'

'আমি এখানে থাকতে চাই না,' কাঁদো-কাঁদো গলা লারার।

'আচ্ছা! কেন থাকতে চাও না শুনি?'

'আমার বাবা আমাকে খুব মিস করবে,' কাঁদবে না পণ করেছে লারা।

'এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকতে হবে তোমাকে।'

ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়া হল লারাকে। ঘরভর্তি বাচ্চাকাচ্চা। পেছনের একটি বেঞ্চিতে বসার জায়গা পেল ও।

শিক্ষয়িত্রী মিস টারকেল ব্লাকবোর্ডে অক্ষর লেখা শেখাচ্ছিলেন।

'A-তে Apple,' বললেন তিনি, 'B-তে Boy. C-তে কী হয় বলতে পারবে কেউ?'

ছোট্ট একটি হাত উঠে গেল ওপরে। 'Candy.'

'ভেরি গুড। আর D-তে?'

'Dog.'

'আর E?'

'Eat.'

'চমৎকার। F দিয়ে কী হয় বলতে পারবে কেউ?'

লারা বলে উঠল, 'Fuck.'

ক্লাসের সবচেয়ে কমবয়েসী মেয়েটি হল লারা। তবে মিস টারকেলের ধারণা মেয়েটি এ বয়সেই পেকে গেছে।

'ও এখনই ঝানু হয়ে গেছে,' মিসেস কামিংসকে অনুযোগ করলেন তিনি। 'খালি শরীরটা বেড়ে উঠতে বাকি।'

প্রথম দিন লাঞ্চে অন্যান্য বাচ্চা তাদের রঙিন লাঞ্চবক্স খুলে আপেল, বিস্কিট এবং পলিথিনে মোড়ানো স্যান্ডউইচ বের করে খেতে লাগল।

কিন্তু লারাকে বাসা থেকে লাঞ্চ দেয়া হয়নি।

'তোমার লাঞ্চ কোথায়, লারা?' জানতে চাইলেন মিস টারকেল।

'আমার খিদে পায়নি,' কঠিন গলায় বলল লারা। 'আমি সকালে তরপেট নাস্তা খেয়ে এসেছি।'

স্কুলে বেশিরভাগ মেয়ে পরিষ্কার স্কার্ট এবং ব্লাউজ পরে আসে। লারাকেই শুধু সুতো-বেরুনো, জীর্ণ ব্লাউজ এবং স্কার্ট পরে ক্লাসে যেতে হয়। সে একদিন বাবার কাছে গেল।

'আমার স্কুলের ড্রেস লাগবে,' বলল লারা।

'এখন ড্রেসফ্রেস কিনতে পারব না। টাকা-পয়সার টানাটানিতে আছি। স্যালভেশন আর্মি সিটাডল থেকে কাপড় নিয়ে এসো।'

'কিন্তু ওখানে তো খয়রাতি কাপড় দেয়, বাবা।'

ঠাস করে মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিল বাবা।

স্কুলের বাচ্চারা যেসব খেলা খেলে অভ্যস্ত, তা লারা জন্মে দেখেওনি, নামও শোনেনি। মেয়েদের পুতুল এবং খেলনা আছে। কেউ কেউ লারার সঙ্গে খেলতেও আগ্রহী। কিন্তু লারার কোনও খেলনা নেই। সে ওদের সঙ্গে কী দিয়ে খেলবে? লারার খুব কষ্ট হয়। বেদনার্ত হওয়ার মতো আরও ঘটনা ঘটে। লারা দেখে তার সহপাঠীদের বাবা-মায়েরা তাঁদের মেয়েদের নানান উপহার দেন, ওদের জন্মদিনের পার্টি হয়, হৈহুল্লোড়ে মেতে ওঠে সবাই। জীবনে প্রথমবারের মতো লারা অনুভব করে

সে অনেককিছু থেকেই বঞ্চিত। এই উপলব্ধি তার ভেতরের একাকিত্বের যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেয়।

বোর্ডিং হাউসটিও যেন একটি স্কুল। ভিন্ন ধরনের স্কুল। এ যেন এক আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র বিশ্ব। লারা ভাড়াটেদের নাম শুনেই বলে দিতে পারে তারা কে, কোত্থেকে এসেছে। ম্যাক এসেছে স্কটল্যান্ড থেকে...হোল্ডার এবং পাইকের বাড়ি নিউ ফাউন্ডল্যান্ড...চিয়াসন এবং অকোন ফ্রান্সের বাসিন্দা...ডুডাশ এবং কোসিকের জন্ম পোল্যান্ডে। ভাড়াটেদের কেউ করাতি, কেউ জেলে, কয়লাখনির শ্রমিক, অথবা মুদি দোকানদার। তারা সকালে নাস্তা খেতে বিশাল ডাইনিং রুমে জড়ো হয়, সন্ধ্যায় আসে সাপারে। তাদের গল্প শোনে লারা হাঁ করে। প্রতিটি দলের যেন রয়েছে নিজস্ব একটি রহস্যময় ভাষা।

নোভা স্কটিয়ায় করাতিদের সংখ্যা সহস্রাধিক, ছড়িয়ে রয়েছে গোটা উপকূল জুড়ে। এদের গা থেকে কাঠের গুঁড়োর গন্ধ আসে। তারা কাঠ-চেরাই, তক্তা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে।

'এ বছর আমরা কমপক্ষে দুশো মিলিয়ন বোর্ড ফিট কাটব।'

লারা জানতে চায় বোর্ড ফিট কী জিনিস। ওকে ব্যাখ্যা দেয় এক করাতি—বোর্ড ফুট হল এক ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া তক্তা।

'তুমি যখন বড় হয়ে বিয়ে করবে, তখন যদি পাঁচ রুম নিয়ে একটি কাঠের বাড়ি বানাতে চাও, তাহলে বারো হাজার বোর্ড ফিট লাগবে,' বলে তারা।

'আমি কোনওদিন বিয়েই করব না,' বলে লারা।

জেলেরা আকৃষ্ট করে লারাকে। তারা ঘরে ফেরে শরীরে সাগরের নোনা গন্ধ নিয়ে। তারা ব্রাস ডি অর লেকে ঝিনুক উৎপাদনের নতুন এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে গল্প করে। কড, হেরিং, ম্যাকারেল এবং হ্যাডক মাছ কে কতগুলো ধরেছে তার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তবে লারাকে সবচেয়ে অভিভূত করে কয়লাখনির শ্রমিকরা। কেপ ব্রেটনে কয়লাখনির শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার, তারা লিনগান, প্রিন্স এবং ফ্যালেনের কয়লাখনিতে কাজ করে। খনির নামগুলো বেশ ভালো লাগে লারার। জুবিলি, লাস্ট চান্স, ব্লাক ডায়মন্ড, লাকি লেডি...

শ্রমিকরা সারাদিন কে কী করেছে সে গল্প যেন হাঁ করে গিলতে থাকে ছোট্ট মেয়েটি।

'মাইকের ঘটনা যা শুনলাম তা কি সত্য?'

'ঘটনা সত্য। ম্যানরেকে যাওয়ার সময় একটা বাক্স পড়ে ওর পা-টা গুঁড়িয়ে গেছে। অথচ কুত্তার বাচ্চা ফোরম্যান মাইকের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছে। বলছে মাইক নাকি

চটজলদি রাস্তা থেকে নামতে পারেনি। ওর বাত্তি নিভে গেছে।'

হতবাক লারা। 'মানে?'

এক খনিশ্রমিক ব্যাখ্যা করল, 'এর মানে হল মাইক কাজে যাচ্ছিল– ম্যানরেক মানে একধরনের গাড়ি, ওতে চড়ে খনিতে যাতায়াত করে। বক্স হল কয়লার ট্রেন–ওটা মাইকের গায়ের উপর উঠে পড়ে।'

'আর ওর বাত্তি নিভে গেল?' জিজ্ঞেস করল লারা।

হেসে উঠল শ্রমিক। 'বাত্তি নেভা মানে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া।'

পনেরোতে পা দিয়েছে লারা। ভর্তি হল সেন্ট মাইকেলস হাই স্কুলে। ও লম্বায় বেড়েছে অনেক। দড়ির মতো কালো চুল, ধূসর বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়া আগের মতোই ডাগর, মুখখানাও সরু এবং পাতলাই থেকে গেছে। ওর বয়ঃসন্ধি চলছে। বড় হয়ে চেহারা কেমন হবে অনুমান করা শক্ত। তবে বোঝা যায় একটা পরিবর্তন আসছে ওর শরীর এবং চেহারায়। হয় ও খুব সুন্দরী হবে নয়তো কুৎসিত।

তবে জেমস ক্যামেরনের কাছে তার মেয়ের চেহারা কুৎসিত।

'রাস্তায় যাকে পাও বিয়ে করে ফেলো,' বলল সে মেয়েকে। 'তোমাকে কেউ সেধে বিয়ে করতে আসবে না।'

লারা দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কিছু বলছে না।

'আর যাকেই বিয়ে করো, বলে দিও সে যেন আমার কাছ থেকে যৌতুক আশা না করে।'

মুঙ্গো ম্যাকসুইন ঢুকল ঘরে। সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছে। রেগে গেছে।

'রান্নাঘরে যাও,' ম্যাকসুইনকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল জেমস ক্যামেরন।

লারা যেন পালিয়ে বাঁচল।

'মেয়েকে এসব কী বলছ?' গরগর করে উঠল ম্যাকসুইন।

ঢুলুঢুলু চোখে ম্যাকসুইনের দিকে তাকাল জেমস। 'এটা আমাদের বাপ-মেয়ের ব্যাপার। তুমি নাক গলাতে এসো না।'

'তুমি মদ খেয়েছ।'

'অয়ি। তো? মদ অথবা মেয়েমানুষ দুটোর যে-কোনও একটা না হলে আমার চলে না।'

ম্যাকসুইন কিচেনে ঢুকল। লারা সিঙ্কে বাসন ধুচ্ছে। চোখে জল। ম্যাকসুইন লারার কাঁধে হাত রাখল।

'কাঁদিস না, মা। ও কিছু ভেবে কথাগুলো বলেনি।'

'বাবা আমাকে একটুও দেখতে পারে না।' ফুঁপিয়ে উঠল লারা। 'আমার সঙ্গে কোনওদিন ভালো করে একটাও কথা বলেনি। কোনওদিন না!'

চুপ করে রইল ম্যাকসুইন। কিছু বলার নেই বলেই।

গরমের সময় ট্যুরিস্টরা গ্রেস বে-তে ছুটি কাটাতে আসে। দামি গাড়ি নিয়ে দামি পোশাক পরে আসে তারা। কেনাকাটা করে ক্যাসল স্ট্রিটে, ডিনার খায় সিডার হাউজে এবং হাসপার-এ। ঘুরতে যায় ইনগোনিশ বিচ, কেপ স্মোকি এবং বার্ড আইল্যান্ডে। তারা যেন ভিন্ন একটি পৃথিবী থেকে আসা বিশেষ মানুষ। লারা এদেরকে ঈর্ষা করে। তারা যখন গরমের ছুটি কাটিয়ে চলে যায়, ওদের সঙ্গে পালিয়ে যেতে মন চায় তার। কিন্তু কীভাবে যাবে সে?

লারা তার নানা ম্যাক্সওয়েলের গল্প শোনে বাপের কাছে। গল্প তো না, আসলে শ্বশুরকে গালিগালাজ করে জেমস।

'হারামজাদা তার মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমাকে ডুবিয়েছে,' ভাড়াটেদের কাছে ঘোঁতঘোঁত করে জেমস। 'ব্যাটার টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। কিন্তু আমাকে কী দিয়েছে? ফুটো পয়সাও না। অথচ আমি তার মেয়ে পেগির যত্ন-আত্তির ত্রুটি করিনি...'

লারা কল্পনায় দেখে একদিন তার নানা ফিরে এসেছে, তাকে নিয়ে চলে গেছে তার স্বপ্নের শহরগুলোতে। এসব শহরের গল্প সে বইয়ে পড়েছে লন্ডন, রোম, প্যারিস। *আমিও একদিন সুন্দর সুন্দর ওই জামাকাপড়গুলো পরব। আমার শত শত পোশাক এবং জুতো থাকবে।*

কিন্তু মাস যায়, বছর যায়, নানা আসে না। লারা অবশেষে বুঝতে পারে নানাকে সে কোনওদিন দেখতে পাবে না। তার বাকি জীবনটা কেটে যাবে গ্রেস বে'র অন্ধকারে।

চার

গ্রেস বে-তে একটি কিশোরী বড় হয়ে ওঠে হাজারো কর্মচাঞ্চল্যের মাঝে: সে ফুটবল এবং হকি খেলে, অংশ নেয় স্কেটিং এবং বোলিং-এ, গরমের সময় মেতে ওঠে সাঁতার এবং মাছ ধরার আনন্দে। স্কুল ছুটি শেষে আড্ডা দেয়ার সেরা জায়গা কার্ল'স ড্রাগ স্টোর। এ শহরে দুটি সিনেমাহল আছে আর নাচানাচির জন্য ভেনেশিয়ান গার্ডেনস।

তবে এসবের কিছুই উপভোগ করার সুযোগ নেই লারার। তাকে প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেই বার্থার সঙ্গে হেঁশেলে ঢুকতে হয় বোর্ডিং হাউজের ভাড়াটেদের জন্য নাস্তা বানাতে। তারপর ঘরদোর গোছগাছ করে স্কুলে ছোটে। বিকেলে, স্কুল ছুটির পরপর বাড়ি ফিরে আসে সাপারের আয়োজন করতে। সে বার্থাকে খাবার পরিবেশনে সাহায্য করে। সাপার শেষে লারা টেবিল পরিষ্কার করে এবং বাসনকোসন ধোয়।

সাপারে স্কটদের গল্প গোগ্রাসে গেলে লারা। এদের কথোপকথনে স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড যেন জ্যান্ত হয়ে ধরা দেয় ওর কাছে। তার পূর্বপুরুষরা এসেছে হাইল্যান্ড থেকে, এদের গল্প শুনে লারার মন চলে যায় হাইল্যান্ডে। ভাড়াটেরা গ্রেট গ্লেনের গল্প বলে। একে একে চলে আসে লচ নেস, লচি, লিনহিসহ উপকূলের দ্বীপের গল্পও।

বসার ঘরে বহু পুরোনো, জীর্ণ, একটি পিয়ানো আছে। মাঝে মাঝে সাপার শেষে কয়েকজন ভাড়াটে পিয়ানোর চারপাশে বসে কোরাসে দেশের গান গাইতে থাকে। তারা গায় 'অ্যানি লরি', 'কামিং থ্রু দ্য রাই,' 'দ্য হিলস অব হোম', 'দ্য বনি ব্যাংকস্ অভ লচ লমন' ইত্যাদি গান।

প্রতিবছর প্যারেড হয় শহরে। গ্রেস বে'র সকল স্কট তাদের ঐতিহ্যবাহী ঝালরঅলা ঘাগরা পরে, ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে রাস্তায় মিছিল করে যায়।

'পুরুষরা স্কার্ট পরে কেন?' লারা জিজ্ঞেস করে মুগ্ধো ম্যাকসুইনকে।

'ওগুলো স্কার্ট নয়,' জবাব দেয় ম্যাকসুইন। 'ওকে বলে কিল্ট। আমাদের পূর্বপুরুষরা বহুবছর আগে এ পোশাক আবিষ্কার করেছেন।'

স্কটিশ নামগুলো যথেষ্ট কৌতূহল জাগায় লারার মনে। ব্রেডালবান, গ্লেন ফিনান, কিলব্রাইড, কিলানিভার, কিল মাইকেল ইত্যাদি। লারা শুনেছে 'কিল' মানে হল মধ্যযুগের সন্ন্যাসীদের প্রকোষ্ঠ।

'ইনভার' অথবা 'এবার' দিয়ে নাম শুরু হলে বুঝতে হবে নদীর মোহনায় কোনও গ্রাম। 'স্ট্রাথ' দিয়ে নাম শুরু মানে ওটা উপত্যকা। 'ক্যাড' কথার অর্থ কুঞ্জবনের ভেতরে গঁট।

সাপার টেবিলে প্রতিরাতে ভয়ানক তর্কবিতর্ক হয়। স্কটরা প্রায় সব বিষয় নিয়েই তর্ক করে। তাদের পূর্বপুরুষরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন। সে গর্বে স্কটদের মাটিতে পা পড়ে না।

'হাউজ অব ব্রুস কতগুলো কাপুরুষ পয়দা করেছে। তারা ইংরেজদের কাছে কুকুরের মতো নতি স্বীকার করেছে।'

'যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না, আয়ান। মহান ব্রুস নিজে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। হাউজ অব স্টুয়ার্টই ছিল আত্মমর্যাদাহীন।

'তুমি একটা গর্দভ, তোমার গুষ্টিও হল গাধার গুষ্টি।'

ঝগড়া আরও উত্তপ্ত করে তোলে পরিবেশ। নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে তর্ক ওঠে। এভাবে কথা-কাটাকাটি চলতেই থাকে।

ছয়শো বছর আগের ঘটনা নিয়ে এরা ঝগড়া করছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না লারা।

মুঙ্গো ম্যাকসুইন লারাকে বলে, 'একজন স্কচ খালিবাড়িতেও চিৎকার চেঁচামেচি করে। তাই ওসবে কান না-দেয়াই ভালো।'

স্যার ওয়াল্টার স্কটের একটি কবিতা লারার কল্পনার আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেয়।

oh, joung Lochivar is come out of the west,
though all the wide Border his steed was the best;
And save his good broadsword he weapons had none,
He rode all unarmed, and he rode all alone.
So faithful in love, and so dauntless is war.
there never was right like the young Lochivar.

চমৎকার এ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে প্রেয়সীকে উদ্ধার করার জন্য কীভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল লচনিভার। তার প্রেয়সীকে আরেকজনের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছিল।

So daring in love, and so dauntless in war,
Have ye e'er heard of gallant like young
Lochivar?

একদিন, ভাবে লারা, *এক সুদর্শন লুচিনভার এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।*

একদিন কিচেনে কাজ করছে লারা, পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন নজর কাড়ল।

কলজে যেন লাফ মেরে উঠে এল ঠোঁটে। এক সুদর্শন পুরুষের ছবি। সে বেশ লম্বা, সোনালি চুল, নীল চোখ, ধোপদুরস্ত পোশাক গায়ে, গলায় টাই, মুখে আন্তরিক হাসি। যেন এক রাজকুমার। *আমার লচনিভারের চেহারা হবে এরকম,* ভাবে লারা। সে এ পৃথিবীর কোথাও আছে, খুঁজছে আমায়। সে আসবে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে উদ্ধার করে। আমি সিঙ্কে দাঁড়িয়ে বাসন ধুতে থাকব, সে এসে দাঁড়াবে আমার পেছনে, জড়িয়ে ধরবে আমাকে, ফিসফিস করে বলবে, 'তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি?' আমি ঘুরে তার চোখে চোখ রাখব। বলব,

'তুমি বাসন মুছতে পারো?'

বার্থা বলে উঠল, 'আমি কী করতে পারি?'

পাঁই করে ঘুরল লারা। বার্থা দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে। লাবা বুঝতেই পারেনি কথাটা সে জোরে বলে ফেলেছে।

'কিছু না,' লাজে রাঙা হল লারা।

লারা কুখ্যাত হাইল্যান্ড ক্লিয়ারেন্সদের গল্প শুনতে সবচেয়ে ভালোবাসে। বহুবার সে এ গল্প শুনেছে। তবু আঁশ মেটে না।

'গল্পটা আবার বলো,' অনুরোধ করে লারা। মুঙ্গো ম্যাকসুইন তাব অনুরোধ রক্ষা করে খুশিমনে...

ঘটনার শুরু ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে। এ ঘটনার ধারাবাহিকতা চলেছে ষাট বছরেরও বেশি কাল ধরে। শুরুতে ওরা একে বলত Bliadhna nan caorace বা ভেড়ার বছর। হাইল্যান্ডের ভূস্বামীরা ভাবতেন কৃষক-প্রজাদের চেয়ে ভেড়াপালন তাদের জন্য অনেক বেশি লাভ এনে দেবে। তাই তাঁরা হাইল্যান্ডে হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে আসতে শুরু করেন। দেখেন শীত সহ্য করেও দিব্যি বেঁচে থাকছে ভেড়ার পাল। তখন ক্লিয়ারেন্স বা জায়গা খালি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ভূস্বামীরা তাদের প্রজাদের জমি থেকে উৎখাত শুরু করেন। কৃষকরা ছিল খুবই গরিব। তারা ছোট ছোট পাথরের বাড়িতে বাস করত। সেসব বাড়িতে না ছিল চিমনি, না জানালা, তবে ভূস্বামীরা জোর করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে থাকেন।'

ছোট মেয়েটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। 'কীভাবে?'

'সরকারি বাহিনীকে গাঁয়ে হামলা করে তার অধিবাসীদেরকে উৎখাতের নির্দেশ দেয়া হয়। সৈন্যরা কোনও গাঁয়ে ঢুকে অধিবাসীদের ছয়ঘণ্টা সময় বেঁধে দিত মালসামান নিযে চলে যাবার জন্য। তারা শুধু গরু বাছুর আর আসবাব নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেত। ফেলে যেতে হত শস্য। তারপর সৈন্যরা প্রজাদের পরিত্যক্ত কুটিরে আগুন লাগিয়ে দিত। প্রায় আড়াই লাখ পুরুষ, নারী এবং শিশু তাদের সহায়-সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সাগরতীরে।'

'কিন্তু ওরা ওদের নিজেদের জমি থেকে কীভাবে উৎখাত হত?'

'ওদের নিজেদের জমি-জমা বলে কিছু ছিল না। তারা ভূস্বামীদের জমি চাষ করত।'

'ওরা যদি গাঁ ছেড়ে না যেত তাহলে কী হত?' দম বন্ধ করে জানতে চায় লারা।

'যেসব বুড়োমানুষ কুটির ছেড়ে যেতে চাইত না বা পারত না, তারা আগুনে পুড়ে মরত। সরকার ছিল অত্যন্ত নির্দয়। উফ্, সে এক ভয়ংকর সময় ছিল। লোকের আহার জুটত না। কলেরায় হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছিল, মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল নানান রোগ-ব্যাধি।'

'কী ভয়ংকর,' বলল লারা।

'হ্যাঁ, সোনা। আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু রুটি আর পরিজ খেয়ে জীবন ধারণ করত। তাও সবসময় জুটত না। তবে সরকার হাইল্যান্ডারদের কাছ থেকে একটি জিনিস কখনোই ছিনিয়ে নিতে পারেনি—তাদের মর্যাদাবোধ। তারা প্রাণপণে লড়াই করেছে। জ্বালাও পোড়াও শেষ হওয়ার পরে গৃহহীন মানুষগুলো উপত্যকায় বসবাস শুরু করে, ধ্বংসাবশেষ থেকে যা উদ্ধার করতে পেরেছে তা নিয়ে নেমে পড়ে জীবন-সংগ্রামে। মাথার ওপর তেরপল খাটিয়ে রোদ এবং বৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করত। আমার গ্রেট-গ্রেট গ্রান্ডফাদার এবং গ্রেট-গ্রেট গ্রান্ডমাদার ওদের মধ্যে ছিলেন। তাদেরকেও একই রকম দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। এই হল আমাদের ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে বুকের মধ্যে আমরা বয়ে চলেছি জ্বালাধরা এ ইতিহাস।'

লারা চোখ বুজে যেন দেখতে পায় হাজার হাজার মানুষ, তাদের সারা বছরের সঞ্চয় লুঠ করে নেয়া হয়েছে, তারা এ ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। ও যেন শুনতে পায় শোকার্তদের আর্তনাদ, আতঙ্কিত শিশুদের ভয়ার্ত চিৎকার।

'শেষ পর্যন্ত মানুষগুলোর কী হল?' জিজ্ঞেস করে লারা।

'তারা জাহাজে চড়ে দেশত্যাগ করে। কিন্তু ওই জাহাজগুলো ছিল মৃত্যুফাঁদ। জাহাজে স্থান সংকুলান হত না, গাদাগাদি করে থাকা মানুষগুলো জ্বর এবং ডিসেন্ট্রিতে কাতারে কাতারে মারা পড়ছিল। ঝড়ের কবলে পড়ে ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারত না জাহাজ। দেখা দিত প্রবল খাদ্য-সংকট। কানাডায় যখন জাহাজ পৌঁছে, শুধু শক্তসমর্থ মানুষগুলোই বেঁচে ছিল প্রাণে। তবে ওখানে অবতরণ করার পরে তারা এমন কিছু জিনিস পেয়ে যায় যা তাদের আগে কখনও ছিল না।'

'তাদের নিজেদের জমি,' বলল লারা।

'ঠিক বলেছ, সোনা।'

একদিন, ভাবে লারা, আমার নিজেরও জমি হবে। ওখান থেকে কেউ আমাকে উৎখাত করতে পারবে না। কেউ না।

জুলাই'র এক সন্ধ্যায়, ক্রিস্টি'র বডি হাউজে এক বেশ্যাকে নিয়ে স্ফূর্তি করছে জেমস ক্যামেরন, এমন সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হল সে। মদ খেয়ে টাল হয়েছিল জেমস, সে

হঠাৎ বিছানায় এলিয়ে পড়লে পতিতাটি ভাবল তার খদ্দের বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ওহ্, না! আমার আরও কাস্টোমার আছে। তারা অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ঘুমিয়ো না, জেমস! উঠে পড়ো।'

'ফর গডস শেক,' গুঙিয়ে উঠল জেমস। 'ডাক্তারকে খবর দাও।'

কোয়ারি স্ট্রিটের ছোট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল জেমসকে অ্যাম্বুলেন্সে করে। ড. ডানকান লারাকে হাসপাতালে আসার জন্য খবর দিলেন। দুরুদুরু বুকে হাসপাতালে ঢুকল লারা। ডানকান ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'কী হয়েছে?' ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করল লারা। 'বাবা কি মারা গেছে?'

'না, লারা। তোমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

মূর্তির মতো জমে গেল লারা। 'বাবা...বাবা কি বাঁচবে?'

'জানি না। আমাদের পক্ষে যা করার করছি।'

'বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'কাল সকালে এসো।'

ভয় এবং আতঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরল লারা। *ঈশ্বর, আমার বাবাকে বাঁচিয়ে রাখো, প্লিজ, বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই।*

বার্থা জানতে চাইল, 'কী খবর বলো?'

তাকে সব খবর দিল লারা।

'ওহ্, গড!' বলল বার্থা। 'আজ শুক্রবার।'

'কী?'

'শুক্রবার, আজ ভাড়া সংগ্রহ করার দিন। শন ম্যাকআলিস্টারকে তো চিনি আমি। সে এটাকে ছুতো ধরে আমাদেরকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলবে।'

এর আগে অন্তত ডজনখানেকবার মাতাল জেমস ক্যামেরন লারাকে দিয়ে ভাড়া তুলেছে। লারা অন্যান্য বোর্ডিং হাউজগুলো থেকে ভাড়া সংগ্রহ করেছে। লারা টাকা তুলে বাবাকে দিয়েছে, জেমস পরদিন টাকাটা ব্যাংকারকে দিয়েছে।

'এখন কী করি?' গুঙিয়ে উঠল বার্থা।

লারা জানে এখন তার করণীয় কী।

'ভয় পেয়ো না,' বলল ও। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

ওইদিন সন্ধ্যায়, সাপার খাচ্ছে সবাই, লারা বলল, 'আপনারা দয়া করে আমার কথা একটু শুনবেন?' ভাড়াটেদের বাতচিত থেমে গেল। সবাই তাকাল লারার দিকে। 'আমার...আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে আছে। ডাক্তার বলেছেন বাবাকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। বাবা ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমি ভাড়া তুলব। আপনারা সবাই খাওয়া শেষ করেন। আমি পার্লারে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'তোমার বাবা ঠিক হয়ে যাবেন তো?' জিজ্ঞেস করল এক ভাড়াটে।

'অবশ্যই,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল লারা। 'সিরিয়াস কিছু নয়।'

সাপার শেষে ভাড়াটেরা পার্লারে এসে যে-যার সাপ্তাহিক ঘরভাড়া তুলে দিল লারার হাতে।

'আশা করি তোমার বাবা শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবেন...'

'তোমার জন্য কিছু কবতে হলে বোলো...'

'তোমার মনে অনেক সাহস...'

'অন্য বোর্ডিং হাউজগুলোর কালেকশনের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল বার্থা। 'আরও চারটে হাউজ থেকে তোমার বাবা টাকা তুলতেন।'

'জানি আমি,' জবাব দিল লারা। 'তুমি বাসন ধুয়ে ফেলো, আমি বাকি ভাড়াগুলো নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।'

বার্থা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল লারার দিকে। 'দেখো, পারো কিনা।'

লারা যেমনটি ভেবেছিল তার চেয়ে সহজে কাজ হয়ে গেল। বেশিরভাগ ভাড়াটে ভালোমানুষ, কিশোরী মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে দিয়ে দিল ভাড়া।

পরদিন সকালে লারা টাকাটা একটা খামে পুরে গেল শন ম্যাকআলিস্টারের কাছে। অফিসে ঢুকে দেখল চেয়ারে বসে আছেন ব্যাংকার।

'সেক্রেটারি বলল তুমি নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ।'

'জি, স্যার।'

রোগা, ঢ্যাঙা মেয়েটির ওপর চোখ বুলালেন ম্যাকআলিস্টার।

'তুমি জেমস ক্যামেরনের মেয়ে না?'

'জি, স্যার।'

'সারাহ্‌।'

'লারা।'

'লারা।'

'তোমার বাবার কথা শুনে দুঃখ পেয়েছি,' বললেন ম্যাকআলিস্টার, যদিও তাঁকে মোটেও দুঃখিত মনে হল না। 'তোমার বাবা যেহেতু অসুস্থ, কাজ করতে পারবে না, কাজেই আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে...'

'না, স্যার,' দ্রুত বলে উঠল লারা। 'বাবা আমাকে তার কাজটা করে দিতে বলেছে।'

'তোমাকে?'

'জি, স্যার।'

'কিন্তু তুমি ছোট একটা মেয়ে কী করে...'

লারা টাকাভর্তি খামটি রাখল ডেস্কে। 'এখানে এ সপ্তাহের ঘরভাড়া আছে।'

তাজ্জব বনে গেলেন ম্যাকআলিস্টার, 'সবগুলো বোর্ডিং হাউজের ভাড়া?'

মাথা দোলাল লারা।

'টাকাগুলো তুমি নিজে কালেক্ট করেছ?'

'জি, স্যার। বাবা সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে আমি কাজটা করতে পারব।'

'আচ্ছা!' ব্যাংকার খাম খুলে টাকা গুনলেন। তারপর বড় সবুজ জাবেদা খাতায় টাকার অঙ্কটা লিখে রাখলেন।

খামখেয়ালিপনা এবং মাতলামির জন্য জেমস ক্যামেরনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে চাইছিলেন ম্যাকআলিস্টার। অবশেষে সে সুযোগ এসেছে। তিনি নিশ্চিত তাঁর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি তার বাবার কাজটা ঠিকমতো করতে পারবে না। তবে জেমস ক্যামেরনের মেয়েকে এরকম অসহায় একটা অবস্থার মধ্যে এ মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের করে দিলে তাড়াটেরা যে নাখোশ হবে তা ভালোই বুঝতে পারছেন ম্যাকআলিস্টার। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

'তোমাকে মাসখানেক দেখব আমি,' বললেন তিনি। 'একমাস যাক তারপর বুঝতে পারব তুমি কেমন কাজ পারো।'

'ধন্যবাদ, মি. ম্যাকআলিস্টার। অনেক ধন্যবাদ।'

'দাঁড়াও।' লারার হাতে পঁচিশ ডলার গুঁজে দিলেন ব্যাংকার। 'এটা তোমার পাওনা।'

লারা টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। এ যেন স্বাধীনতার আস্বাদ। জীবনে এই প্রথম কাজ করে সে টাকা উপার্জন করল।

ব্যাংক থেকে সোজা হাসপাতালে চলে এল লারা। ডা. ডানকান তখন তার বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। লারা হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল। 'বাবা কী...?'

'না...না...সে ঠিক হয়ে যাবে, লারা,' ইতস্তত করলেন ডাক্তার।

'ঠিক হয়ে যাবে মানে, প্রাণে বাঁচবে...তবে আরও কয়েক দিন হাসপাতালে থাকতে হবে তোমার বাবাকে। তার যত্ন-আত্তি দরকার।'

'আমি বাবার যত্ন-আত্তি করব।' বলল লারা।

ডাক্তার মৃদু গলায় বললেন, 'তোমার বাবা জানে না তোমার মতো মেয়ের বাবা হতে পারাটা কত সৌভাগ্যের।'

'বাবার সঙ্গে কি এখন দেখা করতে পারি?'

'পারো।'

লারা বাপের ঘরে ঢুকল। তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে। বিছানায় শুয়ে আছে জেমস ক্যামেরন। মলিন এবং অসহায় চেহারা। হঠাৎই যেন বয়স বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। বাবার জন্য বুকের ভেতর দরদ উথলে উঠল লারার। বাবার জন্য অবশেষে সে কিছু করতে পারছে, এমন কিছু যাতে বাবা ওর ওপর খুশি হয়ে উঠবেন, ওকে আদর করবেন, ভালোবাসবেন। বিছানার দিকে এগিয়ে গেল লারা।

'বাবা...'

মুখ তুলে চাইল জেমস ক্যামেরন। বিড়বিড় করল, 'এখানে কী করতে এসেছ তুমি? তোমার তো এখন বোর্ডিং হাউজে কাজ করার কথা।'

স্থির হয়ে গেল লারা। 'আ...আমি জানি, বাবা। তোমাকে বলতে এসেছিলাম মি. ম্যাকআলিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছি। বলেছি তুমি সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ভাড়ার টাকা আমি তুলে দেব এবং...'

'তুমি ভাড়ার টাকা তুলবে? হাসালে!' হঠাৎ খিঁচুনি উঠল শরীরে। একটু সুস্থির হয়ে দুর্বল গলায় যোগ করল জেমস ক্যামেরন, 'এ সবই নিয়তির খেলা।' গুঙিয়ে উঠল সে। 'আমাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেয়ার মতলব করেছে ব্যাটা।'

সে নিজের মেয়ের কথা ভাবছে না একটুও। লারা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল বাপের দিকে। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তিনদিন পরে বাড়ি নিয়ে আসা হল জেমস ক্যামেরনকে। শুইয়ে দেয়া হল বিছানায়।

'আগামী কিছুদিন ঘরের বার হওয়া যাবে না,' তাকে সতর্ক করে দিলেন ডা. ডানকান। 'আমি কাল/পরশু একবার এসে তোমাকে দেখে যাব।'

'বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না আমি,' আপত্তি করল জেমস ক্যামেরন। 'আমি ব্যস্ত মানুষ। প্রচুর কাজ পড়ে আছে।'

ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে ধীরগলায় বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছে, বেঁচে থাকতে চাইলে বিছানায় শুয়ে থাকো আর মরতে চাইলে উঠে পড়ো।'

ম্যাকআলিস্টারের ভাড়াটেরা প্রথম প্রথম লারাকে নির্ধারিত সময়ে ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করলেও কিছুদিন পরে গড়িমসি শুরু করে দিল। নানা অজুহাত তুলল তারা :

'আমি এ হপ্তাটা অসুস্থ ছিলাম। ডাক্তার দেখাতেই সব টাকা শেষ...'

'আমার ছেলে প্রতি হপ্তায় টাকা পাঠায়। কিন্তু এ হপ্তায় টাকা পেতে দেরি হচ্ছে। বোধহয় ডাকবিভাগের গোলযোগ...'

'আমার একটা জিনিস কিনতে অনেকগুলো টাকা খরচা হয়ে গেছে...'

কিশোরী মেয়েটি ভাড়া আদায়ের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেল। সে সবার বক্তব্য শুনল। তারপর বিনীত গলায় বলল, 'আপনাদের সমস্যা আমাকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু মি. ম্যাকআলিস্টার কারও ভাড়া বাকি পড়লে তাকে তুলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন ভাড়াটে বসাতে আমাকে বলে দিয়েছেন।'

শেষে সবাই ভাড়া দিতে বাধ্য হল। কারণ লারা ভাড়া না নিয়ে যাবে না।

'তোমার চেয়ে তোমার বাবার সঙ্গে কাজ করা সহজ,' এক ভাড়াটে অসন্তোষ প্রকাশ করল। 'সে কয়েকদিন ভাড়া বাকি পড়লেও কিছু বলে না।'

তবে সবাই লারার তেজের প্রশংসাও করল।

বাপের অসুস্থতা লারাকে তার বাবার কাছে নিয়ে যাবে ভেবেছিল মেয়েটি। ভুল। সে বাপের প্রতিটি চাহিদা পূরণ করে, মুখ ফুটে কিছু বললেই তা হাজির করে। কিন্তু প্রশংসা দূরে থাক, বাপ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেই চলেছে।

লারা বাবার জন্য প্রতিদিন তাজা ফুল নিয়ে আসে।

'ফর গডস শেক,' চেঁচায় জেমস ক্যামেরন, 'এসব ভণ্ডামি বন্ধ করো। তোমার কোনও কাজ নেই নাকি?'

'আমি ভাবলাম তুমি ফুল পছন্দ করবে...'

'ভাগো,' বলে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শোয় বাপ।

আমি একে ঘৃণা করি, মনে মনে বলে লারা। *আই হেট হিম।*

এক মাস পরে লারা শন ম্যাকআলিস্টারের অফিসে ঢুকেছে ভাড়ার টাকাভর্তি খাম নিয়ে। ব্যাংকার টাকা গোনা শেষ করে বললেন, 'স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ইয়াং লেডি, তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। তুমি তোমার বাবার চেয়েও ভালো কাজ দেখিয়েছ।'

কথাগুলো রোমাঞ্চিত করে তুলল লারাকে। 'ধন্যবাদ।'

'সত্যি বলতে কী, এবারই প্রথম মাস আমি একসঙ্গে সবগুলো ভাড়াটের টাকা একসঙ্গে পেলাম।'

'তাহলে বাবাকে নিয়ে বোর্ডিং হাউজে থাকতে পারছি তো আমি?'

মেয়েটিকে যেন জরিপ করলেন ম্যাকআলিস্টার। 'পারছ। তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালোবাসো, না?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে লারা বলল, 'আগামী শনিবার দেখা হবে, মি. ম্যাকআলিস্টার।'

পাঁচ

সতেরো বছর বয়সে ঢ্যাঙা, রোগা মেয়েটির নারীতে রূপান্তর ঘটল। তার মুখশ্রী হয়ে উঠল অপরূপ, চাঁদের আলো যেন পিছলে যায় নরম মসৃণ ত্বকে ধনুকের মতো বাঁকানো ভুরু, মেঘকালো ধূসর চোখ, কোমর ছাপানো ঘন কালো চুল। একটা বিষাদের ছায়া যেন সবসময় ঘিরে থাকে তাকে। লারা ক্যামেরনের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো দায়।

ভাড়াটেদের বেশিরভাগই নারীসঙ্গ বিবর্জিত। তারা যৌনক্ষুধা মেটায় ম্যাডাম ক্রিস্টির ব্রোথেল কিংবা অন্য কোনও পতিতালয়ে। স্বভাবতই অপূর্ব সুন্দরী লারা তাদের টার্গেটে পরিণত হল। লারা হয়তো কিচেনে গেছে কিংবা বেডরুমে ঝাঁট দিচ্ছে, ভাড়াটেদের কেউ ওকে ফিসফিস করে বলে, 'আমার প্রতি একটু সদয় হও না, লারা? তোমার জন্য আমি অনেককিছু করতে পারব।'

কিংবা কেউ বলে, 'তোমার বোধহয় কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই, না? পুরুষ কী জিনিস আমার কাছ থেকে শিখে নাও।'

অথবা প্রস্তাব দেয়া হয়, 'কানসাস সিটিতে বেড়াতে যাবে? আমি আগামী হপ্তায় যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গী হতে পারো।'

দু-একজন ভাড়াটে লারাকে বিছানায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। লারা ছোট ঘরটিতে, যেখানে তার বাবা অসহায়ভাবে শুয়ে আছে, ঢুকে বলে, 'তুমি ভুল বলেছ, বাবা। সকল পুরুষই আমাকে চায়।' তারপর বেরিয়ে যায় সে বাপের অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে।

বসন্তের এক সকালে মারা গেল জেমস ক্যামেরন। প্যাসনডেল এলাকার গ্রিনউড সেমিট্রিতে লারা দাফন করল লাশ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শুধু বার্থা উপস্থিত থাকল। কারও চোখ দিয়েই ঝরল না একফোঁটা অশ্রু।

এক নতুন ভাড়াটে এল। এক আমেরিকান। নাম বিল রজার্স। বয়স সত্তর, টাকু, মোটা, অমায়িক এবং বাচাল। সারাক্ষণ বকবক করেই চলেছে। সাপার সেরে সে লারার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। 'তোমার মতো এমন সুন্দরীকে এরকম বিশ্রী শহরে একদম মানায় না।' উপদেশ দেয় সে। 'তোমার উচিত শিকাগো কিংবা নিউইয়র্কে চলে যাওয়া। বড় শহর।'

'একদিন যাব,' বলল লারা।

'তোমার সামনে গোটা জীবন পড়ে আছে। তুমি এ জীবন নিয়ে কী করবে ভেবেছ কিছু?'

'আমি নিজের জন্য কিছু কিনতে চাই।'

'অ, সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় এবং...'

'না। জমি। আমি জমি কিনব। আমার বাবার কখনও কিছু ছিল না। সারাটা জীবন সে পরের অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থেকেছে।'

উজ্জ্বল দেখাল বিল রজার্সের চেহারা। 'আমি রিয়েল এস্টেট বাণিজ্য করতাম।'

'তাই?'

'মিড ওয়েস্টের সব জায়গায় বাড়ি বানিয়েছি। একসময় অনেক হোটেলও তৈরি করেছি।' তার কণ্ঠে করুণ সুর।

'তারপর কী হল?'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল। 'আমি লোভে পড়ে যাই। এবং হারিয়ে ফেলি সবকিছু। তবে যতদিন ব্যবসাটা ছিল, উপভোগ করেছি।'

তারপর থেকে প্রায় প্রতি রাতে ওরা রিয়েল এস্টেট নিয়ে গল্প করল।

'রিয়েল এস্টেট বাণিজ্যে প্রথম যে আইনটি মেনে চলতে হবে তা হল OPM। এটার কথা কখনও ভুলে গেলে চলবে না।'

'OPM কী জিনিস?'

'অন্য লোকের টাকা। রিয়েল এস্টেট বিরাট লাভের ব্যবসা এজন্য যে সরকার তোমাকে কম সুদে টাকা ধার দেবে। তোমার অ্যাসেট বাড়বে কিন্তু তোমাকে অ্যাসেট কেনার জন্য বেশি টাকা খরচ করতে হবে না। রিয়েল এস্টেটে তিনটি জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—লোকেশন, লোকেশন এবং লোকেশন। পাহাড়ের ওপব সুন্দর বিল্ডিং তৈরি করা মানে সময়ের অপচয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে কুৎসিত চেহারার ভবনও তোমাকে প্রচুর টাকা এনে দেবে।'

মর্টগেজ, রিফিনান্সিং এবং ব্যাংক লোন কীভাবে পেতে করতে হয় রজার্স তা শেখাল লারাকে। লারা শুনল, শিখল এবং মনে রাখল। ও যেন স্পঞ্জের মতো, প্রতিটি তথ্য দারুণভাবে শুষে নেয়।

রজার্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি লারাকে বলল তা হল, 'তুমি জানো, গ্লেস বে-তে আবাসিক সংকট চরমে। আর এটা ব্যবসা করার বিরাট সুযোগ। আমার বয়স যদি কুড়ি বছর কম হত...'

ওইদিন থেকে গ্লেস বে-কে অন্য চোখে দেখতে লাগল লারা। দেখল খালি জায়গায় অফিসবিল্ডিং এবং বাড়িঘর গড়ে উঠছে। ভাবনাটা একই সঙ্গে উত্তেজনাকর এবং হতাশারও। ওর স্বপ্ন পড়ে আছে ওখানে কিন্তু বাস্তবায়নের অর্থ লারার নেই।

বিল রজার্স শহর ছেড়ে চলে যাবার দিন লারাকে বলল, 'মনে রেখো—অন্য

লোকের টাকা। গুড লাক, কিড।'

হপ্তাখানেক বাদে চার্লস কন এলেন বোর্ডিং হাউজে ভাড়াটে হিসেবে। তাঁর বয়স ষাটের কোঠায়, ছোটখাটো গড়ন, পরিপাটি একজন মানুষ, সুবেশধারী। তিনি অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসলেও সাপার খাওয়ার সময় কথা বলেন খুবই কম। যেন নিজের পৃথিবীর মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালোবাসেন।

বোর্ডিং হাউজে লারা কাজ করছে, মেয়েটি তাব দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ মেয়ে এত কাজ করে অথচ মুখের হাসি ম্লান হয় না কখনও।

'আপনি কদ্দিন আছেন আমাদের সঙ্গে?' কনকে জিজ্ঞেস করে লারা।

'ঠিক বলতে পারছি না। এক হপ্তা, এক মাস অথবা দুই মাস...'

লারার কাছে চার্লস কন যেন এক প্রহেলিকা। অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না কিছুতেই। এ লোক কী কাজ করে ভেবে বের করার চেষ্টা কবে লারা। এ অবশ্যই খনিশ্রমিক কিংবা জেলে নয়, একে দেখে সওদাগরও মনে হয় না। সে লারাকে একদিন বলল হোটেলে রুম ভাড়া করতে চেয়েছিল। কিন্তু পায়নি। লারা লক্ষ করেছে লোকটি টেবিলে খেতে বসে বটে, তবে মুখে প্রায় কিছুই দেয় না।

'যদি আমার জন্য একটু ফল কিংবা সব্জির ব্যবস্থা করা যেত,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলেন চার্লস কন।

'আপনি কি ডায়েট কন্ট্রোল করছেন?' জিজ্ঞেস করে লারা।

'এক অর্থে তাই। আমি শুধু কোশোর খানা ইহুদিশাস্ত্র অনুসারী খানা খাই। কিন্তু গ্লেস বে-তে এরকম খাবার নেই বললেই চলে।'

পরদিন সন্ধ্যায় চার্লস কন খেতে বসেছে, তার সামনে ভেড়ার চপের প্লেট রাখা হল। চার্লস কন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন লারার দিকে। 'দুঃখিত। আমি এ জিনিস খেতে পারব না,' বললেন তিনি। 'আমি তো তোমাকে বলেইছি...'

হাসল লারা। 'বলেছেন, এটা কোশার।'

'কী?'

'সিডনিতে একটি কোশার মাংসের দোকান খুঁজে পেয়েছি আমি। দোকানদারের কাছ থেকে এ মাংস কিনে এনেছি। আপনি নিশ্চিন্তে খেতে পারেন। আপনি যে ভাড়া দিয়েছেন তাতে প্রতিদিন দু-বেলা খেতে পারবেন। কাল পাবেন স্টিক।'

তারপর থেকে যখনই সময় পেল লারা, কন ওর সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলেন। মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং স্বাধীনচেতা মনোভাব মুগ্ধ করল কনকে।

একদিন চার্লস কন লারাকে বললেন গ্লেস বে-তে তিনি কী করছেন।

'আমি কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই'র একজন এক্সিকিউটিভ।' এটি বিখ্যাত ন্যাশনাল চেইন। 'এখানে নতুন দোকান খোলার জন্য এসেছি।'

'বেশ তো,' বলল লারা। *জানতাম এ লোক গ্রেস বে-তে এসেছে জরুরি কোনও কাজে।* 'আপনি নতুন ভবন তৈরি করবেন?'

'না। ও কাজটা অন্য কেউ করবে। আমরা শুধু ভবন লিজ নেব।'

রাত তিনটার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল লারার। উঠে বসল বিছানায়। পাঁজরের গায়ে দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড। ও কি স্বপ্ন দেখেছে? না। মস্তিষ্কে ঝড়ের বেগে বয়ে চলেছে চিন্তা। এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল লারা যে আর ঘুমাতেই পারল না।

চার্লস কন নাশতা খেতে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, লারার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লারা আসলে লোকটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'মি. কন...আমি দারুণ একটি জায়গার কথা জানি,' বলল ও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে লারার দিকে তাকালেন কন। 'কী?'

'আপনি লোকেশন খুঁজছেন না?'

'ও, হ্যাঁ। কোথায়?'

প্রশ্নটি এড়িয়ে গেল লারা। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ধরুন আমি একটি লোকেশনের মালিক এবং জায়গাটা আপনার পছন্দ হল। আমি ওখানে ভবন বানালে আপনি ওটা আমার কাছ থেকে পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেবেন?'

মাথা নাড়ল চার্লস কন, 'এটা হাইপোথেটিকাল প্রশ্ন হয়ে গেল, না?'

'নেবেন কিনা বলুন?' ঝুলে থাকল লারা।

'লারা, তুমি ভবন নির্মাণের কী জানো?'

'আমি ভবন নির্মাণ করতে যাচ্ছি না,' জবাব দিল লারা। 'আমি কাজটা করার জন্য ভালো একজন আর্কিটেক্ট এবং দক্ষ একটি কনস্ট্রাকশন ফার্ম ভাড়া করব।'

চার্লস কন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছেন লারাকে। 'আচ্ছা। তো, চমৎকার লোকেশনটি কোথায় শুনি?'

'আমি আপনাকে দেখাব,' বলল লারা। 'বিশ্বাস করুন, আপনার পছন্দ হবে। খুব সুন্দর জায়গা।'

নাশতা খেয়ে লারা চার্লস কনকে নিয়ে চলে এল ডাউনটাউনে। গ্রেস বে'র কেন্দ্রস্থলে, মেইন এবং কমার্শিয়াল স্ট্রিটের কিনারে একটি খালি জায়গা পড়ে আছে। এ সাইটটি দিনদুই আগে দেখে গেছেন চার্লস কন।

'এ জায়গার কথা আপনাকে বলছিলাম,' বলল লারা। জায়গাটিতে চোখ বুলানোর ভান করলেন কন। 'তোমার বেশ তীক্ষ্ণ একটা [illegible] আছে—মানে নাক আছে। এ লোকেশনটা বেশ সুন্দর।'

চার্লস কন ইতিমধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন এ লোকেশনের মালিক একজন ব্যাংকার, শন ম্যাকআলিস্টার। কনের কাজ সাইট খুঁজে বের করা, তারপর কাউকে দিয়ে ভবন তুলে ওটা লিজ নেয়া। যদি পছন্দ হয়ে যায়, কোম্পানি দেখতে আসবে না

কে বিল্ডিং তুলল।

কন লারাকে লক্ষ করছিলেন। মেয়েটার বয়স এত কম! ও পারবে এ কাজ করতে? মনে পড়ে গেল এ মেয়েই কশার মার্কেট খুঁজে তাঁর জন্য মাংস কিনে এনেছে। একে দিয়ে হবে।

লারা উত্তেজিত গলায় বলে চলছিল, 'আমি যদি এ জমি কিনে নিয়ে আপনার পছন্দসই ভবন তৈরি করে দিতে পারি, আপনি কি আমার কাছ থেকে পাঁচ বছরের লিজ নেবেন?'

ধীর গলায় জবাব দিলেন চার্লস কন। 'না, লারা। আমি তোমাকে দশ বছরের লিজ দেব।'

ওইদিন বিকেলে লারা গেল শন ম্যাকআলিস্টারের কাছে। ওকে অফিসে দেখে অবাক হলেন ব্যাংকার।

'এবারে এত তাড়াতাড়ি যে, লারা। আজ তো সবে বুধবার।'

'জানি। আমি আপনার কাছে একটা সাহায্য চাইতে এসেছি, মি. ম্যাকআলিস্টার।'

শন ম্যাকআলিস্টার লক্ষ করছেন লারাকে। *মেয়েটা দিন দিন ভারি সুন্দরী হয়ে উঠছে। মেয়ে নয়, মহিলা।* লারার পরনের সূতির ব্লাউজ ভেদ করে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে সুউন্নত বক্ষ।

'বসো, মাই ডিয়ার। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

লারা বসল। উত্তেজনায় অস্থির। 'আমি লোন চাই।'

আশ্চর্য হলেন ব্যাংকার। 'কী?'

'আমার কিছু টাকা দরকার।'

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন ম্যাকআলিস্টার। 'টাকা দিতে কোনও সমস্যা নেই। তুমি যদি নতুন কোনও ড্রেস বা অন্য কিছু কিনতে চাও, আমি আনন্দে তোমাকে অ্যাডভান্স করে দিচ্ছি...'

'আমার দুই লাখ ডলার ধার চাই।'

গপ করে হাসিটা গিলে ফেললেন ম্যাকআলিস্টার। 'ঠাট্টা করছ?'

'না, স্যার।' সামনে ঝুঁকে এল লারা। 'আমি একখণ্ড জমি কিনে একটা বিল্ডিং বানাব। আমার এক ভাড়াটে আছেন তিনি দশবছরের জন্য লিজ নেবেন। এতে জমি এবং ভবনের গ্যারান্টি হয়ে যাবে।'

ভুরু কুঁচকে গেছে ম্যাক আলিস্টারের। 'তুমি জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'এ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি,' জবাব দিল লারা।

কথাটা হজম করতে একমুহূর্ত সময় লাগল। 'তুমি কি বলতে চাইছ ওই জমির মালিক আমি?'

'জি। ওটা মেইন এবং কমার্শিয়াল স্ট্রিটের কর্নারের জমি।'

'তুমি আমার কাছ থেকে টাকা ধার করতে এসেছ আমারই জমি কেনার জন্য?'

'ওই জমির দাম কুড়ি হাজার ডলারের বেশি মোটেই হবে না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি। আপনাকে ত্রিশ দেব। আপনি জমি থেকে দশ হাজার ডলার লাভ করতে পারবেন, সেইসঙ্গে আমাকে বিল্ডিং করতে দেয়ার জন্য দুই লাখ ডলার থেকে সুদও পাবেন।'

মাথা নাড়লেন ম্যাকআলিস্টার। 'তুমি কোনও সিকিউরিটি ছাড়াই আমাকে দুই লাখ ডলার ধার দিতে বলছ। দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

লারা সামনে ঝুঁকল। 'সিকিউরিটি আছে। আপনি ভবন এবং জমি মর্টগেজ রাখতে পারবেন। আমি ইতিমধ্যে ভাড়াটে জোগাড় করে ফেলেছি। আপনি লাভবানই হবেন।'

ম্যাকআলিস্টার তাকিয়ে আছেন লারার দিকে, তবে মেয়েটির প্রস্তাব ভেতরে ভেতরে উল্টেপাল্টেও দেখছেন। হাসলেন তিনি।

'তুমি জানো, তোমার নার্ভের জোর অনেক। কিন্তু আমার বোর্ড অভ ডিরেকটরদের সঙ্গে এরকম লোন নিয়ে কথা বলতে পারব না।'

'আপনার কোনও বোর্ড অভ ডিরেক্টর নেই,' বলল লারা।

খিকখিক হাসলেন ম্যাকআলিস্টার, 'তা ঠিক।'

লারা আবার ঝুঁকে এল সামনে, তার স্তন স্পর্শ করল ডেস্ক।

'আপনি রাজি হয়ে যান, মি. ম্যাকআলিস্টার। এজন্য আফসোস করতে হবে না কখনও, আই প্রমিজ।'

লারার বুকের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছেন না ম্যাকআলিস্টার। 'তুমি তোমার বাপের মতো একদমই নও, না?'

'না, স্যার,' ত্বরিত জবাব এল।

'ধরো আমি রাজি হয়ে গেলাম,' সতর্কতার সঙ্গে বললেন ব্যাংকার। 'তোমার ভাড়াটেটি কে?'

'তাঁর নাম চার্লস কন। তিনি কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই'র নির্বাহী।'

'চেইন স্টোর?'

'জি।'

হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করলেন ম্যাকআলিস্টার।

বলে চলল লারা, 'ওরা এখানে একটি বড় স্টোর করতে চায়। মাইনার এবং করাতিদের কাছে ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করবে।'

ম্যাকআলিস্টার বুঝতে পারছেন এ প্রজেক্ট অত্যন্ত লাভজনক হবে।

'তোমার এই লোকটি থাকেন কোথায়?' নিরাসক্ত গলায় জানতে চাইলেন তিনি।

'বোর্ডিং হাউজে।'

'আচ্ছা। বিষয়টি নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে দাও, লারা। কাল আবার কথা বলব।'

উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছে লারা। 'ধন্যবাদ, মি. ম্যাকআলিস্টার। আপনি পস্তাবেন না।'

হাসলেন তিনি, 'আমারও তাই ধারণা।'

সেদিন বিকেলে শন ম্যাকআলিস্টার বোর্ডিং হাউজে চলে এলেন চার্লস কনের সঙ্গে কথা বলতে।

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম,' বললেন তিনি, 'ভাবলাম নতুন অতিথিটির সঙ্গে একটু দেখা করে কুশল বিনিময় করে যাই। আমি শন ম্যাকআলিস্টার। এখানকার ব্যাংকের মালিক। শুনলাম আপনি শহরে এসেছেন। কিন্তু আপনি বোর্ডিং হাউজে উঠেছেন কেন? আমার হোটেলে চলুন। ওখানে অনেক বেশি আরামে থাকতে পারবেন।'

'হোটেলে ঘরভাড়া পাইনি,' বলল চার্লস কন।

'এর কারণ আমরা আপনার পরিচয় জানতাম না।'

হাসি হাসি গলায় প্রশ্ন করলেন কন, 'আমি কে বলুন তো?'

হাসলেন শন ম্যাকআলিস্টার। 'ভনিতার দরকার নেই, মি. কন। খবর বাতাসের আগে ছড়ায়। শুনলাম আপনি আমার জমিতে বিল্ডিং লিজ নিতে আগ্রহী।'

'কোন্ জমি?'

'মেইন এবং কমার্শিয়ালের লট। দারুণ লোকেশন। ওটা নিয়ে কথা বলতে আমাদের কোনও সমস্যা হয়ে না।'

'আমি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি।'

হেসে উঠলেন ম্যাকআলিস্টার। 'লারা তো? খুব সুন্দরী, না? আমার ব্যাংকে আসুন। একটা চুক্তি করে ফেলি?'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না, মি. ম্যাকআলিস্টার। আমি আপনাকে বলেছি এ বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত কথাবার্তা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।'

'আপনিই আসলে আমার কথা বুঝতে পারছেন না, মি. কন। লারা ওই জমির মালিক নয়, মালিক আমি।'

'সে ওটা আপনার কাছ থেকে কিনতে চাইছে, না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওই জমি ওর কাছে আমার বিক্রি না করলেও চলবে।'

'আর আপনার ওই লট ব্যবহার না করলেও আমার চলবে। আমি আরও কয়েকটি লট ঘুরে দেখেছি। মন্দ না। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য ধন্যবাদ।'

শন ম্যাকআলিস্টার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন চার্লস কনের দিকে।

'আপনি...সিরিয়াস?'

'খুব। আমি কোশার ছাড়া কোনও চুক্তিতে যাই না। এবং আমি কখনও আমার কথার বরখেলাপ করি না।'

'কিন্তু লারা বিল্ডিং নির্মাণের কিছুই বোঝে না। সে...'

'যারা বোঝে তাদেরকে সে তাড়া করবে বলেছে।'

অন্যমনস্ক গলায় ব্যাংকার বললেন, 'কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই কি দশবছরের লিজ চুক্তি করতে যাচ্ছে?'

'জি।'

'আচ্ছা, বেশ, আমি...একটু ভেবে দেখি।'

লারা বোর্ডিং হাউজে এলে চার্লস কন ব্যাংকারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার বিশদ বলে দিল।

মর্মাহত হল লারা। 'মি. ম্যাকআলিস্টার আমার পিঠে ছুরি বসাতে চাইছেন...?'

'ভয় নেই,' চার্লস কন আশ্বস্ত করলেন ওকে। 'সে তোমার সঙ্গেই চুক্তি করবে।'

'আপনার সত্যি তাই ধারণা?'

'সে ব্যাংকার। আর ব্যবসায় নেমেছে লাভ করার জন্যই।'

'আর আপনি? আপনি আমার জন্য এতসব করছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল লারা।

চার্লস কন একই প্রশ্ন করেছেন নিজেকে। *কারণ তোমার বয়স খুবই কম। মনে মনে বললেন তিনি। কারণ এ শহরে তোমাকে মানায় না। কারণ তোমার মতো আমার একটি মেয়ে থাকলে বেশ হত।*

তবে মনের ভাব প্রকাশ করলেন না মুখে।

'আমার হারাবার কিছুই নেই, লারা। আমি আরও কয়েকটি লোকেশন দেখেছি। ও দিয়েও কাজ চলে যায়। তবে তুমি যদি এ জমিটি কিনতে পারো, আমি তোমাব জন্য কাজটা করে দেব। কার সঙ্গে আমি কাজ করছি সেটা কোম্পানির বিবেচ্য বিষয় নয়। তুমি যদি লোন পেয়ে যাও এবং তোমার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে আমার পছন্দ হয়, আমরা কাজে নেমে যেতে পারব।'

খুশিতে বুকের মধ্যে ঢেউ উঠল লারার। 'আ...আমি জানি না কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। আমি মি. ম্যাকআলিস্টারের কাছে যাব এবং...'

'তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু যেতাম না,' বললেন কন। 'ওই লোককেই বরং তোমার কাছে আসতে দাও।'

দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটল লারার চেহারায়। 'কিন্তু উনি যদি...'

হাসলেন কন। 'ও লোক আসবে।'

তিনি লারার হাতে লিজের ছাপানো একখণ্ড কাগজ দিলেন।

'এটা দশ বছরের লিজের কাগজ।' লারাকে আরও কতগুলো ব্লুপ্রিন্ট ধরিয়ে দিলেন। 'আর এগুলো আমাদের স্পেসিফিকেশন।'

লারা রাত জেগে ড্রইং এবং ইন্সট্রাকশনগুলো দেখল।

পরদিন সকালে শন ম্যাকআলিস্টার ফোন করলেন লারাকে, 'একটু আমার অফিস আসতে পারবে, লাবা?'

ধুকপুক লাফাচ্ছে লারার কলজে। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।' ম্যাকআলিস্টার লারার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'আমাদের আলাপ-আলোচনা নিয়ে ভাবছিলাম,' বললেন তিনি। 'আমি মি. কনের কাছ থেকে দশ বছরের লিজের লিখিত এগ্রিমেন্ট চাই।'

'ওটা আমার কাছে আছে,' বলল লারা। সে ব্যাগ খুলে বের করল চুক্তিপত্র।

সাবধানে কন্ট্রাক্টে চোখ বুলালেন শন ম্যাকআলিস্টার।

'সব ঠিক আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে কি আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল লারা। বন্ধ করে রেখেছে দম।

মাথা নাড়লেন ম্যাকআলিস্টার। 'না।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...'

ব্যাংকার ডেস্কের ওপর আঙুল দিয়ে অনবরত তবলা বাজিয়ে চলেছেন। 'তোমাকে সত্যিকথাই বলছি, ওই লট বিক্রি করার খুব একটা তাড়া আমার নেই, লারা। জমিটা যতদিন ধরে রাখতে পারব, ততই ওটার দাম বেড়ে চলবে।'

শূন্য দৃষ্টি লারার চোখে। 'কিন্তু আপনি...'

'তোমার অনুরোধ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তোমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তোমাকে লোন দিতে হলে বিশেষ কোনও কারণ আমাকে দাঁড় করাতে হবে।'

'ঠিক বুঝলাম না...কী কারণ?'

'ধরো...ছোট একটি বোনাস। লারা, তোমার কোনও প্রেমিক আছে?'

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। চমকে গেল লারা।

'আ...নেই।' লারা টের পাচ্ছে সুযোগটা আঙুল গলে পিছলে যাচ্ছে। 'এর সঙ্গে...?'

সামনে ঝুঁকলেন ম্যাকআলিস্টার। 'খোলামেলাই বলি, লারা। তোমাকে আমার খুব পছন্দ। তোমার সঙ্গে আমি বিছানায় যেতে চাই। Quid Pro quo। এর মানে হল...

'আমি এর অর্থ জানি,' থমথমে হয়ে গেছে লারার চেহারা।

'বিষয়টি এভাবে দ্যাখো। নিজের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ তোমার এসেছে, তাই না? নিজের একটা কিছু হবে তোমার, বড় কিছু হবে তুমি। তুমি যে তোমার বাবার মতো নও তা প্রমাণ করার সময় এসেছে।'

লারার মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

'এরকম সুযোগ জীবনে আর কখনও নাও আসতে পারে, লারা। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে চাইলে সময় নাও...'

'না', কণ্ঠ নিজের কানেই ফাঁপা শোনাল। 'আমার জবাব আপনাকে এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।' শরীরের দুপাশে হাত শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে ও, যাতে কাঁপুনি বন্ধ করা যায়। তার গোটা ভবিষ্যৎ, গোটা জীবন নির্ভর করছে জবাবটার ওপর।

'আমি আপনার সঙ্গে বিছানায় যাব।'

হাসি দু-কানে গিয়ে ঠেকল ম্যাকআলিস্টারের। চেয়ার ছাড়লেন, দু-বাহু সামনের দিকে ছড়িয়ে পা বাড়ালেন লারার দিকে।

'এখন না,' বলল লারা, 'আগে আমি চুক্তিটি দেখব।'

পরদিন শন ম্যাকআলিস্টার লারাকে ব্যাংক লোনের চুক্তিপত্র দিলেন।

'খুব সহজ কন্ট্রাক্ট, মাই ডিয়ার, দশ বছরের চুক্তি। দুই লাখ ডলার। আট শতাংশ সুদ।' একটি কলম দিলেন লারাকে।

'শেষের পৃষ্ঠায় শুধু একটা সই করে দাও।'

'আমি চুক্তি না পড়ে সই করব না,' বলল লারা। ঘড়ি দেখল। 'তবে এখন আমার সময় নেই। আমি এটা বাড়ি নিয়ে যেতে পারি? কাল নিয়ে আসব।'

কাঁধ ঝাঁকালেন শন ম্যাকআলিস্টার, 'ঠিক আছে।' গলা নামালেন তিনি। 'আগামী শনিবার আমি হ্যালিফ্যাক্স যাচ্ছি। ওখানে দুজনে মিলে মজা করব।'

লারা লোকটার কুৎসিত হাসিমুখটার দিকে তাকাল। গুলিয়ে উঠল পেটের ভেতর। 'ঠিক আছে।'

'বেশ। তুমি চুক্তিতে সই করে নিয়ে এসো। আমরা কাজ শুরু করে দিই।' একটু চিন্তা করে যোগ করলেন। 'তোমার ভালো বিল্ডারের দরকার হবে। নোভা স্কটিয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পানির নাম শুনেছ?'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লারার চেহারা। 'হ্যাঁ। ওদের ফোরম্যান বায স্টিলকে চিনি আমি।'

বায স্টিল গ্লেস বে'র সবচেয়ে বড় কয়েকটি ভবনের নির্মাতা।

'গুড। ভালো আউটফিট। তুমি ওদের সঙ্গে কাজ করতে পারো।'

'আমি কাল বাযের সঙ্গে কথা বলব।'

সেদিন সন্ধ্যায় লারা চুক্তিপত্রটি দেখাল চার্লস কনকে। ম্যাকআলিস্টারের কাছ থেকে ব্যাংকলোন পেতে ওকে সতীত্ব বিসর্জন দিতে হচ্ছে, একথা বলার সাহস পেল না। খুব লজ্জা লাগছিল লারার। চুক্তিপত্রটি আগাগোড়া পড়লেন কন। তারপর ওটা লারাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে সই কোরো না।'

অবাক হল লারা। 'কেন?'

'তিন নাম্বার ক্লজে লেখা আছে একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে নতুবা টাইটেল ফিরে যাবে ব্যাংকে। এর মানে হল বিল্ডিঙের মালিক বনে যাবে ম্যাকআলিস্টার, আমার কোম্পানি তার প্রজা হয়ে যাবে। আর তোমাকে সুদসহ লোন শোধ করে যেতে হবে। লোকটাকে বলো এ ক্লজ বদলে দিতে।'

ম্যাকআলিস্টারের কথা কানে বাজছে লারার। *ওই লট বিক্রি করার খুব একটা*

তাড়া আমার নেই, লারা। জমিটা যতদিন ধরে রাখতে পারব, ততই ওটার দাম বেড়ে চলবে।

মাথা নাড়ল ও। 'উনি এ কাজ করবেন না।'

'সেক্ষেত্রে মস্ত একটা জুয়ো খেলতে যাচ্ছ তুমি, লারা। তুমি হয়তো কিছুই পাবে না। অথচ মাথার ওপর খাঁড়া হয়ে ঝুলবে দুই লাখ ডলারের লোন এবং সুদ।'

'কিন্তু আমি যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিল্ডিং তুলে দিতে পারি...'

'সেটা তো 'যদি'র প্রশ্ন। যখন ভবন বানাবে বহু লোকের মর্জির ওপর ভরসা করে থাকতে হবে তোমাকে। এমন সব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে, কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সিডনিতে খুব ভালো একটি কন্সট্রাকশন কোম্পানি আছে। এখানকার অনেক বিল্ডিং তারা বানিয়েছে। আমি এ কোম্পানির ফোরম্যানকে চিনি। সে যদি কথা দেয় ঠিক সময়ে বিল্ডিং বানিয়ে দিতে পারবে, আমি সামনে এগোতে পারব।'

লারার কণ্ঠে ব্যাকুলতা স্পর্শ করল চার্লস কনকে। অবিশ্বাস এবং সন্দেহ দূরে ঠেলে রাখলেন। 'ঠিক আছে।'

অবশেষে বললেন তিনি, 'তার সঙ্গে কথা বলো।'

সিডনিতে পাঁচতলা একটি বাড়ি তুলছে বায স্টিল। ওই বাড়ির গার্ডারে তাকে হাঁটতে দেখল লারা। স্টিল ভালুকের মতো প্রকাণ্ডদেহী, চেহারা দেখে বোঝা যায় চল্লিশোর্ধ্ব এ মানুষটির ওপর দিয়ে বহু ঝড়-ঝাপটা গেছে। লারাকে দেখে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। 'আরে তুমি! তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে গ্লেস বে থেকে ওরা বের হতে দিল?'

'চুপি চুপি বেরিয়ে এসেছি,' বলল লারা। 'আপনার জন্য একটা কাজ নিয়ে এসেছি, মি. স্টিল।'

হাসল ভালুক। 'আচ্ছা? আমরা কী বানাব–পুতুলের ঘর?'

'না।' চার্লস কনের দেয়া ব্লুপ্রিন্ট বের করে দেখাল লারা। 'এই বিল্ডিংটি তৈরি করে দিতে হবে।'

কাগজে চোখ বুলাল স্টিল। তারপর মুখ তুলে চাইল। চেহারায় বিস্ময়। 'এ তো বিরাট কাজ। তুমি এর মধ্যে জড়ালে কী করে?'

'আমিই কাজটা করাচ্ছি,' গর্বের সুরে বলল লারা। 'আমি এ বিল্ডিঙের মালিক হব।'

মৃদুস্বরে শিস দিল স্টিল। 'খুব ভালো খবর, হানি।'

'তবে দুটো শর্ত আছে।'

'কী?'

'একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে বিল্ডিঙের কাজ শেষ করতে হবে। নতুবা এ বিল্ডিঙের

মালিকানা পেয়ে যাবে ব্যাংক। আর দ্বিতীয় শর্ত হল—বিল্ডিং তৈরির জন্য এক লাখ সত্তর হাজার ডলারের বেশি দিতে পারব না।'

'একত্রিশ ডিসেম্বর আসতে এখনও দশ মাস বাকি।'

'জানি। এর মধ্যে কি কাজটা শেষ করা সম্ভব?'

ব্লুপ্রিন্টে আবার চোখ ফেরাল স্টিল। লারা নীরবে লক্ষ করছে ওকে।

অবশেষে কথা বলল বায় স্টিল। 'তুমি যদি আমাদেরকে এখনই টাকাটা দিয়ে দাও তাহলে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে এ বিল্ডিং তুলে দেয়া সম্ভব।'

'তাহলে ওই কথাই রইল।'

লারার ইচ্ছে করল আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'আমি পেরেছি! আমি পেরেছি!' কিন্তু উল্লাসটা বুকের ভেতরে চেপে রাখল ও।

ওরা হ্যান্ডশেক করল। 'তোমার মতো সুন্দরী বস্ আমি আর একটিও পাইনি,' বলল স্টিল।

'ধন্যবাদ। কবে নাগাদ কাজ ধরতে পারবে?'

'আমি কাল গ্লেস বে-তে যাব লট দেখতে। তোমাকে এমন একটা বিল্ডিং বানিয়ে দেব যা দেখে গর্বে ভরে যাবে বুক।'

লারা বাড়ি ফিরল হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে।

গ্লেস বে-তে ফিরেই খবরটা চার্লস কনকে দিল লারা।

'এ কোম্পানির ওপর সত্যি ভরসা করা যাবে তো, লারা?'

'অবশ্যই যাবে,' কনকে আশ্বস্ত করল লারা। 'ওরা এ শহরে এবং সিডনিতে বিল্ডিং বানিয়েছে। বানিয়েছে হ্যালিফাক্সে এবং ওর উৎসাহ এবং উল্লাস যেন সংক্রামক। ছুঁয়ে যায় সবাইকে।'

হাসলেন কন। 'বেশ। এবার তাহলে আমরা সত্যি কাজে নেমে পড়ছি।'

'সত্যি নামছি, তাই না?' উদ্ভাসিত হল লারার চেহারা।

হঠাৎ শন ম্যাকআলিস্টারের সঙ্গে ওর চুক্তির কথা মনে পড়তে দপ করে নিতে গেল হাসি।

আগামী শনিবার আমি হ্যালিফ্যাক্সে যাচ্ছি। ওখানে দুজনে মিলে মজা করব। শনিবার আসতে আর দুদিন বাকি।

লারা পরদিন সকালে চুক্তিপত্রে সই করল। ও চলে যাচ্ছে, গমনপথের দিকে তাকিয়ে আমোদ বোধ করলেন শন ম্যাকআলিস্টার। লারাকে নতুন ভবনটি দেয়ার কোনও ইচ্ছেই তাঁর নেই। মেয়েটা কী বোকা, ভেবে প্রায় হেসে উঠলেন তিনি। লারাকে তিনি লোন দিচ্ছেন বটে, আসলে দেহবল্লরী নিজের শরীরের নিচে দলিত মথিত করছেন

কল্পনা করতেই তাঁর পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে গেল।

লারা এর আগে হ্যালিফ্যাক্সে দুবার গিয়েছে। গ্রেস বে'র সঙ্গে তুলনা করলে হ্যালিফ্যাক্সকে বলা যায় দ্রুত বর্ধনশীল শহর। রাস্তায় প্রচুর পথচারী এবং গাড়ি। দোকান বোঝাই নানান জিনিসে। শন ম্যাকআলিস্টার লারাকে নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে একটি মোটেলে চলে এলেন। পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়ে লারার হাঁটুতে চাপড় দিলেন। 'তুমি এখানে বসো, হানি। আমি রেজিস্টারে নাম লিখে আসি।'

লারা আতঙ্কিত হয়ে বসে রইল গাড়িতে। *নিজেকে আমি বিক্রি করে দিচ্ছি, ভাবছে ও। বেশ্যাদের মতো। কিন্তু বিক্রি করার মতো এ শরীর ছাড়া আর কিছু নেইও আমার। অন্তত লোকটার কাছে আমার দাম দু-লাখ ডলার। আমার বাবা সারা জীবনেও দু-লাখ ডলার চোখে দেখেনি...*

খুলে গেল গাড়ির দরজা। দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাকআলিস্টার। মুচকি হাসছেন। 'রুম ভাড়া করে ফেলেছি। চলো।'

হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল লারার। এত দ্রুত লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড, যেন বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

আমার নির্ঘাত হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

'লারা...' ম্যাকআলিস্টার উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ করছেন ওকে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

না। আমি মারা যাচ্ছি। ওরা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে এবং আমি ওখানে মারা যাব। কুমারী হিসেবে। 'আমি ঠিক আছি,' বলল ও।

ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে এল লারা। ম্যাকআলিস্টারের পেছন পেছন একটি ঘরে ঢুকল। সাদামাটা ঘরে একটি বিছানা, দুটো চেয়ার, একটা জীর্ণ ড্রেসিং টেবিল এবং ছোট একটি বাথরুম।

লারার মনে হল দুঃস্বপ্ন দেখছে।

'এর আগে এসব কখনও করোনি, না?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যাকআলিস্টার।

স্কুলের একটি ছেলের কথা মনে পড়ল লারার। সে লারাকে একবার আদর করেছিল, চুমু খেয়েছিল বুকে, ওর দু-পায়ের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল।

'না,' জবাব দিল ও।

'আরে, ভয়ের কিছু নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার হল সেক্স।'

লারা দেখছে ম্যাকআলিস্টার জামাকাপড় খুলে ফেলছেন। হোৎকা, স্থূল শরীর।

'কাপড় খোলো,' হুকুম দিলেন ম্যাকআলিস্টার।

ধীরগতিতে ব্লাউজ, স্কার্ট এবং জুতো খুলে ফেলল লারা। পরনে শুধু ব্রেসিয়ার এবং প্যান্টি।

ম্যাকআলিস্টার চোখ দিয়ে গিলছেন লারাকে। হেঁটে এলেন ওর সামনে। 'তুমি যে কী দারুণ সুন্দরী তা কি তুমি জানো?'

লারা টের পেল শক্ত পুরুষাঙ্গ ওর শরীরে ঠেসে ধরছে বুড়ো। তিনি ওর অধরে চুম্বন করলেন। গা ঘিনঘিন করে উঠল লারার।

'এগুলোও খুলে ফেলো,' ঘ্যাসঘেসে গলায় বললেন ম্যাকআলিস্টার। বিছানায় গেলেন তিনি। খুলে ফেললেন শর্টস। তার পুরুষাঙ্গ খাড়া এবং লাল টকটকে। অতবড় *জিনিসটা আমার শরীরে কিছুতেই ঢুকবে না,* আঁতকে উঠল লারা। *আমি ঠিক মরে যাব।*

'জলদি।'

লারা ব্রা এবং প্যান্টি খুলে ফেলল।

'মাই গড,' বললেন ম্যাকআলিস্টার। 'তুমি ফ্যান্টাস্টিক। এখানে এসো।'

লারা হেঁটে গেল বিছানায়। বসল। ম্যাকআলিস্টার ওর নরম বুক সজোরে মুচড়ে দিলেন। ব্যথায় ককিয়ে উঠল লারা।

'মজা পাওনি? পুরুষ কী জিনিস এবার তুমি দেখবে।' লারাকে ধাক্কা মেরে চিৎ করে শুইয়ে ফেললেন ম্যাকআলিস্টার। ফাঁক করে ধরলেন দুই পা। হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল লারা। 'আমি কিছু পরিনি। মানে...যদি প্রেগনেন্ট হয়ে যাই...'

'ভয় নেই,' বললেন ম্যাকআলিস্টার। 'আমি তোমার ভেতরে ঢালব না।'

একমুহূর্ত পরে লারা টের পেল ব্যাংকার ওর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করছেন। ব্যথা পেল ও।

'দাঁড়ান!' চিৎকার দিল লারা। 'আমি...'

কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই ম্যাকআলিস্টারের। তিনি সজোরে লারার শরীরে ঢুকে গেলেন। অবিশ্বাস্য ব্যথায় চোখ মুখ কুঁচকে গেল লারার। তিনি এখন জোরে জোরে কোমর নাড়তে শুরু করেছেন। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল গতি। চিৎকার থামাতে মুখে হাত চাপা দিয়ে রাখল লারা। *এক মিনিটের মধ্যে এটা শেষ হয়ে যাবে,* ভাবছে ও। *তারপর আমি একটি বিল্ডিঙের মালিক হয়ে যাব। তারপর আমি আরেকটি বিল্ডিঙে হাত দেব। তারপর আরেকটা...*

ওহ্, কী অসহ্য ব্যথা!

'কোমর তোলো,' গাঁক গাঁক চেঁচালেন ম্যাকআলিস্টার।

'মূর্তির মতো শুয়ে থেকো না। মুভ ইট!'

কোমর তোলার চেষ্টা করল লারা। পারল না।

অসহনীয় ব্যথায় কোমর ধরে গেছে।

হঠাৎ ম্যাকআলিস্টার গুঙিয়ে উঠলেন, তাঁর শরীর প্রবল ঝাঁকি খেল। তিনি পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে এলিয়ে পড়লেন লারার পাশে।

আতঙ্কিত লারা বলল, 'আপনি বললেন না যে ভেতরে ফেলবেন না...'

কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হলেন ম্যাকআলিস্টার। 'ডার্লিং, নিজেকে সামাল দিতে পারিনি। তুমি এত সুন্দর। তবে ভয় নেই। যদি পেট বাঁধিয়েই বসো, আমার চেনা

ডাক্তার আছে। খালাস করে দেবে।'

লারা পাশ ফিরে শুল। লোকটার কুৎসিত মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল বাথরুমে। ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। গরম পানি ধুইয়ে দিতে লাগল ক্লেদাক্ত স্পর্শ। লারা ভাবল, *কাজ শেষ। আমি এখন জমির মালিক হয়ে গেছি। আমি ধনী হয়ে যাব।*

এখন পোশাক পরে সে ফিরে যাবে গ্লেস বে-তে। শুরু করে দেবে ভবন নির্মাণের কাজ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে লারা, শন ম্যাকআলিস্টার বললেন, 'এমন মজা পেয়েছি। এসো, আরেকবার করি।'

ছয়

নোভা স্কটিয়া কন্সট্রাকশন কোম্পানির নির্মিত পাঁচটি ভবন পরখ করলেন চার্লস কন।

'ওরা বেশ দ্রুত কাজ করে,' তিনি বললেন লারাকে। 'ওদের সঙ্গে তোমার কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

লারা, চার্লস কন এবং বায স্টিল বেরুল নতুন সাইট দেখতে।

'পারফেক্ট জায়গা,' মন্তব্য করল বায স্টিল। 'মোট ৪৩,৫৬০ স্কোয়ার ফিটের মেজারমেন্ট। আপনারা কুড়ি হাজার বর্গফুটের বিল্ডিং বানাতে পারবেন।'

চার্লস কন জিজ্ঞেস করলেন, '৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বিল্ডিঙের কাজ শেষ করতে পারবেন?'

'তার আগেই পারব,' জবাব দিল স্টিল। 'ক্রিসমাসের সময় শেষ হয়ে যাবে কাজ।'

খুশি হল লারা। 'কাজ ধরছেন কবে?'

'আগামী হপ্তার মাঝামাঝিতে আমার লোকজন চলে আসবে। এলেই কি কাজ শুরু করে দেব?'

কন লারার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

'এলেই কাজ শুরু করে দেবেন।'

নতুন একটি ভবন চোখের সামনে গড়ে তোলা হচ্ছে, এ দৃশ্যটি লারার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা। সে প্রতিদিন ওখানে যায়। 'আমি শিখতে চাই,' একদিন বলল সে কনকে। 'এটা আমার জন্য মাত্র শুরু। আমি মারা যাওয়ার আগে অন্তত একশো বিল্ডিং বানিয়ে যেতে চাই।'

কন ভাবলেন   লারা কি জানে আসলে সে কিসের মধ্যে প্রবেশ করছে?

প্রজেক্ট সাইটে প্রথমে এল সার্ভে টিমের সদস্যরা। তারা প্রপার্টির লিগাল জিওমেট্রিক বর্ডারের মাপজোঁক নিল। তারপর প্রতিটি কর্নারে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে এঁকে দিল গোলক।

সার্ভের কাজ দুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। পরদিন সকালে মাটি কাটার বিশাল বিশাল যন্ত্র হাজির হয়ে গেল।

বায স্টিলকে জিজ্ঞেস করল লারা, 'এখন কী হবে?'

'আমরা মাটি কাটব।'

ফাউন্ডেশনের জন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হল। সেইসাথে এল ড্রেনেজ পাইপ।

বোর্ডিং হাউজের ভাড়াটেরা ইতিমধ্যে জেনে গেছে কী হচ্ছে। তাদের সকালে নাস্তার টেবিলে এবং রাতের খাওয়ার সময় মূল আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হল লারার ভবন-নির্মাণ। সবাই লারাকে অভিনন্দন জানাল।

'এরপরে কী ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল তারা।

লারা এ-ব্যাপারে ইতিমধ্যে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। 'আজ সকালে ওরা আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ বসিয়েছে। কাল ওরা কংক্রিট ফর্মওয়ার্ক করবে।' মুচকি হাসল ও। 'আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন?'

কংক্রিটের ঢালাই হল, কংক্রিটের ফাউন্ডেশনের কাজ শেষ হওয়ার পর বড়বড় ট্রাক বোঝাই কাঠ চলে এল। কাঠমিস্ত্রিরা কাঠের ফ্রেম বসাতে লাগল। বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হলেও লারার কাছে ওটা যেন মধুর সংগীত। হাতুড়ি আর বৈদ্যুতিক করাতের ছন্দায়িত আওয়াজে জায়গাটি সরগরম।

দুই হপ্তা পরে জানালা-দরজা সহ দাঁড়িয়ে গেল ওয়াল প্যানেল, যেন হঠাৎ করে হাজির হয়ে গেছে ভবন।

পথচারীদের কাছে বিল্ডিংটি কাঠ আর ইস্পাতের একটা কাঠামো ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু লারার কাছে এটা ভিন্ন জিনিস। এ যেন তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন। প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় সে শহরে যায়, দেখে কীভাবে গড়ে উঠছে ভবন। *এর মালিক আমি*, ভাবে ও। *এই বিল্ডিং আমার।*

ম্যাকআলিস্টারের সঙ্গে ওই ঘটনার পরে লারা ভয় পেয়েছিল গর্ভবতী হযে যেতে পারে। ওই লোকটার সন্তান পেটে আসবে ভাবতেই বমি এসে যেত ওর। কিন্তু যেদিন ওর মাসিক হল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল লারা। *এখন আমি আমার ভবন ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করব না।*

লারা শন ম্যাকআলিস্টারের হয়ে ভাড়া তুলে যাচ্ছিল নিয়মিত। কারণ ওর নিজের থাকার একটা জায়গা দরকার ছিল। লোকটার কাছে যেতে হত লারাকে ভাড়ার টাকা দিতে।

'হ্যালিফ্যাক্সে তো খুব মজা করেছি তাই না, হানি? চলো না, আবার মজা করি?'

'আমি বিল্ডিঙের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি,' দৃঢ় গলায় বলে লারা।

চার্লস কন গ্লেস বে থেকে চলে গেছেন। তবে তিনি প্রতি হপ্তায় একবার লারাকে ফোন করেন।

'বিল্ডিঙের কাজ এগোচ্ছে কেমন?' শেষবার ফোন করার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি।

'চমৎকার!' উৎসাহভরে জবাব দিয়েছে লারা।

'শিডিউল মাফিক কাজ চলছে তো?'

'শিডিউলের থেকে এগিয়ে আছি আমরা।'

'খুব ভালো কথা। এখন বলতে আপত্তি নেই আমি কিন্তু ভাবিনি কাজটা সত্যি পারবে তুমি।'

'কিন্তু সুযোগটা তো আপনিই আমাকে দিয়েছেন, চার্লস, ধন্যবাদ।'

'তুমিও আমার জন্য কম করোনি। তুমি না থাকলে বোর্ডিং হাউজে তো আমাকে না-খেয়েই মরতে হত।'

মাঝে মাঝেই শন ম্যাকআলিস্টার সাইটে আসেন কাজ কেমন এগুচ্ছে দেখতে।

'কাজ বেশ ভালোই এগোচ্ছে, না?'

'হ্যাঁ', জবাব দেয়, লারা।

ম্যাকআলিস্টার খুশি হন। লারা ভাবে *মি. কন এ লোক সম্পর্কে ভুল ভেবেছেন। এ আমার কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে না।*

নভেম্বরের শেষাশেষি ভবনের কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেল। বিল্ডিঙের দরজা-জানালা লাগানো হয়ে গেছে, বাইরের দেয়ালও বসানো হয়েছে। এখন ভবনের নার্ভ আর আর্টারির কাজ শুরু বাকি।

ডিসেম্বরের প্রথম সোমবারে, বিল্ডিঙের কাজে শ্লথগতি চলে এল। একদিন সকালে লারা সাইটে গিয়ে দেখল মাত্র দুজন লোক আছে। তারা ঢিমেতালে কাজ করছে।

'বাকি লোকজন কই?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'তারা অন্য কাজে গেছে,' জবাব দিল একজন। 'কাল আসবে।'

পরদিন সাইটে কাউকেই দেখা গেল না।

লারা বাসে চড়ে হ্যালিফ্যাক্সে গেল বাষ স্টিলের সঙ্গে দেখা করতে। 'ঘটনা কী?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কেউ তো কাজ করছে না।'

'দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' ওকে আশ্বস্ত করল স্টিল। 'আমরা হঠাৎ একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছি। তাই আমার লোকদের এখানে নিয়ে আসতে হল।'

'তারা আবার কবে শুরু করবে কাজ?'

'আগামী হপ্তায়। আমাদের শিডিউল মিস হবে না।'

'বাষ, আপনি জানেন এ বিল্ডিং আমার কাছে কী।'

'জানি, লারা।'

'নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হলে আমি বিল্ডিংটি হারাব। সবকিছু হারাব।'

'ভয় নেই। আমি অমন কিছু ঘটতে দেব না।'

লারা অস্বস্তি নিয়ে ফিরল ওখান থেকে।

পরের সপ্তাহেও শ্রমিকদের দেখা মিলল না। আবার হ্যালিফ্যাক্স গেল লারা

স্টিলের কাছে।

'দুঃখিত,' বলল তার সেক্রেটারি, 'মি. স্টিল নেই।'

'তার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। কখন ফিরবেন উনি?'

'তিনি একটা কাজে শহরের বাইরে গেছেন। জানি না কখন ফিরবেন।'

ভয়ের শীতলজল নামল লারার শিরদাঁড়া বেয়ে। 'ওনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করতেই হবে। উনি আমার জন্য একটি ভবন নির্মাণ করছেন। তিন হপ্তার মধ্যে কাজটা শেষ করার কথা।'

'আমি তো মি. স্টিলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারব না, মিস ক্যামেরন। তবে উনি যদি বলেন কাজ শেষ হয়ে যাবে তো অবশ্যই শেষ হবে।'

'কিন্তু কাজ তো শেষ হচ্ছে না,' চেঁচিয়ে উঠল লারা। 'কেউ কাজই করছে না।'

'আপনি কি তাঁর সহকারী মি. এরিকসেনের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'জি, প্লিজ।'

এরিকসেন একটি দানব বিশেষ। প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ। তবে বেশ অমায়িক। সে আশ্বাস দিল লারাকে।

'আপনি এখানে কেন এসেছেন জানি।' বলল সে। 'বায আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছে। একটি বড় কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টে হাত দেয়ার কারণে আপনার কাজটা শেষ করতে একটু বিঘ্ন ঘটেছে। তবে আপনার ভবনের কাজ তো আর তিন হপ্তার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবার কথা।'

'কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি...'

'চিন্তা করবেন না। আমরা সোমবার সকালে ওখানে লোক পাঠিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ,' স্বস্তিবোধ করছে লারা। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এ ভবন আমার জন্য অনেক কিছু।'

'নো প্রবলেম,' হাসল এরিকসেন। 'বাড়ি গিয়ে আরাম করুন। আপনি দক্ষ ও ভালো লোকের সঙ্গে কাজ করছেন।'

কিন্তু সোমবার সকালে সাইটে একজন শ্রমিকের টিকিটিও দেখা গেল না। উন্মাদ হয়ে গেল লারা। ফোন করল চার্লস কনকে।

'শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে,' জানাল লারা। 'বুঝতে পারছি না কেন। আজ আসবে কাল আসবে করে আসছে না।'

'কোম্পানির নামটা যেন কী—নোভা স্কটিয়া কন্সট্রাকশন, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি একটু পরে তোমাকে ফোন করছি।' বললেন কন।

দুই ঘণ্টা পরে ফোন করলেন চার্লস কন। 'নোভা স্কটিয়া কর্পোরেশনের সঙ্গে কাজ করার বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছিল?'

একটু ভেবে জবাব দিল লারা। 'শন ম্যাকআলিস্টার।'

'কাজে বিঘ্ন ঘটার জন্য অবাক হচ্ছি না, লারা। কারণ ওই লোক ওই কোম্পানির মালিক।'

লারার মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'এবং সে ইচ্ছে করে তার লোকদের কাজ বন্ধ করে রাখতে বলছে...'

'ঠিক তাই।'

'ওহ মাই গড।'

'ও একটা বিষাক্ত সাপ।'

সে রাতে এক সেকেন্ডের জন্যও দু-চোখের পাতা এক করতে পারল না লারা। নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবছে। ওর বিল্ডিঙের মালিক হয়ে যাবেন শন ম্যাকআলিস্টার। আর ব্যাংক থেকে ধার নেয়া টাকাটা শোধ করতে সারাজীবন ওকে চাকরানির মতো খাটতে হবে। ভোরের দিকে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই শন ম্যাকআলিস্টারের অফিসে চলে এল লারা।

'গুড মর্নিং, মাই ডিয়ার। আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।'

সরাসরি কাজের কথায় চলে এল লারা। 'আমার এক্সটেনশন দরকার। একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে বিল্ডিঙের কাজ শেষ হবে না।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ম্যাকআলিস্টার। কুঁচকে গেছে ভুরু।

'তাই নাকি? এটা তো ভালো খবর নয়, লারা।'

'আমার আরেক মাস সময় দরকার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ম্যাকআলিস্টার। 'কিন্তু তা সম্ভব নয়। তুমি কন্ট্রাক্টে সই করেছ। চুক্তি তো চুক্তিই।'

'কিন্তু...'

'আমি দুঃখিত, লারা। একত্রিশ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ না হলে প্রপার্টির মালিক হয়ে যাবে ব্যাংক।'

আসল ঘটনা জানতে পেরে বোর্ডিং হাউজের ভাড়াটেরা রেগে আগুন হল।

'কুত্তার বাচ্চা!' গর্জে উঠল একজন। 'হারামজাদা তোমার সঙ্গে এরকম করল কী করে?'

'করেছে,' হতাশ সুরে বলল লারা। 'এখন আমার আর কিছু করার নেই।'

'তুমি ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল আরেক ভাড়াটে। 'তোমার হাতে আর ক'দিন সময় আছে—তিন হপ্তা?'

মাথা নাড়ল লারা। 'আরও কম। আড়াই হপ্তা।'

ওই ভাড়াটে অন্যদের দিকে তাকাল। 'চলো, বিল্ডিংটা দেখে আসি।'

'দেখে কী হবে?'

'চলোই না।'

আধডজন ভাড়াটে চলে এল বিল্ডিং সাইটে। সতর্কতার সঙ্গে পরখ করছে।

'তক্তা এখনও বসানো হয়নি,' বলল একজন।

'ইলেকট্রিসিটির লাইনও না,' মন্তব্য করল আরেকজন।

ডিসেম্বরের কনকনে হাওয়ায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা আলাপ করতে লাগল বিল্ডিঙের আর কী কী কাজ বাকি আছে।

একজন ফিরল লারার দিকে। 'তোমার ব্যাংকার একটা বদমাশ, ঠগবাজ। সে বিল্ডিঙের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে যাতে তোমার চুক্তি শেষ হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি বাকি কাজ শেষ করে ফেলা যায়।' সে অন্যদের দিকে তাকাল। 'যেটুকু কাজ বাকি আছে তা আড়াই হপ্তার মধ্যে শেষ করা সম্ভব।'

সবাই সমস্বরে তাকে সমর্থন দিল।

লারা বলল, 'কিন্তু কাজ শেষ হবে কী করে? শ্রমিকরা আসবে না।'

'শোনো মেয়ে, তোমার বোর্ডিং হাউজে করাতি, কাঠমিস্ত্রি এবং ইলেকট্রিশিয়ানের অভাব নেই। আর শহরে আমাদের বন্ধুদেরও অভাব নেই। সবাই মিলে কাজটা শেষ করতে পারব।'

'কিন্তু আমি তো আপনাদেরকে টাকা দিতে পারব না,' বলল লারা। 'মি. ম্যাকআলিস্টার আমাকে টাকা দেবেন না...'

'ধরে নাও আমাদের পক্ষ থেকে এটা তোমার জন্য ক্রিসমাস-উপহার।'

এরপরে যা ঘটল তা এককথায় অবিশ্বাস্য। গ্লেস বে-তে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল লারার ভবন তুলে দিচ্ছে তার বোর্ডিং হাউজের ভাড়াটেরা। অন্য ভবনের নির্মাণশ্রমিকরা এল লারার সাইটে কী ঘটছে দেখতে। এদের অর্ধেক এসেছে তারা লারাকে পছন্দ করে বলে, বাকি অর্ধেক এসেছে তারা একসময় শন ম্যাকআলিস্টারের সঙ্গে কাজ করত, কিন্তু লোকটা ভালো না বলে তাবা কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এরা ম্যাকআলিস্টারকে ঘৃণা করে।

'হারামজাদাকে টিট করা যাক,' বলল তারা।

এসব শ্রমিক নিজেদের কাজ শেষ করে লারার সাইটে চলে এল তাকে সাহায্য করার জন্য। তারা মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করল।

আবার বাড়ি তৈরির সুমধুর সংগীতে ভরে গেল বাতাস। ডেডলাইনের আগে কাজ শেষ করা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল সবার কাছে। কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের ভিড়ে ভরে গেল ভবন। সবাই কাজ করতে আগ্রহী।

শন ম্যাকআলিস্টার খবর শুনে ছুটে এলেন সাইটে।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জানতে চাইলেন, 'এখানে হচ্ছেটা কী? এরা তো

আমার লোক নয়।'

'এরা আমার লোক,' উদ্ধত গলায় বলল লারা। 'চুক্তির কোথাও এমন কথা লেখা নেই যে আমি ভবন তৈরিতে নিজের লোক ব্যবহার করতে পারব না।'

নিউ ইয়ারের আগের দিন শেষ হয়ে গেল বিল্ডিঙের কাজ। আকাশের গায়ে ঋজুভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল ওটা, নিরেট এবং শক্তিশালী। এমন সুন্দর ভবন জীবনেও দেখেনি লারা। সে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

'এ ভবন আপনার,' বলল এক শ্রমিক। 'আমরা খানাপিনার আয়োজন করব তো, নাকি?'

সে রাতে গ্লেস বে শহর ভেঙে পড়ল লারার নতুন ভবনে, গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে।

আর ওটা ছিল শুরু।

এরপরে লারাকে বাধা দেয়ার কেউ রইল না। নিত্যনতুন আইডিয়া খেলা করতে লাগল ওর মস্তিষ্কে।

'আপনার নতুন কর্মচারীদের গ্লেস বে-তে থাকার জায়গা লাগবে,' সে বলল চার্লস কনকে। 'আমি তাদের জন্য বাড়ি বানাতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

মাথা নাড়লেন কন। 'কোনওই আপত্তি নেই।'

লারা সিডনি গেল এক ব্যাংকারের সঙ্গে কথা বলতে। নতুন প্রজেক্টে খাটানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ সে ধার পেল ব্যাংক থেকে।

বাড়ি নির্মাণ হয়ে গেল লারা চার্লসকে বলল, 'এ শহরে আর কী দরকার, জানেন? এখানে গরমের সময় যেসব ট্যুরিস্ট মাছ ধরতে আসে তাদের জন্য কেবিন। বে'র কাছে চমৎকার একটি জায়গা আছে। ওখানে কেবিন বানাব আমি...'

চার্লস কন লারার আনঅফিশিয়াল ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজরে পরিণত হলেন। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে লারা একটি অফিস বিল্ডিং, সাগরের তীর ঘেঁষে আধডজন কটেজ এবং একটি শপিং মল তৈরি করে ফেলল। সিডনি এবং হ্যালিফ্যাক্সের ব্যাংকগুলো লারাকে এখন খুশি মনে টাকা ধার দেয়।

দুই বছর পরে, লারা তার রিয়েল এস্টেট হোল্ডিং বিক্রি করে তিন মিলিয়ন ডলার পেল। তখন তার বয়স মাত্র একুশ।

পরদিনই সে গ্লেস বে-কে বিদায় জানিয়ে যাত্রা করল শিকাগোর উদ্দেশে।

সাত

শিকাগো শহর দেখে বিস্ময়ে হতবাক লারা। তার এ পর্যন্ত দেখা বৃহত্তম শহরটি হল হ্যালিফ্যাক্স। শিকাগোর তুলনায় হ্যালিফ্যাক্স ছোট গাঁ ছাড়া কিছু নয়। তবে শিকাগো হৈ-হট্টগোলপূর্ণ শহর, ক্রমবর্ধমান, শক্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে এর শরীর থেকে। সবাই সারাক্ষণ ছুটে চলেছে যে-যার গন্তব্যে প্রচণ্ড তাড়া নিয়ে।

লারা স্টিভেন্স হোটেলে উঠল। লবিতে সুসজ্জিত পোশাক পরা সপ্রতিভ নারীদের দেখে নিজের ড্রেস নিয়ে লজ্জায় পড়ে গেল। এ পোশাক গ্লেস বে-তে চলে, শিকাগোতে নয়। পরদিন সকালে কাজে নেমে পড়ল লারা। সে কেন্ এবং আলটিমোতে গেল ডিজাইন-করা ড্রেস কিনতে, জোসেফ থেকে কিনল জুতো। ট্রাবার্ট এবং হোফার থেকে গহনা। আর ওয়্যার থেকে কিনল মিংক কোট। যতবারই কিছু কিনল লারা, বাবার কণ্ঠ বাজল কানে, *'আমার টাকা নেই। স্যালভেশন আর্মি সিটাডেল থেকে ফ্রি কাপড় নিয়ে এসো।'* যখন শপিং শেষ করল লারা, ওর হোটেল সুইটের ক্লজিট ভরে উঠল সুন্দর সুন্দর পোশাকে।

লারার পরবর্তী কাজ হল ইয়েলো পেজ ঘেঁটে রিয়েল এস্টেট ব্রোকারদের ফোন নাম্বার বের করা। পার্কার অ্যান্ড অ্যাসেসিয়েটসকে পছন্দ হল ওর। এরা ইয়েলো পেজে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন দিয়েছে। লারা ফোন করে মি. পার্কারকে চাইল।

'কে কথা বলতে চাইছেন জানতে পারি?'

'লারা ক্যামেরন।'

একটু পরে সাড়া দিল একটি কণ্ঠ, 'ব্রুস পার্কার বলছি। আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'সুন্দর নতুন একটি হোটেল বানানোর জন্য লোকেশন খুঁজছি আমি,' বলল লারা।

অপর প্রান্তের কণ্ঠে উষ্ণতার ছোঁয়া লাগল। 'আমরা এ ব্যাপারে সেরা বলতে পারেন, মিসেস ক্যামেরন।'

'মিস ক্যামেরন।'

'রাইট। বিশেষ কোনও এলাকা আপনার পছন্দের তালিকায় আছে কি?'

'না। সত্যি বলতে কী, শিকাগো শহরটি আমার তেমন পরিচিত নয়।'

'তাতে কোনও সমস্যা নেই। আপনার জন্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিছু প্রপার্টির খোঁজ

দিতে পারব। শুধু বলুন কী খুঁজছেন এবং আপনার একুইটির পরিমাণ কত?'

গর্বের গলায় জবাব দিল লারা, 'তিন মিলিয়ন ডলার।'

ওপ্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা। 'তিন মিলিয়ন ডলার?'

'জি।'

'এবং আপনি সুন্দর নতুন একটি হোটেল বানাতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

আবার নিশ্চুপ ওধারের মানুষটি।

'আপনি কি ইনার সিটি এরিয়ায় কিছু কিনতে বা বানাতে চাইছেন, মিস ক্যামেরন?'

'অবশ্যই না,' বলল লারা। 'ঠিক বিপরীত জিনিসটি চাইছি আমি। আমি চমৎকার কোনও এলাকায় একটি চোখে পড়ার মতো বুটিক হোটেল তৈরি করতে চাই...'

'তিন মিলিয়ন ডলার দিয়ে?' মৃদু হাসল পার্কার। 'মনে হয় না এ-ব্যাপারে আপনার কোনও সাহায্যে আমরা আসতে পারব।'

'ধন্যবাদ।' রিসিভার রেখে দিল লারা। ও ভুল ব্রোকারকে ফোন করেছে।

আবার ইয়েলো পেজের পাতা ওল্টাতে লাগল লারা এবং আরও আধডজন জায়গায় ফোন করল। বিকেল নাগাদ বাস্তবতা মেনে নিতে হল ওকে, মাত্র তিন মিলিয়ন ডলার দিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ কোনও স্থানে সুন্দর কোনও হোটেল তৈরি করা সম্ভব নয়, পরিষ্কার জানিয়ে দিল ব্রোকাররা। তারা নানান পরামর্শ দিল লারাকে। তবে সবার উপসংহার শেষপর্যন্ত একটাই দাঁড়াল : ইনার সিটি এরিয়ায় কোনও সস্তা হোটেল নির্মাণ।

কক্ষনো না, ভাবল লারা। *আগে গ্রেস বে-তে যাব আমি।*

মাসের-পর-মাস ধরে দারুণ সুন্দর একটি হোটেল তৈরির স্বপ্ন দেখে আসছে লারা। এমন একটি হোটেল যেখানে ঢুকলে মনে হবে বাড়িতে আছি। ও হোটেলে বেশিরভাগ থাকবে সুইট। প্রতিটি সুইটে থাকবে একটি লিভিংরুম এবং প্রতিটি ঘরে ফায়ারপ্লেস। ঘর সাজানো হবে আরামদায়ক কাউচ, আরামকেদারা এবং গ্রান্ড পিয়ানো দিয়ে। বড় বড় দুটি বেডরুম থাকবে, টেরেসও থাকবে। সুইটে আরও থাকবে জাকুজ্জি এবং মিনিবার-এর ব্যবস্থা। ও কী চায় সে-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে লারার। তবে প্রশ্ন হল কীভাবে সে এটা পেতে পারে।

লারা লেক স্ট্রিট-এ একটি প্রিন্ট শপ-এ গেল। 'আমার জন্য শ-খানেক বিজনেস কার্ড ছাপানোর ব্যবস্থা করুন।'

'অবশ্যই। কার্ডে কী লেখা থাকবে?'

'মিস লারা ক্যামেরন। নিচে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার।'

'জি, মিস ক্যামেরন। দুদিনের মধ্যে আপনি আপনার জিনিস পেয়ে যাবেন।'

'না, আমি আজ বিকেলের মধ্যে কার্ডগুলো চাই।'

এরপরের কাজ হল ভালো করে শহর চিনে নেয়া। সে গোটা শিকাগো শহর ঘুরে বেড়াতে লাগল। মিশিগান এভিন্যু, স্টেট স্ট্রিট এবং লা সাল্লেতেও হেঁটে বেড়াল। ঘুরল লেক শোর ড্রাইভ, গেল লিংকন পার্কের চিড়িয়াখানা, গলফ কোর্স এবং লেগুনে। গেল মার্কেন ডাইস মার্ট, ক্রচ ব্রেনটানোডে, শিকাগোর ওপরে লেখা বই কিনল। যারা শিকাগো শহর গড়ে তুলেছেন সেই বিখ্যাত মানুষগুলোর কথা পড়ল বইতে। তাঁরা হলেন কার্ল স্যান্ডবার্গ, ফ্রাংক লয়েড রাইট, লুইস সুলিভান এবং সল বিলো। লারা শিকাগোর সবচেয়ে খ্যাতিমান পরিবারদের ওপর লেখা পড়ল জন বেয়ার্ডস, গেলর্ড ডনিলেজ, মার্শাল ফিল্ডস, পটার পামারস এবং ওয়ানগ্রিন। লেক শোর ড্রাইন এবং শহরতলি লেক ফরেস্টে গেল লারা এসব বিখ্যাত মানুষের বাড়ি দেখতে। শহরের দক্ষিণাঞ্চলেও গেল ও। ওখানে গিয়ে মনে হল যেন নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। কারণ ওখানে সুইডিশ, পোল, আইরিশ এবং লিথুয়ানিয়ানরা থাকে। গ্লেস বে'র কথা মনে পড়ে গেল লারার। কেমন জানি করতে লাগল বুকের ভেতরটা।

রাস্তায় বেরিয়ে 'বিক্রি হইবে' সাইনবোর্ডের দিকে লারার নজর থাকে বেশি। সে ভবনের দাম শুনতে যোগাযোগ করে দালালদের সঙ্গে।'ওই বিল্ডিঙের দাম কত?'

'আশি মিলিয়ন ডলার...'

'ষাট মিলিয়ন ডলার...'

'একশো মিলিয়ন ডলার...'

লারার তিন মিলিয়ন ডলার ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়তে থাকে। লারা হোটেল রুমে বসে ভাবে এ টাকা দিয়ে সে আসলে কী করবে। হয় সে বস্তি এলাকায় সস্তা, ছোট হোটেল বানাতে পারে অথবা ফিরে যেতে পারে বাড়ি। কিন্তু দুটি কাজের কোনওটিই তার করতে ইচ্ছে হয় না।

এখনই আশা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না, ভাবে ও।

পরদিন সকালে লা সাল্লে স্ট্রিটের একটি ব্যাংকে ঢুকল লারা। সোজা চলে এল কাউন্টারের পেছনে বসা ক্লার্কের সামনে।

'আমি আপনাদের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ক্লার্ককে নিজের কার্ড দিল লারা।

পাঁচ মিনিট পরে টম প্যাটারসনের অফিসে ঢুকল লারা। থলথলে, মধ্যবয়স্ক এক লোক। সে লারার কার্ডে চোখ বুলাচ্ছিল।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস প্যাটারসন?'

'আমি শিকাগোতে একটি হোটেল বানাতে চাই। আমার কিছু টাকা ধার দরকার।'

সদয় হাসি উপহার দিল ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'আমরা আছিই তো সেজন্য, কী ধরনের হোটেল বানাতে চাইছেন?'

'সুন্দর কোনও এলাকায় চমৎকার একটি বুটিক হোটেল।'

'শুনতে তো ভালোই লাগছে।'

'তবে একটা কথা,' বলল লারা, 'আমার কাছে মাত্র তিন মিলিয়ন ডলার আছে এবং...'

হাসিটা মুখে ধরে রাখল লোকটা। 'নো প্রবলেম।'

উত্তেজনা অনুভব করল লারা। 'সত্যি?'

'যদি জানেন টাকাটা দিয়ে কী করবেন তাহলে তিন মিলিয়ন ডলার দিয়েও অনেক দূরে যাওয়া যায়,' ঘড়ি দেখল টম প্যাটারসন। 'আমার এখন আরেকটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ রাতে ডিনারে আসুন। বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যাবে।'

'নিশ্চয়,' বলল লারা। 'তাহলে তো ভালোই হয়।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'পামার হাউজ হোটেলে উঠেছি।'

'তাহলে রাত আটটায় ওখান থেকে আপনাকে তুলে নেব আমি।'

চেয়ার ছাড়ল লারা। 'অনেক ধন্যবাদ। আমার যে কী ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারব না। আমি তো হতাশই হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'হতাশার কিছু নেই,' বলল লোকটা। 'আমি আপনাকে খুশি করে দেব।'

রাত আটটার সময় টম প্যাটারসন লারাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে হেনরিসিতে চলে এল ডিনার করতে। ওরা আসন গ্রহণ করার পরে প্যাটারসন বলল, 'তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি। আমরা পরস্পরের জন্য অনেক কিছুই করতে পারব।'

'আমরা পারব?'

'হ্যাঁ। এ শহরে মেয়ের অভাব নেই। তবে তারা কেউ তোমার মতো শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দরী নয়। তুমি একটি অভিজাত বেশ্যালয় খুলতে পারবে এবং...'

জমে গেল লারা। 'কী বললেন?'

'যদি আরও আধডজন মেয়ে জোগাড় করতে পারো তাহলে তুমি আর আমি মিলে...'

পালিয়ে বাঁচল লারা।

পরদিন আরও তিনটে ব্যাংকে গেল লারা। প্রথম ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার পরে সে বলল, 'আপনাকে সবচেয়ে ভালো পরামর্শটি দিচ্ছি। শুনুন। এর কথা ভুলে যান। রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট পুরুষদের ব্যবসা। মেয়েদের এখানে কোনও জায়গা নেই।'

'কেন?' নিরুত্তাপ গলায় প্রশ্ন করল লারা।

'কারণ আপনাকে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির কিছু পুরুষের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ওরা আপনাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।'

'ওরা গ্লেস বে-তে আমাকে খেতে পারেনি,' বলল লারা।

সামনে ঝুঁকল ম্যানেজার। 'আপনাকে একটা গোপন কথা জানাই। শিকাগো গ্লেস বে নয়।'

পরের ব্যাংকের ম্যানেজার লারাকে বলল, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমরা খুশি হব, মিস ক্যামেরন। তবে আপনি যে প্ল্যান করেছেন তার বাস্তবায়ন এভাবে সম্ভব নয়। আপনি বরং আপনার টাকাটা আমাদেরকে দিয়ে দিন এবং বিনিয়োগ করুন...'

লোকটাকে কথা শেষ করতে দিল না, তার আগেই বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

তৃতীয় ব্যাংকে, বব ভ্যান্স নামে এক লোকের অফিসে ঢুকল লারা। ভদ্রলোক দেখতে সুদর্শন, ধূসর চুল, ব্যাংকের প্রেসিডেন্টদের যেমন চেহারা হওয়া উচিত, ঠিক তেমন চেহারা তাঁর। অফিসে তাব সঙ্গে আছে মলিন চেহারার, রোগা, বালুরঙা চুলের ত্রিশোর্ধ্ব এক যুবক। তার পরনে দোমড়ানো-মোচড়ানো সুট, এরকম পরিবেশে তাকে মোটেই মানাচ্ছে না।

'ইনি হাওয়ার্ড কেলার, মিস ক্যামেরন, আমাদের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

'হাউ ডু ইউ ডু?'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন বব ভ্যান্স।

'আমি শিকাগোতে একটি হোটেল বানাতে চাই,' জবাব দিল লারা। 'আমার ফাইনান্স দরকার।'

হাসলেন বব ভ্যান্স। 'আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। কোথায় হোটেলটা তুলতে চান?'

'মিশিগান এভিন্যুর কাছে একটা জায়গায়।'

'চমৎকার লোকেশন।'

লারা তার বুটিক হোটেল আইডিয়ার কথা বলল।

'প্ল্যান সুন্দর,' বললেন ভ্যান্স। 'আপনার একুইটির পরিমাণ কত?'

'তিন মিলিয়ন ডলার। বাকি টাকাটা ধার করতে চাই।'

অল্পক্ষণ বিরতি। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। আপনার সমস্যা হল চিন্তাভাবনাগুলো বড় মাপের কিন্তু টাকার অঙ্কটা ছোট। আপনার টাকা যদি অন্য কোথাও খাটাতে চান...'

'না, ধন্যবাদ,' বলল লারা। 'সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। গুড আফটারনুন, জেন্টলমেন।' ঘুরে দাঁড়াল লারা, ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। গ্লেস বে-তে তিন মিলিয়ন ডলার অনেক টাকা। এখানকার লোকদের কাছে এটা কিছুই না।

লারা রাস্তায় চলে এসেছে, ডাক দিল একটি কণ্ঠ। 'মিস ক্যামেরন।'

ঘুরল লারা। হাওয়ার্ড কেলার। 'বলুন!'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে,' বলল সে। 'কফি খেতে খেতে আলাপ করি চলুন।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল লারা। *শিকাগোর সবাই কি সেক্স ম্যানিয়াক?*

'রাস্তার ওপারে একটা ভালো কফির দোকান আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল লারা। 'আচ্ছা, চলুন।'

কফির অর্ডার দিয়ে হাওয়ার্ড কেলার বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই।'

লারা বলল, 'বলুন।'

'আপনি যেভাবে চিন্তাভাবনা করছেন ওটা ভুল।'

'আমার আইডিয়া কাজে লাগবে না বলছেন?' শক্ত গলায় প্রশ্ন করল লারা।

'বরং উল্টোটা। বুটিক হোটেল করার আইডিয়া অত্যন্ত চমৎকার।'

অবাক হল লারা। 'তাহলে কেন?'

'শিকাগোতে এরকম হোটেল চলবে। তবে আপনার ওটা না-বানালেও চলবে।'

'মানে?'

'আপনি বরং কোনও ভালো জায়গায় পুরোনো হোটেল খুঁজে বের করে ওটার সংস্কার করুন। এরকম অনেক হোটেল আছে যেগুলো চলছে না এবং কম টাকায় কেনা যাবে। ডাউন পেমেন্ট হিসেবে তিন মিলিয়ন ডলার যথেষ্ট। তারপর আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ওটাকে বুটিক হোটেলে রূপান্তর ঘটাতে পারবেন।'

লারা বসে ভাবছে। এ লোক ঠিকই বলেছে। এভাবে এগোলে মন্দ হয় না।

'আরেকটা কথা। সলিড আর্কিটেক্ট এবং বিল্ডার ছাড়া কোনও ব্যাংকেই আপনাকে অর্থায়ন করতে রাজি হবে না। তারা কমপ্লিট একটি প্যাকেজ দেখতে চাইবে।'

বাব স্টিলের কথা মনে পড়ল লারার। 'বুঝতে পারছি। আপনার খোঁজে ভালো আর্কিটেক্ট এবং বিল্ডার আছে?'

হাসল হাওয়ার্ড কেলার। 'চিনি দু-একজনকে।'

'পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ,' বলল লারা। 'আমি সঠিক সাইটের খোঁজ পেলে বিষয়টি নিয়ে আবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'যখন খুশি। গুড লাক।'

লারা ভাবছিল হাওয়ার্ড কেলার বোধহয় এখনই বলে বসবে, 'আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে কথা বলি না কেন?' বদলে বলল, 'আপনি আরেক কাপ কফি নেবেন, মিস ক্যামেরন?'

লারা ডাউন টাউনের রাস্তায় আবার ঘুরে বেড়াতে লাগল। তবে এবারে সে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ঘুরছে। মিশিগান এভিন্যু থেকে কয়েক ব্লক দূরে, ডিলাওয়ারে, যুদ্ধোত্তর,

ভগ্নদশার একটি হোটেল দেখতে পেল লারা। সাইনবোর্ডে লেখা 'Cong cssi nal Hotel'. লারা হোটেলটা ফেলে চলে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল হোটেলে। ইটে এমন শ্যাওলা ধরেছে কাজেই বলা মুশকিল এটার আসল রং কী ছিল। আটতলা হোটেল। লারা হোটেল লবিতে ঢুকে পড়ল। বাইরের চেয়ে ভেতরের দশা আরও সঙ্গিন। জিনস এবং ছেঁড়া সোয়েটার পরা এক ক্লার্ক দরজার বাইরে আবর্জনা ফেলছে। ফ্রন্ট ডেস্ক দেখে রিসেপশন ডেস্ক মনে করার জো নেই, যেন টিকেট কাটার জানালা। লবির শেষপ্রান্তে একসার সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় কতগুলো ঘর। একসময় মিটিংরুম ছিল, এখন ওখানে অফিস ভাড়া দেয়া হয়। একতলা ও দোতলার মাঝখানের জায়গায় লারা একটি ট্রাভেল এজেন্সি, থিয়েটার টিকেট সার্ভিস এবং একটি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি দেখতে পেল।

ফ্রন্ট ডেস্কে ফিরে এল ক্লার্ক। 'ঘর লাগবে?'

'না, আমি জানতে এসেছি...' বাধা পেল লারা ভারী মেকআপ চর্চিত, টাইট ফিটিং স্কার্ট পরা এক তরুণীর আগমনে। সে বলল, 'আমাকে একটা চাবি দাও, মাইক।' মেয়েটির পাশে এক বুড়ো।

ক্লার্ক মেয়েটিকে একটি চাবি দিল।

লারা দেখল ওরা দুজনে এলিভেটরে পা বাড়িয়েছে।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ক্লার্ক।

'আমি এ হোটেলটির বিষয়ে কথা বলতে এসেছি,' বলল লারা। 'এটি কি বিক্রি করা হবে?'

'এখানকার সবকিছুই বিক্রি করা হবে। আপনার বাবা কি রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করেন?'

'না,' জবাব দিল লারা। 'আমি করি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ক্লার্ক। 'ও, আচ্ছা। আপনি ডায়মন্ড ভাইদের সঙ্গে কথা বলুন। তারা এ আবর্জনার মালিক।'

'তাদেরকে কোথায় পাব?' জানতে চাইল লারা।

ক্লার্ক ওকে স্টেট স্ট্রিটের একটি ঠিকানা দিল।

'আমি কি হোটেলটি একটু ঘুরে দেখতে পারি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'দেখুন।' হাসল সে। 'কে জানে হয়তো আপনিই ভবিষ্যতে আমার বস্ হবেন।'

যদি কিনা এ হোটেল কিনতে পারি, ভাবল লারা।

লবিতে হাঁটছে লারা, তীক্ষ্ন নজর বুলাচ্ছে চারপাশে। এন্ট্রান্সে সারবাঁধা পুরোনো মার্বেল কলাম। মেঝের নোংরা, ছেঁড়া কার্পেট তুলে দেখল লারা। মার্বেল পাথরের মেঝে। ম্লান চেহারা।

ও দেড়তলায় চলে এল। সর্ষেরঙের ওয়ালপেপার দাঁত বের করে আছে।

ওয়ালপেপার সরিয়ে নিচে একই পাথর দেখতে পেল ও। লারা ক্রমে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। সিঁড়ির রেলিং কালো রঙ করা। লারা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ক্লার্ক ওকে লক্ষ করছে কিনা। না, সে নিজের কাজে ব্যস্ত। পকেট থেকে স্টিভেন্স হোটেলের চাবি বের করল লারা। ঘষে রেলিঙের খানিকটা রং তুলে ফেলল। যা আশা করেছিল তা দেখতে পেল। এটাও কালো রঙে রং করা। চাবি দিয়ে ঘষতেই বেরিয়ে পড়ল পেতল।

লারা ফিরে এল ক্লার্কের কাছে। চেপে রেখেছে উত্তেজনা।

'আমি একটি ঘর দেখতে চাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লার্ক। লারাকে একটি চাবি দিয়ে বলল, 'চারশো দশ।'

'ধন্যবাদ।'

এলিভেটরে চাপল লারা। ধীরগতির সেকেলে লিফট। *এটার সংস্কার করতে হবে,* ভাবছে ও। *ভেতরে ম্যুরাল লাগাব।*

মনে মনে ও ইতিমধ্যে হোটেল ডেকোরেশন শুরু করে দিয়েছে।

চারশো দশ নম্বর রুমের অবস্থা অতিশয় জঘন্য। ঘরটি প্রকাণ্ড, ফ্যাসিলিটিজগুলো সবই পুরোনো আমলের, আসবাবে রুচির বালাই নেই। লারার হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল।

পারফেক্ট ভাবছে ও।

লারা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। সিঁড়িগুলো অনেক পুরোনো, বাসি একটা গন্ধ আসছে। কার্পেট ছেঁড়া। তবে ছেঁড়া কার্পেটের নিচে একই মার্বেল দেখতে পেল।

লারা ডেস্ক ক্লার্ককে ফিরিয়ে দিল চাবি।

'যা দরকার দেখেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল লারা। 'ধন্যবাদ।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ক্লার্ক। 'আপনি সত্যি এই পচা জিনিস কিনবেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লারা। 'আমি সত্যি এই পচা জিনিস কিনব।'

'আপনার যা ইচ্ছে,' বিড়বিড় করল ক্লার্ক।

খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। তরুণী পতিতা তার বুড়ো খদ্দেরকে নিয়ে বেরিয়ে এল। চাবি আর কিছু টাকা দিল ক্লার্ককে। 'থ্যাংকস, মাইক।'

'হ্যাভ আ নাইস ডে,' বলল মাইক। ফিরল লারার দিকে।

'আপনি আবার আসবেন?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল লারা। 'আমি আবার আসব।'

লারা এরপর সিটি হল অভ রেকর্ডসে গেল। যে হোটেলটি ও দেখে এসেছে সে-বিষয়ে রেকর্ড দেখতে চাইল। দশ ডলার ফি দিতে হল ওকে হোটেলের রেকর্ড জানার জন্য। হোটেলটির নাম কংগ্রেশনাল হোটেল। পাঁচ বছর আগে এ হোটেল ডায়মন্ড ভাইদের

কাছে ছয় মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা হয়।

স্টেট স্ট্রিট-এর এক কিনারে, পুরোনো একটি ভবনে ডায়মন্ড ভাইদের অফিস। লারা অফিসে ঢুকতে টাইট লাল-স্কার্ট-পরা এক প্রাচ্যদেশীয় রিসেপশনিস্ট ওকে স্বাগত জানাল।

'ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'মি. ডায়মন্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কোন্‌জনের সঙ্গে?'

'যে-কোনও একজন হলেই চলবে।'

'তাহলে জনের সঙ্গে কথা বলুন।'

ফোন তুলে কথা বলল রিসেপশনিস্ট। 'আপনার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে চাইছেন, জন।' ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল সে। তারপর তাকাল লারার দিকে। 'কী বিষয়ে?'

'আমি ওনাদের একটি হোটেল কিনব।'

মাউথপিসে আবার কথা বলল মেয়েটা। 'উনি বলছেন আপনাদের একটি হোটেল কিনতে চান। আচ্ছা।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। 'সোজা ভেতরে চলে যান।'

জন ডায়মন্ড বিশালদেহী, মধ্যবয়স্ক, গা ভর্তি পশম। পরনে শর্ট স্লিভ শার্ট, মুখে প্রকাণ্ড সিগার। লারাকে অফিসে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে।

'আমার সেক্রেটারি বলল আপনি আমাদের একটি বিল্ডিং নাকি কিনবেন,' সে পরখ করল লারাকে। 'কিন্তু আপনাকে দেখে তো মনে হয় না এ জিনিস কেনার মতো বয়স হয়েছে আপনার।'

'আপনার জিনিস কেনার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার,' বলল লারা।

'আচ্ছা? তো কোন্‌ বিল্ডিংটি কিনতে চান?'

'কং এসি নাল হোটেল।'

'কী!'

'সাইনবোর্ডে তাই লেখা ছিল। তবে নামটা বোধহয় 'কংগ্রেশনাল'।

'জি।'

'ওটা কি বিক্রি হবে?'

মাথা নাড়ল জন, 'মনে হয় না। ওই হোটেল থেকে আমরা ভালো পয়সা কামাই। ওটাকে ছাড়তে চাই না।'

'ছেড়ে দিন,' বলল লারা।

'মানে?'

'আপনাদের হোটেলের অবস্থা যাচ্ছেতাই। ভেঙে পড়ছে।'

'তো! আপনি তাহলে ওটা কিনতে চাইছেন কেন?'

'আমি ওটা কিনে কিছু সংস্কার করব। তবে অবশ্যই হোটেল আমাকে খালি করে দিতে হবে।'

'তাতে কোনও সমস্যা হবে না। আমাদের ওই হোটেলে এক হপ্তার বেশি ভাড়াটে থাকে না।'

'হোটেলে রুমের সংখ্যা কয়টি?'

'একশো কুড়ি। এক লাখ বর্গফুট নিয়ে হোটেলের বিস্তৃতি।'

অনেক রুম, ভাবছে লারা। তবে সুইট বানানোর জন্য আমি যদি রুমগুলো ভেঙে ফেলি তাহলে সাকুল্যে ষাট থেকে পঁচাত্তরটি সুইট হবে। এতেই কাজ চলে যাবে।

এবার দরদাম।

'আমি যদি বিল্ডিংটি কিনতে চাই, কত দিতে হবে?'

ডায়মন্ড বলল, 'আমি যদি বিল্ডিং বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিই, দশ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে আমাকে। এর মধ্যে ছয় মিলিয়ন ডলার ডাউন পেমেন্ট...'

মাথা নাড়ল লারা, 'আমি...'

'এর কমে আমি পারব না।'

লারা বসে রইল। দ্রুত অঙ্ক কষছে মাথা। পুনঃসংস্কারের জন্য কত খরচ যাবে হিসেব করছে। প্রতি বর্গফুটের দাম যদি হয় আশি ডলার, তাহলে দাম পড়ছে আট মিলিয়ন ডলার, এরসঙ্গে ফার্নিচার, ফিকশ্চার এবং ইকুইপমেন্টের দাম আছে।

লারা জানে ব্যাংক থেকে সে লোন পাবে। তবে মুশকিল হল একুইটি হিসেবে ওর ছয় মিলিয়ন ডলারের দরকার হবে। ওর কাছে আছে মাত্র তিন মিলিয়ন। হোটেলের জন্য খুব বেশি দাম চাইছে ডায়মন্ড। কিন্তু এ হোটেলটি লারার চাই-ই চাই।

'আমি আপনার সঙ্গে একটি চুক্তি করতে চাই,' বলল লারা।

শুনছে ডায়মন্ড, 'ইয়াহ্!'

'আপনি যে দাম চাইছেন তা-ই দেব...'

হাসল সে। 'বেশ।'

'তবে আপনাকে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে নগদ তিন মিলিয়নের বেশি দিতে পারব না।'

মাথা নাড়ল ডায়মন্ড। 'তাহলে হবে না। আমার পুরো ছয় মিলিয়ন চাই।'

'পেয়ে যাবেন।'

'আচ্ছা? বাকি তিন কোত্থেকে আসছে?'

'আপনার কাছ থেকে।'

'কী?'

'আপনি তিন মিলিয়নের জন্য আমাকে দ্বিতীয় মর্টগেজ দেবেন।'

'আপনি আমার বিল্ডিং কিনতে চাইছেন আমারই কাছ থেকে টাকা ধার করে?'

ঠিক একথাই শন ম্যাকআলিস্টার গ্রেস বে-তে বলেছিলেন লারাকে।

'বিষয়টি এভাবে দেখুন,' বলল লারা। 'আপনি আসলে টাকাটা নিজেকেই ধার দিচ্ছেন। আমি টাকা শোধ করতে না পারলে বিল্ডিং আপনার হয়ে যাবে। এতে আপনার কোনও লোকসান নেই।'

একটু চিন্তা করে হাসল ডায়মন্ড। 'লেডি, এইমাত্র একটি হোটেলের মালিক হয়ে গেলেন আপনি।'

ব্যাংকে হাওয়ার্ড কেলারের অফিস একটি কিউবিকলে। ওপরে তার নাম লেখা। লারা ভেতরে ঢুকল। কেলারকে সেদিনের চেয়েও বিধ্বস্ত লাগছে।

'এত জলদি যে?'

'আপনি বলেছিলেন আমি হোটেলের খোঁজ পেলে আপনার সঙ্গে যেন দেখা করি। আমি একটি হোটেলের খোঁজ পেয়ে গেছি।'

চেয়ারে হেলান দিল কেলার। 'বলুন শুনি।'

'কংগ্রেশনাল নামে একটি পুরোনো হোটেল পেয়েছি আমি। ওটা ডেলাওয়ারে। মিশিগান এভিন্যু থেকে কয়েক ব্লক দূরে। হোটেলটির ভগ্নদশা চলছে। 'আমি ওটা কিনব এবং শিকাগোর সেরা হোটেল বানাব।'

'কী চুক্তি হয়েছে বলুন।'

বলল লারা।

কেলার বলল, 'চলুন, বব ভ্যান্সের কাছে যাই।'

বব ভ্যান্স লারার বক্তব্য শোনার সময় কিছু নোট নিলেন। শেষে বললেন, 'কাজটা সম্ভব, তবে...' তাকালেন লারার দিকে।

'আপনি আগে কখনও হোটেল চালিয়েছেন, মিস ক্যামেরন।'

গ্লেস বে-তে বোর্ডিং হাউজ চালানোর কথা মনে পড়ল লারার। সে বিছানা করে দিত, ঘর মুছত, কাপড় এবং বাসন ধুত, সবাইকে খুশি রাখার চেষ্টা করত এবং তার বোর্ডিং হাউজে বজায় থাকত শান্তি।

'আমি একটি বোর্ডিং হাউজ চালিয়েছি। ওখানে শ্রমিক আর কর্মচারীরা থাকত। ওর তুলনায় হোটেল চালানো কোনও ব্যাপারই না।'

হাওয়ার্ড কেলার বলল, 'আমি প্রপার্টিটি একবার দেখব, বব।'

লারার খুশি আর ধরে না। হাওয়ার্ড কেলার নোংরা হোটেলরুমে উঁকি দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে লক্ষ করছে লারাকে। সে লারার চোখ দিয়ে হোটেলরুম দেখল।

'স্নানঘর সহ চমৎকার সুইট হবে এটা,' উত্তেজিত গলা লারার।

'ফায়ারপ্লেস বসাব এখানে, গ্রান্ড পিয়ানো থাকবে ওখানটাতে।'

সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। 'শিকাগোতে অভিজাত অতিথিরা এসে সেরা হোটেলগুলোতে ওঠেন। কিন্তু সবগুলো হোটেলের একই দশা– বৈশিষ্ট্যহীন শীতল

রুম। আমরা যদি তাঁদেরকে এরকম ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যদিও এতে ভাড়া একটু বেশি পড়বে, কোনও সন্দেহ নেই তাঁরা আমাদের হোটেলই পছন্দ করবেন। তাঁদের মনে হবে বাড়িতেই আছেন।'

'আমি অভিভূত,' বলল হাওয়ার্ড কেলার।

লারা তার দিকে ঘুরল। ব্যাকুল গলায় জানতে চাইল, 'ব্যাংক কি আমাকে টাকা দেবে?'

'দেখা যাক।'

ত্রিশ মিনিট পর হাওয়ার্ড কেলার বব ভ্যান্সের সঙ্গে মিটিঙে বসল।

'কেমন মনে হল?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ভদ্রমহিলার উদ্যমের অভাব নেই। তাঁর বুটিক হোটেলের আইডিয়াটি আমার পছন্দ হয়েছে।'

'আমারও। তবে সমস্যা হল মেয়েটির বয়স খুব কম এবং অনভিজ্ঞ। এটা একটা জুয়োখেলা হবে।'

ওরা আরও আধঘন্টা খরচ এবং কতটা লাভ আসতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করল।

'আমরা বিষয়টি নিয়ে এগোতে পারি,' অবশেষে বলল কেলার। 'লোকসান হবে না।' হাসল সে। 'যদি খারাপ কিছু হয়ই তো আপনি আর আমি ওই হোটেলে গিয়ে থাকতে পারব।'

হাওয়ার্ড কেলার পামার হাউজে, লারাকে ফোন করল।

'ব্যাংক আপনার লোন অ্যাপ্রুভ করেছে।'

আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল লারা। 'সত্যি? দারুণ! ওহ্, থ্যাংক ইউ! থ্যাংক ইউ!'

'কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলা দরকার,' বলল হাওয়ার্ড কেলার। 'আজ সন্ধ্যায় ডিনারে আসতে পারবেন?'

'পারব।'

'বেশ। আমি আপনাকে সাড়ে সাতটার সময় তুলে নেব।'

ইমপেরিয়াল হাউজে ডিনার করল ওরা। লারা এমন উত্তেজিত হয়ে আছে খাবার প্রায় স্পর্শই করল না।

'আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না কীরকম রোমাঞ্চিত হয়ে আছি আমি,' বলল ও। 'আমি শিকাগোর সবচেয়ে সুন্দর হোটেল বানাব।'

'আস্তে,' ওকে সতর্ক করে দিল কেলার। 'এখনও কিন্তু অনেক কাজ বাকি।' ইতস্তত করল সে। 'আমি কি আপনার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে পারি, মিস ক্যামেরন?'

'আমাকে লারা বলো।'

'লারা। তুমি হলে ডার্ক হর্স। তোমার কোনও ট্রাক রেকর্ড নেই।'

'গ্লেস বে-তে...'

'এটা গ্লেস বে নয়। এটা ভিন্ন শহর।'

'তাহলে ব্যাংক আমাকে লোন দিচ্ছে কেন?'

'আমাকে ভুল বুঝো না। আমরা চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠান নই। ব্যাংক তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি রয়েছে। আমি জানি তুমি যা করতে চাইছ তা পারবে। তুমি নিশ্চয় একটা হোটেল বানিয়েই ক্ষান্ত হবে না?'

'অবশ্যই না,' বলল লারা।

'আমরা যখন লোন দিই, প্রজেক্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকি না। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার যা যা সাহায্য দরকার চাইলেই পাবে।'

হাওয়ার্ড কেলার লারার সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়েও যেতে চায়। লারাকে প্রথম দর্শনেই তার বুকে উঠে গেছে উথালপাথাল ঢেউ। মেয়েটির উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সংকল্প তাকে অভিভূত করেছে। এ যেন এক অপূর্ব সুন্দরী নারী-শিল্প। কেলার লারার খুব কাছে আসতে চায়। *হয়তো একদিন ওকে বলব*, ভাবে সে, *আমি বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছিলাম...*

আট

বেসবল পনেরো বছরের হাওয়ার্ড কেলারের জীবন এবং প্যাশন। সে জানত একদিন সে মেজর লিগে খেলার সুযোগ পাবে। ছয়বছর বয়সে সে তার দ্বিগুণ বয়সীদের সঙ্গে স্টিকবল খেলত। বারো বছর বয়সে সে আমেরিকান লিজিয়ন টিমে খেলতে শুরু করে। পনেরো বছর বয়সে শিকাগো কাবসের একজন স্কাউট একজনকে কেলার সম্পর্কে বলেছিল, 'আমি ওর মতো খেলোয়াড় জীবনেও দেখিনি। বাচ্চাটার কার্ভ দুর্দান্ত, স্লাইডার হিসেবেও অসাধারণ। ওর চেঞ্জ আপ না দেখলে বিশ্বাস হবে না।'

তবে স্কাউটটি তার বন্ধুর কথা বিশ্বাস করেনি। সে বলেছিল, 'ঠিক আছে। দেখব ছেলেটা কতটা ভালো খেলে।'

এরপর সে আমেরিকান লিজিয়নের খেলা দেখতে যায়। হাওয়ার্ড ওই দলে খেলছিল। হাওয়ার্ডের খেলা দেখে সে রীতিমতো বিস্মিত এবং অভিভূত। খেলা শেষে কিশোরটিকে ডেকে নিয়ে বলল, 'তুমি কী হতে চাও, খোকা?'

'বেসবল খেলোয়াড়,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হাওয়ার্ড।

'শুনে খুশি হলাম। আমাদের মাইনর লিগ টিমে তোমাকে আমরা নেব।'

হাওয়ার্ড তার বাবা-মাকে দারুণ রোমাঞ্চকর এই খবরটি জানাতে দেরি করল না।

কেলার-দম্পতি গোঁড়া ক্যাথলিক। তারা প্রতি রোববার গির্জায় যান এবং নজর রাখেন তাদের ছেলে প্রার্থনাসভায় যোগ দেয় কিনা। কেলারের বাবা হাওয়ার্ড কেলার সিনিয়র টাইপরাইটার-বিক্রেতা। দোকানে দোকানে টাইপরাইটার ফেরি করেন। বাড়ি ফিরলে বেশিরভাগ সময়টা ছেলের সঙ্গে কাটাতে চেষ্টা করেন। বাবা-মা দুজনের সঙ্গেই খুব ভাব হাওয়ার্ডের। ছেলের খেলা থাকলে মা দেখতে যাবেনই। তাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করেন। ছয় বছর বয়সে হাওয়ার্ড প্রথম তার গ্লোভ এবং ইউনিফর্ম উপহার পায়। সে বেসবল ছাড়া কিছু চেনে না। খেলার সমস্ত পরিসংখ্যান তার মুখস্থ। সে ক্লাসমেটদের সঙ্গে খেলায় বাজি ধরে প্রায়ই জিতে যায়। কারণ সে জানে কোন্ দল কেমন খেলে এবং কাদের জিতে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর বেসবল খেলোয়াড়দের সবার নাম সে জানে। তাকে বেসবল সম্পর্কে প্রশ্ন করে কেউ কোনওদিন হারাতে পারেনি। কত সালে কে কোন্ খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সমস্ত কিছু হাওয়ার্ডের ঠোঁটস্থ।

তার এক টিমমেট একদিন চ্যালেঞ্জ করে বসল, 'বলো তো, মেজর লিগের

ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি খেলা কে খেলেছে?'

চ্যালেঞ্জকারীর সামনে গিনেস বুক অভ রেকর্ডস।

হাওয়ার্ড কেলার চিন্তা না করেই জবাব দিল, 'লু গেরিগ—২১১৩০।'

'কে সবচেয়ে বেশি শার্ট-আউটের রেকর্ড করেছে?'

'ওয়াল্টার জনসন—১১৩।'

'কে তার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি হোমরান করেছে?'

'বেবরুথ—৭১৪।'

প্রফেশনাল স্কাউটরা হাওয়ার্ড কেলারের খেলা দেখতে এল। তারা কেলারের খেলা দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত। ওই সময় কেলার সতেরোয় পা দিয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলতে এল সেন্ট লুইস কার্ডিনাল, বাল্টিমোর ওরিঅলস এবং নিউইয়র্ক ইয়াংকির স্কাউটরা।

হাওয়ার্ডের ছেলেকে নিয়ে সাংঘাতিক গর্বিত। 'ও আমার মতো হয়েছে,' গর্ব করে বলেন তিনি, 'ছোটবেলায় আমিও ভালো বেসবল খেলতাম।'

সামারে হাইস্কুলে সিনিয়র ইয়ারের ছাত্র হাওয়ার্ড কেলার তার আমেরিকান লিজিয়ন টিমের একজন স্পন্সরের ব্যাংকে জুনিয়ার ক্লার্ক হিসেবে কাজ নিয়ে নিল।

হাওয়ার্ড বেটি কুইনলান নামে এক সুন্দরী স্কুল সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম করত। সবাই জানত কলেজের পড়া শেষ করে ওরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। হাওয়ার্ড প্রেমিকার সঙ্গে শুধু বেসবল নিয়ে গল্প করত। বেটি হাওয়ার্ডকে ভালোবাসত বলে এই নীরস গল্প ধৈর্য ধরে শুনে যেত। হাওয়ার্ড জানত একদিন সে তার স্বপ্নের খেলোয়াড়দের দলে নাম লেখাবে। কিন্তু দেবতারা ওর জন্য ভিন্নরকম চিন্তা করে রেখেছিলেন।

একদিন হাওয়ার্ড তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেসির সঙ্গে স্কুলশেষে বাড়ি ফিরছিল। জেসি দলে শর্টস্টপ হিসেবে খেলে। কেলারের জন্য দুটো চিঠি ছিল। একটি চিঠিতে প্রিন্সটনে বেসবল স্কলারশিপ নিয়ে পড়ার আমন্ত্রণ, অন্যটিতে হার্ভাডের বেসবল স্কলারশিপের আমন্ত্রণ।

'ওয়াও!' লাফিয়ে উঠল জেসি। 'অভিনন্দন!' হাওয়ার্ড ছিল তার আইডল।

'তুমি কোথায় পড়তে যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন হাওয়ার্ডের বাবা।

'কলেজে পড়ার দরকার কী?' বলল হাওয়ার্ড। 'আমি তো এখনই বড় কোনও লিগ টিমে ঢুকে যেতে পারি।'

মা দৃঢ় গলায় বললেন, 'সেজন্য যথেষ্ট সময় আছে, বেটা। আগে পড়াশোনা শেষ করো। তারপর যখন বেসবল খেলবে, যে-কোনও কিছু করার সুযোগ তুমি পাবে।'

'ঠিক আছে,' বলল হাওয়ার্ড, 'হার্ভার্ড। বেটি ওয়েলেসলিতে ভর্তি হচ্ছে। আমি ওর

কাছাকাছি থাকতে পারব।' হাওয়ার্ডের সিদ্ধান্ত শুনে খুব খুশি বেটি কুইনলান।

'প্রতি সাপ্তাহিক ছুটিতে আমাদের দেখা হবে,' বলল সে।

হাওয়ার্ডের পরম বন্ধু জেসি বলল, 'তোমাকে খুব মিস করব।'

হাওয়ার্ড কেলার যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে, তার আগের দিন ওর বাবা তাঁর এক কাস্টোমারের সেক্রেটারিকে নিয়ে কেটে পড়লেন।

ভীষণ মর্মাহত হল তরুণ হাওয়ার্ড। 'বাবা এরকম কাজ কী করে করল?'

মা আরও বেশি শকড। 'তোমার বাবা...আমাকে খুব ভালোবাসে...ও একদিন নিশ্চয় ফিরে আসবে। দেখো...'

পরদিন হাওয়ার্ডের মা উকিলের চিঠি পেলেন। তার স্বামী ডিভোর্স চেয়েছেন। যেহেতু তার টাকা নেই তাই ছোট বাড়িটি তিনি স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছেন, লেখা আছে চিঠিতে।

হাওয়ার্ড মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'চিন্তা কোরো না, মা। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

'না। আমার জন্য তোকে কলেজ ছাড়তে হবে না। তোর জন্মের সময়ই আমি আর তোর বাপ মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তোকে কলেজে পড়াব।' একটু বিরতি দিয়ে তিনি যোগ করলেন। 'এ প্রসঙ্গ এখন থাক। কাল এ নিয়ে কথা হবে। আমার খুব ক্লান্ত লাগছে।'

সারারাত জেগে রইল হাওয়ার্ড। কী করবে ভাবছে। সে বেসবল স্কলারশিপ নিয়ে হার্ভার্ডে পড়তে যেতে পারে অথবা মেজর লিগের প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যা-ই করুক, ওকে তো ওর মাকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুব কঠিন।

পরদিন সকালে মা নাস্তা নিয়ে এলেন না দেখে হাওয়ার্ড তাঁর ঘরে ঢুকল। মা বিছানায় বসে আছেন। নড়াচড়া করতে পারছেন না। মুখখানা একদিকে হেলে আছে। স্ট্রোক করেছেন তিনি।

হাসপাতাল কিংবা ডাক্তারের খরচ যোগানোর টাকা নেই। হাওয়ার্ড ব্যাংকের কাজে ফিরে গেল। চারটার সময় ছুটি হয় ওর, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে মা'র সেবা করতে।

মাইল্ড স্ট্রোক। ডাক্তাররা হাওয়ার্ডকে ভরসা দিলেন তাঁর মা সুস্থ হয়ে উঠবেন।

হাওয়ার্ডকে এখনও মেজর লিগ থেকে ডাকছে। কিন্তু সে জানে মাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। *মা সুস্থ হলে যাব*, ভাবে হাওয়ার্ড।

চিকিৎসার খরচ বাড়তেই থাকে।

আগে বেটি কুইনলানের সঙ্গে হপ্তায় একদিন কথা বলত হাওয়ার্ড। এখন মাসেও একবার কথা বলা হয় না।

হাওয়ার্ডের মা'র শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই। হাওয়ার্ড ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'মা কবে সুস্থ হবে?'

'উনি যে কবে সুস্থ হবেন বলা মুশকিল, বেটা। এরকম অবস্থা বছরের-পর-বছর ধরে চলতে পারে। নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না।'

এক বছর চলে গেল। তারপর আরও এক বছর। হাওয়ার্ড এখনও তার মা'র সঙ্গে আছে, চাকরি করছে ব্যাংকে। একদিন সে বেটি কুইনলানের চিঠি পেল। বেটি লিখেছে সে আরেকটি ছেলের প্রেমে পড়েছে। সে আশা করছে হাওয়ার্ডের মা সুস্থ হয়ে উঠবেন। স্কাউটরা ফোন করা কমিয়ে দিয়েছে। অবশেষে ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেল। হাওয়ার্ডের জীবনে এখন মা ছাড়া কিছু নেই। সে বাজার সওদা করে, রান্না করে এবং চাকরি করে। বেসবল নিয়ে সে আর ভাবে না। যতদিন যায় ততই জীবন যেন কঠিনতর হয়ে ওঠে হাওয়ার্ডের জন্য।

চার বছর পরে মারা গেলেন হাওয়ার্ডের মা। ততদিনে বেসবলের ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে হাওয়ার্ড। সে এখন ব্যাংকার।

বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

নয়

হাওয়ার্ড কেলার এবং লারা ডিনার করছে।

'আমরা শুরু করব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'প্রথমেই সবচেয়ে ভালো একটা টিমের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব। একজন রিয়েল এস্টেট লইয়ারকে ভাড়া করব। সে ডায়মন্ড ভাইদের সঙ্গে চুক্তিপত্র করে ফেলবে। এরপর খুব ভালো একজন আর্কিটেক্ট দেব তোমাকে। একজনের কথা মনে-মনে চিন্তাও করে রেখেছি। এরপরে প্রথমশ্রেণীর একটি কন্সট্রাকশন কোম্পানি ভাড়া করব। আমি নিজে নিজে কিছু হিসেব নিকাশ করেছি। একেকটা ঘর তৈরিতে তিন লাখ ডলার খরচ পড়বে। সবগুলো রুম তৈরিতে খরচ যাবে প্রায় সাত মিলিয়ন ডলার। ঠিকঠাক প্ল্যান করে এগুলে কাজ হয়ে যাবে।'

আর্কিটেক্টের নাম টেড টাটল। লারার পরিকল্পনার কথা শুনে সে মুচকি হাসল। 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এরকম আইডিয়া নিয়ে আসা মানুষের অপেক্ষাতেই ছিলাম এতদিন।'

দশদিন টানা কাজ শেষে সে ড্রইং দেখাল লারাকে। লারা যেমনটি স্বপ্ন দেখেছিল ঠিক সেভাবে করা হয়েছে ড্রইং।

'হোটেলটিতে ঘরের সংখ্যা ১২০,' বলল আর্কিটেক্ট। 'তবে দেখতেই পাচ্ছেন আপনার কথামতো ওগুলো কেটেছেঁটে পঁচাত্তর-এ নামিয়ে এনেছি।'

ড্রইং-এ পঞ্চাশটি সুইট এবং পঁচাত্তরটি ডিলাক্স রুমের ছবি আছে।

'খুব ভালো হয়েছে,' মন্তব্য করল লারা।

লারা প্ল্যানটা হাওয়ার্ড কেলারকে দেখাল। সে-ও যথারীতি উল্লসিত।

'চলো, কাজে নেমে পড়ি। আমি এক কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি। নাম স্টিভ রাইস।'

শিকাগোর সেরা কন্ট্রাক্টরদের একজন স্টিভ রাইসকে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাকে ভালো লেগে গেল লারার। মাটির মানুষ। একটুও অহংকার নেই।

লারা বলল, 'হাওয়ার্ড কেলার বলেছে আপনিই নাকি সেরা।'

'ঠিকই বলেছে,' বলল রাইস। 'আমাদের নীতি হল, আমরা সমৃদ্ধির জন্য নির্মাণ করি...'

'ভালো নীতি।'

হাসল রাইস, 'কথাটা এইমাত্র বানালাম।'

প্রথম কাজ হল ড্রইংগুলোকে বিভিন্ন স্থানে বন্টন। ড্রইং পাঠিয়ে দেয়া হল সাবকন্ট্রাক্টর, স্টিল ম্যানুফাকচারার, রাজমিস্ত্রি, উইন্ডো কোম্পানি এবং ইলেকট্রিকাল কন্ট্রাক্টরদের। সব মিলে ষাটেরও বেশি সাবকন্ট্রাক্টর এর সঙ্গে জড়িত হল।

বিকেলটা লারার সঙ্গে সেলিব্রেট করতে এল হাওয়ার্ড কেলার।

'কাজ ফেলে চলে এলে,' বলল লারা। 'ব্যাংক কিছু বলবে না?'

'না,' বলল কেলার। 'কারণ এটাও আমার কাজেরই অংশ।' আসল সত্য হল সে লারার সঙ্গ খুবই উপভোগ করে। ওর সঙ্গে থাকতে, কথা বলতে, ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে কেলারের। বিয়ে নিয়ে লারা কী ভাবছে জানতে ইচ্ছে করে।

লারা বলল, 'আজ সকালেই পড়লাম ওরা সিয়ার্স টাওয়ারের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। একশো দশতলা–বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন।'

'হুঁ,' বলল কেলার।

লারা ভারী গলায় বলল, 'একদিন আমি ওটার চেয়েও উঁচু বিল্ডিং বানাব, হাওয়ার্ড।'

লারার কথা বিশ্বাস করল হাওয়ার্ড।

হোয়াইট হল-এ স্টিভ রাইসের সঙ্গে লাঞ্চ করছে ওরা। 'এরপরে কী হবে বলুন,' জানতে চাইল লারা।

'প্রথমেই ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার পরিবর্তন করতে হবে,' বলল রাইস। 'আমরা মার্বেল রেখে দেব। জানালা একটাও রাখব না এবং বাথরুমগুলো ভেঙে ফেলব। নতুন বৈদ্যুতিক তার বসানোর জন্য পুরোনো ইন্সটলেশন ফেলে দিতে হবে। পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আপডেট করতে হবে। ডেমোলিশন কোম্পানির কাজ শেষ হলে আপনার বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করে দেব।'

'এতে কতজন লোক কাজ করছে?'

হাসল রাইস। 'প্রচুর, মিস ক্যামেরন। থাকছে উইন্ডো টিম, বাথরুম টিম এবং করিডর টিম। এই টিমগুলো ফ্লোর বাই ফ্লোর কাজ করবে। টপ ফ্লোর থেকে নিচতলা পর্যন্ত।

'কাজ শেষ হতে কদ্দিন লাগবে?'

'কমপক্ষে দেড় বছর তো লাগবেই।'

'যদি এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারেন আপনাদেরকে বোনাস দেব।'

'চমৎকার। কংগ্রেশনালের উচিত...'

'আমি নামটা পাল্টাব। নাম রাখব ক্যামেরন প্যালেস।'

শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করে রীতিমতো রোমাঞ্চ বোধ করল লারা। যৌনসুখের মতো একটি বিষয়। তার নাম এবার সারাবিশ্ব জানতে পারবে।

সেপ্টেম্বরে, এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়, ছয়টার দিকে হোটেলের রিকন্ট্রাক্টরের কাজ শুরু হয়ে গেল। লারা সাইটে গেল। দেখল শ্রমিকরা লবিতে ঢুকল এবং ওটা ভাঙতে লাগল।

লারাকে অবাক করে দিয়ে সাতসকালে হাজির হয়ে গেল হাওয়ার্ড কেলার।

'তুমি এত জলদি!' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না লারা।

'কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি,' হাসল কেলার। 'আমার মনে হচ্ছে এটা বড় কিছুর জন্য শুরু।'

বারো মাস পরে, রিভিউ এবং ল্যান্ড অফিস বিজনেসের জন্য খুলে দেয়া হল ক্যামেরন প্যালেস।

শিকাগো ট্রিবিউন-এর আর্কিটেকচারাল ক্রিটিক লিখল, 'শিকাগোতে এমন একটি হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে যার মটো হল 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম!'

প্রথম মাস শেষ না হতেই হোটেলের সবগুলো ঘর ভাড়া হয়ে গেল। ক্যামেরন প্যালেসে ঘর ভাড়া নেয়ার ওয়েটিং লিস্টে থাকল অনেকের নাম।

উল্লাসে ফেটে পড়ল হাওয়ার্ড কেলার। 'আমরা রুমের যে ভাড়া রেখেছি তাতে বারো বছরের মধ্যে হোটেল নির্মাণের খরচ উঠে আসবে। দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল! আমরা...'

'আমি ভাড়া আরও বাড়িয়ে দেব।' কেলারকে বাধা দিল লারা। 'চিন্তা কোরো না। এ ভাড়াতেও বোর্ডারের অভাব হবে না। ওরা দুটো ফায়ারপ্লেস, বাষ্পস্নান ঘর এবং গ্রান্ড পিয়ানো কোথায় পাবে?'

ক্যামেরন প্যালেস চালু করার দুইহপ্তা বাদে বব ত্যাঙ্গ এবং হাওয়ার্ড কেলারের সঙ্গে মিটিং করল লারা।

'আরেকটি হোটেল বানানোর জন্য চমৎকার একটি জায়গা খুঁজে পেয়েছি আমি,' বলল লারা। 'এটাও ক্যামেরন প্যালেসের মতো হবে। তবে আকারে এবং সুযোগসুবিধা থাকবে আরও বেশি।'

হাসল হাওয়ার্ড কেলার। 'চলো, জায়গাটা দেখে আসি।'

সাইট চমৎকার তবে একটা সমস্যা ছিল।

'আপনারা দেরি করে ফেলেছেন,' দালাল বলল লারাকে।

'স্টিভ মার্চিসন নামে এক ডেভেলপার আজ সকালে এখানে এসেছিলেন। উনি একটি প্রস্তাব দিয়ে গেছেন। উনি এটা কিনতে চাইছেন।'

'কত টাকা দিতে চেয়েছেন?'

'তিন মিলিয়ন।'

'আমি আপনাকে চার দেব। কাগজপত্র রেডি করুন।'

দালাল একবার মাত্র পিটপিট করল চোখ। 'জি, আচ্ছা।'

পরদিন বিকেলে একটি ফোন পেল লারা।

'লারা ক্যামেরন?'

'বলছি।'

'স্টিভ মার্চিসন। এবারে তোমাকে ছেড়ে দিলাম, কারণ তুমি জানো না তুমি কী করছ। তবে ভবিষ্যতে আমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালে খবর করে ছেড়ে দেব।'

লাইন কেটে দিল অপরপ্রান্ত।

সালটা ১৯৭৪। সারা বিশ্বে ঘটে চলছিল নানান ঘটনা। ইমপিচমেন্ট এড়াতে পদত্যাগ করলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, হোয়াইট হাউসে পা রাখলেন জেরাল্ড ফোর্ড। ওপেক তেলের ওপর তাদের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল, ইসাবেল পেরন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। শিকাগোতে লারা তার দ্বিতীয় হোটেল 'শিকাগো ক্যামেরন প্লাজা'র কাজ শুরু করে দিল। আঠারো মাস পরে শেষ হল কাজ। ক্যামেরন প্যালেসের চেয়েও সফল হল এবারের প্রজেক্ট।

এরপরে লারাকে কেউ থামাতে পারল না। ফোর্বস পত্রিকা তাকে নিয়ে লিখল, 'লারা ক্যামেরন একটি ফেনোমেনা। হোটেল ব্যবসার ধ্যানধারণাই তিনি পাল্টে দিয়েছেন। মিস ক্যামেরন পুরুষশাসিত রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের রাজ্যে হামলা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন নারী হয়েও তাদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব।'

চার্লস কনের কাছ থেকে ফোন পেল লারা।

'অভিনন্দন,' বললেন তিনি। 'তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে। এমন শিষ্য জীবনে পাইনি আমি।'

'আপনার মতো গুরুও আমি কখনও পাইনি। আপনাকে ছাড়া এসব কিছুই ঘটত না।'

'তুমি কোনও-না-কোনও রাস্তা ঠিকই খুঁজে পেতে,' বললেন কন।

১৯৭৫ সালে মুক্তি পেল স্টিভেন স্পিলবার্গের সিনেমা 'জস'। সারাদেশে তোলপাড় তুলল ছবিটি। মানুষ ভয়ে সাগরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। বিশ্বে জনসংখ্যা চারশো কোটি ছাড়াল। লারা খবরটা শুনে কেলারকে বলল, 'এতগুলো মানুষের জন্য কতগুলো বাড়ির দরকার হবে কল্পনা করতে পারছ?'

লারা ঠাট্টা করছে কিনা বুঝতে পারল না কেলার।

পরবর্তী তিন বছরে দুটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন এবং একটি কন্ডোমিনিয়াম তৈরি করল লারা। কেলারকে বলল, 'আমি এরপর অফিস বিল্ডিঙে হাত দেব। ঠিক শহরের মাঝখানে হবে ওটা।'

সেদিন বিকেলে সাইট দেখতে গেল ওরা। ওয়াটারফ্রন্টে জমি। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু এ প্রোপার্টি কিনতে একশো কুড়ি মিলিয়ন ডলার লাগবে, লারাকে জানাল কেলার। তবে সেসঙ্গে যোগ করল লারা যদি কাজটা করতে চায়, তাহলে এটা জয়েন্ট ভেনচারে হবে। কেলারের ব্যাংকের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলো টাকা দেয়া সম্ভব নয়।

'আমরা কোনও ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছে যাব,' বলল কেলার। 'টাকা ধার নেব। তুমি পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মর্টগেজ লোন নেবে। ওদেরকে পার্টনার করবে। আয়ের প্রথম দশ শতাংশ টাকা ওরা নেবে। তবে তুমি তোমার প্রোপার্টি পুরোটা পেয়ে যাবে। তুমি তোমার ক্যাশ রিপেইড পাবে এবং ডেপ্রিশিয়েসনের একশো শতাংশ রেখে দিতে পারবে।'

কেলারের প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগে শুনছিল লারা।

'তুমি অতদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকছ তো?'

'থাকছি।'

'বিল্ডিং লিজ দেয়ার পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে তুমি ওটা বিক্রি করে দিতে পারবে। মর্টগেজের টাকা শোধ করার পরেও প্রোপার্টি যদি পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা যায়, তোমার নেট সাড়ে বারো মিলিয়ন ডলার লাভ থাকবে। তাছাড়া ডেপ্রিশিয়েসন থেকেও টাকা আসবে। তার পরিমাণও দশ মিলিয়ন ডলারের কম নয়।'

'চমৎকার!' বলল লারা।

হাসল কেলার। 'সরকার তোমাকে টাকা বানানোর সুযোগ দিচ্ছে।'

'তুমি টাকা বানাতে চাও না, হাওয়ার্ড? সত্যিকারের টাকা?'

'মানে?'

'আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে।'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল কেলার। বুঝতে পারছে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি সে এখন। তবে বিষয়টি টাকা নয়। লারা। সে লারার প্রেমে পড়ে গেছে। একবার সে কথাটা বলার চেষ্টা করেছিল লারাকে। সারা রাত ভেবেছে কীভাবে লারাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। পরদিন সকালে সে লারার কাছে গিয়ে বিড়বিড় করে বলেছিল, 'লারা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' কিন্তু আর বেশিদূর এগোতে পারেনি কেলার। লারা তার গালে চুমু খেয়ে বলেছে, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, হাওয়ার্ড। এই নতুন প্রোডাকশন শিডিউলটা একটু দ্যাখো তো।' দ্বিতীয়বার আর ভালোবাসার কথা বলার সাহস হয়নি কেলারের।

এখন লারা তাকে ওর পার্টনার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। কেলার প্রতিদিন লারার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করবে কিন্তু ওকে স্পর্শ করতে পারবে না, পারবে না...

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, হাওয়ার্ড?'

'তোমাকে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই নেই।'

'তুমি এখন যা ইনকাম করছ তার দ্বিগুণ বেতন আমি তোমাকে দেব। সেইসঙ্গে কোম্পানির পাঁচ পার্সেন্ট শেয়ার।'

'আ...আমি কি বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখতে পারি?'

'এর মধ্যে ভাবাভাবির তেমন কিছু নেই, আছে কি?'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কেলার, 'তুমি ঠিকই বলেছ...পার্টনার।'

ওকে আলিঙ্গন করল লারা। 'চমৎকার! তুমি আর আমি মিলে দারুণ দারুণ সব জিনিস তৈরি করব। আশপাশে কুৎসিত সব ভবনের ছড়াছড়ি। এগুলোর এখানে থাকার অধিকার নেই। প্রতিটি ভবনকে এ শহরের প্রতি অবদান রাখতে হবে যাতে ভবন দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়।'

কেলার লারার হাতে হাত রাখল। 'কখনও বদলে যেয়ো না, লারা।'

কটমট করে ওর দিকে তাকাল লারা।

'বদলাব না।'

দশ

১৯৭০-এর শেষের বছরগুলো ছিল সমৃদ্ধি, পরিবর্তন এবং উত্তেজনার কাল। ১৯৭৬ সালে ইসরায়েল এন্টেবে রেইড করল। মৃত্যুবরণ করলেন মাও সে-তুং। জেমস আর্ল কার্টার জুনিয়ার নির্বাচিত হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

লারা আরেকটি অফিসভবন নির্মাণ করল।

১৯৭৭ সালে মারা গেলেন চার্লি চ্যাপলিন এবং এলভিস প্রিসলি।

লারা শিকাগোতে খুলল শহরের বৃহত্তম শপিং মল।

১৯৭৮ সালে রেভারেন্ড জিম জোনস এবং তাঁর ৯১১ জন ভক্ত গুয়ানায় গণ-আত্মহত্যা করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিস্ট চিনকে স্বীকৃতি দিল, অনুমোদন পেল পানামা খাল চুক্তি।

লারা রজার্স পার্কে গড়ে তুলল এক সারি হাইরাইজ কন্ডোমিনিয়াম।

১৯৭৯ সালে ইসরায়েল এবং মিশর ক্যাম্প ডেভিডে শান্তি চুক্তি করল; থ্রি মাইল আইল্যান্ডে একটি পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটল এবং ইরানে মুসলিম চরমপন্থীরা মার্কিন দূতাবাস দখল করল।

লারা শিকাগোর উত্তরে, ডিয়ারফিল্ডে একটি স্কাইস্ক্র্যাপার, একটি চমৎকার রিসর্ট এবং একটি কান্ট্রি ক্লাব তৈরি করল।

লারা ক্লাব ট্লাবে খুব কমই যায়। তবে গেলে একটি বিশেষ ক্লাবে সে ঢোকে জ্যাজ সংগীত শোনার লোভে। ক্লাবটির নাম অ্যান্ডি'স। এখানে দেশের সেরা জ্যাজশিল্পীরা গান করেন। লারা সেক্সোফোনিস্ট ভন ফ্রিম্যান, এরিক স্নাইডার, ব্রিড ম্যান অ্যান্থনি ব্রাক্সটন এবং পিয়ানোবাদক আর্ট হোডসের সংগীত খুবই পছন্দ করে।

একাকী সময় কাটানোর সময় লারা পায় না বললেই চলে। তাই একাকিত্ব তাকে স্পর্শও করে না তেমন। তার প্রতিটি দিনের সময় ভাগ করা। পরিবারকে সে সময় দেয় তার পরিবার মানে আর্কিটেক্ট, কনস্ট্রাকশন ক্রু, মিস্ত্রি এরা। মিটিং করে আর্কিটেক্ট এবং কন্সট্রাকশন ক্রুদের সঙ্গে; কাজ দেখে মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, সার্ভেয়ার এবং প্লাম্বারদের। ভবন নির্মাণ লারার নেশায় পরিণত হয়েছে। তার মঞ্চ হল শিকাগো এবং এখানে সে তারকা।

লারা স্বপ্নেও যা ভাবেনি তারচেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার

পেশাদার জীবন। শন ম্যাকআলিস্টারের সঙ্গে বিশ্রী অভিজ্ঞতা যৌনসম্পর্কের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে লারার মনে, সে আজতক এমন কোনও পুরুষের সন্ধান পায়নি যার সঙ্গে একটি সন্ধ্যা কাটানো যায়। লারার মনে আবছা কারও প্রতিমূর্তি হয়তো খেলা করে, এমন কেউ যার সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করতে চায়। কিন্তু লোকটি কে তা কখনোই বুঝে উঠতে পারে না লারা। ভাসমান কোনও স্মৃতির মতো মনে হয় বিষয়টি, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় ওটা।

লারার আশপাশে পাণিপ্রার্থীর অভাব নেই। এদের মধ্যে বিজনেস এক্সিকিউটিভ থেকে তেল ব্যবসায়ী এবং কবিও আছে। তার কর্মকর্তাদেরও কেউ কেউ তাকে ভালোবাসে, জানে লারা। সকল পুরুষের সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক, সবাই তার কাছে আসতে পারলে ধন্য মনে করে নিজেকে। কিন্তু লারা কাউকে প্রশ্রয় দেয় না।

তবে লারা একদিন আকর্ষণ বোধ করল পিট রায়ানের প্রতি। রায়ান লারার একটি ভবন নির্মাণ করছে। হেড ফোরম্যান। সুদর্শন পুরুষ, তরুণ। আয়ারল্যান্ডের আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলে, সবসময় হাসিহাসি মুখ। রায়ান যেখানে কাজ করছে সে প্রজেক্টে ঘনঘন যাতায়াত শুরু হয়ে গেল লারার। ওরা কন্সট্রাকশনের নানান সমস্যা নিয়ে কথা বলে। যদিও ভেতরে ভেতরে দুজনেই সচেতন এসব ওদের আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়।

'আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে?' একদিন জিজ্ঞেস করল রায়ান।

'ডিনার' শব্দটি বেশ ধীরে উচ্চারণ করল সে।

লারার কলজে লাফিয়ে উঠল। 'হ্যাঁ।'

রায়ান লারাকে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুলে আনতে গেল। তবে ওরা ডিনার খেতে গেল না। 'মাই গড, তুমি যে কী সুন্দর।' বলল রায়ান। শক্তিশালী বাহুডোরে বেঁধে ফেলল সে লারার সুতনু।

রায়ানের জন্য প্রস্তুত ছিল লারা। রাযান ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ঢুকল বেডরুমে। দ্রুত এবং জরুরি ভঙ্গিতে কাপড় খুলল দুজনে। রায়ান রোগাপাতলা তবে শক্ত শরীর। লারার চোখে তেসে উঠল শন ম্যাকআলিস্টারের হোঁতকা মোটা দেহ। তবে বুড়োর স্মৃতি মিলিয়ে গেল পরক্ষণে। রায়ান ওকে বিছানায় শুইয়ে ফেলেছে, উঠে এসেছে গায়ের ওপর। লারাকে আদর করতে শুরু করল রায়ান। ম্যাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করল হাত এবং জিভ।

তীব্র সুখে শীৎকার দিল লারা।

ঝড় শেষ হয়ে গেলে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল।

'মাই গড,' মৃদু গলায় বলল রায়ান, 'তুমি একটা জিনিস বটে।'

'তুমিও,' ফিসফিস করল লারা।

এত সুখ জীবনে পায়নি লারা। এমন সুখের মুহূর্ত আর কখনও এসেছে কিনা মনে করতে পারল না ও। লারা যা চায় সবই আছে রায়ানের মধ্যে। সে বুদ্ধিমান এবং উষ্ণ,

ওরা একে অপরকে বুঝতে পারে। ওরা একই ভাষায় কথা বলে।

রায়ান চাপ দিল লারার হাতে। 'আমার খিদে পেয়েছে।'

'আমারও। তোমার জন্য কিছু স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিচ্ছি।'

'কাল রাতে,' প্রতিশ্রুতি দিল রায়ান, 'তোমাকে অবশ্যই ডিনার খাওয়াব।'

লারা ওকে আরও কাছে টেনে নিল। 'ইট'স আ ডেট।'

পরদিন সকালে লারা গেল বিল্ডিং সাইটে, রায়ানের সঙ্গে দেখা করতে। রায়ান একটা স্টিল গার্ডারে উঠে তার লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে। লারা ওয়ার্ক এলিভেটরে পা বাড়িয়েছে, এক শ্রমিক ওকে দেখে মুচকি হাসল। 'মর্নিং মিস ক্যামেরন।' তার গলার স্বর কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল।

আরেক শ্রমিক পাশ কাটাল লারার মুচকি হেসে। 'মর্নিং, মিস ক্যামেরন।'

আরও দুজন লালসা-ভরা চোখে দেখছিল লারাকে।

'মর্নিং, বস্।'

লারা তাকাল চারপাশে। শ্রমিকরা সবাই ওর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। লারার মুখ লাল হয়ে গেল। সে ঢুকে পড়ল ওয়ার্ক এলিভেটরে, চলে এল রায়ান যেখানে কাজ করছে সেখানে। লারাকে এলিভেটর থেকে নামতে দেখে হাসি উপহার দিল রায়ান।

'মর্নিং, সুইট হার্ট,' বলল রায়ান। 'আজ কখন ডিনারে যাচ্ছি?'

'তুমি না-খেয়ে থাকবে,' গনগনে চেহারা নিয়ে বলল লারা। 'তোমাকে এ-মুহূর্তে বরখাস্ত করা হল।'

লারার কাছে প্রতিটি ভবন নির্মাণই একেকটি চ্যালেঞ্জ। সে পাঁচ হাজার বর্গফুটের ছোট ছোট অফিসভবন যেমন তৈরি করছে, তেমনি নির্মাণ করছে বড় বড় অফিস বিল্ডিং এবং হোটেল। তবে যে-ধরনের বিল্ডিংই তৈরি করুক না কেন, ওর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল লোকেশন।

বিল রজার্স ঠিকই বলেছিল। *লোকেশন, লোকেশন, লোকেশন।*

লারার সাম্রাজ্যের আকার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাকে নগরপাল, প্রেস এবং পাবলিক সবাই চিনতে পারছে। সে এখন গ্ল্যামারাস ফিগার। সে যখন চ্যারিটিতে, অপেরায় কিংবা মিউজিয়ামে যায়, ফটোগ্রাফাররা সবসময় তার ছবি নেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। মিডিয়ায় ঘনঘন চেহারা দেখা যেতে লাগল লারার। তার প্রতিটি ভবনই সাফল্যগাথা তুলে ধরছে। কিন্তু লারার তবুও তৃপ্তি নেই। যেন অসম্ভব দারুণ কিছু একটা ঘটার অপেক্ষা করছে সে, প্রতীক্ষায় রয়েছে একটি দরজা খুলে যাবে, অজানা কোনও জাদুর পরশ পাবার দিন গুনছে যেন।

কেলার অবাক হয়ে জানতে চায়, 'তুমি আর কী চাও, লারা?'

'আরও অনেক কিছু।'

একদিন লারা কেলারকে বলল, 'হাওয়ার্ড, তুমি কি জানো আমরা প্রতি মাসে জ্যানিটর, লিনেন সার্ভিস এবং উইন্ডো ওয়াশারের পেছনে কত খরচ করি?'

'এটা টেরিটোরির ব্যাপার।'

'তাহলে টেরিটোরিটা কিনে নাও।'

'মানে?'

'আমরা সাবসিডিয়ারি শুরু করব। আমরা ওইসব সার্ভিস নিজেদেরকে এবং অন্য বিল্ডারদেরকে দেব।'

আইডিয়াটি কাজে লেগে গেল। শুরুতেই পেল সাফল্য। লাভের অঙ্ক আশাতীত।

কেলারের মনে হয় লারা তার চারপাশে একটি ইমোশনাল দেয়াল তৈরি করে রেখেছে। সে যে-কারও চেয়ে লারার কাছাকাছি যেতে পারছে, কিন্তু তবু লারা কখনও তাকে নিজের পরিবার কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। যেন কুয়াশাভরা অদৃশ্য কোনও জায়গা থেকে উদয় হয়েছে লারা। প্রথম প্রথম কেলার ছিল লারার গুরু। সে লারাকে শেখাত, গাইড করত। কিন্তু এখন লারা সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একা। ছাত্র তার শিক্ষককে ছাড়িয়ে গেছে।

লারা তার সামনে কোনও কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। সে এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, তাকে থামাবার সাধ্য কারও নেই। লারা একজন পারফেশনিস্ট। সে জানে সে কী চায় এবং তা তাকে পেতেই হবে।

প্রথম প্রথম বহু শ্রমিক লারার কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছিল। তারা এর আগে কোনও মহিলার সঙ্গে কাজ করেনি। তাই ভাবনাটা তাদেরকে বেশ আমোদিত করে তোলে। এক ফোরম্যান কাজ না-করেও লারার সই জাল করে বেতন নেয়ার চেষ্টা করেছিল। ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায় লারার কাছে। সে সমস্ত ক্রুর সামনে ওই ফোরম্যানকে ডেকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে।

প্রতিদিন সকালে বিল্ডিং সাইটে আসে লারা। ক্রুরা সকাল ছয়টায় এসে দেখে লারা আগেই ওখানে উপস্থিত। ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা লারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নোংরা জোকস বলত। কেউ কেউ একটু বেশি দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে ধরা খেয়েছে। একবার এক শ্রমিক লারার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় 'দুর্ঘটনা ক্রমে' ওর বুকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে, তার হাত ছুঁয়ে গেছে লারার নিতম্ব।

'ওহ্, দুঃখিত,' বলেছে শ্রমিক।

'নো প্রোবলেম,' বলেছে লারা। 'তোমার চেক নিয়ে আজই বিদায় হবে। তোমাকে এ বিল্ডিঙের ধারেকাছেও যেন আর কখনও না দেখি।'

এই ঘটনার পরে শ্রমিকরা আমোদিত হবার বদলে ভয় এবং শ্রদ্ধা করতে শুরু

করে লারাকে।

একদিন লারা হাওয়ার্ড কেলারকে নিয়ে কেডজি এভিন্যু দিয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো ছোট ছোট দোকান ঘেরা একটি ব্লকে ঢুকে সে গাড়ি থামাল।

'এ ব্লকটা মিছামিছি নষ্ট হচ্ছে,' বলল লারা। 'এখানে একটা হাইরাইজ বিল্ডিং হওয়া দরকার ছিল। ছোট ছোট এসব দোকান থেকে ক'পয়সাই বা আয় হয়?'

'কথাটা ঠিক। তবে সমস্যা হল এদের দোকান কিনতে হলে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে তোমাকে ধর্না দিতে হবে,' বলল কেলার। 'এবং অনেকেই হয়তো দোকান বিক্রি করতে রাজিও হবে না।'

'আমরা টাকা দিয়ে কিনে নেব,' ঘোষণার সুরে বলল লারা।

'লারা, অন্তত একজন দোকানিও যদি তার দোকান বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়, তোমার পুরো প্রজেক্ট আটকে যাবে। তোমাকে প্রচুর ছোট ছোট দোকান কিনতে হবে যেগুলো তোমার কোনও কাজেই আসবে না। আর দোকানিরা যদি জানতে পারে এখানে হাইরাইজ বিল্ডিং তোলার মতলব করেছ, ওরা তোমাকে ভবন তুলতে দেবে না।'

'আমরা কী করব তা ওদেরকে না-জানালেই হল,' বলল লারা। সে উত্তেজিত হতে শুরু করেছে। 'আমরা দোকানিদের কাছে ভিন্ন লোকজন পাঠাব।'

'বিষয়টি নিয়ে আমি আগেও একবার চিন্তা করেছি,' সতর্ক করে দিল কেলার। 'তোমার পরিকল্পনা যদি কোনওভাবে ফাঁস হয়ে যায়, তোমার ওরা খবর করে ছাড়বে।'

'সেক্ষেত্রে সাবধানে কাজ করতে হবে,' বলল লারা।

কেডজি এভিন্যুতে ছোট ছোট দোকান এবং স্টোরের সংখ্যা ডজনেরও বেশি। রয়েছে একটি বেকারি, হার্ডওয়্যার স্টোর, নাপিতের দোকান, কাপড়ের দোকান, মাংসের দোকান, দর্জির দোকান, ওষুধের দোকান, মুদি দোকান, কফি শপসহ আরও নানান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

'ঝুঁকির কথা ভুলে যেয়ো না,' কেলার সাবধান করল লারাকে। 'মাত্র একজনও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তো তোমার সব টাকা হারাবে।'

'ভয় নেই,' ওকে আশ্বস্ত করল লারা। 'আমি সামাল দিতে পারব।'

এক হপ্তা পরে এক আগন্তুক ঢুকল নাপিতের দোকানে। নাপিত খবরের কাগজ পড়ছে। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে চাইল সে। আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল, 'চুল কাটাবেন, স্যার?'

হাসল আগন্তুক। 'না। আমি শহরে নতুন এসেছি। নিউ জার্সিতে আমার চুল কাটার একটি দোকান আছে। কিন্তু আমার স্ত্রী এখানে, তার মা'র কাছে থাকতে চায়। আমি এদিকে কোনও দোকান কেনা যায় কিনা তাই খুঁজছি।

'এদিকে নাপিতের দোকান বলতে শুধু আমারটাই আছে,' জানাল নাপিত। 'কিন্তু এ দোকান আমি বিক্রি করব না।'

হাসল আগন্তুক। 'সবকিছুই তো বিক্রির জন্য, নয় কি? অবশ্য এজন্য উপযুক্ত অর্থ পেতে হবে। এ দোকানের দাম কত? পঞ্চাশ বা ষাট হাজার ডলার?'

'ওরকমই,' বলল নাপিত।

'আমার সত্যি একটা দোকান দরকার। আপনাকে আমি এ দোকানের জন্য পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে রাজি আছি।'

'না। আমি দোকান বিক্রি করার কথা ভাবছি না।'

'এক লাখ।'

'সত্যি বলছি, মিস্টার। আমি...'

'আপনি দোকানের যাবতীয় মালামাল নিয়ে যেতে পারবেন। আমি ছোঁবও না।'

গোল গোল হয়ে গেছে নাপিতের চোখ। 'আপনি এ দোকানের জন্য এক লাখ ডলার দিতে চাইছেন এবং বলছেন এখানকার জিনিসপত্রে হাত দেবেন না?'

'জি, তাই বলছি। আমার নিজের জিনিসপত্র আছে।'

'আমি বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'শিওর। আমি কাল আবার আসব।'

দিনদুই পরে বিক্রি হয়ে গেল নাপিতের দোকান।

'একটাকে হাত করা গেল,' বলল লারা।

এরপরে বেকারি। ছোট, ফ্যামিলি বেকারি। স্বামী-স্ত্রী মিলে চালায়। পেছনের রুমে রুটি বানানো হচ্ছে। গন্ধে ম ম করছে দোকান। এক মহিলা দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলছে।

'আমার স্বামী নেই। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ইনসিওরেন্সের টাকাগুলো আমি পেয়ে গেছি। ফ্লোরিডায় আমাদের একটি বেকারি ছিল। আমি এরকম একটি দোকান খুঁজছিলাম। এটি আমি কিনতে চাই।'

'আমাদের বেকারি ভালোই চলে,' জানাল মালিক। 'আমি কিংবা আমার স্ত্রী কেউই দোকান বিক্রির কথা কখনও চিন্তা করিনি।'

'যদি বিক্রি করেন তাহলে কত টাকায় বিক্রি করবেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেকারির মালিক, 'জানি না।'

'এটার দাম কি ষাট হাজার ডলার হবে?'

'কমপক্ষে পঁচাত্তর হাজার ডলার তো হবেই,' বলল মালিক।

'আমি এ বেকারির জন্য এক লাখ ডলার দিতে রাজি আছি,' বলল মহিলা।

স্থির দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল মালিক, 'আপনি কি সিরিয়াস?'

'খুবই সিরিয়াস।'

পরদিন সকালে লারা বলল, 'দুটো হাতে এল।'

এরপরের দোকানগুলো কিনতেও তেমন একটা বেগ পেতে হল না। বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ কেউ দর্জি, কেউবা ফার্মাসিস্ট অথবা কসাই'র ছদ্মবেশে দোকানগুলোতে গেল। পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে সবগুলো দোকান কিনে ফেলল লারা। তারপর ওর ভাড়া-করা লোক শুরু করে দিল কাজ। আর্টিটেক্টরা ইতিমধ্যে হাইরাইজ বিল্ডিঙের নকশাও এঁকে ফেলেছেন।

লারা লেটেস্ট রিপোর্টে চোখ বুলাতে বুলাতে কেলারকে বলল, 'আমরা পেরেছি।'

'তবে একটা সমস্যা আছে।'

'কেন? শুধু তো কফিশপটা বাকি রয়ে গেছে।'

'ওটাই সমস্যা। ওই লোক পাঁচবছরের জন্য কফিশপ লিজ নিয়েছে। সে দোকান ছাড়বে না।'

'ওকে আরও বেশি টাকা দেয়ার লোভ দেখাও...'

'সে দোকান বিক্রি করতেই রাজি নয়।'

লারা অপলক চোখে তাকিয়ে আছে কেলারের দিকে। 'সে কি জানে ওখানে হাইরাইজ বিল্ডিং উঠছে?'

'না।'

'ঠিক আছে। আমি লোকটার সঙ্গে কথা বলব। চিন্তা কোরো না। দোকান তাকে ছাড়তেই হবে। শুধু খবর নাও ওই ভবনের মালিক কে।'

পরদিন সকালে লারা সাইটে গেল। হ্যারি'র কফিশপ ব্লকের দক্ষিণ-পশ্চিম কিনারার শেষ মাথায়। ছোট দোকান। কাউন্টারে আধডজন টুল পাতা, চারটে বূদ রয়েছে। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো লোকটাই নিশ্চয় মালিক, অনুমান করল লারা। ষাট/পঁয়ষট্টি হবে বয়স।

লারা একটি বূদে বসল।

'মর্নিং,' মুখে হাসি এনে বলল বৃদ্ধ। 'আপনি কী খাবেন?'

'কমলার রস এবং কফি, প্লিজ।'

'নিয়ে আসছি।'

লারা দেখছে লোকটা কমলা চিপে রস বের করছে।

'আমার ওয়েট্রেসটা আজ আসেনি। আজকাল ভালো কাজের লোক পাওয়া খুবই কঠিন।' কাপে কফি ঢালল সে, বেরিয়ে এল কাউন্টারের পেছন থেকে। হুইলচেয়ারে বসে আছে বৃদ্ধ। তার পা নেই। সে টেবিলে কফি এবং কমলার রস এনে রাখল।

'ধন্যবাদ,' বলল লারা। চোখ বুলাল চারপাশে।

'সুন্দর জায়গা।'

'হ্যাঁ। জায়গাটা আমার খুব পছন্দের।'

'আপনি এখানে কদ্দিন ধরে আছেন?'

'দশ বছর।'

'কখনও অবসর নেয়ার চিন্তা করেননি?'

মাথা নাড়ল কফিশপের মালিক। 'এ হপ্তায় আপনাকে নিয়ে দুজন হল যারা একথাটা জানতে চাইল। না। আমি অবসর নিচ্ছি না।'

'আপনাকে হয়তো উপযুক্ত অর্থ ওরা দিতে চায়নি,' বলল লারা।

'এখানে টাকার কোনও প্রশ্ন নেই, মিস। এখানে আসার আগে বছর দুই হাসপাতালে ছিলাম। কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। বেঁচে থাকার কোনও উদ্দেশ্য নেই। তারপর একজন আমাকে এ দোকানটা নিতে পরামর্শ দিল।' হাসল বৃদ্ধ। 'এই কফিশপ আমার জীবনটাকেই বদলে দিয়েছে। আশপাশের লোকজন আমার দোকানে কফি খেতে আসে। তারা আমার বন্ধু হয়ে গেছে, প্রায় আমার পরিবারের মতো। আমি এখন বেঁচে থাকার একটা কারণ খুঁজে পেয়েছি।' মাথা নাড়ল সে, 'নাহ্। যে যত টাকাই দিতে চাক না কেন আমি এ দোকান বিক্রি করছি না। আপনাকে আরেকটু কফি দেব?'

হাওয়ার্ড কেলার এবং আর্কিটেক্টের সঙ্গে মিটিং করছে লারা।

'ওর দোকান কেনার দরকার পড়বে না আমাদের,' বলল কেলার। 'বাড়িঅলার সঙ্গে কথা বলেছি। বাড়িঅলা দোকান ভাড়া দিয়েছে এ শর্তে যে প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্কের লাভ দিতে হবে তাকে। না দিতে পারলে বুড়ো দোকানের মালিক থাকতে পারবে না। গত কয়েক মাস ধরে দোকানে নির্ধারিত লাভ হচ্ছে না। কাজেই লোকটাকে ভাগিয়ে দেয়া কোনও ব্যাপার না।'

লারা আর্কিটেক্টের দিকে ফিরল। 'একটা কথা আছে।' টেবিলে পেতে রাখা নকশায় চোখ ফেরাল। ড্রইঙের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নারে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'এখানে যদি আমরা সেট-ব্যাক তৈরি করি, এই ছোট এলাকাটা ধ্বংস করে দিই কিন্তু কফিশপটা রেখে বিল্ডিং তৈরি করা কি সম্ভব?'

প্ল্যানে চোখ বুলাল আর্কিটেক্ট। 'অসম্ভব নয়। তবে কফিশপটা না থাকলে আরও ভালো হতো...'

'কিন্তু কফিশপ রেখেও তো কাজটা করা সম্ভব,' বলল লারা।

'হুঁ।'

কেলার বলল, 'লারা, বললামই তো লোকটাকে আমরা ভাগিয়ে দিতে পারব।'

মাথা নাড়ল লারা, 'আমরা তো ব্লকের বাকি অংশ কিনে নিয়েছি, তাই না?'

মাথা দোলাল কেলার। 'হ্যাঁ। তুমি এখন কার্পেটের দোকান, দর্জির দোকান, মুদি দোকান, ওষুধের দোকান, বেকারি এবং...

'ঠিক আছে,' ওকে বাধা দিল লারা। 'নতুন হাইরাইজ বিল্ডিঙের বাসিন্দারা কফিশপে কফি খেতে যাবে। আমরাও যাব। হ্যালি থাকছে।'

তার বাবার জন্মদিনে লারা কেলারকে বলল, 'হাওয়ার্ড, আমার একটা কাজ করে দাও।'

'বলো।'

'তুমি একটু স্কটল্যান্ডে যাবে?'

'ওখানে নতুন কিছু তৈরি করতে চাইছ?'

'আমরা ওখানে একটা প্রাসাদ কিনব।'

লারার কথা শুনছে কেলার।

'থাইল্যান্ডে লচ মরলিচ নামে একটা জায়গা আছে। এভিমোরের কাছে গ্লেন মোরের রাস্তার ধারে। ওখানে প্রাসাদের ছড়াছড়ি। আমার জন্য একটা প্রাসাদ কিনবে তুমি।'

'সামার হোম ধরনের?'

'আমি ওখানে থাকব না। আমি ওই প্রাসাদের মাটিতে আমার বাবাকে কবর দেব।'

কেলার ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার বাবাকে কবর দেয়ার জন্য স্কটল্যান্ডে প্রাসাদ কিনতে যেতে বলছ আমাকে?'

'হ্যাঁ। আমার যাওয়ার সময় নেই। প্রাসাদ কেনার ব্যাপারে শুধু তোমার ওপরেই আস্থা রাখতে পারি আমি। বাবাকে গ্লেস বে-তে, গ্রিনউড সেমিট্রিতে দাফন করা হয়েছে।'

'তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালোবাস, না?'

'কাজটা করে দেবে?'

'নিশ্চয়।'

'কবর দেয়ার পরে কেয়ারটেকার রেখে দেবে। সে কবব দেখেশুনে রাখবে।'

তিন হপ্তা পরে স্কটল্যান্ড থেকে ফিরল কেলার।

'তুমি যা যা বলেছ সব করেছি। তুমি এখন একটি প্রাসাদের মালিক। তোমার বাবা প্রাসাদের মাটির নিচে ঘুমাচ্ছেন। পাহাড়ের ওপর চমৎকার একটি প্রাসাদ। তোমার খুব পছন্দ হবে। তুমি ওখানে কবে যাচ্ছ?'

বিস্মিত দেখাল লারাকে। 'আমি! আমি ওখানে যাচ্ছি না।'

দ্বিতীয় খণ্ড

এগারো

১৯৮৪ সালে লারা ক্যামেরন সিদ্ধান্ত নিল এবারে সে নিউইয়র্ক জয় করবে। কেলারকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানাল লারা। কেলার আতঙ্কবোধ করল।

'আইডিয়াটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না,' বলল সে।

'তুমি নিউইয়র্ক শহরটাকে চেনো না। আমিও না। ওটা ভিন্ন একটা শহর, লারা। আমরা...'

'গ্লেস বে থেকে শিকাগো আসার সময় ওরা আমাকে একই কথা বলেছিল,' বলল লারা। 'বিল্ডিঙের আকার-আকৃতি তো সব একই রকম। সে তুমি গ্লেস বে, শিকাগো, নিউইয়র্ক কিংবা টোকিও যেখানেই বানাও না কেন, একই আইন মেনে নিয়ে খেলতে হয়।'

'কিন্তু এখানে তো ভালোই কাজ এগুচ্ছে,' আপত্তি জানাল কেলার। 'তুমি কী চাও?'

'তোমাকে আগেই বলেছি কথাটা। আরও চাই। আমি নিউইয়র্কের স্কাইলাইনে আমার নামটা খোদাই করতে চাই। আমি ওখানে একটি ক্যামেরন প্লাজা এবং ক্যামেরন সেন্টার তৈরি করব। এবং একদিন, হাওয়ার্ড, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু স্কাইস্ক্রেপার বানাব। আব এটাই আমি চাই। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজ নিউইয়র্ক যাচ্ছে।'

নিউইয়র্কে 'বিল্ডিং বুম' চলছে। এখানে ভবন তুলছেন সব দানব রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা—জেকেন ডর্ফ, হ্যারি হেমসলি, ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইউরাজ এবং রুডিন।

'আমরা ওদের ক্লাবে যোগ দেব,' কেলারকে বলল লারা।

রিজেন্সি হোটেলে উঠল ওরা। শহর ঘুরতে বেরুল। ক্রমবর্ধমান মেট্রোপলিসের আকার এবং বিশালত্ব অবাক করে তুলল লারাকে। এ যেন স্কাইস্ক্র্যাপারের ক্যানিয়ন, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে গাড়ির নদী।

'এ শহরের কাছে শিকাগো যেন গ্লেস বে!' মন্তব্য করল লারা। কাজ শুরু করার আর তর সইছে না ওর।

'প্রথমেই একটা টিম গড়ে তুলতে হবে। নিউইয়র্কের সবচেয়ে সেরা রিয়েল এস্টেট লইয়ারকে ভাড়া করব আমরা। তারপর নেব একটি দক্ষ ম্যানেজমেন্ট টিম।

রুডিনরা কী ধরনের টিম ব্যবহার করছে খবর নাও। ওদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে আসা যায় কিনা দ্যাখো।'

'আচ্ছা।'

লারা বলল, 'এটা হল ভবনের তালিকা। খুব সুন্দর ভবন। এসব ভবন যারা তৈরি করেছেন সেই আর্কিটেক্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

লারার উত্তেজনা অনুভব করছে কেলার। 'আমি ব্যাংকের সঙ্গে ক্রেডিট লাইন খুলছি। শিকাগোতে আমাদের যে-পরিমাণ সম্পত্তি আছে তাতে লোন পেতে অসুবিধে হবে না। আমি কয়েকটি সেভিং এবং লোকাল কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলব। সেইসঙ্গে কয়েকজন রিয়েল এস্টেট দালালের সঙ্গে।'

'চমৎকার।'

'লারা, এসবের সঙ্গে জড়ানোর আগে তোমার নেক্সট প্রজেক্ট নিয়ে আরেকটু চিন্তাভাবনা করা দরকার না?'

লারা মুখ তুলে চাইল, মিষ্টি গলায় বলল, 'তোমাকে বলিনি বুঝি? আমরা ম্যানহাটান সেন্ট্রাল হাসপাতাল কিনছি।'

ম্যানহাটান সেন্ট্রাল হাসপাতাল প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া কুৎসিত চেহারার একটি ভবন। ইস্টসাইডে, ৬৮ এবং ৬৯ স্ট্রিটের মাঝখানে এর অবস্থান। গোটা একটা ব্লক দখল করে রেখেছে এ হাসপাতাল। বহুদিন এ হাসপাতালের দিকে একঠায় তাকিয়ে থেকেছে লারা আর কল্পনায় দেখেছে এখানে গড়ে তুলেছে আকাশছোঁয়া এক বিল্ডিং। সে বিল্ডিঙের নিচতলায় থাকবে অভিজাত দোকানপাট এবং ওপরের তলাগুলোতে লাক্সারি কনডোমিনিয়াম।

লারা হাসপাতালে ঢুকে এর মালিকের নাম জানতে চাইল।

লারাকে ওয়াল স্ট্রিটে, জনৈক রজার বার্নহ্যামের ঠিকানা দেয়া হল।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস ক্যামেরন?'

'শুনলাম ম্যানহাটান সেন্ট্রাল হাসপাতাল নাকি বিক্রি হবে।'

লোকটাকে বিস্মিত দেখাল। 'কোত্থেকে শুনলেন এ কথা?'

'সত্যি কিনা বলুন?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল লোকটা। 'হতে পারে।'

'আমি এটা কিনতে চাই,' বলল লারা। 'দাম কত?'

'শুনুন লেডি...আমি জানি না আপনি কোত্থেকে এসেছেন। আপনি হুট করে ঘরে ঢুকলেন আর বললেন নব্বই মিলিয়ন ডলারের একটা বিল্ডিং কিনে নিতে চাইলেন, এভাবে তো হয় না।'

'নব্বই মিলিয়ন?' দাম খুব বেশি তবে লারা এ সাইটটা কিনতে চায়। 'তাহলে আমরা কি কথা বলতে পারি?'

'আমরা কোনও কিছু নিয়েই কথা বলছি না।'

লারা রজার বার্নহামের হাতে একশো ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল।

'এটা কিসের জন্য?'

'আটচল্লিশ ঘন্টা সময় ভাবনাচিন্তার জন্য। আমি আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিলাম। যদিও আপনি বলছেন না ওটা বিক্রির জন্য। আপনার হারাবার কী আছে? আমি যদি আপনার দাবি মেনে নিই তো ল্যাঠা চুকে গেল।'

'আপনাকে তো আমি চিনিই না।'

'শিকাগোতে মার্কেন্টাইল ব্যাংকে ফোন করুন। বব ভ্যান্সের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। উনি ব্যাংকটির প্রেসিডেন্ট।'

অনেকক্ষণ লারার দিকে তাকিয়ে থাকল রজার বার্নহ্যাম। তারপর মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে 'পাগল' বা এজাতীয় কোনও শব্দ উচ্চারণ করল।

নিজেই ফোন করল রজার। লারা বসে বসে ওকে লক্ষ করছে।

'মি. ভ্যান্স? নিউইয়র্ক থেকে রজার বার্নহ্যাম বলছি। আমার কাছে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন। নাম মিস...' সে লারার দিকে তাকাল।

'লারা ক্যামেরন।'

'ওঁর নাম লারা ক্যামেরন। উনি এখানে আমাদের একটি প্রোপার্টি কিনতে চাইছেন। বলছেন আপনি তাকে চেনেন।'

রজার শুনছে অপর প্রান্তের কথা।

'উনি...? আচ্ছা...সত্যি...? না, জানতাম না...ঠিক আছে...ঠিক আছে।' দীর্ঘক্ষণ পরে সে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

ফোন রেখে লারার দিকে তাকাল রজার। 'শিকাগোতে আপনার অনেক প্রভাব আছে মনে হচ্ছে।'

'আমি নিউইয়র্ককেও প্রভাবিত করতে চাই।'

বার্নহ্যাম একশো ডলারের নোটটির দিকে তাকাল। 'এটা দিয়ে কী করব?'

'কিউবান সিগার কিনুন। আমি যদি আপনার দামটা দিতে চাই তাহলে কি আমার প্রস্তাবে রাজি হচ্ছেন?'

বার্নহ্যাম লক্ষ করছে লারাকে। 'কাজটা নিয়মের বাইরে হয়ে যাচ্ছে...তবে হ্যাঁ। আপনাকে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দেয়া হল।'

'অত্যন্ত দ্রুত কাজ করতে হবে আমাদের।' কেলারকে বলল লারা। 'টাকা জোগাড় করার জন্য হাতে সময় আছে মাত্র দুই দিন।'

'কত টাকা লাগবে হিসেব করেছ?'

'প্রোপার্টি কিনতে নব্বই মিলিয়ন ডলার এবং হাসপাতাল ভেঙে নতুন ভবন তৈরিতে খরচ যাবে আরও দুশো মিলিয়ন ডলার।'

কেলার নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে লারার দিকে। 'তার মানে দুশো নব্বই মিলিয়ন ডলার।'

'তুমি খুব দ্রুত হিসেব কষতে জানো,' বলল লারা।

ঠাট্টা গায়ে মাখল না কেলার। 'লারা, এত টাকা কোত্থেকে আসবে?'

'ধার করব,' জবাব দিল লারা। 'সমস্যা হবে না।'

'কিন্তু এটা বিরাট একটা ঝুঁকি। কত বিপদ হতে পারে। তুমি সবসময় জুয়া খেলছ...'

'এজন্যই তো কাজ করে মজা,' বলল লারা। 'জুয়া। এবং জুয়ায় আমি জিতেও যাই।'

নিউইয়র্কে ভবন নির্মাণের জন্য শিকাগোর চেয়েও সহজে অর্থের যোগান হয়ে গেল। মেয়র কচ ৪২১-A নামে একটি ট্যাক্স-প্রোগ্রাম চালু করেছেন। এর অধীনে একজন ডেভেলপারকে প্রথম দুইবছর ট্যাক্স না দিলেও চলবে।

ব্যাংক এবং সেভিংস ও লোন কোম্পানিগুলো লারা ক্যামেরনের ক্রেডিট পরীক্ষা করে দেখার পরে তার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই লারা বার্নহ্যামের অফিসে ঢুকে তাকে তিন মিলিয়ন ডলারের একটি চেক ধরিয়ে দিল।

'চুক্তির জন্য এটা ডাউন পেমেন্ট,' বলল লারা। 'আপনার দাবি অনুযায়ী টাকা দেয়া হবে। ভালো কথা, আপনি একশো ডলারের নোটটা রেখে দিতে পারেন।'

পরবর্তী ছয় মাস কেলার ব্যাংকের সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত কাজগুলো করল আর লারা আর্কিটেক্টদের নিয়ে ব্যস্ত থাকল প্ল্যানিং নিয়ে।

সবকিছুই মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলছিল। আর্কিটেক্ট, বিল্ডার এবং মার্কেটিং-এর লোকজন শিডিউল অনুসারে কাজ করে যাচ্ছিল। হাসপাতাল ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে এপ্রিলে।

লারার একদণ্ড অবসর নেই। প্রতিদিন ভোর ছ'টায় সে কন্সট্রাকশন সাইটে চলে আসে। দেখে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ। শ্রমিকরা কাজ করছে, হতাশ বোধ করে লারা। কারণ তার হাতে করার মতো কিছু নেই। সে আরও অ্যাকশন চায়। চায় একসঙ্গে অন্তত আধডজন প্রজেক্টের কাজ চলুক।

'আরেকটা কাজ শুরু করে দিচ্ছি না কেন আমরা?' লারা জিজ্ঞেস করে কেলারকে।

'কারণ এটাতে তোমার সারাক্ষণ লেগে থাকতে হবে। একটু এদিক সেদিক

হলেই গোটা পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। এ বিল্ডিং তৈরির জন্য তুমি তোমার শেষ কর্পদকটি পর্যন্ত ব্যবহার করছ সে খেয়াল আছে? যদি কোথাও কোনও গড়বড় হয়ে যায়...'

'কোনও কিছু গড়বড় হবে না,' লারা কেলারের চোখে চোখ রাখল। 'তোমার হয়েছেটা কী? এমন লাগছে কেন?'

'তুমি সেভিংস এবং লোন কোম্পানির সঙ্গে যে চুক্তি করেছ...'

'তো কী হয়েছে? আমরা টাকা পেয়ে গেছি, নাকি?'

'কমপ্লিশন ডেট ক্লসটা আমার পছন্দ হয়নি। ১৫ মার্চের মধ্যে বিল্ডিং তুলতে না পারলে ওরা ভবনের মালিক হয়ে যাবে। আর সেরকম কিছু ঘটলে তুমি কর্পদকশূন্য হয়ে পড়বে।'

গ্লেস বে'র সেই বিল্ডিং-এর কথা মনে পড়ল লারার। বন্ধুরা প্রাণপণ খেটে ওর জন্য বিল্ডিংটা খাড়া করে দিয়েছিল। কিন্তু এ ভবনের বিষয়টি ভিন্ন।

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' লারা অভয় দিল কেলারকে। 'বিল্ডিঙের কাজ যথাসময়েই শেষ হবে। আমরা আরেকটা প্রজেক্টে হাত দিলেই তো পারি, কী?'

লারা তার মার্কেটিঙের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে।

'নিচতলার রিটেল স্টোরগুলো ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে,' লারাকে জানাল মার্কেটিং ম্যানেজার। 'অর্ধেকের বেশি কনডোমিনিয়ামও বিক্রি হয়ে গেছে। বিল্ডিঙের কাজ শেষ হবার আগেই চারভাগের তিনভাগ বিক্রি হয়ে যাবে বলে আশা করছি। বাকিটা বিল্ডিং তোলার কয়েকদিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাবে আশা করা যায়।'

'বিল্ডিঙের কাজ শেষ হবার আগেই সবগুলো বিক্রি হয়ে গেছে দেখতে চাই,' বলল লারা। 'বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করুন।'

'জি আচ্ছা।'

কেলার ঢুকল অফিসে। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, লারা। শিডিউলের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বিল্ডিঙের কাজ।'

'ওই বিল্ডিং টাকার যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে।'

১৫ জানুয়ারি, ভবন নির্মাণ শেষ করার নির্ধারিত দুইমাস আগেই প্রকাণ্ড গার্ডার এবং দেয়াল তোলা শুরু করে দিয়েছে।

লারা দেখছিল অনেক উঁচুতে, গার্ডারে দাঁড়িয়ে কাজ করছে তার লোকজন। এক শ্রমিক কাজ থামিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। এমন সময় তার হাত ফস্কে রেঞ্চটা পড়ে গেল নিচে। লারা অবিশ্বাস নিয়ে দেখল রেঞ্চটা সোজা তার দিকে ছুটে আসছে। লাফ মেরে জায়গা থেকে সরে গেল লারা। পাঁজরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে কলজে। লোকটা নিচে তাকাল, হাত নেড়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি করল।

গম্ভীরমুখে কন্সট্রাকশন এলিভেটরে চেপে বসল লারা। উঠে এল শ্রমিক যেখানে

কাজ করছে সেখানে। নিচের মাথা-ঘোরানো শূন্যতা উপেক্ষা করে সে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে।

'তুমি ওই রেঞ্চটা ফেলেছ?'

'জি, দুঃখিত।'

ঠাশ করে লোকটার গালে চড় কষাল লারা। 'তোমাকে বরখাস্ত করা হল। এখুনি আমার বিল্ডিং থেকে চলে যাও।'

'আরি,' বলল সে, 'ওটা হাত ফস্কে পড়ে গেছে। আমি...'

'এখান থেকে চলে যাও।'

লোকটা আগুন-চোখে তাকাল লারার দিকে তারপর এলিভেটরে চেপে নেমে গেল নিচে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বুক ভরে দম নিল লারা। অন্যান্য শ্রমিকরা একে লক্ষ করছিল।

'হাঁ করে কী দেখছ? কাজ করো,' দাবড়ে উঠল লারা।

লারা স্যাম গসডেনের সঙ্গে লাঞ্চ করছে। স্যাম নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি। এ লোকই লারার জন্য চুক্তিপত্র তৈরি করে দিয়েছে।

'শুনলাম সবকিছু খুব চমৎকার চলছে,' বলল গসডেন।

হাসল লারা। 'আশাতীত চমৎকার। কাজ শেষ হতে আর মাত্র অল্পদিন বাকি।'

হাসল গসডেন, 'আমি বাজি ধরেছিলাম যে আপনি কাজটা ঠিক সময়ে শেষ করতে পারবেন না।'

'আচ্ছা! কেন শুনি?'

'আপনি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্টে যে লেভেলে কাজ করছেন এ লেভেলে শুধু পুরুষরাই কাজ করে। রিয়েল এস্টেটে শুধু সেইসব মহিলার কাজ করা উচিত যারা সহযোগিতা বিক্রি করে।'

'তার মানে তুমি আমার বিরুদ্ধে বাজি ধরেছ?' বলল লারা।

হাসিমুখে গসডেন বলল, 'হ্যাঁ।'

লারা সামনে ঝুঁকল। 'স্যাম...'

'বলুন?'

'আমার দলের কোনও মানুষ আমার বিরুদ্ধে বাজি ধরলে তা আমি বরদাশত করি না। তোমাকে বরখাস্ত করা হল।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল অ্যাটর্নির। লারা গটগট করে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

পরদিন সোমবার সকালে, লারা গাড়ি নিয়ে চলে এল সাইটে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল ওকে—কোথাও একটা ঘাপলা হয়েছে। হঠাৎই বুঝতে পারল ও সমস্যাটা কী।

আশ্চর্য সুনসান চারপাশ। হাতুড়ি কিংবা ড্রিলের কোনও শব্দ নেই। কন্সট্রাকশন সাইটে এসে অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল লারার। শ্রমিকরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফোরম্যান তার জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করছে। লারা দ্রুত এগিয়ে গেল তার কাছে।

'এসব কী হচ্ছে?' গর্জে উঠল লারা। 'মাত্র সাতটা বাজে।'

'আমি আমার লোকজন নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'মানে?'

'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, মিস ক্যামেরন।'

'কী অভিযোগ?'

'আপনি এক শ্রমিককে চড় মেরেছেন?'

'কী!' কথাটা ভুলে গিয়েছিল লারা। 'ও হ্যাঁ। ওকে চড় মারা দরকার ছিল। আমি ওকে বরখাস্ত করেছি।'

'আপনাকে কি এরকম কোনও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে যে নিজের লোকদের গায়ে হাত তুলবেন?'

'দাঁড়াও। দাঁড়াও।' বলল লারা। 'লোকটা আমার গায়ে একটা রেঞ্চ ফেলে দিয়েছিল। আরেকটু হলেই রেঞ্চটা আমার গায়ে পড়ত। আমার খুব রাগ উঠে যায়। চড় মারার জন্য দুঃখিত। তবে আমি চাই না ও এখানে আবার ফিরে আসুক।'

'সে আর এখানে ফিরবে না,' বলল ফোরম্যান। 'আমরা কেউই ফিরছি না।'

কটমট করে লোকটার দিকে তাকাল লারা। 'মশকরা করছ নাকি?'

'আমার ইউনিয়ন এটাকে মশকরা ভাবছে না,' বলল ফোরম্যান। 'তারা আমাদেরকে চলে যেতে বলেছে। আমরা চলে যাচ্ছি।'

'তোমরা একটা চুক্তিপত্রে সই করেছ।'

'আপনি চুক্তিটা ভেঙেছেন,' বলল ফোরম্যান। 'কোনও অভিযোগ থাকলে ইউনিয়নকে জানান।'

পা বাড়াল ফোরম্যান চলে যেতে।

'দাঁড়াও। দাঁড়াও। বললামই তো আমি দুঃখিত। আ...আমি এই লোকটা কাছেও ক্ষমা চাইব। ও কাজেও যোগ দিতে পারবে।'

'মিস ক্যামেরন, আপনি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। তার চাকরি ফিরে পাবার দরকার নেই। আমাদের সবার জন্য কাজ অপেক্ষা করছে। এটা একটা ব্যস্ত শহর। একটা কথা বলি, লেডি, আমরা এত ব্যস্ত যে আমাদের বস্‌রা আমাদেরকে চড় মারবে আর সেটা মেনে নেব, তা কখনোই হবে না।'

লারা হতবুদ্ধির মতো দেখল চলে যাচ্ছে লোকটা। পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো লাগল।

লারা দ্রুত ফিরে এল অফিসে। সব ঘটনা জানাবে কেলারকে। কিন্তু ও মুখ

খোলার আগেই কেলার বলল, 'আমি জানি সব কথা। ইউনিয়নের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম।'

'কী বলল তারা?' সাগ্রহে জানতে চাইল লারা।

'ওরা আগামী মাস পর্যন্ত কাজ করবে না।'

বিতৃষ্ণা ফুটল লারার চেহারায়, 'আগামী মাস! বিল্ডিঙের কাজ শেষ করার জন্য আমাদের হাতে আর দুই মাসও সময় নেই।'

'ওদেরকে সে কথা বলেছি।'

'ওরা কী বলল?'

'বলল তাতে ওদের কিছু আসে যায় না।'

ধপ করে কাউচে বসে পড়ল লারা। 'ওহ্, মাই গড। এখন কী করব?'

'জানি না।'

'ব্যাংককে যদি অনুরোধ করি...' কেলারের চেহারা দেখে কথা অসমাপ্ত রেখে দিল লারা। 'নাহ্, তাতে লাভ হবে না।' হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। 'পেয়েছি। আমরা আরেকটা কনস্ট্রাকসন কোম্পানির ক্রু ভাড়া করব...'

'লারা, কোনও ইউনিয়ন শ্রমিক ওই ভবন স্পর্শ করবে না।'

'হারামজাদাটাকে আমার খুন করা উচিত ছিল।'

'ঠিক। তাহলে ভালো হত,' শুকনো গলায় বলল কেলার।

কাউচ ছাড়ল লারা, শুরু করে দিল পায়চারি। 'স্যাম গসডেনকে বলতে পারি...' হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। 'না, ওর চাকরি তো খেয়ে ফেলেছি আমি।'

'কেন?'

'তা শুনে তোমার লাভ নেই।'

কেলার বলল, 'যদি ভালো কোনও লেবার লইয়ার পাই... যার প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আছে।'

'বুদ্ধি খারাপ না। এমন কেউ যে খুব দ্রুত কাজ করতে পারে। এমন কাউকে চেনো?'

'না। তবে স্যাম গসডেন একবার মিটিঙের সময় এক লোকের নাম বলেছিল। লোকটির নাম বোধহয় মার্টিন। পল মার্টিন।'

'কে সে?'

'ঠিক চিনি না। আমরা যখন ইউনিয়ন সংক্রান্ত ঝুট-ঝামেলার কথা বলছিলাম তখন এর নামটা মিটিংয়ে বলা হয়।'

'এ লোক কোন্ ফার্মে আছে জানো?'

'না।'

লারা সেক্রেটারিকে বলল, 'ক্যাথি, ম্যানহাটানে পল মার্টিন নামে এক উকিল আছে। তার ঠিকানাটা আমার দরকার।'

কেলার বলল, 'ফোন নম্বরটা জোগাড় করো। তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারবে।'

'সময় নেই। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য বসে থাকতে পারব না। আজই এ লোকের সঙ্গে দেখা করব আমি। সে যদি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে তো, বেশ। না পারলে বিকল্প কিছু ভাবতে হবে।'

কিন্তু লারা মনে মনে বলল *বিকল্প আসলে কিছু নেই।*

বারো

ওয়াল স্ট্রিটের এক অফিসভবনের পঁচিশতলায় পল মার্টিনের অফিস। দরজায় ঝাপসা সাইনবোর্ডে লেখা :

'পল মার্টিন, অ্যাটর্নি অ্যাটল।'

লারা গভীর একটা দম নিয়ে ঢুকে পড়ল অফিসে। ও যা ভেবেছিল তারচেয়ে ছোট রিসেপশন অফিস। একটি জীর্ণ ডেস্কের পেছনে বসে আছে স্বর্ণকেশী এক সেক্রেটারি।

'গুড মর্নিং। ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'মি. মার্টিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল লারা।

'আজ কি আপনার আসার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ,' ব্যাখ্যা দেয়ার সময় নেই লারার।

'আপনার নাম?'

'ক্যামেরন। লারা ক্যামেরন।'

সেক্রেটারি অদ্ভুত-চোখে দেখল লারাকে। 'এক মিনিট, মি. মার্টিন দেখা করবেন কিনা দেখছি।' ডেস্কের পেছনে উঠে দাঁড়াল সেক্রেটারি, অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরের অফিসে।

আমার সঙ্গে ওর দেখা করতেই হবে, ভাবল লারা।

একমুহূর্ত বাদে উদয় হল সেক্রেটারি। 'জি, মি. মার্টিন আপনাকে যেতে বলেছেন।'

স্বস্তির নিশ্বাসটা গোপন করল লারা। 'ধন্যবাদ।'

ভেতরের অফিসে ঢুকল লারা। ছোট, সাধারণ মানের একটি অফিস, একটি ডেস্ক, দুটো কাউচ, একটি কফি টেবিল এবং খানকয়েক চেয়ার। ডেস্কের পেছনে বসা মানুষটির বয়স ষাট/বাষট্টি হবে। মুখে বয়সের বলিরেখা, বাজপাখির মতো খাড়া নাক, সিংহের কেশরের মতো একমাথা সাদা চুল। জানোয়ারসুলভ ভয়ংকর কিছু একটা যেন আছে লোকটার মধ্যে। পরনে পুরোনো আমলের পিন-স্ট্রাইপ ডাবল ব্রেস্টেড গ্রে সুট এবং সরু কলারঅলা সাদা শার্ট। কথা বলার সময় গলার স্বর ঘ্যাসঘেঁসে এবং নিচু শোনাল, যেন অনুযোগ করছে।

'আমার সেক্রেটারি বলল আমি নাকি আপনাকে আশা করছি।'

'আমি দুঃখিত,' বলল লারা। 'আপনার সঙ্গে দেখা করাটা খুব জরুরি ছিল আমার

জন্য। তাই ওকথা বলতে হয়েছে।'

'বসুন, মিস...'

'ক্যামেরন। লারা ক্যামেরন।' একটা চেয়ারে বসল লারা।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

বুক ভরে শ্বাস নিল লারা। 'ছোট্ট একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি আমি। একটা বিল্ডিং নিয়ে ঝামেলা হয়েছে।'

'ঝামেলাটা কী শুনি?'

'আমি একজন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মি. মার্টিন। আমি ইস্ট সাইডে একটি বিল্ডিং বানাচ্ছি। অর্ধেক কাজ শেষ। কিন্তু হঠাৎ করে ইউনিয়নের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি।'

আইনজীবী শুনছে তবে কিছু বলছে না।

লারা দ্রুত বলে চলল, 'আমি রাগ করে এক শ্রমিককে চড় মেরে বসি। ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে।'

বিস্মিত দেখাল মার্টিনকে। 'মিস ক্যামেরন...এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী?'

'শুনলাম আপনি নাকি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'ভুল শুনেছেন। আমি কর্পোরেট অ্যাটর্নি। বিল্ডিং মেরামতের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আর ইউনিয়ন নিয়েও আমি কাজ করি না।'

দমে গেল লাবা। 'ওহ্, আমি ভেবেছিলাম...আপনার কি কিছুই করার নেই?'

ডেস্কে হাতের তালু রাখল আইনজীবী, যেন এখনই আসন ছাড়বে। 'আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি। একজন লেবার লইয়ার ধরুন। তাকে দিয়ে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করুন এবং...'

'সময় নেই। ...আরেকটা পরামর্শ কী?'

'বিল্ডিং ব্যবসা ছেড়ে দিন,' বুড়োর চোখ লারার বুকে সেঁটে আছে। 'এর জন্য সঠিক জিনিসটি আপনার নেই।'

'কী?'

'এটা মহিলাদের জায়গা নয়।'

'কোন্টা মহিলাদের জায়গা?' ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল লারা। 'নগ্ন হওয়া, গর্ভবতী হওয়া এবং রান্না করা?'

'অনেকটা সেরকমই।'

লারা ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল। 'আপনি এখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পড়ে আছেন। আপনি বোধহয় জানেন না মেয়েরা এখন স্বাধীন।'

মাথা নাড়ল পল মার্টিন, 'না। তারা শুধু হাউকাউ করতেই জানে।'

'গুড বাই, মি. মার্টিন। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।'

লারা সবেগে ঘুরল, গটগট করে বেরিয়ে এল অফিস থেকে, পেছনে দড়াম করে

বন্ধ করল দরজা। দাঁড়িয়ে পড়ল করিডরে, বুক ভরে দম নিল। বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে ও। কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে সে। এত বছর তিলতিল করে গড়ে তোলা সবকিছু নিয়ে সে বাজি ধরেছিল এবং এক লহমায় সবকিছু খুইয়ে ফেলেছে। এখন আর ঘুরে দাঁড়াবার সময় নেই। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

সব শেষ।

ঠাণ্ডা, বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় হাঁটছে লারা। তীব্র শীতল বাতাসের কামড় সম্পর্কে সচেতন নয়। যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে ও পড়েছে তার চিন্তায় ডুবে আছে। কেলারের সতর্কবাণী বাজছে কানে। *তুমি ভবন তৈরি করছ এবং ওগুলোতে চড়ছ। এটা পিরামিডের মতো। সাবধান না থাকলে ধসে পড়বে পিরামিড।* এবং তা-ই ঘটেছে। শিকাগোর ব্যাংকগুলো ওখানে তার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেবে। নতুন বিল্ডিঙের পেছনে যে টাকা ঢেলেছে লারা, সব জলে যাবে। আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে। *বেচারা হাওয়ার্ড*, ভাবছে লারা। *ও আমার স্বপ্নে বিশ্বাস করেছিল আর আমি ওর বিশ্বাস ভেঙে চুরচুর করে দিয়েছি।*

থেমে গেছে বৃষ্টি, পরিষ্কার হতে শুরু করেছে আকাশ। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে ম্লান সূর্য। হঠাৎ বুঝতে পারল লারা ভোর হয়েছে। সারারাত সে হাঁটাহাঁটি করেছে। লারা চারপাশে তাকাল। নতুন ভবন থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরে ও। *শেষবারের মতো ওটাকে একবার দেখে আসি*, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লারা।

এক ব্লক দূরে থাকতে শব্দটা ভেসে এল কানে। ড্রিল এবং হাতুড়ির আওয়াজ, গর্জন করছে সিমেন্ট মিক্সার। দাঁড়িয়ে পড়ল লারা। কান পেতে শুনল শব্দগুলো। তারপর ছুটতে শুরু করল বিল্ডিং সাইট অভিমুখে। ওখানে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল ও, অবিশ্বাস ফুটল চোখে।

সমস্ত ক্রু এসে হাজির, পূর্ণোদ্যমে কাজ করছে সকলে।

ফোরম্যান এল। মুখে হাসি, 'মর্নিং, মিস ক্যামেরন।'

অবশেষে রা ফুটল লারার কণ্ঠে, 'কী–কী ঘটছে? আ...আমি ভেবেছি তুমি তোমার লোকদের নিয়ে চলে গেছ।'

আড়ষ্ট গলায় ফোরম্যান বলল, 'ছোট্ট একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে, মিস ক্যামেরন। ব্রুনোর ফেলে দেয়া রেঞ্চের আঘাতে আপনি মারাও যেতে পারতেন।'

ঢোক গিলল লারা, 'কিন্তু সে...

'চিন্তা করবেন না। ও চলে গেছে। ওরকম আর কিছু কখনও ঘটবে না। আপনাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমরা ঠিক সময়েই ফিরে এসেছি।'

লারার মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে। দেখল ভবনের কঙ্কালের ওপর লোকজন কাজে

ব্যস্ত। ভাবল *আমি আবার সব ফিরে পেয়েছি। সবকিছু। পল মার্টিন।*

অফিসে ঢুকেই পল মার্টিনকে ফোন করল লারা। সেক্রেটারি জানাল, 'দুঃখিত, মি. মার্টিন অফিসে নেই।'

'ওনাকে কি একটু বলবেন আমাকে যেন ফোন করেন?' লারা সেক্রেটারিকে নাম্বার দিল।

তিনটার দিকেও মার্টিনের তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে আবার ফোন করল লারা।

'দুঃখিত। মি. মার্টিন অফিসে নেই।'

পাঁচটার দিকে লারা পল মার্টিনের অফিসে গেল। স্বর্ণকেশী সেক্রেটারিকে বলল, 'আপনি কি মি. মার্টিনকে অনুগ্রহ করে বলবেন লারা ক্যামেরন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

অনিশ্চিত দেখাল সেক্রেটারিকে, 'ইয়ে আ...এক মিনিট।'

সে ভেতরের অফিসে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এল এক মিনিট পরে। 'ভেতরে যান, প্লিজ।'

লারা ঘরে ঢুকতে পল মার্টিন মুখ তুলে চাইল।

'বলুন, মিস ক্যামেরন?' তাঁর কণ্ঠ শীতল। রাগ বা অনুরাগ কিছুই ফুটে নেই।

'আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।'

'ধন্যবাদ কিসের জন্য?'

'ইউনিয়নের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্য।'

ভুরু কুঁচকে গেল আইনজীবীর, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'আজ সকালে শ্রমিকরা সবাই ফিরে এসেছে। সবাই কাজ করছে।'

'বেশ, অভিনন্দন।'

'আপনি যদি আপনার পারিশ্রমিকের বিলটা পাঠিয়ে দিতেন...'

'মিস ক্যামেরন, আপনি ছোট্ট একটি ভুল করেছেন। আপনার সমস্যার যদি সমাধান হয়ে গিয়ে থাকে তো আমি খুশি হয়েছি। তবে আমি আপনার জন্য কিছুই করিনি।'

লারা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল পল মার্টিনের দিকে। 'ঠিক আছে। আ...আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'নো প্রবলেম।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল লারা।

একটু পরে মার্টিনের সেক্রেটারি ঢুকল ঘরে। 'মিস ক্যামেরন আপনার জন্য একটি প্যাকেজ রেখে গেছেন।'

ছোট একটি প্যাকেজ। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। কৌতূহল নিয়ে সে ওটা খুলল।

ভেতরে বর্ম পরা রুপোর এক নাইট। লড়াইর জন্য প্রস্তুত। ক্ষমা প্রার্থনা।

আমাকে সে কী বলেছিল? ডাইনোসর। মার্টিন তার দাদার গলা যেন শুনতে পেল। *ওটা ছিল খুবই বিপজ্জনক সময়, পল। তরুণরা সিদ্ধান্ত নেয় তারা মাফিয়ার নেতৃত্ব দখল করবে বুড়ো ডাইনোসর গুঁফো পিটকে সরিয়ে দিয়ে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। তবে ওরা কাজটা করতে পেরেছিল।*

কিন্তু সে অনেক অনেক কাল আগের কথা, প্রাচীন একটি দেশে ওই ঘটনা ঘটেছিল। দেশটির নাম সিসিলি।

তেরো

জিবেলিনা, সিসিলি, ১৮৭৯

জিবেলিনা সিসিলির ছোট একটি গ্রাম। এখানে মার্টিনিরা স্ট্রানিয়েরি বা বহিরাগত হিসেবে পরিচিত। পল্লি এলাকাটি জনমানবশূন্য, মৃত্যুর উষর ভূমি যেন, নির্দয় সূর্যতাপে দগ্ধ হয়, কোনও মর্ষকামী চিত্রকর যেন এঁকেছে এর ল্যান্ডস্কেপ। এখানে বড় বড় জমিনের মালিক গাবেলোটি বা ধনবান ভূস্বামীগণ। মার্টিনি পরিবার ক্ষুদ্র একটি খামার কিনে কোনওমতে জীবন ধারণের চেষ্টা করছে।

একদিন সপরিনটেনডেন্ট (সুপারিনটেনডেন্ট) এল গিউসেপ্পি মার্টিনির বাসায়।

'আপনার ছোট ফার্মের জমিন পাথর ভরা,' বলল সে। 'এখানে জলপাই এবং আঙুর কিছুই ফলাতে পারবেন না।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না,' বলল মার্টিনি। 'আমি সারাজীবন খামারে কাজ করা মানুষ।'

'আমরা আপনাকে নিয়ে চিন্তা করছি,' বলল সুপারিনটেনডেন্ট। 'ডন ভিটোর ভালো কিছু চাষের জমি আছে। উনি সেগুলো আপনাকে দিয়ে বর্গা খাটাতে চান।'

'আমি ডন ভিটো এবং তাঁর জমির কথা জানি,' মুখ বাঁকাল গিউসেপ্পি মার্টিনি। 'আমি যদি তার খামারে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হই, উনি ফসলের চারভাগের তিনভাগই নিয়ে যাবেন এবং শস্যের ওপর শতকরা একশোভাগ সুদ ধরবেন। আমার কপালে কিছুই জুটবে না। বোকা মানুষগুলোর মতো আমিও ঠকে যাব। তাঁকে বলে দেবেন আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি নই।'

'আপনি বিরাট ভুল করছেন, সিনর। এটা একটা বিপজ্জনক দেশ। এখানে মারাত্মক সব দুর্ঘটনা ঘটে।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'অবশ্যই না, সিনর। আমি শুধু বোঝাবার চেষ্টা করছি...'

'এখান থেকে চলে যান,' বলল গিউসেপ্পি মার্টিনি।

ওভারশিসয়ার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মার্টিনির দিকে। তারপর চেহারা করুণ করে মাথা নাড়ল। 'আপনি বড্ড একরোখা মানুষ।'

গিউসেপ্পি মার্টিনির ছোটছেলে ইতো জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে, বাবা?'

'এক বড়লোক ভূস্বামীর ওভারশিসয়ার।'

'আমার লোকটাকে একদম পছন্দ হয়নি,' বলল বালক।

'আমারও না, ইভো।'

পরদিন রাতে গিউসেপ্পি মার্টিনির ফসলের ক্ষেতে আগুন লেগে পুড়ে গেল সমস্ত শস্য। অল্প যে কটা গরু-বাছুর ছিল ওগুলো হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল।

তখন গিউসেপ্পি দ্বিতীয় ভুলটি করে বসল। সে গাঁয়ের গার্ডিয়ার কাছে গেল।

'আমার নিরাপত্তা দরকার,' বলল সে।

উদাস দৃষ্টিতে তাকে দেখল চিফ অব পুলিশ। 'আমরা তো নিরাপত্তা দেয়ার জন্যই এখানে আছি। আপনার সমস্যাটা কী, সিনর?'

'গত রাতে ডন ভিটোর লোকজন আমার ফসলের ক্ষেত পুড়িয়ে দিয়েছে এবং গরু-বাছুর চুরি করেছে।'

'এটা তো সিরিয়াস অভিযোগ। প্রমাণ করতে পারবেন?'

'তার সপরিনটেডেন্ট এসে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে।'

'সে কি বলেছে ওরা আপনার ফসল পুড়িয়ে দেবে এবং আপনার গরু-বাছুর চুরি করবে?'

'অবশ্যই না,' জবাব দিল গিউসেপ্পি মার্টিনি।

'তাহলে কী বলেছে?'

'বলেছে আমার খামার ছেড়ে দিয়ে ডন ভিটোর জমিতে বর্গা খাটতে।'

'আপনি কি 'না' করে দিয়েছেন?'

'একশোবার।'

'সিনর, ডন ভিটো অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষ। তিনি আপনাকে তাঁর ফার্মে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করতে বলছেন?'

'আমি প্রটেকশন চাই,' গর্জে উঠল গিউসেপ্পি মার্টিনি। 'ওদের কারণে আমি আমার জমি থেকে বিতাড়িত হতে চাই না।'

'সিনর, আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। দেখছি কী করা যায়।'

পরদিন বিকেলে ছোট্ট ইভো শহর থেকে ফিরছে, দেখল তার বাবার খামারের দিকে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে জনা ছয় মানুষ। তারা বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একটু পরেই ইভো দেখতে পেল তার বাবাকে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে এনেছে লোকগুলো, নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। একজন বন্দুক তাক করে বলল, 'তোমাকে পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ দিচ্ছি। ভাগো!'

'না! এটা আমার জমি! আমি...'

আতঙ্কিত ইভো দেখল লোকটা বাবার পায়ের কাছে গুলি করে ধুলো ওড়াল।

'ভাগো!'

গিউসেপ্পি মার্টিনি ছুটতে শুরু করল।

লোকগুলো চড়ে বসল যে-যার ঘোড়ার পিঠে, মার্টিনির চারপাশে চক্কর দিতে লাগল, সেইসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

লুকিয়ে পড়ল ইভো। ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখল সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে।

গিউসেপ্পি মার্টিনি যতবার মাঠ পেরিয়ে রাস্তার ধারে চলে এল, প্রতিবার ঘোড়সওয়ারদের কেউ-না-কেউ তাকে লাথি মেরে ফেলে দিল মাটিতে। মার্টিনির গা বেয়ে দরদর ধারায় ঝরছে রক্ত। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে সে। আর ছুটতে পারছে না।

ঘোড়সওয়াররা ভাবল অনেক মজা করা হয়েছে। এবার খেলা সাঙ্গ করা দরকার। একজন মার্টিনির গলায় একটা রশি পরিয়ে দিল, টানতে টানতে নিয়ে চলর কুয়োর দিকে।

'কেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল মার্টিনি। 'আমি কী করেছি?'

'তুমি গার্ডিয়ার কাছে গেছ। কাজটা করা ঠিক হয়নি।'

ওরা মার্টিনির ট্রাউজার্স খুলে নিল। একজন একটা ছুরি বের করল, বাকিরা লোকটাকে ঠেসে ধরল মাটিতে।

'তোমাকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।'

চিৎকার দিল গিউসেপ্পি। 'না, প্লিজ! আমি দুঃখিত।'

হাসল ওরা। 'কথাটা তোমার বৌকে বোলো।'

একজন, সে দলটার নেতা, খপ করে গিউসেপ্পির পুরুষাঙ্গ চেপে ধরল এক হাতে, অন্য হাতে ছুরি চালিয়ে দিল।

ভয়ানক আর্তনাদে আকাশ-বাতাস যেন কেঁপে উঠল।

'এ জিনিসের তোমার আর প্রয়োজন হবে না,' বলল দলনেতা। সে কাটা পুরুষাঙ্গ গিউসেপ্পির মুখে ঢুকিয়ে দিল। গোঁ গোঁ করে উঠল গিউসেপ্পি, থুতু করে ফেলে দিল রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড।

দলনেতা তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জিনিসটার স্বাদ ওর পছন্দ হয়নি।'

'Uceidi qnel figlio di puttand!'

দলের একজন নেমে পড়ল তার ঘোড়া থেকে, মাঠ থেকে তুলে নিল কয়েকখণ্ড ওজনদার পাথর। গিউসেপ্পির রক্তমাখা ট্রাউজার্স তাকে পরিয়ে দিল। তারপর পকেটে ভরল পাথরগুলো।

'এবার তুমি যাও,' গিউসেপ্পিকে তুলে নিল ওরা, চলে এল কুয়োর সামনে। 'মজা করে ঘুরে এসো।'

গিউসেপ্পিকে ওরা কুয়োয় ফেলে দিল।

'ওই পানি এখন খেলে মনে হবে মুত খাচ্ছি,' মন্তব্য করল একজন।

হেসে উঠল অন্যরা। 'গাঁয়ের লোকরা পার্থক্যটা বুঝতে পারলে তো।'

ওরা কান পাতল। একটা শব্দ ভেসে এল কুয়ো থেকে—ঝপাস! লোকগুলো ঘোড়ায় চড়ল। এগোল মার্টিনির বাড়ির দিকে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে, দূর থেকে সব দেখল ইভো মার্টিনি। দশ বছর বয়সী ছেলেটা ছুটে গেল কুয়োর ধারে।

উঁকি দিল সে। ফিসফিস করে ডাকল, 'বাবা...'

কিন্তু গভীর কুয়ো তার ডাকে সাড়া দিল না।

দলটা গিউসেপ্পি মার্টিনিকে কুয়োয় ফেলে দিয়ে চলে এল মারিয়ার খোঁজে। মারিযা মার্টিনির বউ। ওরা মারিয়াকে রান্নাঘরে পেল।

'আমার স্বামী কোথায়?' ফুঁসে উঠল মারিয়া।

মুচকি হাসল দলনেতা। 'পানি খেতে গেছে।'

দুজন লোক মারিয়ার দিকে পা বাড়াল। একজন বলল, 'ওইরকম একটা কুৎসিত লোকের বউ হিসেবে তোমার মতো সুন্দরীকে একদম মানায় না।'

'আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও,' হুকুম দিল মারিয়া।

'মেহমানদের সঙ্গে একরম ব্যবহার করে কেউ?' একজন টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল মারিয়ার পোশাক। 'তোমাকে এখন থেকে বিধবার পোশাক পরতে হবে। কাজেই এ ড্রেসের আর দরকার হবে না।'

'জানোয়ার!'

চুল্লিতে একটা পাত্রে টগবগ করে ফুটছিল পানি। মারিয়া হাত বাড়িয়ে টেনে নিল পাত্র, গরম পানি ছুড়ে মারল লোকটার মুখে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। 'ফিকা!'

গুলি করল সে মারিয়াকে।

মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেল মারিয়া।

দাবড়ি দিল দলনেতা, 'গর্দভ! আগে মৌজ করবি তারপরে না গুলি করবি। এখন চলো সবাই। ডন ভিটোকে খবর দিতে হবে।'

আধঘণ্টা পরে সবাই চলে এল ডন ভিটোর বাড়িতে।

'আমরা স্বামী-স্ত্রীর সুব্যবস্থা করে এসেছি,' জানাল দলনেতা।

'আর ছেলেটার কী করেছ?'

দলনেতা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ডন ভিটোর দিকে, 'ওদের ছেলের কথা তো কিছু বলেননি।'

'ক্রেটিনো! আমি বলেছি পরিবারের সব ক'টাকে খতম করতে।'

'কিন্তু ও তো বালক মাত্র, ডন ভিটো।'

'বালকরাই বড় হয়ে পুরুষ হয়। পুরুষরা প্রতিশোধ নিতে চায়। ওকে মেরে ফেলো।'

'আপনার যা হুকুম।'

দুজন লোক রওনা হয়ে গেল মার্টিনির খামারের উদ্দেশে।

শোকে মুহ্যমান ইতো। বাবা-মাকে চোখের সামনে খুন হতে দেখেছে সে। এ পৃথিবীতে ওর কেউ নেই। কোথাও যাবার জায়গাও নেই। না, না আছে। একজন আছে ওর চাচা। নুনসিও মার্টিনি, পালেরমো থাকে। ওকে দ্রুত চাচার কাছে চলে যেতে হবে। ডন তিটোর লোকজন যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে। ওকে দেখতে পেলেই খুন করে ফেলবে। এখনও যে ও খুন হয়ে যায়নি ভেবে অবাক লাগছে ভিটোর। একটা ন্যাপস্যাকে কিছু খাবার নিল তিটো, ব্যাগটা কাঁধে ফেলে তরাসে বেরিয়ে এল খামার থেকে।

ছোট্ট মেঠো পথটিতে চলে এল ইতো। হাঁটা ধরল। ঘোড়ার গাড়ি আসার শব্দ শুনলেই রাস্তা দিয়ে নেমে পড়ল, লুকাল গাছের আড়ালে।

ঘণ্টাখানেক পরে ইতো দেখতে পেল একদল ঘোড়সওয়ার রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছে। খুঁজছে ওকে। ইভো লুকিয়ে থাকল। লোকগুলো চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ নড়াচড়ার সাহস পেল না। তারপর আবার হাঁটা ধরল। রাত কাটাল ফলবাগানে, ফল খেয়ে মেটাল পেটের খিদে। এভাবে তিনটি দিন কেটে গেল ওর।

ডন ভিটোর খপ্পরে পড়ার আর ভয় নেই যখন বুঝতে পারল ইভো, ছোট একটি গাঁয়ে ঢুকল। এখানে একটি বাজার আছে। ঘণ্টাখানেক বাদে সে একটি ফার্ম কার্টে চড়ে রওনা হল পালেরমোর উদ্দেশে।

মাঝরাতে চাচার বাড়ি এসে পৌঁছুল ইভো। শহরের বাইরে বিশাল একটি ভ্যিড়ি নিয়ে বাস করে নুনসিও মার্টিনি। বাড়িতে রয়েছে প্রশস্ত ব্যালকনি, টেরেস এবং উঠোন। ইভো সামনের দরজায় কড়া নাড়ল। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পরে গম্ভীর একটি কণ্ঠ সাড়া দিল, 'কে রে?'

'আমি ইতো, নানসিও চাচা।'

একটু পরে দরজা খুলে দিল নানসিও মার্টিনি, ইতোর চাচা প্রকাণ্ডদেহী, মাঝবয়েসি, খাড়া রোমান নাক, বাতাসে উড়ছে সাদা চুল। পরনে নাইটশার্ট। ছেলেটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'ইভো! এত রাতে তুই? তোর মা-বাবা কই?'

'ওরা মারা গেছে,' ফুঁপিয়ে উঠল ইভো।

'মারা গেছে? আয়, ভেতরে আয়।'

ইভো টলতে টলতে ঢুকল ঘরে।

'ওরা মারা গেল কীভাবে? অ্যাক্সিডেন্ট?'

মাথা নাড়ল ইভো। 'ডন ভিটো ওদেরকে খুন করেছে।'

'খুন করেছে? কিন্তু কেন?'

'আমার বাবা তার জমিতে বর্গা খাটতে রাজি হয়নি বলে।'

'ওহ্'

'কিন্তু সে বাবা-মাকে মারল কেন? ওরা তো কোনও দোষ করেনি।'

'এর মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই,' বললেন নানসিও।

ইভো বড় বড় চোখ করে তাকাল চাচার দিকে, 'ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই? তাহলে?'

'সবাই ডন ভিটোকে চেনে। তার একটা নাম-ডাক আছে। সে সম্মানী এবং ক্ষমতাধর মানুষ। তোর বাবার কাছে যদি সে পরাজয় মেনে নিত তাহলে অন্যরাও তাকে পাত্তা দিত না। সে ক্ষমতা হারাত। আর এটা সে চায়নি বলেই তোর বাবা মাকে হত্যা করেছে। কিন্তু করার কিছুই নেই।'

চাচার দিকে তাকিয়ে ছিল ছেলেটা। স্তম্ভিত। 'কিছুই করার নেই?'

'অন্তত এ মুহূর্তে কিছু করার নেই। তোর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। যা, ঘুমাতে যা।'

সকালে নাশতার টেবিলে কথা বলল ওরা।

'তুই আমার সঙ্গে থাক। থাকবি?' বললেন নানসিও মার্টিনি। তিনি বিপত্নিক।

'থাকব।' জবাব দিল ইভো।

'তোর মতো চালাক চতুর ছেলে আমার দরকার। তোব গায়েও তো বেশ শক্তি আছে, নাকি?'

'আমার গায়ে অনেক শক্তি আছে,' বলল ইভো।

'গুড।'

'তুমি কী করো, চাচা?' জানতে চাইল ইভো।

'আমি মানুষজনকে নিরাপত্তা দিই,' হাসলেন নানসিও মার্টিনি।

মাফিয়া, যাদের আসল পরিচিতি 'কালো হাত' হিসেবে, সিসিলির পুরোটা জুড়ে তারা ছড়িয়ে তো আছেই, ইটালির দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলগুলোতেও তাদের আধিপত্য কম নয়। নির্দয়, অটোক্রেট সরকারের হাত থেকে গরিব দুঃখী মানুষদের রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিয়েছে তারা। মাফিয়া অন্যায়ের প্রতিবিধান করে, ভুলের প্রতিশোধ নেয়। তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে খোদ সরকার তাদের ভয়ে ভীত। ব্যবসায়ী এবং কৃষকশ্রেণী মাফিয়াদের দেবতাজ্ঞানে পুজো করে।

শোনা যায়, মাফিয়া শব্দটি উদ্ভাবনের পেছনে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি হল, এক কিশোরীকে ধর্ষণের পরে মেরে ফেলা হয়েছিল। তার শোকাহত মা রাতের বেলা মেয়ের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রাস্তায় কেঁদে কেঁদে ফিরছিল, *'মা ফিয়া! মা ফিয়া!'*

নানসিও মার্টিনি পালেরমো'র মাফিয়া কাপু। তাঁর দলের প্রতি সবাই যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন করছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর তার। যারা আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যর্থ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তির মাত্রা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। হাত-পা ভাঙা থেকে মন্থরগতিতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু পর্যন্ত।

ইভো তার চাচার জন্য কাজে লেগে গেল।

পরবর্তী পনেরো বছর পালেরমো হয়ে উঠল ইভোর স্কুল আর চাচা নানসিও তার শিক্ষক। ইভো শুরু করেছিল সংবাদবাহক হিসেবে, তারপর কালেক্টরের দায়িত্ব পেল, অবশেষে চাচার বিশ্বস্ত লেফটেনেন্টে পরিণত হল।

পঁচিশ বছর বয়সে সুন্দরী সিসিলিয়ান কন্যা কারমেলাকে বিয়ে করল ইভো। এক বছর পরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল ওরাগিয়ান কার্লো। ইভো পরিবার নিয়ে নিজের বাড়িতে উঠল। চাচার মৃত্যুর পরে চাচার পদ দখল করল ইভো। আরও বেশি সাফল্য অর্জন করল সে। তবে তার কিছু অসমাপ্ত কাজ রয়ে গিয়েছিল।

একদিন সে কারমেলাকে বলল, 'জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু করো। আমরা আমেরিকা যাচ্ছি।'

অবাক হল কারমেলা। 'আমরা কেন আমেরিকা যাব?'

প্রশ্ন শুনতে পছন্দ করে না ইভো। 'যা বললাম করো। আমি এখন বাইরে যাচ্ছি। দুই-তিনদিন পরে ফিরব।'

'ইভো...'

'মালসামান গোছাও।'

জিবেলিনার গার্ডিয়া হেডকোয়ার্টার্সের সামনে তিনটি কালো রঙের ক্যারিজ এসে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন, তার ওজন এখন বেড়ে গেছে ত্রিশ পাউন্ড, ডেস্কে বসে কাজ করছে, দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ছয়জন লোক ঢুকল তেতরে। সবার পরিপাটি বেশভূষা, দেখেই মনে হয় অভিজাতশ্রেণীর মানুষ।

'গুড মর্নিং জেন্টলমেন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'আমরা বরং তোমার জন্য কিছু করতে এসেছি,' বলল ইভো। 'আমাকে চিনতে পারছ? আমি গিউসেপ্পি মার্টিনির ছেলে।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চোখ। 'তুমি,' বলল সে। 'তুমি এখানে কী করছ? এ জায়গাটা তোমার জন্য বিপজ্জনক।'

'তোমার দাঁতের জন্য এসেছি।'

'আমার দাঁত?'

'হ্যাঁ।' ইভোর দুই লোক ক্যাপ্টেনের দুপাশে এসে দাঁড়াল।

চেপে ধরল দুই হাত। 'তোমার দাঁতের চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসা দিতে

এসেছি।'

ইভো চিফের মুখের মধ্যে ঠেসে ধরল বন্দুকের নল। টিপে দিল ট্রিগার।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল ইভো। 'চলো।'

পনেরো মিনিট পরে ঘোড়ার গাড়ি তিনটে চলে এল ডন ভিটোর বাড়িতে। বাইরে পাহারা দিচ্ছে দুজন গার্ড। তারা কৌতূহল নিয়ে গাড়িগুলোকে দেখছে। গাড়ি থেকে নামল ইভো।

'গুড মর্নিং। ডন ভিটো আমাদেরকে আসতে বলেছেন।'

একজন গার্ডের ভুরু কুঁচকে গেল। 'কিন্তু উনি তো আপনাদের সম্পর্কে কিছু...'

কথা শেষ হল না, তার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল গার্ড দুজন। শক্তিশালী লুপারা কার্টিজের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাদের শরীর।

ঘরের মধ্যে ছিলেন ডন ভিটো। গুলির আওয়াজ শুনে জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন। কী ঘটছে দেখে দ্রুত ড্রয়ার খুলে বন্দুক বের করলেন। 'ফ্রাংকো!' হাঁক ছাড়লেন তিনি। 'অ্যান্টোনিও! জলদি!'

বাইরে থেকে আরও গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

একটি কণ্ঠ ডাকল, 'ডন ভিটো...'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন ডন।

ইভো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, হাতে উদ্যত বন্দুক। 'অস্ত্র ফেলে দিন।'

'আমি...'

'ফেলে দিন।'

মেঝেতে বন্দুক খসে পড়তে দিলেন ডন ভিটো। 'তোমাদের যা-খুশি নিতে পারো। নিয়ে চলে যাও।'

'আমি কিছুই চাই না,' বলল ইভো। 'আমি এখানে এসেছি আপনার একটা দেনা শোধ করতে।'

ডন ভিটো বললেন, 'দেনাটা যাই হোক, পরিশোধ করতে হবে না। আমি ওটার কথা ভুলে যাব।'

'কিন্তু আমি ভুলব না। আপনি জানেন আমি কে?'

'না।'

'ইভো মার্টিনি।'

ভুরু কুঁচকে গেল বৃদ্ধের। মনে করার চেষ্টা করছেন। কাঁধ ঝাঁকালেন।

'তোমাকে আমি চিনতে পারছি না।'

'পনেরো বছর আগে আপনার লোকেরা আমার বাবা-মাকে হত্যা করেছিল।'

'কী ভয়ংকর!' চেঁচিয়ে উঠলেন ডন ভিটো। 'আমি ওদের সব ক'টাকে শাস্তি দেব। আমি...'

ইভোর হাত নড়ে উঠল, বন্দুকের প্রচণ্ড বাড়িতে বুড়োর খাড়া নাকটা মুখের সঙ্গে

সমান হয়ে গেল। স্রোতের মতো রক্ত বেরুচ্ছে। 'আমাকে মেরো না,' গুঙিয়ে উঠলেন ডন ভিটো। 'আমি...

পকেট থেকে ছুরি বের করল ইভো। 'প্যান্ট খুলুন।'

'কেন? তুমি...'

বন্দুক তুলল ইতো। 'আপনাকে প্যান্ট খুলতে বলেছি।'

'না!' চেঁচাচ্ছেন ডন ভিটো। 'তুমি কী করছ ভেবে দ্যাখো। আমার ছেলে এবং ভাই আছে। আমার ক্ষতি করলে ওরা তোমাকে খুঁজে বেব করে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।'

'খুঁজে পেলে তো,' বলল ইভো। 'প্যান্ট খুলুন।'

'না।'

বুড়োর একটি হাঁটুর মালাইচাকি লক্ষ্য করে গুলি করল।

যন্ত্রণায় হাউমাউ করে উঠলেন তিনি।

'আচ্ছা, আমি খুলে দিচ্ছি,' বলল ইভো। সে বুড়োর প্যান্ট খুলে ফেলল। তারপর আন্ডারওয়্যার। এরপর হাতের ছুরি দিয়ে এক পোচে দুইখণ্ড করে ফেলল পুরুষাঙ্গ।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন ডন ভিটো।

ইতো পুরুষাঙ্গটি বুড়োর মুখে গুঁজে দিল। 'দুঃখিত, তোমাকে কুয়োতে ফেলতে পারছি না,' বলল সে। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল ইভো, গুলি করল বুড়োর মাথায়, তারপব বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাইরে ওব বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল।

'চলো।'

'এ লোকের পরিবার বিরাট, ইতো। ওরা তোমাকে খুঁজবে।'

'খুঁজুক।'

দুইদিন পরে ইভো তার স্ত্রী এবং ছেলে গিয়ান কার্লোকে নিয়ে একটি বোটে চড়ে রওনা হল নিউইয়র্কের উদ্দেশে।

গত শতকের শেষের দিকে নতুন বিশ্ব হয়ে উঠেছিল নানান সুযোগের সুযোগ্যভূমি। নিউইয়র্কে প্রচুর ইটালিয়ান বাস করত। ইভোর অনেক বন্ধু বড় এই শহরটিতে অভিবাসী হিসেবে চলে আসে। তারা যে-কাজটি সবচেয়ে ভালো জানে তা-ই শুরু করে দিল : প্রটেকশন র‍্যাকেট। মাফিয়া তার শুঁড় ছড়াতে শুরু করে। ইভো তার পারিবারিক নামের ইংরেজিকরণ করে। মার্টিনি থেকে মার্টিন। দিন দিন সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার।

গিয়ান কার্লো তার বাপকে যারপরনাই হতাশ করে তোলে। কাজের প্রতি তার কোনও আগ্রহ ছিল না। সাতাশ বছর বয়সে সে একটি ইটালিয়ান মেয়েকে গর্ভবতী করে তোলে, তাকে গোপনে বিয়ে করে এবং তিন মাস পরে একটি ছেলে আসে তাদের ঘরে। তার নাম রাখা হয় পল।

নাতির জন্য নানান পরিকল্পনা ছিল ইভোর। আমেরিকায় আইনজীবীদের অনেক কদর। ইভো তার নাতিকে আইন পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ছোট ছেলেটি ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বুদ্ধিমান। বাইশ বছর বয়সে তাকে হার্ভার্ড ল স্কুলে ভর্তি করা হয়। পলের গ্রাজুয়েশন শেষ হলে ইভো তাকে খ্যাতনামা একটি ল ফার্মে ঢুকিয়ে দেয়। শীঘ্রি সে ফার্মের পার্টনার হয়ে যায়। পাঁচ বছর পরে পল নিজেই ল-ফার্ম খুলে বসে। এদিকে ইভো বৈধ ব্যবসায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। তবে মাফিয়ার সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। তার নাতি তার মামলা-মোকদ্দমার সমস্ত কাজ করে দিচ্ছিল। ১৯৬৭ সালে মারা যায় ইভো। নিনা নামে একটি ইটালিয়ান মেয়েকে বিয়ে করে পল। নিনা যমজ সন্তানের মা হয়।

৭০-এর দশকটা প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কেটেছে পলের। তার প্রধান মক্কেলরা ছিল ইউনিয়নের লোকজন। ফলে তার একটা শক্ত অবস্থান ছিল। বড় বড় ব্যবসা এবং শিল্প-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় পলকে।

একদিন পল তার এক মক্কেল বিল রোহানের সঙ্গে লাঞ্চ করছিল। বিল একজন প্রসিদ্ধ ব্যাংকার। সে পলের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

'তুমি আমার গলফ ক্লাব সানি ভেলে যোগ দাও,' প্রস্তাব দিল বিল রোহান। 'তুমি তো গলফ খেল, নাকি?'

'মাঝে মাঝে,' জবাব দিল পল। 'সময় পেলে।'

'চমৎকার। আমি অ্যাডমিশন বোর্ডে আছি। আমি কি সদস্যপদে তোমার নাম তুলব?'

'তুলতে পারো।'

পরদিন বোর্ড ক্লাবে কে কে নতুন সদস্য হতে যাচ্ছে সে বিষয় নিয়ে মিটিং করছিল। পল মার্টিনের নাম উত্থাপন করা হল।

'আমি ওর নাম প্রস্তাব করছি,' বলল বিল রোহান। 'সে ভালো লোক।'

বোর্ডের আরেক সদস্য, জন হ্যামন্ড বলল, 'এ লোক তো ইটালিয়ান, তাই না? আমরা এ ক্লাবে কোনও ড্যাগো (ইটালিয়ান) চাই না, বিল।'

ব্যাংকার তাকাল হ্যামন্ডের দিকে। 'তুমি কি ওর বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। তাহলে ও বাদ। নেক্সট...'

মিটিং এগিয়ে চলল।

দুই হপ্তা বাদে পল মার্টিন ব্যাংকারের সঙ্গে আবার লাঞ্চ করছে। 'আমি গলফ প্রাকটিস কিন্তু শুরু করে দিয়েছি,' ঠাট্টার সুরে বলল পল।

বিব্রত দেখাল বিল রোহানকে। 'একটা ছোট্ট সমস্যা হয়ে গেছে, পল।'

'সমস্যা?'

'তোমার নাম সদস্যপদের জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু আমাদের বোর্ডের একজন সদস্য তোমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।'

'আচ্ছা? কেন?'

'ব্যাপারটা অন্যভাবে নিয়ো না। ও একটা ছাগল। ও ইটালিয়ানদের পছন্দ করে না।'

হাসল পল। 'এতে আমি কিছু মনে করিনি, বিল। অনেকেই ইটালিয়ানদের পছন্দ করে না। ইনি...'

'হ্যামন্ড। জন হ্যামন্ড।'

'মাংস ব্যবসায়ী?'

'হুঁ। আমি ওর সঙ্গে আবার কথা বলব। ওকে বলব তোমাকে সদস্যপদ দিতে যেন কোনও আপত্তি না করে।'

মাথা নাড়ল পল। 'আরে, এত ব্যস্ত হতে হবে না। আমার গলফের প্রতি তেমন একটা আগ্রহও নেই।'

ছয় মাস পরে, জুলাই'র মাঝামাঝি সময়, হ্যামন্ড মিট প্যাকিং কোম্পানির চারটে রেফ্রিজারেটেড ট্রাক শুয়োর এবং গরুর মাংসে বোঝাই হয়ে মিনেসোটার প্যাকিং হাউজ থেকে বাফেলো এবং নিউ জার্সির সুপার মার্কেটের উদ্দেশে যাচ্ছিল। হঠাৎ ট্রাকগুলো রাস্তায় থেমে গেল। ড্রাইভাররা ট্রাকগুলোর পেছনের দরজা খুলে চলে গেল।

খবর শুনে রেগে আগুন জন হ্যামন্ড। ম্যানেজারকে ডাকল সে।

'এসব হচ্ছেটা কী?' গর্জন ছাড়ল সে। 'দেড় মিলিয়ন ডলারের মাংস রোদের তাপে নষ্ট হয়ে গেছে। কী করে ঘটল?'

'ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে,' জানাল সুপারভাইজার।

'আমাদের না-জানিয়েই? ধর্মঘট কিসের জন্য? আরও টাকা চাইছে ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল সুপারভাইজার। 'জানি না। আমাকে ওরা কিছু বলেনি, স্রেফ ট্রাক ফেলে রেখে চলে গেছে।'

'স্থানীয় ইউনিয়নের নেতাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। আমি দেখছি সমস্যাটা কী,' বলল হ্যামন্ড।

সেদিন বিকেলে ইউনিয়ন রিপ্রেজেনটেটিভ এল হ্যামন্ডের অফিসে।

'ধর্মঘট ডাকার কথা আমাকে আগে জানানো হয়নি কেন?' খেঁকিয়ে উঠল হ্যামন্ড।

ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে রিপ্রেজেনটেটিভ বলল, 'আমি নিজেও ব্যাপারটা জানতাম না, মি. হ্যামন্ড। ওরা হঠাৎ করেই ধর্মঘট ডেকে বসেছে।'

'তুমি জানো আমি স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসা করি। ওরা কী চায়? বেতন বাড়াতে বলছে?'

'না, স্যার। সাবান।'

ভুরু কুঁচকে গেল জন হ্যামন্ডের। 'সাবান মানে?'

'আপনি ওদেরকে বাথরুমে যে সাবান ব্যবহার করতে দেন তার গন্ধ নাকি খুব বেশি তীব্র।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল হ্যামন্ডের। 'সাবানের গন্ধ খুব বেশি তীব্র? স্রেফ এ কারণে আমাকে দেড় মিলিয়ন ডলার গচ্চা দিতে হল?'

'আমাকে দোষ দেবেন না,' বলল ফোরম্যান। 'ওরা বলছে।'

'জেসাস,' বলল হ্যামন্ড। 'এসব কী শুনছি আমি? ওরা কী ধরনের সাবান চাইছে—ফেইরি সোপ?' ডেস্কে সশব্দে ঘুসি মারল সে। 'আবার যদি কখনও কোনও সমস্যার কথা বলে ওরা, সবার আগে তুমি আসবে আমার কাছে। বোঝা গেছে?'

'জি, মি. হ্যামন্ড।'

'ওদেরকে কাজে যোগ দিতে বলো। আজ সন্ধা ছ'টার মধ্যে বাজারের সবচেয়ে ভালো সাবানটা দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'আমি ওদেরকে এখুনি বলে দিচ্ছি, মি. হ্যামন্ড।'

জন হ্যামন্ড নিজের চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ফুঁসল। এ দেশ যে গোল্লায় যাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সাবান!

দুই হপ্তা পরে, আগস্টের প্রচণ্ড এক গরমের দুপুরে, হ্যামন্ড মিট প্যাকিং-এর পাঁচটি ট্রাক সাইরাকস এবং বোস্টনে মাংস ডেলিভারি দিতে যাচ্ছিল। ট্রাকগুলো রাস্তায় হঠাৎ থেমে গেল। ড্রাইভাররা রেফ্রিজারেটেড ট্রাকের পেছনের সবগুলো দরজা খোলা রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্ধ্যা ছয়টায় খবরটা শুনল জন হ্যামন্ড।

'এসব কী বলছ তুমি?' গাঁক গাঁক করে চেঁচাল সে। 'ওদেরকে নতুন সাবান দাওনি?'

'দিয়েছি,' জবাব দিল ম্যানেজার। 'যেদিন বলেছেন সেদিনই সাবানের ব্যবস্থা করেছি।'

'তাহলে এরকম করার কারণ কী?'

অসহায় ভঙ্গি করে ম্যানেজার বলল, 'আমি জানি না। কেউ কোনও অভিযোগ করেনি। কেউ আমাকে একটা কথাও বলেনি।'

'ইউনিয়নের প্রতিনিধির বাচ্চাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

সন্ধ্যা সাতটা। হ্যামন্ড ইউনিয়নের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছে।

'তোমার লোকদের বদমাইশির জন্য আজ দুপুরে আমাকে দুই মিলিয়ন ডলারের মাংস পানিতে ভাসিয়ে দিতে হয়েছে।' ঘর ফাটাল হ্যামন্ড। 'ওদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'আমি কি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে আপনার অভিযোগের কথা জানাব, মি. হ্যামন্ড?'

'না, না,' দ্রুত বলল হ্যামন্ড। 'দ্যাখো। তোমার লোকদের সঙ্গে এর আগে কখনও সমস্যা হয়নি আমার। ওদের যদি আরও টাকার দরকার হয়, আমার কাছে এসে বললেই পারে। আমরা ধীরেসুস্থে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। ওরা কত চাইছে?'

'কিছুই চাইছে না।'

'মানে?'

'বিষয়টি টাকা নিয়ে নয়, মি. হ্যামন্ড।'

'তাহলে কী নিয়ে?'

'বাতি।'

'বাতি?' হ্যামন্ডের মনে হল ভুল শুনেছে সে।

'জি। ওরা অভিযোগ করেছে ওয়াশরুমের বাতিগুলো নাকি টিমটিম করে জ্বলে।'

চেয়ারে হেলান দিল হ্যামন্ড, হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে।

'ঘটছে কী এসব?' মৃদু গলায় জানতে চাইল।

'বললামই তো ওরা বলছে...'

'ওসব বাদ দাও। ঝেড়ে কাশো। কী ঘটছে বলো।'

ইউনিয়ন প্রতিনিধি বলল, 'জানলে তো আপনাকে বলতামই।'

'কেউ চাইছে না আমি ব্যবসা করে খাই। তাই না?'

চুপ হয়ে রইল ইউনিয়ন প্রতিনিধি।

'ঠিক আছে,' বলল জন হ্যামন্ড। 'নামটা বলো আমাকে। কার সঙ্গে কথা বলব আমি?'

'একজন আইনজীবী আছেন উনি হয়তো এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। ইউনিয়ন কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছেই যায়। তাঁর নাম পল মার্টিন।'

'পল...?' হঠাৎ নামটা মনে পড়ে গেল জন হ্যামন্ডের।

'ওই হারামজাদাই তাহলে আমাকে ব্লাকমেইল করছে। বেরোও এখান থেকে,' চিৎকার করে উঠল, 'বেরোও!'

বসে বসে ফুঁসতে লাগল হ্যামন্ড। *কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে না। কেউ না।*

এক হপ্তা বাদে হ্যামন্ডের আরও ছ'টা ট্রাক রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল।

বিল রোহানকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানাল জন হ্যামন্ড। 'তোমার বন্ধু পল মার্টিনের কথা ভাবছিলাম আমি,' বলল সে। 'তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়া উচিত হয়নি আমার।'

'তোমার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে বলে খুশি হলাম, জন।'

'একটা কাজ করো। আগামী হপ্তায় তুমি তোমার বন্ধুর নাম সদস্য হিসেবে তুলবে। আমি তাকে ভোট দেব।'

পরের হপ্তায় যখন সদস্য হিসেবে পল মার্টিনের নাম এল, মেম্বরশিপ কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে তার নাম গ্রহণ করল।

জন হ্যামন্ড নিজে ফোন করল পল মার্টিনকে। 'অভিনন্দন, মি. মার্টিন। আপনাকে সানি ভেলের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আপনাকে সদস্য হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত।'

'ধন্যবাদ,' বলল পল। 'ফোন করেছেন বলে খুশি হয়েছি।'

জন হ্যামন্ড এরপর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে ফোন করল। পরের হপ্তায় অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল।

'তোমার সঙ্গে তো এখনও পল মার্টিনের সাক্ষাৎ হয়নি, হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করল বিল রোহান।

মাথা নাড়ল জন হ্যামন্ড। 'না। তবে তার বোধহয় গলফ খেলার সুযোগ হবে না। গ্রান্ড জুরি তোমার বন্ধুকে ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করছে।'

'মানে?'

'আমি তার সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য দেব ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে যাতে তার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠবে গ্রান্ড জুরি।'

মর্মাহত হল বিল রোহান। 'তুমি জানো তুমি কী করতে চলেছ?'

'অবশ্যই জানি। ও একটা তেলাপোকা, বিল। আমি ওকে পায়ের তলায় পিষে ফেলব।'

পরের সোমবার, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে যাচ্ছে জন হ্যামন্ড, গাড়ি চাপা পড়ল। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। পুলিশ ড্রাইভারকে খুঁজে পেল না।

এরপর থেকে প্রতি রোববার পল মার্টিন তার স্ত্রী এবং দুই যমজ সন্তানকে নিয়ে সানি ভেল ক্লাবে গেল লাঞ্চ করতে। বুফে খাবারটা ছিল জিভে জল আনার মতো।

পল মার্টিন তার বউকে খুব ভালোবাসে। সে একই সঙ্গে তার স্ত্রী এবং রক্ষিতাকে একই রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবার কথা কল্পনাও করে না। বিয়ে তার জীবনের একটা অংশ, প্রেমপীরিত্তি অন্য একটা অংশ। পল মার্টিনের সকল বন্ধুরই রক্ষিতা আছে। এটা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে বুড়োভামদের তরুণীদেরকে নিয়ে বিছানায় যাওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না পল। অমর্যাদাকর মনে হয়। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল ষাট বছর বয়সে পড়ার পরে আর রক্ষিতাদের পা মাড়াবে না। দু-বছর আগে সে ষাটে পা দিয়েছে। রক্ষিতা রাখা বাদ দিয়েছে পল। স্ত্রী নিনা তার সেরা সঙ্গী। এতদিন যা করেছে, করেছে। পল ডিগনিটিকে খুব সম্মান দেয়।

এই মানুষটির কাছেই সাহায্যের জন্য গিয়েছিল লারা। লারা ক্যামেরনের নামটা অনেক আগেই শুনেছে পল। তবে সে যে এত সুন্দরী, কল্পনাও করেনি। লারার রূপে মাথাঘুরে গেছে তার। মেয়েটি জেদি, একরোখা, তারপরও নারীসুলভ সবকিছুই তার মধ্যে রয়েছে। লারাকে দেখামাত্র তাব প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করে পল। *না,* পরক্ষণে সে শাসায় নিজেকে, *ওর বয়স খুব কম। আর আমি বুড়ো।*

প্রথমবার সাক্ষাতের পর লারা যখন ঝড় তুলে চলে গিয়েছিল অফিস থেকে, পল মার্টিন চেয়ারে বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। ভাবছিল লারার কথা। তারপর সে রিসিভার তুলে একটি ফোন করে।

চোদ্দ

নতুন বিল্ডিং-এর কাজ জোরেশোরে চলছে। লারা প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে পালা করে সাইটে যায়। লোকজন এখন তাকে সমীহ করে চলে। তাদের আচরণ, তাকাবার ভঙ্গি সবকিছুর মধ্যে ফুটে ওঠে সম্ভ্রম। এসবই ঘটছে পল মার্টিনের কল্যাণে, জানে লারা। সে অস্বস্তি নিয়ে লক্ষ করছে কুৎসিত চেহারার আকর্ষণীয় লোকটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

লারা পল মার্টিনকে আবার ফোন করল।

'আমরা কি একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি, মি. মার্টিন?'

'আপনি কি আবার কোনও সমস্যায় পড়েছেন?'

'না। ভাবলাম পরস্পরকে আরেকটু ভালোভাবে জানার জন্য একসঙ্গে লাঞ্চ করলে মন্দ হয় না?'

'দুঃখিত, মিস ক্যামেরন। আমি দুপুরে বাইরে লাঞ্চ খাই না।'

'তাহলে চলুন সন্ধ্যায় একদিন ডিনার করি?'

'আমি বিবাহিত, মিস ক্যামেরন। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে ডিনার করি।'

'ও, আচ্ছা। যদি...' কেটে গেল লাইন। *এ লোকের সমস্যাটা কী?* ভাবছে লারা। *আমি তো আর তার সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছি না। তাকে স্রেফ ধন্যবাদ জানাতে চাইছি।* লারা লোকটার চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিতে চাইল।

লারা ক্যামেরনের কণ্ঠ কানে মধুবর্ষণ করেছে, এ ভাবনাটা বিব্রত করে তুলছে পল মার্টিনকে। সে তার সেক্রেটারিকে বলল, 'মিস ক্যামেরন আবার ফোন করলে বলবে আমি অফিসে নেই।' সে প্রলোভিত হতে চায় না। আর লারা ক্যামেরন হল প্রলোভন।

যেভাবে কাজ এগোচ্ছে তাতে খুব খুশি হাওয়ার্ড কেলার।

'স্বীকার করতে লজ্জা নেই তুমি আমাকে একটা সময় বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে,' বলল সে। 'মনে হয়েছিল আমরা পাতালে গিয়ে ঠেকছি। তুমি মিরাকল দেখালে।'

আমি মিরাকল দেখাইনি, মনে মনে বলল লারা। *ওটা তৈরি করেছে পল মার্টিন।* লারা তার পেমেন্ট দেয়নি বলে হয়তো সে রাগ করে আছে।

লারা পলকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটি চেক পাঠিয়ে দিল।

পরদিন চেকটি ফেরত চলে এল ওর কাছে।

লারা পলকে আবার ফোন করল। তার সেক্রেটারি বলল, 'দুঃখিত, মি. মার্টিন নেই।'

মিথ্যা কথা। লোকটা বোধহয় লারাকে সহ্যই করতে পারে না। *যদি তাই হয় তাহলে সে আমাকে সাহায্য করল কেন?* অবাক হয় লারা।

হাওয়ার্ড কেলার ঢুকল লারার অফিসে।

'অ্যান্ড্রু লয়েড ওয়েবারের নতুন মিউজিকাল 'সং অ্যান্ড ডান্স'-এর দুটো টিকেট পেয়েছি। আমি শিকাগো যাচ্ছি। তুমি টিকেটদুটো ব্যবহার করতে পারবে?'

'না, আমি...দাঁড়াও,' একমুহূর্ত চুপ করে থাকল লারা।

'হুঁ, পারব মনে হয়। ধন্যবাদ, হাওয়ার্ড।'

সেদিন বিকেলে লারা একটি টিকেট খামে পুরে পল মার্টিনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল।

পরদিন টিকেট পেয়ে পল মার্টিন তো অবাক। থিয়েটারের একখানা টিকেট কে পাঠাল তাকে? নিশ্চয় ওই ক্যামেরন মেয়েটা। নাহ্, এর একটা নিষ্পত্তি না করলে আর চলছে না।

'শুক্রবার সন্ধ্যায় কি আমার কোনও কাজ আছে?' পল জিজ্ঞেস করল তার সেক্রেটারিকে।

'আপনার শ্যালকের সঙ্গে ডিনার করার কথা, মি. মার্টিন।'

'ওটা ক্যান্সেল করে দাও।'

লারা প্রেক্ষাগৃহে বসেছে। পাশের আসনখানা খালি। *ও তাহলে আসছে না,* ভাবল লারা। *গোল্লায় যাক লোকটা। আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই তো করেছি।*

প্রথম পর্বের অভিনয় শেষ হবার পরে নেমে এল পর্দা। দ্বিতীয় পর্ব দেখবে নাকি বাড়ি ফিরবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না লারা। তার পাশের আসনে এসে বসল একজন।

'অন্য কোথাও চলুন,' বলল পল মার্টিন।

একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা ডিনার করতে। পল মার্টিন লারার মুখোমুখি বসল। চুপচাপ লক্ষ করছে ওকে। ড্রিংকের অর্ডার নিতে এল ওয়েটার।

'আমি স্কচ আর সোডা নেব,' বলল লারা।

'আমি কিছুই নেব না।'

অবাক হল লারা।

'আমি মদ পান করি না।'

ডিনারের অর্ডার দেয়ার পরে পল মার্টিন বলল, 'মিস ক্যামেরন, আপনি আমার কাছে কী চান?'

'আমি কারও কাছে দেনা রাখতে চাই না,' বলল লারা। 'আপনার কাছে আমার একটা দেনা আছে। কিন্তু দেনাটা শোধ করার সুযোগ আপনি আমাকে দিচ্ছেন না। এ ব্যাপারটি আমাকে খুব বিব্রত করছে।'

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি...আমার কাছে আপনার কোনও দেনা নেই।'

'কিন্তু আমি...'

'শুনলাম আপনাব বিল্ডিঙের কাজ ভালোভাবেই এগোচ্ছে।'

'জি।' লারা 'আপনাকে ধন্যবাদ' বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল।

'আপনি যা-ই করেন, সেরা কাজটিই করেন। না?'

মাথা দোলাল লারা। 'আমি তাই করতে চাই। আমার কাছে এ ব্যাপারটি খুবই উত্তেজক মনে হয় যে আমার আইডিয়াটি কংক্রিট এবং স্টিলে রূপান্তরিত হয়ে একটি ভবন সৃষ্টি করছে। এ ভবনে মানুষজন কাজ করছে, থাকছে। ওটা একটা মনুমেন্টে রূপ নিচ্ছে, তাই না?' ওর চেহারা জ্বলজ্বল করছে।

'আমারও তাই মনে হয়। এবং একটি মনুমেন্ট আরেকটিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে?'

'ঠিক তাই,' উৎসাহভরা কণ্ঠে বলল লারা। 'আমি শহরের সবচেয়ে নামী রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার হতে চাই।'

লারার মধ্যে এমন একটা যৌনাবেদন আছে যা রীতিমতো সম্মোহক।

পল মার্টিন হাসল। 'আমি এতে অবাক হচ্ছি না।'

'আজ থিয়েটারে এলেন যে?' জিজ্ঞেস করল লারা।

পল এসেছিল বলতে লারা যেন তার সঙ্গে আর কোনোরকম যোগাযোগের চেষ্টা না করে। কিন্তু বলতে পারল না। বলল, 'শুনলাম নাটকটা নাকি বেশ ভালো।'

হাসল লারা। 'আশা করি আমরা আবার একসঙ্গে নাটক দেখব, পল।'

মাথা নাড়ল পল। 'মিস ক্যামেরন, আমি শুধু বিবাহিতই নই, সংসারের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন মানুষ। আমি আমার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসি।'

'খুব ভালো কথা,' বলল লারা। 'পনেরোই মার্চের মধ্যে বিল্ডিঙের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর এ উপলক্ষে আমরা একটি পার্টি দেব। আপনি আসবেন তো?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল পল মার্টিন। অবশেষে বলল, 'আচ্ছা, আসব।'

নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মোটামুটি সফল হল। লারা ক্যামেরন নিউইয়র্কে খুব একটা পরিচিত নাম নয়। কাজেই প্রেস কিংবা শহর থেকে মান্যগণ্য ব্যক্তি কেউ তেমন এলেন না। শুধু মেয়রের সহকারী এবং 'পেস্টে' পত্রিকা থেকে এক সাংবাদিক এলেন।

'বিল্ডিং প্রায় পুরোটাই ভাড়া হয়ে গেছে,' কেলার বলল লারাকে।

'অনেকেই ভিড় জমাচ্ছে।'

'ভালো,' অন্যমনস্ক সুরে বলল লারা। মন পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও। সে পল মার্টিনের কথা ভাবছে। আইনজীবী আসবে কিনা জানে না। পলের আসাটা ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষটাকে খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে। পল যে ওকে সাহায্য করেছে তা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না। কিন্তু তবুও...সে এমন এক লোকের পিছু নিয়েছে যে কিনা ওর বাপের বয়সী। সে মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিল।

লারা তার অতিথিদেরকে আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খাবার-দাবার এবং ড্রিংকের অভাব নেই কোনও। সবাই বেশ উপভোগ করছে পার্টি। পার্টির মাঝখানে হাজির হল পল মার্টিন। পার্টির সুর হঠাৎ বদলে গেল। শ্রমিকরা এমনভাবে পলকে অভ্যর্থনা জানাল যেন সে বিশাল কোনও মহারথী। ওরা পলকে যে খুব ভক্তি করে তা আচরণ দেখেই বোঝা যায়।

আমি কর্পোরেট অ্যাটর্নি। ইউনিয়নের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

মার্টিন মেয়রের সহকারীর সঙ্গে হাত মেলাল। ইউনিয়নের কয়েকজন কর্মকর্তাও হাজির ছিল। তারা লারাকে দেখে এগিয়ে গেল।

'আপনারা এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি,' বলল লারা।

পল মার্টিন প্রকাণ্ড ভবনের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'অভিনন্দন। আপনি দারুণ কাজ দেখিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ,' গলা নামাল লারা। 'আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।'

অপলক চোখে লারার দিকে তাকিয়ে আছে পল মার্টিন। লারাকে দারুণ লাগছে।

'পার্টি প্রায় শেষ,' বলল লারা। 'আমি আশা করেছিলাম আপনি আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাবেন।'

'আপনাকে বলেছি আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে ডিনার করি,' লারার চোখে চোখ রাখল পল মার্টিন। 'তবে আমি আপনাকে একটা ড্রিংক কিনে দেব।'

লারা হাসল। 'তথাস্তু।'

থার্ড এভিন্যুরা ছোট একটি বার-এ ঢুকল ওরা। কথা বলল। তবে কী নিয়ে গল্প করল মনে থাকল না কারওই।

দুজনের মধ্যে একটা সেক্সুয়াল টেনশন যেন কাজ করল।

'তোমার কথা বলো।' বলল পল মার্টিন। 'কে তুমি? তুমি কোত্থেকে এসেছ? এ ব্যবসা শুরু করলে কীভাবে?'

শন ম্যাকআলিস্টারের কথা মনে পড়ে গেল লারা। স্মৃতিতে ভেসে উঠল হোঁতকা শরীর নিয়ে তার ওপর চেপে বসেছে লোকটা।

'চলো আবার শুয়ে পড়ি, হানি। এমন মজা পেয়েছি। এসো, আবার করি।'

'নোভা স্কটিয়ার ছোট একটি শহর থেকে আমি এসেছি;' বলল লারা। 'গ্লেস বে। আমার বাবা ওখানে বোর্ডিং হাউজের ভাড়া তুলতেন। উনি মারা যাবার পরে আমি কাজটা শুরু করি। একজন বোর্ডার আমাকে জমি কিনতে সাহায্য করেন। আমি ওই জমিতে বিল্ডিং বানাই। শুরুটা তখন থেকে।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে পল মার্টিন।

'এরপব আমি শিকাগো চলে যাই। ওখানে কয়েকটি ভবন নির্মাণ করি। ওখানে বেশ ভালোই সাফল্য অর্জন করেছিলাম আমি। তারপব চলে আসি নিউইয়র্ক।' হাসল লারা।

'এই হল আমার পুরো গল্প,' তবে গল্পের কিছুটা আপনাকে বললাম না। আমার বাবাকে আমি ঘৃণা করতাম। আমি বড় হয়েছি দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করে। আমাকে শরীর বিলিয়ে দিতে হয়েছে শন ম্যাকআলিস্টারের কাছে...

যেন লারার মনের কথা পড়ে ফেলেছে পল মার্টিন, এমনভাবে বলল, 'জীবনটা নিশ্চয় খুব সুখের ছিল না?'

'আমি কোনও অভিযোগ করছি না।'

'তোমার আগামী প্রজেক্ট কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল লারা। 'ঠিক জানি না। অনেক কাজই করার মতো আছে, তবে এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এমন কোনও কাজ হাতে নেই।'

লারার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না পল মার্টিন।

'আপনি কী ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল লারা।

গভীর দম নিল পল মার্টিন। 'সত্যি কথা বলব? আমি ভাবছিলাম যদি বিয়ে না করতাম তাহলে তোমাকে বলতাম তোমার মতো সুন্দরী জীবনে দেখিনি আমি। কিন্তু আমি বিবাহিত। কাজেই তুমি এবং আমি বন্ধু হব। আমি কি কথাটা বোঝাতে পেরেছি?'

'খুব পরিষ্কারভাবে।'

ঘড়ি দেখল পল মার্টিন। 'যাবার সময় হল।' সে ওয়েটারকে হাত তুলে ডাকল। 'চেক, প্লিজ।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল।

'আমরা কি আগামী হপ্তায় লাঞ্চ করতে পারি?' জানতে চাইল লারা।

'না। আগামী বিল্ডিঙের কাজ শেষ হবার পরে হয়তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

চলে গেল সে।

ওই রাতে লারা স্বপ্ন দেখল সে পল মার্টিনের সঙ্গে প্রেম করছে। পল মার্টিন তার গায়ের ওপরে, আদর করছে আর ফিসফিস করে ভালোবাসার কথা বলছে। সে লারার শরীরে

প্রবেশ করল। হঠাৎ লারার শরীর গলে যেতে লাগল। গোঙাতে লাগল লারা। গোঙাতে গোঙাতে জেগে গেল সে। উঠে বসল বিছানায়। ওর সারা শরীর কাঁপছে।

দিন দুই পরে ফোন করল পল মার্টিন। 'একটা লোকেশন পেয়েছি।' খুশি খুশি গলা তার। 'তোমার ভাল্লাগতে পারে। ওয়েস্ট সাইডে, সিক্সটি নাইনথ স্ট্রিটে। এটার খবর এখনও কেউ জানে না। আমার এক ক্লায়েন্টের প্রোপার্টি। সে ওটা বিক্রি করতে চায়।'

ওইদিন সকালেই লোকেশন দেখতে গেল লারা এবং হাওয়ার্ড কেলার।

'লোকেশনের কথা কে বলল?' জানতে চাইল কেলার।

'পল মার্টিন।'

'ও, আচ্ছা,' শুকনো শোনাল কেলারের গলা।

'তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে?'

'লারা...আমি মার্টিনের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। তার কাছ থেকে দূরে থাকো।'

লারা ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'মাফিয়ার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সে আমার ভালো বন্ধু। ভালো কথা, সাইটটা কেমন লাগছে? পছন্দ হয়েছে?'

'ভালোই।'

'তাহলে কিনে ফেলি।'

দশ দিন পরে চুক্তিপত্র হয়ে গেল।

পল মার্টিনকে বড় এক তোড়া ফুল পাঠাল লারা। সঙ্গে একটি চিরকুট 'পল, এগুলো দয়া করে ফেরত পাঠাবেন না। কারণ ফুল খুব সংবেদনশীল জিনিস।'

বিকেলে পল মার্টিন ফোন করল লারাকে।

'ফুলের জন্য ধন্যবাদ। তবে সুন্দরী নারীদের কাছ থেকে আমি ফুল উপহার পেতে অভ্যস্ত নই।' আগের চেয়ে গম্ভীর শোনাল কণ্ঠ।

'আপনার সমস্যাটা কি জানেন?' বলল লারা। 'কেউ আপনাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেনি।'

'তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও?' হেসে উঠল পল মার্টিন।

'বিষয়টি নিয়ে লাঞ্চে কথা বলা যায়,' জবাব দিল লারা।

পল মার্টিন লারার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সে জানে লারার প্রেমে পড়াটা তার জন্য সমস্যা নয়। লারার মধ্যে অদ্ভুত একটা কমনীয়তা আছে, রয়েছে সারল্য এবং একই সঙ্গে তীব্র যৌনাবেদন। লারার সঙ্গে সে দেখা না করলেও পারে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না পল। ওর ইচ্ছাশক্তিকে পরাস্ত করে দুর্বার কোনও শক্তি লারার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে।

ওরা টুয়েন্টি ওয়ান ক্লাবে লাঞ্চ করল।

'যখন কোনও কিছু লুকোতে চাইবে,' উপদেশ দিল পল মার্টিন। 'সবসময় প্রকাশ্যে করবে কাজটা। তাহলে তুমি ভুল করতে পারো, তা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

'আমরা কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছি?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল লারা।

লারার দিকে তাকাল পল মার্টিন। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

ও সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। এরকম মেয়ের তো অভাব নেই। ওকে আমার সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা কোনও ব্যাপারই না। আমি ওর সঙ্গে একবার বিছানায় যাব। তারপর সব চুকে বুকে যাবে।

কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা গেল পল যা ভেবেছে তা ভুল।

লারার অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল ওরা। খুব নার্ভাস লাগছে পল মার্টিনের।

'নিজেকে আমার স্কুলছাত্রের মতো লাগছে,' বলল সে। 'অনেকদিন এসব থেকে দূরে সরে আছি।'

'এ যেন বাইসাইকেল চড়ার মতো,' বিড়বিড় করল লারা। 'প্রাকটিসটা তোমার কাছে ফিরে আসবে। এসো, কাপড় খুলে দিই।'

পল মার্টিনের গা থেকে জ্যাকেট খুলে নিল লারা। তারপর টাই। এরপর শার্টের বোতাম খুলতে লাগল।

'তুমি জানো, লারা, আমাদের সম্পর্কটা কখনও সিরিয়াস কিছু হবে না।'

'জানি।'

'আমার বয়স বাষট্টি। তোমার বাবার বয়সী।'

এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে গেল লারা, স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেছে। 'আমি জানি।' পলকে নগ্ন করে ফেলেছে ও। 'তোমার শরীরটা চমৎকার।'

'ধন্যবাদ,' পলের স্ত্রী পলকে কখনও এ কথা বলেনি।

লারার পলের ঊরুতে হাত বোলাতে লাগল। 'তোমার গায়ে অনেক শক্তি, না?'

পলের পুরুষাঙ্গ সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল নরম হাতের পেলব ছোঁয়ায়। 'আমি বাস্কেটবল খেলতাম। যখন...'

পলের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল লারা, বিছানায় উঠে এল দুজনে। পল এমন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল যার কথা কল্পনাও করেনি। মনে হল তার শরীরে আগুন ধরে গেছে। ওরা প্রেম করছে। এর যেন শুরু বা শেষ নেই। একটা নদীর স্রোতে পল ভেসে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, হঠাৎ স্রোত ওকে ধরে টানতে শুরু করল। টেনে নিচে এবং গভীরে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, মখমল কোমল এক আঁধারের রাজ্যে যেটা বিস্ফারিত হয়ে সহস্রাধিক নক্ষত্রে পরিণত হল। মিরাকলটা আবারও ঘটল, আবারও। শেষপর্যন্ত দুজনে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। বিধ্বস্ত।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এটা ঘটেছে,' বলল পল মার্টিন।

স্ত্রীর সঙ্গে পলের রমণে কোনও কালেই বৈচিত্র্যের বালাই ছিল না। কিন্তু লারা তাকে অবিশ্বাস্য সুখের শীর্ষে তুলে দিয়েছে। পল মার্টিন এর আগে বহু নারীর সঙ্গে বিছানায় গেছে, কিন্তু লারার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। লারা তাকে যে উপহারটি দিয়েছে কোনও নারী আজতক দিতে পারেনি; নিজেকে তরুণ লাগছে পল মার্টিনের।

পল কাপড় পরছে, লারা প্রশ্ন করল, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই।'

১৯৮০'র দশক ছিল পরিবর্তনের যুগ। রোনাল্ড রিগান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ওয়াল স্ট্রিটে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যস্ততম দিন কাটল। নির্বাসনে মৃত্যুবরণ করলেন ইরানের শাহ। আনোয়ার সাদাত গুপ্তঘাতকের গুলিতে নিহত হলেন। ইরানে আমেরিকান জিম্মিদের মুক্তি দেয়া হল। সান্ড্রা ডে ও'কনর সুপ্রিমকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

লারা সঠিক সময়ে সঠিক জায়গাটিতে রয়েছে। রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট ব্যবসা দ্রুত সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছিল। টাকার কোনও অভাব নেই। ব্যাংকগুলো বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা ঢালার জন্য প্রস্তুত ছিল।

'আমি সিক্সটি নাইনথ স্ট্রিট প্রোপার্টিতে অফিস বিল্ডিং নয়, হোটেল করব,' লারা একদিন বলল হাওয়ার্ড কেলারকে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল কেলার। 'অফিস বিল্ডিঙের জন্য ওটা পারফেক্ট লোকেশন। হোটেল বানালে ওটা চব্বিশ ঘণ্টা চালাতে হবে। ভাড়াটেরা পিঁপড়ের মতো আসে আর যায়। অফিস বানালে পাঁচ বা দশ বছরের জন্য লিজ দিলেই হল। আর কোনও চিন্তা নেই।'

'জানি আমি। কিন্তু হোটেলের বিষয়টি অন্যরকম, হাওয়ার্ড। তুমি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সুইট ভাড়া দিচ্ছ, তাঁদেরকে তোমার নিজের রেস্টুরেন্টে আপ্যায়ন করছ। আমার এ আইডিয়াটি খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি নিউইয়র্কের সবচেয়ে সেরা কয়েকজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে কথা বলবে। এদের মধ্যে আছে স্কিড মোর, ওয়িংস অ্যান্ড মোরেল, পিটার আইজম্যান এবং ফিলিপ জনসন।'

পরবর্তী দুই হপ্তা মিটিং হল। কীরকম হোটেল করতে চায় তার আইডিয়া দিল লারা।

'আমরা এমন হোটেল বানাব যেটা অন্যরা নকল করবে। অভিজাত একটা হোটেল হবে ওটা। প্রবেশপথের দুপাশে থাকবে ঝর্না, ইটালিয়ান মার্বেলে তৈরি লবি, লবির পরে আরামদায়ক কনফারেন্স রুম, যেখানে...'

মিটিং শেষে আর্কিটেক্টরা অভিভূত হয়ে গেলেন।

লারা একটি দল গঠন করল। টেরি হিল নামে এক আইনজীবী ভাড়া করল, সহকারী থাকল জিম বেলন নামে এক লোক, টম ক্রিটন নামে একজন হল প্রজেক্ট ম্যানেজার, একটি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি। এটি চালায় টম স্কট নামে একজন। লারা হিগিন্স, আলমন্ট অ্যান্ড ক্লার্ক নামে একটি আর্কিটেকচারাল ফার্ম ভাড়া করল। শুরু হয়ে গেল প্রজেক্টের কাজ।

'আমরা হপ্তায় একদিন মিটিং করব,' দলটিকে বলল লারা।

'তবে আপনাদের কাছে প্রতিদিনকার রিপোর্ট প্রতিদিন চাই আমি। আমি চাই আমার হোটেলটি নির্ধারিত বাজেট এবং সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে বাছাই করেছি, কারণ এসব কাজের জন্য আপনারাই সেরা। আমাকে ডোবাবেন না। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

পরবর্তী দুঘণ্টা নানান প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হল লারাকে।

পরে লারা কেলারকে জিজ্ঞেস করল, 'মিটিং কেমন হল?'

'চমৎকার, বস্।'

এই প্রথম সে লারাকে 'বস্' বলে সম্বোধন করল। সম্বোধনটা ভালো লাগল লারার।

চার্লস কন ফোন করলেন।

'আমি নিউইয়র্কে এসেছি। একসঙ্গে লাঞ্চ করা যাবে?'

'অবশ্যই,' বলল লারা।

সার্ডি'স-এ লাঞ্চ করল ওরা।

'তুমি দিন দিন সুন্দরী হচ্ছ,' বললেন কন। 'সাফল্য তোমার গায়ে ছায়া ফেলছে।'

'এ তো মাত্র শুরু,' বলল লারা। 'চার্লস...আপনি ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজে যোগ দেবেন? আমি আপনাকে কোম্পানির শেয়ার দেব এবং...'

মাথা নাড়লেন চার্লস কন। 'থ্যাংকস, বাট নো। তুমি মাত্র পথ চলতে শুরু করেছ। আমি রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমি আগামী গ্রীষ্মে অবসর নিতে যাচ্ছি।'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন,' বলল লারা। 'আমি আপনাকে হারাতে চাই না।'

পল মার্টিন আবার যখন গেল লারার অ্যাপার্টমেন্টে লারা বলল, 'তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, ডার্লিং,' সে পলকে আধডজন প্যাকেট ধরিয়ে দিল।

'অ্যাই! আজ আমার জন্মদিন না।'

'খুলে দ্যাখোই না।'

প্যাকেটের মধ্যে এক ডজন বার্গডর্ফ গুডম্যান শার্ট এবং ডজনখানেক পুক্কি টাই।

'আমার শার্ট এবং টাই আছে,' হাসল পল মার্টিন।

'এরকম জিনিস নিশ্চয় নেই,' বলল লারা। 'এগুলো পরলে তোমার বয়স কমে যাবে।'

পরের হপ্তায় পলের চুল কাটাল লারা নতুন এক স্টাইলে।

পল মার্টিন আয়নায় তাকিয়ে মনে মনে বলল, *আমাকে সত্যি তরুণ লাগছে। জীবন আনন্দদায়ক হয়ে উঠছে। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে লারার কল্যাণে।*

পলের স্ত্রী স্বামীর পরিবর্তন দেখেও না-দেখার ভান করে রইল।

মিটিং বসেছে। মিটিঙে আছে কেলার, টম ক্রিটন, জিম বেলন এবং টেরি হিল।

'খুব দ্রুত আমাদেরকে হোটেলটা তৈরি করতে হবে,' বলল লারা।

পুরুষরা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করল। 'কাজটা বিপজ্জনক,' মন্তব্য করল কেলার।

'তোমরা ঠিকমতো কাজ করলে আর বিপজ্জনক হবে না।'

টম ক্রিটন বলল, 'মিস ক্যামেরন, একেকবারে একেকটি ফেজ-এর কাজ করাই নিরাপদ। আগে গ্রেডিং করুন। তারপর ঝর্নার জন্য মাটি খুঁড়তে থাকুন। ওটা শেষ হলে ইউটিলিটি কনডুইট এবং ড্রেনেজ পাইপ বসাবেন। তারপর...

বাধা দিল লারা, '...তারপর আপনি কাঠের ফ্রেমওয়ার্ক এবং স্কেলেটান গ্রিডিরনের কাজ ধরবেন। আমি জানি সে কথা।'

'তাহলে কেন...?'

'এসব করতে দুবছর লেগে যাবে। আমি দুবছর অপেক্ষা করতে পারব না।'

জিম বেলন বলল, 'আমরা দ্রুত কাজ শেষ করতে গেলে সবগুলো কাজ একসঙ্গে করতে হবে। যদি কোথাও কোনও ভুল হয়ে যায়, সবকিছু ভেস্তে যাবে।'

'কাজেই কোথাও কোনো ভুল করা যাবে না, তাই না!' বলল লারা। 'আমরা একসঙ্গে সব কাজ শুরু করলে বিল্ডিং তুলতে মাত্র এক বছর সময় লাগবে। এতে কুড়ি মিলিয়ন ডলার বেঁচে যাবে।'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ।'

'আমি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি।'

পনেরো

হোটেল নিয়ে নিজের ভাবনা এবং কমিটির সঙ্গে আলোচনার আদ্যোপান্ত পল মার্টিনকে বলে দিল লারা।

'ওরা ঠিকই বলেছে,' বলল পল। 'তুমি যা করতে যাচ্ছ তা বিপজ্জনক।'

'ট্রাম্প এটা করছে। উরিস করছে।'

পল মৃদু গলায় বলল, 'বেবি, তুমি ট্রাম্প কিংবা উরিস নও।'

'আমি ওদের চেয়েও বড় হব, পল। নিউইয়র্কে অন্য সবার চেয়ে সবচেয়ে বেশি ভবন নির্মাণ করব আমি। এ হবে আমার শহর।'

লারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল পল। 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি।'

লারার অফিসে বিশেষ একটি ফোন নাম্বার আছে। ওই নাম্বারটি পল মার্টিন ছাড়া কেউ জানে না। শুধু লারার সঙ্গে কথা বলার জন্য পলও একটি বিশেষ ফোন নিয়েছে। দিনে বহুবার ওই ফোনে কথা হয় দুজনে।

বিকেলে সময় পেলেই পল লারার সঙ্গে তার অ্যাপার্টমেন্টে যায়। অভিসারের অপেক্ষায় চাতকের মতো প্রহর গোনে পল। লারা তার কাছে অবসেশনে পরিণত হয়েছে।

কী ঘটছে যখন টের পেয়ে গেল কেলার, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'লারা,' বলল সে। 'আমার ধারণা তুমি ভুল করছ। লোকটা খুব বিপজ্জনক।'

'তুমি ওকে চেনো না। ও চমৎকার একজন মানুষ।'

'তুমি কি লোকটার প্রেমে পড়েছ?'

লারা বিষয়টি নিয়ে ভেবেছে। পল মার্টিন লারার জীবনের একটি চাহিদা পূরণ করেছে। কিন্তু ও কি পলের প্রেমে পড়েছে?

'না।'

'সে কি তোমার প্রেমে পড়েছে?'

'আমার তা-ই ধারণা।'

'সাবধান। খুব সাবধান।'

হাসল লারা। সে কেলারের গালে চুমু খেল। 'আমার কথা তুমি খুব চিন্তা করো,

হাওয়ার্ড। এজন্যই তোমাকে আমার এত ভালো লাগে।

কন্সট্রাকশন সাইটে বসে একটি রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছে লারা।

'আমরা তক্তা কেনার পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করেছি,' বলল লারা। সে নতুন প্রজেক্ট ম্যানেজার পিট রিজের সঙ্গে কথা বলছে।

'আমি কথাটা আগে বলিনি, মিস ক্যামেরন। কারণ বিষয়টি নিয়ে আমি নিজেই নিশ্চিত ছিলাম না। তবে হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের প্রচুর তক্তার কোনও হদিশ মিলছে না। নতুন করে আবার কিনতে হচ্ছে।'

প্রজেক্ট ম্যানেজারের দিকে তাকাল লারা। 'কেউ তক্তা চুরি করছে বলে মনে হচ্ছে?'

'তেমনই মনে হচ্ছে।'

'কাজটা কে করতে পারে বলে কোনও ধারণা আছে?'

'না।'

'আমাদের এখানে নাইটগার্ড নেই?'

'একজন পাহারাদার আছে।'

'সে কিছু দেখেনি?'

'না। এত গ্যাঞ্জামের মধ্যে দিনের বেলাতেও কেউ কাজটা করতে পারে। যে-কেউ চুরি করতে পারে।'

লারা চিন্তিত গলায় বলল, 'আই সি। আমাকে ঘটনাটা জানিয়ে ভালো করেছ, পিট। আমি দেখছি কী করা যায়।'

সেদিন বিকেলে স্টিভ কেন্ নামে এক শখের গোয়েন্দা ভাড়া করল লারা।

'দিনে দুপুরে ট্রাক বোঝাই করে তক্তা চুরি হয় কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা।

'জবাবটা আপনার কাছ থেকে আশা করছি।'

'সাইটে একজন শুধু নাইটগার্ড আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে হয়তো এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।'

'আমি 'হয়তো' 'যদি' শুনতে চাই না,' বলল লারা। 'এর পেছনে কে আছে তাকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

'আমাকে কন্সট্রাকশন ক্রুদের একজন সদস্য করা যাবে?'

'যাবে।'

স্টিভ কেন্ পরদিন সাইটে গেল কাজ করতে।

লারা কেলারকে জানাল কী ঘটছে। কেলার বলল, 'এতে তুমি না-জড়ালেও পারতে। আমিই কাজটা করতে পারতাম।'

'আমি সবকিছু নিজের হাতে করতে চাই,' বলল লারা।

ওদের আলোচনার সমাপ্তি ঘটল ওখানেই।

দিন পাঁচেক পরে, কেন্ লারার অফিসে হাজির হল।

'কিছু জানতে পারলেন?'

'সবকিছুই জানতে পেরেছি,' জবাব দিল সে।

'ওয়াচম্যান এর সঙ্গে জড়িত?'

'না। তক্তা বিল্ডিং সাইট থেকে চুরি হচ্ছে না।'

'মানে?'

'বিল্ডিং পর্যন্ত তক্তা পৌঁছাচ্ছেই না। তক্তা জার্সিতে আরেকটি কন্সট্রাকশন সাইটে পাঠানো হয় এবং সেখানে ডাবল বিল করা হয়। ইনভয়েসগুলো জাল।'

'এসব কে করছে?' জানতে চাইল লারা।

কেন্ তাকে বলল।

পরদিন বিকেলে কমিটির মিটিং ডাকা হল। মিটিঙে আছে লারার আইনজীবী টেরি হিল, হাওয়ার্ড কেলার, জিম বেলন এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার পিট রিজ। কনফারেন্স টেবিলে একজন অচেনা লোককেও দেখা যাচ্ছে। লারা তাকে মি. কনরয় বলে পরিচয় করিয়ে দিল।

'রিপোর্ট বলো,' হুকুম দিল লারা।

পিট রিজ বলল, 'আমরা শিডিউল মোতাবেক এগোচ্ছি। আর চার মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। সিল্কের মতো মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে কাজ। আমরা ইলেকট্রিকাল এবং প্লামবিং-এর কাজ শুরুও করে দিয়েছি।'

'বেশ,' বলল লারা।

'চুরি যাওয়া তক্তার কী খবর?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'এ ব্যাপারে এখনও কোনও নতুন খবর নেই,' পিট রিজ বলল। 'আমরা চোখ খোলা রাখছি।'

'এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' ঘোষণার সুরে বলল লারা। 'কে চুরি করছে তা আমরা জেনে গেছি,' আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'মি. কনরয় স্পেশাল ফ্রড স্কোয়াডের সঙ্গে আছেন। তাঁর আসল পরিচয় ডিটেকটিভ কনরয়।'

'উনি এখানে কীজন্য এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল পিট রিজ।

'তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে।'

চমকে উঠল রিজ। 'কী!'

লারা দলটির দিকে ফিরল। 'মি. রিজ আমাদের তক্তাগুলো চুরি করে আরেকটি কন্সট্রাকশন কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল। যখন টের পেল আমি রিপোর্ট চেক

করছি, তখন সমস্যাটির কথা বলল।'

'এক মিনিট,' বলল পিট রিজ। 'আ...আমি...আপনি ভুল করছেন।'

কনরয়ের দিকে তাকাল লারা। 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন দয়া করে?'

তারপর অন্যদেরকে উদ্দেশ করে বলল, 'এবারে হোটেলের ওপেনিং নিয়ে কথা বলা যাক।'

হোটেলের কাজ শেষ হয়ে আসছে, চাপটা ততই বাড়ছে। লারার মেজাজ দিনদিন তিরিক্ষি হয়ে উঠছে। সবাইকে ধমকধামক দিয়ে অতিষ্ঠ করে ফেলেছে সে। মাঝরাতেও সে ফোন করে।

'হাওয়ার্ড, ওয়ালপেপারের শিপমেন্টটা যে এখনও এসে পৌঁছায়নি তা কি তুমি জানো?'

'ফর গডস শেক, লারা, এখন সকাল চারটা বাজে।'

'হোটেল উদ্বোধনের আর নব্বই দিন বাকি। ওয়ালপেপার না-লাগিয়ে তো হোটেল উদ্বোধন করা যায় না।'

'আমি সকালে খোঁজ নেব।'

'সকাল তো হয়েই গেছে। এখনই খোঁজ নাও।'

ডেডলাইন যতই কাছিয়ে আসছে লারার নার্ভাসনেস ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে অ্যাডাভার্টাইজিং এজেন্সি প্রধান টম স্কটকে ডেকে পাঠাল।

'আপনার ছোট বাচ্চা আছে, মি. স্কট?'

বিস্মিত দেখাল স্কটকে। 'না তো। কেন?'

'আমি আপনার নতুন অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন দেখেছি। মনে হয়েছে ওটা খুদে মানসিক কোনও প্রতিবন্ধী ছেলে তৈরি করেছে। কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্ক থেকে এরকম আবর্জনা বেরুতে পারে কল্পনাও করিনি।'

ভুরু কুঁচকে গেল স্কটের। 'কোনও বিষয় যদি আপনার অপছন্দ হয়ে থাকে...'

'বিজ্ঞাপনটির প্রতিটি বিষয় আমার অপছন্দ হয়েছে,' বলল লারা। 'এর মধ্যে কোনও উত্তেজনাই নেই। ফাঁকা এবং ভোঁতা একটা জিনিস। এটা সাধারণ মানের কোনও হোটেলের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু আমারটা সাধারণ মানের কোনও হোটেল নয়। এটা নিউইয়র্কের সবচেয়ে সুন্দর এবং আধুনিক হোটেল। আপনি এটাকে ঠাণ্ডা, চেহারা সুরতহীন একটা হোটেল বানিয়ে ছেড়েছেন। অথচ আমার হোটেলে উষ্ণতা আছে, রয়েছে উত্তেজনা। এ শব্দগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে। আপনি কি কাজটা পারবেন?'

'অবশ্যই পারব। আমি দুই হপ্তার মধ্যে ক্যাম্পেইনটা নতুন করে বানাচ্ছি...'

'সোমবার,' ভাবলেশশূন্য গলায় বলল লারা। 'আমি নতুন ক্যাম্পেইন সোমবারে

দেখতে চাই।'

দেশের সমস্ত খবরের কাগজ, পত্রিকা এবং বিলবোর্ডে নতুন বিজ্ঞাপন গেল।

'ক্যাম্পেইনটা চমৎকার হয়েছে,' বলল টম স্কট। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন।'

লারা শান্ত গলায় মন্তব্য করল, 'আমি ঠিক বলতে চাই না। আমি চাই আপনি ঠিক কাজটি করবেন। এজন্যই আপনাকে বেতন দেয়া হয়।'

সে পাবলিসিটির দায়িত্বে থাকা জেরি টাউনসেন্ডের দিকে ফিরল।

'সব জায়গায় আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে?'

'জি। বেশিরভাগের জবাবও পেয়ে গেছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাই আসছে। দারুণ একটা পার্টি হবে।'

'তা তো হবেই,' ঘোঁতঘোঁত করল কেলার। 'টাকা তো কম খরচ হচ্ছে না।'

মুচকি হাসল লারা। 'ব্যাংকারদের মতো কথা বোলো না। আমরা মিলিয়ন ডলার মূল্যের পাবলিসিটি পাব। ওখনে কয়েক ডজন সেলেব্রিটি আসবেন এবং...'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত তুলল কেলার। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে।'

উদ্বোধনীর দুই হপ্তা আগে, সবকিছু যেন একসঙ্গে ঘটতে শুরু করল। চলে এল ওয়ালপেপার, মেঝেতে পাতা হল কার্পেট, হলরুমগুলো রং করা হল, তাতে ঝুলতে লাগল ছবি। লারা পাঁচজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি সুইট পরীক্ষা করে দেখল। একটি সুইটে ঢুকে বলল, 'এখানে পর্দাটা একদম মানায়নি। এটা পরের সুইটের দরজায় লাগিয়ে দাও।'

আরেক সুইটে ঢুকে পিয়ানো বাজাল লারা। 'এতে সুর নেই। বদলে ফেলো পিয়ানো।'

তৃতীয় সুইটে ইলেকট্রিক ফায়ারপ্লেস কাজ করছিল না। 'এটা ঠিক করো।'

হয়রান হয়ে যাওয়া কর্মচারীদের মনে হল লারা নিজেই সব কাজ করতে চায়। সে কিচেনে ঢুকছে, পরক্ষণে যাচ্ছে লন্ড্রিরুমে, ওখান থেকে ইউটিলিটি ক্লজিটে। লারা যেন সবখানে বিরাজমান। চিৎকার করছে, অভিযোগ করছে, মেরামতি করছে।

যে লোককে হোটেল দেখাশোনার ভার দেয়া হয়েছিল সে বলল, 'এত উত্তেজিত হবেন না, মিস ক্যামেরন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে-কোনও হোটেলে ছোটখাটো ভুলত্রুটি থেকেই যায়।'

'আমার হোটেলে এসব চলবে না,' দৃঢ় গলা লারার।

উদ্বোধনীর দিন সকাল চারটার সময় বিছানায় উঠে বসল লারা। এমন নার্ভাস লাগছে, ঘুমাতেই পারছে না। পল মার্টিনের সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার। কিন্তু এ সময়ে ফোন করার কোনও মানেই হয় না। কাপড় পরে নিল লারা। হাঁটতে বেরুল।

সবকিছু ঠিক থাকবে, আপন মনে বলল লারা। রিজার্ভেশন কম্পিউটার সারানো হবে। তিন নম্বর ওভেনটা ঠিকঠাক মতো কাজ করবে। সাত নম্বর সুইটের লক মেরামত করা হবে। গতকাল যে মেইডগুলো চলে গেছে তাদের জায়গায় নতুন কাজের লোক চলে আসবে। পেন্টহাউজের এসিটা ঠিকঠাক কাজ করবে...

ওইদিন সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত অতিথিরা একের-পর-এক হাজির হতে লাগলেন। হোটেলের প্রতিটি প্রবেশপথে উর্দিধারী একজন রক্ষী অতিথিদের দাওয়াতপত্র পরীক্ষা করে দেখার পরে তাঁদেরকে ঢুকতে দিল। অতিথিদের মধ্যে নানান কিসিমের মানুষ আছেন। কেউ সেলেব্রিটি, কেউ বিখ্যাত অ্যাথলেট, কেউবা কর্পোরেশন এক্সিকিউটিভ। লারা আউল ফাউল কাউকে দাওয়াত দেয়নি।

লারা সুপ্রশস্ত লবিতে দাঁড়িয়ে মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছে। নতুনদের কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরছে।

'আমি লারা ক্যামেরন। আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি। প্লিজ, নিজের মতো করে ঘুরে দেখুন।'

লারা কেলারকে একপাশে ডেকে নিল। 'মেয়র আসছেন না কেন?'

'উনি খুব ব্যস্ত, তুমি জানো। এবং...'

'তার মানে তাঁর কাছে আমার কোনও গুরুত্ব নেই।'

'একদিন নিশ্চয় তোমার গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারবেন।'

মেয়রের এক সহকারী হাজির হল।

'আসার জন্য ধন্যবাদ,' বলল লারা। 'আমার হোটেল আপনার আগমনে ধন্য হল।'

লারা নার্ভাসচোখে টড গ্রেসনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ও নিউইয়র্ক টাইমসের আর্কিটেকচারাল ক্রিটিক। একেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। *এ লোকের যদি হোটেল পছন্দ হয় তো আমরা জিতে গেলাম।* মনে মনে বলল লারা।

স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হল পল মার্টিন। লারা এই প্রথম মিসেস মার্টিনকে দেখল। আকর্ষণীয় চেহারার অভিজাত এক নারী। লারা অপ্রত্যাশিত অপরাধবোধের কাঁটার খোঁচা খেল বুকে।

পল হেঁটে এল লারার কাছে। 'মিস ক্যামেরন, আমি পল মার্টিন। ইনি আমার স্ত্রী নিনা। আমাদেরকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ।'

লারা হ্যান্ডশেক করার সময় পলের হাত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সেকেন্ড সময় ধরে রইল। 'আপনারা এসেছেন বলে আমি আনন্দিত। প্লিজ মেক ইয়োরসেলফ অ্যাট হোম।'

পল লবিতে চোখ বুলাল। এখানে সে আগে কমপক্ষে আধডজনবার এসেছে। 'চমৎকার,' উল্লসিত গলায় বলল সে। 'আপনার সাফল্য কে ঠেকায়!'

নিনা মার্টিন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লারার দিকে।

'আমারও তাই ধারণা।'

লারা মনে মনে ভাবল মহিলা কি আমাদের সম্পর্কের কথা জানে!

অতিথিরা হঠাৎ করে স্রোতের মতো আসতে লাগলেন।

এক ঘণ্টা পর। লারা লবিতে দাঁড়িয়ে আছে, কেলার ওর কাছে হেঁটে এল। 'আরি, তুমি এখানে। ওদিকে সবাই তোমাকে খুঁজে মরছে। ওরা বলরুমে। খাচ্ছে। তুমি ওখানে যাওনি কেন?'

'টড গ্রেসন এখনও আসেনি। আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'দ্য টাইমস-এর আর্কিটেকচারাল ক্রিটিক? সে তো আরও একঘণ্টা আগে এসেছে।'

'কী!'

'হ্যাঁ। সে অন্যদের সঙ্গে হোটেল ঘুরে দেখছিল।'

'আমাকে বললে না কেন?'

'আমি ভেবেছি তুমি জানো।'

'সে কী বলল?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল লারা। 'তাকে কেমন দেখাচ্ছিল? সে কি হোটেল দেখে খুশি হয়েছে?'

'কিছুই বলেনি। তাকে খোশমেজাজেই দেখলাম। তবে খুশি হয়েছে কিনা জানি না।'

'কিছুই বলেনি?'

'না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল লারার। 'ভালো লাগলে সে কিছু-না-কিছু মন্তব্য করতই। এটা অমঙ্গলের লক্ষণ, হাওয়ার্ড।'

পার্টি চমৎকার হল। অতিথিরা ভূরিভোজ করলেন, মদ খেলেন, ঘুরে দেখলেন হোটেল। যাবার আগে মুখে প্রশংসার ফুলঝুরি ছোটালেন তাঁরা।

'হোটেলটা সত্যি খুব সুন্দর বানিয়েছেন, মিস ক্যামেরন...'

'আমি নিউইয়র্কে এলে অবশ্যই আপনার হোটেলে উঠব...'

'প্রতিটি লিভিংরুমে একটি করে পিয়ানো! আইডিয়াটি দারুণ...'

'ফায়ারপ্লেসটা আমার দারুণ লেগেছে...'

'আমি আমার বন্ধুদের কাছে আপনার হোটেলের গল্প বলব...'

নিউইয়র্ক টাইমস আমার হোটেল নিয়ে গীবত গাইলেও এখন কিছু আসে যায় না, ভাবছে লারা। কারণ সবাই আমার হোটেল পছন্দ করেছে।

লারা লক্ষ করল পল মার্টিন তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

'আপনি সবার মন জয় করে নিয়েছেন, মিস ক্যামেরন। নিউইয়র্কে সবার মুখে মুখে ফিরবে আপনার হোটেলের গল্প।'

'ইউ আর ভেরি কাইন্ড, মি. মার্টিন,' বলল লারা। 'আসার জন্য ধন্যবাদ।'

নিনা মার্টিন মৃদু গলায় বলল, 'গুড নাইট, মিস ক্যামেরন।'

'গুড নাইট।'

ওরা লবির দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে, লারা শুনতে পেল নিনা বলছে, 'মেয়েটা খুব সুন্দরী, তাই না, পল?'

পরের বৃহস্পতিবার, নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রথম এডিশনটি ভোর চারটার সময় ফোরটি সেকেন্ড স্ট্রিটের একটি নিউজস্ট্যান্ড থেকে কিনে নিল লারা। পাতা উল্টে দ্রুত চলে এল হোম সেকশনে। টড গ্রেসন লিখেছে :

ম্যানহাটানের বহুদিন ধরে এমন একটি হোটেলের প্রয়োজন ছিল যেখানে পর্যটকরা উঠলে মনে হবে না হোটেলে আছি। ক্যামেরন প্লাজার সুইটগুলো সুপ্রশস্ত এবং সুসজ্জিত এবং এতে রয়েছে রুচির চমৎকার ছাপ। লারা ক্যামেরন অবশেষে নিউইয়র্ককে দিয়েছেন...

আনন্দে চিৎকার দিল লারা। কেলারকে ফোন করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল সে।

'আমরা জিতে গেছি!' বলল লারা। 'দ্য টাইমস-এর আমাদের হোটেল পছন্দ হয়েছে।'

বিছানায় উঠে বসল কেলার, জড়ানো গলায় জানতে চাইল, 'কী লিখেছে?'

লারা লেখাটা ওকে পড়ে শোনাল। 'ঠিক আছে,' বলল কেলার। 'এখন ঘুমাতে যাও।'

'ঘুমাতে যাব? ঠাট্টা করছ? আমি নতুন একটা সাইট দেখেছি। ব্যাংক খুললেই তোমার সঙ্গে লোন নেয়ার ব্যাপারে কথা বলব...'

নিউইয়র্ক ক্যামেরন প্লাজা এক বিজয়ের নাম। হোটেলের সবগুলো সুইট ভাড়া হয়ে গেল। ওয়েটিং লিস্টে রইল অনেকের নাম।

'এ তো মাত্র শুরু,' লারা বলল কেলারকে। 'মেট্রোপলিটান এলাকায় দশ হাজার বিল্ডার আছে। কিন্তু রাঘব বোয়াল আছে মাত্র হাতে গোনা কয়জন—টিসেচ, রুডিন, রক ফেলার এবং স্টার্ন। তারা পছন্দ করুক বা না-করুক, আমরা ওদের মাঠে খেলতে নামব। আমরা আকাশের রেখা বদলে দেব। আমরা আবিষ্কার করব ভবিষ্যৎ।'

ব্যাংক থেকে লারাকে ফোন করতে লাগল। সবাই ওকে লোন দিতে চায়। সে নামিদামি রিয়েল এস্টেট ব্রোকারদের নিয়ে ডিনার করল, থিয়েটারে গেল। রিজেন্সিতে নাশতা খেতে খেতে লারা জানতে পারল মার্কেটে কী কী প্রোপার্টি আসছে। সে ডাউন টাউনে আরও দুটো সাইট কিনে কন্সট্রাকশনের কাজ শুরু করে দিল।

পল মার্টিন লারার অফিসে ফোন করল। 'বিজনেস উইক দেখেছ? তুমি তো এখন হট টিকেট। সবাই বলছে তুমি ঝাঁকিয়ে দিচ্ছ সবকিছু।'

'চেষ্টা করছি।'

'ডিনারে ফ্রি আছ?'

'ফ্রি হব।'

লারা শীর্ষস্থানীয় এক আর্কিটেকচারাল ফার্মের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে। সে ফার্মের নিয়ে আসা ব্লুপ্রিন্ট এবং ড্রইঙে চোখ বোলাচ্ছে।

'আপনার এটা পছন্দ হবে,' বলল প্রধান আর্কিটেক্ট। 'আপনাকে বিস্তারিত বলি...'

'দরকার নেই,' বাধা দিল লারা। 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

মুখ তুলে চাইল। 'আমি এগুলো কোনও আর্টিস্টকে দিতে চাই।'

'কেন?'

'আমি বিল্ডিঙের রঙিন ছবি চাই। লবি, করিডর এবং অফিসের আঁকা ছবি দেখব। ব্যাংকারদের কল্পনাশক্তি বলে কিছু নেই। আমি তাদেরকে দেখাতে চাই বিল্ডিংটা কীরকম দেখতে হবে।'

'চমৎকার আইডিয়া।'

লারার সেক্রেটারি এসে হাজির হল। 'দুঃখিত। দেরী হয়ে গেল।'

'সকাল নয়টায় মিটিং ডাকা হয়েছে, ক্যাথি। এখন বাজে সোয়া নয়টা।'

'আমি দুঃখিত, মিস ক্যামেরন। আমার অ্যালার্মটা বন্ধ ছিল...'

'এ নিয়ে পরে কথা বলব।'

লারা আর্কিটেক্টদের দিকে ফিরল। 'আমি কিছু জায়গায় পরিবর্তন আনতে চাই...'

দুইঘণ্টা পরে বৈঠক শেষ হল। আর্কিটেক্টরা চলে যাবার পরে লারা ক্যাথিকে বলল, 'বসো।'

ক্যাথি বসল।

'চাকরিটা তুমি পছন্দ করো?'

'জ্বি, মিস ক্যামেরন।'

'এ হপ্তায় এ নিয়ে তিনবার দেরি করে এসেছ তুমি। আবার দেরি করলে কিন্তু আমি সহ্য করব না।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আ...আমার শরীরটা ভাল্লাগছিল না।'

'তোমার সমস্যাটা কী?'

'তেমন কিছু না।'

'সমস্যা কিছু একটা নিশ্চয় আছে যেজন্য অফিসে আসতে দেরি করছ। কী সমস্যা?'

'আমার গতরাতে ভালো ঘুম হয়নি। আপনাকে সত্যিকথাই বলছি, আ...আমি ভয়

পেয়েছি।'

'কেন ভয় পেয়েছ?' অধৈর্য গলা লারার।

'আ...আমার একটা লাম্প হয়েছে।'

'ওহ্,' লারা এক সেকেন্ড চুপ করে রইল। 'ডাক্তার কী বলেছে?'

ঢোক গিলল ক্যাথি। 'এখনও ডাক্তার দেখাইনি।'

'এখনও ডাক্তার দেখাওনি!' বিস্ফোরিত হল লারা। 'ফর গডস শেক, তুমি কি উটপাখির বংশ থেকে এসেছ? তোমার অবশ্যই ডাক্তার দেখানো উচিত।'

লারা ফোন তুলল। 'ড. পিটার্সকে দিন।'

আবার রিসিভার রেখে দিল সে। 'হয়তো তোমার কিছুই হয়নি। তবে হেলাফেলা কোরো না।'

'আমার মা এবং ভাই ক্যান্সারে মারা গেছে,' করুণ গলায় বলল ক্যাথি। 'আমার শরীরেও যে একই রোগ বাসা বেঁধেছে ডাক্তার না দেখিয়েও বলা যায়।'

বেজে উঠল ফোন। লারা রিসিভার কানে ঠেকাল। 'হ্যালো? 'উনি কী? উনি যেখানেই থাকুন কিছু আসে যায় না। বলুন আমি তাঁর সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলতে চাই।'

ফোন রেখে দিল লারা।

কয়েক সেকেন্ড পরে আবার বাজল ফোন। লারা ফোন তুলল।

'হ্যালো, অ্যালান...না, আমি ঠিক আছি। আমার সেক্রেটারিকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ওর নাম ক্যাথি টার্নার। ও আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। আজ সকালের মধ্যে ওকে পরীক্ষা করবে। আমি চাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুমি বিষয়টি দেখবে...আমি জানি তুমি পারবে...আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট...ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিল লারা। 'স্লোন কেটারিং হাসপাতালে চলে যাও। ড. পিটার্স তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আমি কী বলব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, মিস ক্যামেরন।'

'বলো যে কাল ঠিক সময়ে অফিসে হাজির থাকবে।'

হাওয়ার্ড কেলার ঢুকল অফিসে। 'একটা সমস্যা হয়েছে, বস্।'

'বলো।'

'ফোরটিনথ স্ট্রিটের প্রোপার্টি নিয়ে। একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ বাদে গোটা ব্লকের সব ভাড়াটেকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্টের ছয় ভাড়াটে যেতে চাইছে না। নগর-কর্তৃপক্ষও তাদেরকে জোর করে তাড়াতে দেবে না।'

'ওদেরকে আরও টাকার লোভ দেখাও।'

'এটা টাকার প্রশ্ন নয়। ওই লোকগুলো ওখানে বহুদিন ধরে আছে। ওরা ওখান থেকে যেতে চাইছে না। ওরা বেশ আরামেই আছে।'

'ওদের আরাম হারাম করে দাও।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

লারা চেয়ার ছাড়ল। 'চলো, বিল্ডিংটা একবার দেখে আসি।'

ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্ট একটি ছয়তলা ইটের বাড়ি। প্রাচীন কতগুলো কাঠামো নিয়ে ঘেরা ব্লকের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লারা ভবনটির সামনে দাঁড়িয়ে ওটাকে পরখ করল। 'এখানে ভাড়াটে আছে কতজন?'

'ষোলোজনকে হঠিয়েছি। এখনও ছয়জন ঝুলে আছে।'

'তার মানে ষোলোটি অ্যাপার্টমেন্ট খালি আছে।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে লারার দিকে তাকাল কেলার। 'হ্যাঁ। তো?'

'ওই অ্যাপার্টমেন্টগুলো লোক দিয়ে ভরে ফেলো।'

'ভাড়া দিতে বলছ? কিন্তু তাতে কী লাভ?'

'ভাড়া দিতে বলছি না। অ্যাপার্টমেন্টগুলো গৃহহীনদেরকে দান করব। নিউইয়র্কে হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষ আছে। তাদের কয়েকজনকে আশ্রয় দেব। যত বেশি পারো লোক বোঝাই করো। ওদেরকে কিছু খাবার-দাবারও দিও।'

ভুরু কোঁচকাল কেলার। 'তোমার আইডিয়া আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'হাওয়ার্ড, আমরা বেনিফ্যাক্টর হব। আমরা এমন কিছু করতে যাচ্ছি যা নগর-কর্তৃপক্ষ করতে পারছে না। আমরা গৃহহীনদের আশ্রয় দিচ্ছি।'

লারা তীক্ষ্ণচোখে ভবন দেখছে। জানালায় চোখ আটকে গেল ওর। 'ওটার জানালাগুলোয় তক্তা মেরে দাও।'

'কী?'

'ভবনটাকে দেখে যেন মনে হয় এটা প্রাচীন একটা ধ্বংসস্তূপ। রুফ গার্ডেনসহ টপফ্লোর অ্যাপার্টমেন্টে কি এখনও লোক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ছাদে বিশাল এক বিলবোর্ড টাঙিয়ে দাও যাতে বাইরের কোনো দৃশ্য দেখা না যায়।'

'কিন্তু...'

'কাজ শুরু করে দাও।'

লারা অফিসে ঢুকতেই ট্রিসিয়া বলল, 'ড. পিটার্স আপনাকে ফোন করতে বলেছিলেন।'

'লাইন দাও।'

ফোনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ডাক্তার।

'লারা, তোমার সেক্রেটারিকে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি।'

'তো?'

'ওর টিউমার হয়েছে। ম্যালিগন্যান্ট। ইমিডিয়েট মাসটেকটোমনি করাতে হবে।'

'আমি আরেকবার পরীক্ষা করাতে চাই। ক্যাথি কোথায়?'

'তোমার অফিসে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, অ্যালান।'

রিসিভার রেখে দিল লারা। চাপ দিল ইন্টারকম বাটনে।

'ক্যাথি ফিরলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

ডেস্কের ক্যালেন্ডারে চোখ বুলাল লারা। কন্সট্রাকশনের কাজ শুরু করতে হবে মাসখানেকের মধ্যে। এর মধ্যেই ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্ট ওকে খালি করতে হবে।

ছয় একরোখা ভাড়াটে। দেখা যাক তারা কীভাবে ওই বাড়িতে থাকে।

ক্যাথি লারার অফিসে ঢুকল। মুখ ফোলা। চোখ লাল।

'খবর শুনেছি,' বলল লারা। 'আমি দুঃখিত, ক্যাথি।'

'আমি মারা যাচ্ছি,' বলল ক্যাথি।

লারা চেয়ার ছাড়ল, জড়িয়ে ধরে কাছে টানল ক্যাথিকে।

'তুমি মারা যাচ্ছ না। ক্যান্সারের এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসা আছে। অপারেশন করলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'মিস ক্যামেরন, অপারেশন করানোর মতো অত টাকা আমার নেই...'

'তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। ড. পিটার্স তোমাকে আরেকবার পরীক্ষা করবেন। ডায়াগনিসসে যদি আবারও ক্যান্সার ধরা পড়ে দ্রুত অপারেশন করতে হবে। এখন বাড়ি যাও। বিশ্রাম নাও গে।'

ক্যাথির চোখে আবার জল চলে এল। 'আমি...ধন্যবাদ।'

ক্যাথি অফিস থেকে বেরুবার সময় ভাবল এই মহিলাকে চেনা আসলে কঠিন।

ষোলো

পরদিন সোমবার, এক লোক এল লারার সঙ্গে দেখা করতে।

'সিটি হাউজিং কমিশনারের অফিস থেকে জনৈক মি. ও'ব্রায়েন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, মিস ক্যামেরন।'

'কী ব্যাপার?'

'উনি কারণটা বলেননি।'

লারা ইন্টারকমের বোতাম টিপে কেলারের সঙ্গে কথা বলল, 'তুমি একটু আমার ঘরে আসবে, হাওয়ার্ড?' সেক্রেটারিকে বলল, 'মি. ও'ব্রায়েনকে পাঠিয়ে দাও।'

অ্যান্ড ও'ব্রায়েন লালমুখো, স্থূলকায় আইরিশ। উচ্চারণে আঞ্চলিকতার খানিকটা টান আছে। 'মিস ক্যামেরন?'

লারা লোকটাকে দেখে উঠে দাঁড়াল না। বসে রইল চেয়ারে।

'জ্বি। আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. ও'ব্রায়েন?'

'আপনার বিরুদ্ধে আইন অবমাননার অভিযোগ রয়েছে, মিস ক্যামেরন।'

'তাই নাকি? আমার অপরাধটা কী শুনি?'

'আপনি ইস্ট ফোরটিনথ স্ট্রিটের ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্টের মালিক?'

'জ্বি।'

'আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে ওই অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে শতাধিক বাস্তুহারা মানুষ ভিড় করেছে।'

'অ, এই ব্যাপার,' হাসল লারা। 'আমি ভাবলাম নগর-কর্তৃপক্ষ যেহেতু বাস্তুহারাদের জন্য কিছু করছে না, কাজেই আমি ওদেরকে একটু সাহায্য করি। আমি ওদেরকে আশ্রয় দিচ্ছি।'

হাওয়ার্ড কেলার ঘরে ঢুকল।

'ইনি মি. কেলার। মি. ও'ব্রায়েন।'

ওরা হ্যান্ডশেক করল।

লারা কেলারকে বলল, 'মি. ও'ব্রায়েনকে বলছিলাম ঘর দিয়ে কীভাবে নগরীর আশ্রয়হীন মানুষগুলোকে আমরা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছি।'

'আপনি ওদেরকে ডেকে এনেছেন, মিস ক্যামেরন?'

'জ্বি।'

'নগরীর লাইসেন্স আছে আপনার?'

'লাইসেন্স দিয়ে কী হবে?'

'শেল্টার দিতে চাইলে নগর-কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে। আর এক্ষেত্রে কিছু কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে।'

'আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা জানতাম না। আমি শীঘ্রি লাইসেন্সের ব্যবস্থা করছি।'

'এখন আর তাতে কোনও লাভ হবে না।'

'মানে?'

'ওই ভবনের ভাড়াটেরা অভিযোগ করেছে। তারা বলছে আপনি তাদেরকে জোর করে বের করে দিতে চাইছেন।'

'যত্তসব ফালতু কথা।'

'মিস ক্যামেরন, কর্তৃপক্ষ আপনাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছে। এর মধ্যে ওই বিল্ডিং থেকে বাস্তুহারাদের সরিয়ে ফেলতে হবে। ওরা চলে যাবার পরে আপনি যেসব বোর্ড দিয়ে জানালা ঢেকে রেখেছেন ওগুলোও সরাতে হবে।'

রেগে গেল লারা। 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

'না, ম্যাম। রুফ গার্ডেনের বাসিন্দাদের অভিযোগ, আপনি ওখানে একটা সাইনবোর্ড তুলে দিয়ে ওদেরকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। ওটাও সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

'যদি না সরাই?'

'আশা করি সরাবেন। এসবই মানুষজনকে নাজেহাল করার চেষ্টা। যা বললাম তা যদি না করেন তাহলে আপনি ঝামেলায় পড়ে যাবেন। আপনাকে কোর্টে যেতে হবে।' মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাভ আ নাইস ডে।'

চলে গেল লোকটা।

কেলার লারাকে বলল, 'লোকগুলোকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।'

'না' বলল লারা। ভাবছে।

'না' মানে? লোকটা কী বলে গেল শুনলে না...'

'লোকটা কী বলেছে শুনেছি। তুমি ওই বাড়িতে আরও নিরাশ্রয়ী মানুষ এনে তোলো। আমি চাই বিল্ডিংটা রাস্তার মানুষে ভরে যাক। টেরি হিলকে ফোন করো। তাকে সমস্যাটা জানাও। ওকে স্টে অর্ডার বা অন্যকিছুর ব্যবস্থা করতে বলো। এ মাস শেষ হবার আগেই ওই ছয় ভাড়াটেকে ওই বিল্ডিং থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। নইলে আমাদের তিন মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়ে যাবে।'

বেজে উঠল ইন্টারকম। 'ড. পিটার্স ফোন করেছেন।'

ফোন তুলল লারা। 'হ্যালো, অ্যালান।'

'এইমাত্র শেষ হল অপারেশন। একথাটা বলার জন্যই ফোন করেছি। আর কোনও সমস্যা নেই। ভালো হয়ে যাবে ক্যাথি।'

'খুব ভালো কথা। ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে কখন?'

'বিকেলে আসতে পার?'

'আসব। ধন্যবাদ অ্যালান। তোমার বিলটা পাঠিয়ে দিও। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

'আর তোমার হাসপাতালকে বলে দিও আমি ওদেরকে একটা ডোনেশন দেব। পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

লারা ট্রিসিয়াকে বলল, 'ক্যাথির ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে দাও।' নিজের শিডিউলে চোখ বুলাল। 'আমি বিকেল চারটায় ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

অফিসে ঢুকল টেরি হল। 'তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য ওয়ারেন্ট আসছে।

'কী!'

'বিল্ডিং থেকে বাস্তুহারাদের বের করে দেয়ার কথা তোমাকে বলা হয়নি?'

'হয়েছে, তবে...'

'তুমি এ বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না, লারা। একটা প্রবাদ আছে সিটি হল-এর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। জিততে পারবে না।'

'ওরা কি সত্যি আমাকে গ্রেফতার করবে?'

'করবে। ওই লোকগুলোকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ তোমাকে নোটিশ দিয়েছে।'

'ঠিক আছে,' বলল লারা। 'ওদেরকে বের করে দিচ্ছি,' সে কেলারের দিকে ফিরল। 'ওদেরকে সরিয়ে ফেলো। তবে রাস্তায় তাড়িয়ে দিয়ো না। কাজটা ঠিক হবে না। ওয়েস্ট টুয়েন্টিতে বেশকিছু ঘর খালি আছে। ওদেরকে ওখানে পাঠিয়ে দাও। এজন্য যতরকমের সহযোগিতা প্রয়োজন তোমাকে দেয়া হবে। আমি চাই একঘণ্টার মধ্যে ওই বিল্ডিং খালি হয়ে যাবে।'

টেরি হিলকে উদ্দেশ করে লারা বলল, 'আমি আরেকটু পরে বেরিয়ে যাচ্ছি। কাজেই ওরা এসেও আমাকে পাবে না। ওরা যখন গ্রেফতার করতে আসবে ততক্ষণে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

বেজে উঠল ইন্টারকম। 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

লারা ইশারা করল হাওয়ার্ড কেলারকে। সে ইন্টারকমে বলল, 'মিস ক্যামেরন এখানে নেই।'

এক সেকেন্ড নীরবতার পরে ভেসে এল একটি কণ্ঠ, 'ওঁকে কখন পাব?'

কেলার তাকাল লারার দিকে। মাথা নাড়ল লারা। কেলার ইন্টারকমে বলল, 'তা জানি না।' সে বন্ধ করে দিল ইন্টারকম।

'আমি খিড়কির দরজা দিয়ে বেবিযে যাচ্ছি,' বলল লারা।

হাসপাতাল লারার দু-চক্ষের বিষ। হাসপাতাল দেখলেই বাবার সেই স্মৃতি মনে পড়ে যায়। পাঁশুটে চেহারা নিয়ে বাবা শুয়ে আছে বিছানায়, বয়স হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে

কয়েকগুণ।

'তুমি এখানে কী করছ? তোমার তো এখন বোর্ডিং হাউজে থাকার কথা।'

লারা হেঁটে ক্যাথির রুমে ঢুকল। ঘরে ফুল আর ফুল। ক্যাথি বসে আছে বিছানায়।

'কেমন বোধ করছ?' জিজ্ঞেস করল লারা।

হাসল ক্যাথি। 'ডাক্তার বলেছেন আমি ঠিক হয়ে যাব।'

'অবশ্যই ঠিক হয়ে যাবে। কাজের পাহাড় জমছে। তোমাকে আমার দরকার।'

'আ...আমি কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।'

'ধন্যবাদ জানাতে হবে না।'

লারা বিছানার পাশে রাখা ফোন তুলে নিজের অফিসের নাম্বারে ডায়াল করল। কথা বলল টেরি হলের সঙ্গে।

'ওরা কি আছে এখনও?'

'আছে। তুমি না-আসা পর্যন্ত থাকবে বলছে।'

'হাওয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করো। সে বিল্ডিং থেকে ভবঘুরেদের বিদায় করা মাত্র আমি অফিসে চলে আসব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল লারা।

'তোমার যদি কিছু দরকার হয়, আমাকে বলবে,' ক্যাথিকে বলল লারা। 'কাল এসে আবার একবার দেখে যাব তোমাকে।'

লারা এরপর হিগিন্স, অলমন্ট অ্যান্ড ক্লার্কের আর্কিটেকচারাল অফিসে গেল। মি. ক্লার্ক ওকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'হোয়াট আ নাইস সারপ্রাইজ। আপনার জন্য কী করতে পারি, মিস ক্যামেরন?'

'ফোরটিনথ স্ট্রিটের প্রজেক্ট-প্ল্যানটা আপনার কাছে আছে?'

'জ্বি, আছে।'

মি. ক্লার্ক ড্রাইং বোর্ডে হেঁটে গেলেন। 'এই তো প্ল্যানটা।'

আকাশছোঁয়া একটি সুন্দর কমপ্লেক্সের ছবি দেখা যাচ্ছে। কমপ্লেক্স ঘিরে রেখেছে অ্যাপার্টমেন্ট ভবন এবং দোকানপাট।

'ছবিটি নতুন করে আঁকতে হবে।'

'কী?'

ব্লকের মাঝখানের খালি জায়গায় ইঙ্গিত করল লারা। 'এ এলাকায় এখনও একটি ভবন দাঁড়িয়ে আছে। আপনি একই কনসেপ্ট নিয়ে ছবি আঁকবেন তবে ওই বিল্ডিংটাকে ঘিরে।'

'আপনি পুরোনো একটা ভবনকে রেখে প্রজেক্টটা করতে চান? কিন্তু কাজটা ভালো হবে না মোটেই। প্রথমত এতে কমপ্লেক্সের সৌন্দর্যই যাবে নষ্ট হয়ে তারপর...'

'যা বললাম সেভাবে করুন, প্লিজ। ছবি আঁকা শেষ হলে আজ বিকেলের মধ্যে আমার অফিসে ওটা পাঠিয়ে দেবেন।'

চলে গেল লারা।

গাড়িতে বসে টেরি হিলকে ফোন করল ও। 'হাওয়ার্ডের কোনও খবর আছে?'

'আছে। ভবঘুরেদের সবাইকে বিল্ডিং থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'বেশ। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে ফোন করো। বলো আমি তাদেরকে ভবন খালি করার নির্দেশ দিয়েছি দু'দিন আগেই। কিন্তু যোগাযোগটা সঠিকভাবে হয়নি। আজ যখন খবরটা জানতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে বিল্ডিং খালি করে ফেলেছি। আমি এখন অফিসে যাচ্ছি। দ্যাখো, উনি আমাকে গ্রেফতার করতে চাইছেন কিনা।'

লারা ড্রাইভারকে বলল, 'পার্কের মাঝ দিয়ে চলো। ধীরেসুস্থে চালাও। কোনও তাড়া নেই।'

ত্রিশ মিনিট পরে, লারা অফিসে ঢুকে দেখল ওয়ারেন্ট নিয়ে আসা লোকগুলো চলে গেছে।

হাওয়ার্ড কেলার এবং টেরি হিলের সঙ্গে মিটিং করছে লারা।

'ভাড়াটেরা এখনও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে,' বলল কেলার। 'আমি ওদেরকে টাকা সাধলাম। কিন্তু সবার এক কথা–যাবে না। বিল্ডিঙের কাজ শুরু করার জন্য আর মাত্র পাঁচদিন সময় আছে হাতে।'

লারা বলল, 'আমি মি. ক্লার্ককে প্রজেক্টের জন্য নতুন ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে বলেছি।'

'দেখেছি আমি ওটা,' বলল কেলার। 'কিন্তু এর কোনও মানে হয় না। একটা নতুন দানব কন্সট্রাকশনের মধ্যে ওই পুরোনো বিল্ডিংটাকে খুবই বাজে দেখাবে। ব্যাংকে যেতে হবে আমাদেরকে। শুরু করার জন্য আরও কটা দিন সময় চাইলো।'

'না,' বলল লারা। 'আমি কাজটা আরও জলদি শুরু করতে চাই।'

'কী?'

'কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলো কাল থেকেই বুলডোজার দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।'

'কাল? লারা...'

'সকাল থেকেই। কন্সট্রাকশন ক্রু'র ফোরম্যানকে ব্লুপ্রিন্টটা দেবে।'

'তাতে কী লাভ হবে?' প্রশ্ন করল কেলার।

'যথাসময়ে দেখতে পাবে।'

পরদিন সকালে ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্টের বাকি বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে গেল বুলডোজারের গর্জনে। তারা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। একটি যান্ত্রিক behemoth-কে দেখতে পেল ভাড়াটেরা। এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। পেছনে যত রাজ্য ফেলে এগোচ্ছে। আক্কেলগুড়ুম ভাড়াটেদের।

টপ ফ্লোরে থাকেন মি. হার্শে, দ্রুত নেমে এলেন রাস্তায়। এগিয়ে গেলেন ফোরম্যানের কাছে। 'এসব কী হচ্ছে?' গলা ফাটালেন তিনি। 'এরকম করতে পারো না

তুমি।'

'কে বলল পারি না?'

'নগর কর্তৃপক্ষ বলছে,' হার্শে নিজের ভবনের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। 'ওই বিল্ডিং স্পর্শ করার অধিকার নেই তোমাদের।'

হাতের ব্লুপ্রিন্টে চোখ বুলাল ফোরম্যান, 'ঠিক বলেছেন আপনি। ওই ভবন স্পর্শ করার হুকুম নেই আমাদের।'

কপালে ভাঁজ পড়ল হার্শের। 'কী? দেখি তো কাগজটা।' তিনি প্ল্যানে চোখ বুলিয়ে খাবি খেলেন। 'ওরা এই বিল্ডিংটাকে খাড়া রেখেই প্লাজা তুলছে?'

'জ্বি, মিস্টার।'

'কিন্তু ওরা এটা করতে পারে না। ধুলো আর শব্দের যন্ত্রণায় তো এখানে থাকাই যাবে না!'

'সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। এখন দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আমার কাজ আছে।'

আধঘণ্টা পরে লারার সেক্রেটারি বলল, 'দুই নম্বর লাইনে মি. হার্শে নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, মিস ক্যামেরন।'

'বলো আমি অফিসে নেই।'

মি. হার্শে আরও তিনবার ফোন করলেন লারাকে। শেষে রিসিভার তুলল লারা।

'বলুন, মি. হার্শে। আপনার জন্য কী করতে পারি।'

'এখানে একবার এসে দেখে যান, মিস ক্যামেরন, কী নরকের মধ্যে আছি।'

'দুঃখিত, আমি ব্যস্ত আছি। যা বলার ফোনে বলুন।'

'বেশ, আপনি শুনে খুশি হবেন আমি আমাদের বিল্ডিঙের অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গে কথা বলে একমত হয়েছি যে আপনার প্রস্তাবটা আমরা মেনে নেব এবং ভবন ছেড়ে দেব।'

'ওই প্রস্তাবটা তার কার্যকারিতা হারিয়েছে, মি. হার্শে। আপনাদের যদ্দিন ইচ্ছা থাকুন।'

'আমাদের চারপাশে যদি বিল্ডিং তুলতে থাকেন তো আমরা রাতে ঘুমাতেই পারব না!'

'আপনাকে কে বলল আপনাদের বিল্ডিঙের চারদিকে আমরা ভবন বানাব?' চড়া গলায় জানতে চাইল। 'আপনি এ তথ্য পেলেন কোত্থেকে?'

'ফোরম্যান আমাকে একটা ব্লুপ্রিন্ট দেখিয়েছে...'

'ওকে এক্ষুনি বরখাস্ত করব আমি,' রেগে গেছে লারা। 'একথা বাইরের কারও জানার কথা নয়।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আসুন, ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলি। আমরা এখান থেকে চলে গেলে আপনার প্রজেক্টের কাজ চালানো সুবিধে হবে, তাই না? তো আমরা চলে যাচ্ছি।

ছাতার হাইরাইজের মধ্যে বাস করার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই।'

লারা বলল, 'আপনারা থাকুন বা চলে যান তাতে আমার কিছুই এসে যায় না, মি. হার্শে।' নরম হল লারার কণ্ঠ। 'তবে আমি কী করব সেটা বলি। আগামী মাসে যদি ভবন খালি করে দেয়া হয়, আমি প্রথম প্রস্তাবটির কথা বিবেচনা করতে পারি।'

ও পক্ষ বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকল। ভাবছে।

অবশেষে গররাজি হলেন মি. হার্শে। 'ঠিক আছে। আমি অন্যদের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি। তবে আশা করি ওরা অমত করবে না।'

পরের মাসে নতুন প্রজেক্টের কাজ জোরেসোরে শুরু হয়ে গেল।

লারার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজ রুবলিনে একটি হাইরাইজ তৈরি করল, ওয়েস্টচেস্টারে বানাল শপিং সেন্টার, ওয়াশিংটন ডিসিতে মল। ডালাসে লো-কস্ট হাউজিং প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়ে গেল, লস এঞ্জেলসে কয়েকটি কনডোমিনিয়াম। ব্যাংক, সেভিংস লোন কোম্পানি থেকে স্রোতের মতো টাকা আসতে লাগল। প্রাইভেট বিনিয়োগকারীরাও লারার প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগে উন্মুখ। লারা এখন বিখ্যাত একটি নাম।

ক্যাথি যোগ দিল কাজে।

'আমি ফিরে এসেছি।'

লারা তার আপাদমস্তকে চোখ বুলাল। 'কেমন বোধ করছ?'

হাসল ক্যাথি। 'চমৎকার। ধন্যবাদ...'

'গায়ে প্রচুর শক্তি আছে?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হল ক্যাথি। 'জ্বি, আমি...?'

'ভালো। শক্তির দরকার হবে। আমি তোমাকে আমার এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্টান্ট বানাচ্ছি। খুব ভালো বেতন পাবে।'

'আমি কী বলব বুঝতে পারছি না...'

'তোমার নিজের যোগ্যতায় এ পদ পেয়েছ।'

ক্যাথির হাতে একখণ্ড কাগজ দেখতে পেল লারা। 'কী ওটা?'

'গুরমেট ম্যাগাজিন আপনার প্রিয় রেসিপির কথা ছাপতে চায়। আপনি লিখবেন?'

'না। ওদেরকে বলে দাও আমি খুব...না, এক মিনিট।'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভাবনার গভীরে ডুবে গেল লারা। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আমি ওদেরকে রেসিপি দেব।'

তিন মাস পরে 'ব্ল্যাক বান' নামে লারার রেসিপি গুরমেট পত্রিকায় ছাপা হল। এটি একটি বিখ্যাত স্কটিশ খাবার।

লেখাটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল লারা। বোর্ডিং হাউজের স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। নাকে যেন ভেসে এল রান্নাঘরের মশলার গন্ধ, শুনতে পেল সাপারে ভাড়াটেদের হৈ-হল্লা, হাসি, চিৎকার-চেঁচামেচি। চোখে ভাসল বিছানায় শুয়ে থাকা

অসহায় পিতার মুখচ্ছবি। পত্রিকাটি সরিয়ে রাখল লারা।

লারা রাস্তায় বেরুলে লোকে এখন ওকে চিনতে পারে। রেস্টুরেন্টে গেলে লোকে চোখ তুলে দেখে, উত্তেজিত ফিসফাস চলে। তাকে বিয়ে করার জন্য দিওয়ানা হয়ে আছে অনেকে। কিন্তু লোভনীয় প্রস্তাবগুলো আকর্ষণ করে না লারাকে। সে এখনও কাউকে খুঁজছে। চেনা কাউকে। কিন্তু সে এমন একজন যার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই।

লারা প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে। ড্রাইভার ম্যাক্সকে নিয়ে নিজের কোনও কন্সট্রাকশন সাইটে চলে আসে। ওখানে বসে তাকিয়ে থাকে নিজের সৃষ্টির দিকে। ভাবে, *তুমি ভুল ভেবেছিলে, বাবা। আমিও ভাড়া তুলতে পারি।*

লারার জন্য সকাল শুরু মানে হাতুড়ির দুমদাম আওয়াজ, বুলডোজারের গর্জন, ভারী ধাতবের ঠনঠন শব্দ। সে কন্সট্রাকশনের লঝঝরে এলিভেটরে চেপে ওপরে উঠে আসে, দাঁড়ায় ইস্পাতের গার্ডারে। বাতাসে উড়তে থাকে চুল। লারা ভাবে *আমি এ শহরটির মালিক।*

পল মার্টিন এবং লারা শুয়ে আছে বিছানায়।

'শুনলাম আজ নাকি ক'জন কন্সট্রাকশন কর্মীর ওপর খুব চোটপাট করেছ।'

'ধমকটা ওদের প্রাপ্য ছিল,' বলল লারা। 'কাজে একদম শৃঙ্খলা নেই।'

হাসল পল। 'যাক তবু চড়থাপ্পড় যে মেরে বসোনি রক্ষে।'

'চড় মেরে কিন্তু লাভই হয়েছে,' পলের কাছে ঘেঁষল লারা। 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হল।'

'আমি লস এঞ্জেলসে যাব,' বলল পল। 'তুমি সঙ্গী হলে ভালো লাগবে। যাবে?'

'যেতে পারলে আমারও খুব ভালো লাগত, পল। কিন্তু পারছি না যে! স্টপ ওয়াচের সঙ্গে আমার শিডিউল চলে।'

বিছানায় উঠে বসল পল। 'তুমি বড্ড বেশি কাজ করছ, খুকি। আমাকে আবার তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত কোরো না।'

হাসল লারা, পলকে আদর করছে। 'ভয় নেই। অমনটি কখনো ঘটবে না।'

ওটার সামনে দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছে লারা কিন্তু ভালো করে লক্ষ করেনি জায়গাটা। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের কাছে, ওয়াল স্ট্রিট এলাকায় একটি প্রকাণ্ড ওয়াটারফ্রন্ট প্রপার্টি। ওটা বিক্রি হবে। লারা এখন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে ওখানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনটি গড়ে উঠছে। কথাটা শুনলে হাওয়ার্ড কী বলবে জানে লারা *তোমার মাথাটাই আসলে খারাপ হয়ে গেছে, লারা। এ চিন্তা ছাড়ো তো।* কিন্তু লারা চিন্তাটা ছাড়বে না। কোনও কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

অফিসে ঢুকে সে তার স্টাফদের নিয়ে মিটিং ডাকল।

'ওয়াটারফ্রন্টের ওয়াল স্ট্রিট প্রোপার্টি বিক্রি হবে,' বলল লারা। 'আমরা ওটা

কিনব। ওখানে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং বানাব।'

'লারা...'

'আগে আমার কথা শেষ করতে দাও, হাওয়ার্ড। লোকেশনটা চমৎকার। বাণিজ্যিক কেন্দ্রের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। ওখানে অফিস ভাড়া পাবার জন্য লোকজন মারামারি শুরু করে দেবে। আর ভুলে যেয়ো না, আমার বিল্ডিং হবে বিশ্বের উচ্চতম স্কাইস্ক্রেপার। দ্যাটস আ বিগ সিজ্‌ল্। ওটা হবে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ। নাম রাখব ক্যামেরন টাওয়ার্স।'

'টাকা আসবে কোত্থেকে?'

লারা হাওয়ার্ডকে একটুকরো কাগজ দিল।

কেলার কাগজখণ্ডে চোখ বুলিয়ে বলল, 'তুমি আশাবাদী মানুষ।'

'আমি বাস্তববাদী মানুষ। আমরা সাধারণ কোনও বিল্ডিং নিয়ে কথা বলছি না। বলছি একখণ্ড রত্ন নিয়ে। ব্যাংক আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনলেই লাফিয়ে উঠবে।'

'হয়তোবা,' বলল কেলার। 'তুমি সত্যি বিল্ডিংটা তুলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেলার। দলের অন্যান্যদের দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে। প্রথম কাজ হল প্রোপার্টির ওপর অপশন গ্রহণ।'

হাসল লারা। 'ও কাজ আগেই সেরে ফেলেছি। তোমার জন্য একটি খবর আছে। স্টিভ মার্চিসনও এই প্রোপার্টি কিনতে চাইছে।'

'লোকটার কথা মনে আছে। শিকাগোতে তার সাইটটা আমরা কেড়ে নিয়েছিলাম।'

এবারের মতো তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কারণ তুমি জানো না তুমি কী করতে যাচ্ছ। তবে ভবিষ্যতে আমার সামনে দাঁড়াতে এসো না—ব্যথা পাবে।

'ঠিক,' মার্চিসন নিউইয়র্কের রিয়েল এস্টেট ডেভলপারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল এবং নির্দয় ব্যবসায়ী।

কেলার বলল, 'লারা, খবরটা দুঃসংবাদ। সে মানুষকে ধ্বংস করে মজা পায়।'

'তুমি একটু বেশি বেশি দুশ্চিন্তা করো।'

ক্যামেরন টাওয়ার্সের জন্য অর্থের জোগান হয়ে গেল সহজেই। লারা ঠিকই বলেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবনের আইডিয়াটি লুফে নিলেন ব্যাংকাররা। সেইসঙ্গে লারা ক্যামেরনের নামটার বাড়তি একটা আকর্ষণ তো আছেই। তারা লারাকে টাকা দিতে রাজি হলেন।

লারা এখন রীতিমতো গ্ল্যামারাস ফিগার। সে বিশ্বনারীদের প্রতীক যেন, একজন আইকন। মেয়েরা কোনও কাজ করার আগে লারার কথা চিন্তা করে। *সে পারলে আমি পারব না কেন?* লারার নামে বাজারে পারফিউম ছাড়া হল। গুরুত্বপূর্ণ সব সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেতে লাগল সে। ডিনার পার্টিতে তার সঙ্গ পেতে উন্মুখ থাকেন

হোস্টরা। কোনও ভবনের সঙ্গে লারার নাম জড়িত থাকা মানেই ওটার সাফল্য অনিবার্য।

'আমরা আমাদের নিজেদের কন্সট্রাকশন কোম্পানি গড়ে তুলব।' একদিন ঘোষণা দিল লারা। 'আমাদের ক্রুর অভাব নেই। আমরা অন্যদের বিল্ডিং তৈরি করার জন্য ওদেরকে ভাড়া দেব।'

'বুদ্ধি খারাপ না,' মন্তব্য করল কেলার।

'কাজ শুরু করে দাও। ক্যামেরন টাওয়ার্সের গ্রাউন্ড-ব্রেকিং শুরু হবে কবে?'

'চুক্তিটুক্তি সই করা হয়ে গেছে। মাস তিনেকের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে কাজ।'

চেয়ারে হেলান দিল লারা। 'ভাবতে পারো, হাওয়ার্ড? দ্য টলেস্ট স্কাইস্ক্রেপার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।'

ক্যামেরন টাওয়ার্সের গ্রাউন্ড-ব্রেকিং-এর খবর ফলাও করে প্রচার করা হল সংবাদপত্র এবং টিভিতে। গ্রাউন্ড ব্রেকিং-এর দিন দুশতাধিক মানুষ হাজির হল সাইটে। সবাই লারার জন্য অপেক্ষা করছে। বিল্ডিং সাইটে তার সাদা লিমুজিন দেখা মাত্র হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা।

'ওই যে ও এসে পড়েছে!'

গাড়ি থেকে নামল লারা। বিল্ডিং সাইটে পা বাড়াল মেয়রের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে। পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষীরা ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে গেল। মানুষজন পুলিশি বাধা মানতে চাইছে না, তাদেরকে ঠেলে সরিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে চাইছে লারাকে একনজর দেখবে বলে। সবাই লাবার নামে হর্ষধ্বনি দিচ্ছে। তার নাম ধরে ডাকছে। ফটোগ্রাফারদের ফ্লাশলাইট বিরতিহীন জ্বলেই চলেছে।

রশি দিয়ে ঘেরা একটি অংশে ব্যাংকার, অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি প্রধান, কোম্পানি পরিচালক, কন্ট্রাক্টর, প্রজেক্ট ম্যানেজার, কম্যুনিটি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং আর্কিটেক্টদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একশো হাত দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুলডোজার এবং ব্যাকহোলগুলো অপেক্ষমাণ, কাজে লাগতে প্রস্তুত। পঞ্চাশটি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

লারা মেয়র এবং ম্যানহাটন ব্যুরো প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের পাবলিক রিলেশন্স প্রধান জেরি টাউনসেন্ড ছাতা হাতে দ্রুত এগিয়ে এল। লারা হেসে তাকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল চলে যেতে।

মেয়র ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। 'আজ ম্যানহাটানের জন্য একটি বিশেষ দিন। ক্যামেরন টাওয়ার্সের আজকের গ্রাউন্ড-ব্রেকিং অনুষ্ঠানটি ম্যানহাটানের ইতিহাসে বৃহত্তম রিয়েল এস্টেট প্রকল্প। ম্যানহাটান রিয়েল এস্টেটের ছ'টি ব্লক নিয়ে গড়ে তোলা হবে একটি আধুনিক কম্যুনিটি যেখানে থাকবে অ্যাপার্টমেন্ট

ভবন, দুটি শপিং সেন্টার, একটি কনভেনশন সেন্টার এবং বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু স্কাইস্ক্রেপার।'

হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। হাততালি দিল।

'আপনারা যেদিকেই তাকাবেন,' বলে চললেন মেয়র, 'লারা ক্যামেরনের অবদান কংক্রিটে লেখা দেখবেন। আপটাউনে রয়েছে ক্যামেরন সেন্টার। তার কাছে ক্যামেরন প্লাজা এবং আধডজন হাউজিং প্রজেক্ট। এবং সারা দেশজুড়ে রয়েছে বিখ্যাত ক্যামেরন হোটেল চেইন।'

মেয়র লারার দিকে ফিরে হাসলেন। 'এবং তিনি শুধু বুদ্ধিমতীই নন, সুন্দরীও বটে।'

সবাই আবার হাততালি দিল।

'লারা ক্যামেরন, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন।'

লারা টিভি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ধন্যবাদ, মি. মেয়র। আমাদের এই চমৎকার শহরটিতে অল্পকিছু অবদান রাখতে পেরে আমি আনন্দিত। আমার বাবা আমাকে সবসময় বলতেন আমাদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে...' ইতস্তত করল ও। চোখের কোণ দিয়ে ভিড়ের মাঝখানে পরিচিত একটা মুখ দেখতে পেয়েছে। স্টিভ মার্চিসন। খবরের কাগজে এর চেহারা দেখেছে সে। এ লোক এখানে কী করছে? বলে চলল লারা '...পাঠানো হয়েছে যেন পৃথিবীটিকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারি। এবং আমার ধারণা, স্বল্পসাধ্য এবং সামর্থ্য দিয়ে সে চেষ্টায় খানিকটা হলেও সফল হয়েছি।'

আরও হাততালি এবং আরও হর্ষধ্বনি।

মুহুর্মুহু জ্বলতে লাগল ফ্ল্যাশ বাল্ব।

লারা বেলচা নিল হাতে। ঢুকিয়ে দিল জমিনে। এক খাবলা মাটি তুলে নিল।

অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে খাবার এবং পানীয় পরিবেশন করা হল। টিভি ক্যামেরা ব্যস্ত থাকল গোটা অনুষ্ঠান রেকর্ডিঙে।

লারা চারপাশে চোখ বুলাল। মার্চিসনকে আশপাশে দেখা গেল না।

ত্রিশ মিনিট বাদে লারা ক্যামেরন লিমুজিনে চেপে রওনা হল অফিসে। জেরি টাউনশেন্ড ওর পাশে বসা।

'অনুষ্ঠানটা দারুণ হয়েছে,' বলল সে। 'দুর্দান্ত।'

'মন্দ নয়,' মৃদু হাসল লারা। 'ধন্যবাদ, জেরি।'

ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের এক্সিকিউটিভ সুইটগুলো ক্যামেরন সেন্টারের পঞ্চাশতলার পুরো ফ্লোর দখল করে রেখেছে।

লারা পঞ্চাশতলায় চলে এল। সে এসেছে শোনামাত্র সাজ-সাজ রব পড়ে গেল অফিসে। সেক্রেটারি এবং স্টাফরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

জেরি টাউন সেন্ডকে বলল লারা, 'আমার অফিসে একটু এসো।'

শহরের দিকে মুখ ফেরানো প্রকাণ্ড একটি সুইটে লারার অফিস।

লারা নিজের ডেস্কের কয়েকটি কাগজে চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে চাইল।

'তোমার বাবা কেমন আছেন?'

লারা জেরির বাবা সম্পর্কে কী জানে?

'বাবা...বাবার শরীরটা ভালো না।'

'জানি আমি। তাঁর হান্টিংটন কোরিয়া হয়েছে, না?'

'জ্বি।'

এটা ভয়াবহ একটা অসুখ। সারাদেহে প্রচণ্ড খিঁচুনি ওঠে। সেইসঙ্গে স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলে রোগী।

'আমার বাবার কথা জানলেন কী করে?'

'তোমার বাবার যেখানে চিকিৎসা চলছে আমি সেই হাসপাতালের বোর্ডে আছি। ডাক্তাররা তোমার বাবার অসুখ নিয়ে কথা বলছিলেন।'

জেরি শুকনো গলায় বলল, 'ও অসুখ সারে না।'

'উপযুক্ত চিকিৎসা করা গেলে সব অসুখই সারে,' বলল লারা। 'আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। সুইটজারল্যান্ডে একজন ডাক্তার আছেন। ইনি এই রোগ নিয়ে গবেষণা করে বেশ অনেকটা সাফল্যও অর্জন করেছেন। তোমার বাবার চিকিৎসা করতে চাইছেন। আমি খরচ দেব।'

জেরি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

'ঠিক আছে?'

মুখে রা ফিরে পেতে কষ্ট হল জেরির। অস্ফূটে বলল, 'ঠিক আছে।'

এই ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারিনি, ভাবছে জেরি। *আসলে একে কেউই চেনে না।*

একের-পর-এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চলছে। তবে নিজের কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত লারার সেদিকে দৃষ্টিপাত করার সময় কই? রোনাল্ড রিগান দ্বিতীয়বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন এবং মিখাইল গর্বাচেভ নামে একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে।

লারা ডেট্রয়েটে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য বাড়ি বানাল।

১৯৮৬ সালে সে কুইন্সে কন্ডোমিনিয়াম তৈরি করল। তার নামের জাদুর অংশীদার হবার জন্য বিনিয়োগকারীরা একপায়ে খাড়া। একদল জার্মান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার নিউইয়র্ক উড়ে এলেন লারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। তাঁদের বিমান মাটিতে অবতরণ করা মাত্র তাঁদের সঙ্গে মিটিঙের ব্যবস্থা করল লারা। তাঁরা আপত্তি জানালে লারা বলল, 'দুঃখিত, জেন্টলমেন। মিটিং করার জন্য এই সময়টুকুই আছে আমার হাতে। আমি কিছুক্ষণ পরেই হংকং চলে যাব।'

জার্মানদেরকে কফি পরিবেশন করা হল। লারা নিল চা। কফির স্বাদ নিয়ে একজন জার্মান অনুযোগ করলে লারা বলল, 'এই বিশেষ ব্রান্ডটি আমার জন্য তৈরি করা হয়।

ক্লেতারটা একসময় ভালো লাগতে শুরু করবে। আরেক কাপ নিন।'

আলোচনা শেষে লারার সমস্ত প্রস্তাব মেনে নিলেন তাঁরা।

লারার জীবনে এখন ব্যর্থতা বলে কোনও শব্দ নেই। যেখানে হাত দিচ্ছে সোনা ফলছে। তবে একটি বিষয় ওর ভেতরে অস্বস্তির একটা কাঁটা পুঁতে রেখেছে। স্টিভ মার্চিসনের কাছ থেকে সে বহু প্রজেক্ট কেড়ে নিয়েছে।

'আমাদের এ কাজটা ছেড়ে দেয়া উচিত,' কেলার তাকে সতর্ক করেছে।

'ওকে কাজটা ছেড়ে দিতে বলো,' বলেছে লারা।

একদিন সকালে বেন্ডেল থেকে লারার নামে রোজপেপারে মোড়া চমৎকার একটি প্যাকেজ এল। ক্যাথি ওটা লারার ডেস্কে রাখল।

'সাংঘাতিক ভারী,' বলল ক্যাথি। 'কী জানি কী আছে।'

কৌতূহলী হয়ে লারা প্যাকেজ খুলল। ভেতরে মাটি ছাড়া কিছু নেই। মাটির মধ্যে একটি কার্ড গোঁজা। তাতে লেখা : *The Frahk E. Campbell Funeral Chapel.*

বিল্ডিঙের প্রকল্প বেশ ভালোভাবেই এগুচ্ছে। লারা কাগজে পড়ল একটি প্রস্তাবিত ইনার-সিটি খেলার মাঠ তৈরি করা যাচ্ছে না স্রেফ আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে। সে খেলার মাঠটি তৈরি করে নগর-কর্তৃপক্ষকে দান করে দিল। এজন্য প্রচুর প্রশংসিত হল সে।

লারা হপ্তায় দু'একদিন কাটায় পলের সঙ্গে। তবে ফোনে কথা হয় প্রতিদিনই।

লারা সাউদাম্পটনে একটি বাড়ি কিনল। সে এখন দামি রত্ন, গহনা, ফার এবং লিমুজিনের ফ্যান্টাসি-জগতের বাসিন্দা। তার ক্লজিট পূর্ণ থাকে বিশ্বখ্যাত ডিজাইনারদের ডিজাইন-করা পরিচ্ছেদে।

স্কুলের ড্রেস কিনতে হবে। কিছু টাকা লাগবে।

আমার কাছে টাকা নেই। স্যালভেশন আর্মি সিটাডল থেকে ফ্রি কাপড় নিয়ে আয়।

এ স্মৃতি যখনই মনে পড়ে যায় লারার, নতুন একপ্রস্থ কাপড়ের অর্ডার দেয় সে।

লারার পরিবার এখন তার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। সে এদের জন্য চিন্তা করে, ওরা তাকে ভক্তি করে, লারা তার স্টাফদের জন্মদিন এবং বিবাহবার্ষিকীর কথা মনে রাখে। সে তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে, বাচ্চাদের জন্য স্কলারশিপ ফান্ডও খুলেছে। তবে তারা যখন ধন্যবাদ জানাতে আসে, বিব্রতবোধ করে লারা। নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে কষ্ট হয় ওর। লারা যখন আবেগ প্রকাশ করতে যেত, বাবা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন। লারা নিজের চারদিকে একটি অদৃশ্য দেয়াল গড়ে রেখেছে। *আমাকে কেউ আর আঘাত করতে পারবে না,* মনে মনে শপথ নেয় সে। কেউ না।

তৃতীয় খণ্ড

সতেরো

'সকালে আমি লন্ডন যাচ্ছি, হাওয়ার্ড।'

'হঠাৎ লন্ডন?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'লর্ড ম্যাকিনটশ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, বলেছেন তাঁর ওখানে একটা প্রপার্টি দেখে আসতে। উনি আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে আসতে চাইছেন।'

ব্রায়ান ম্যাকিনটশ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধনবান রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের একজন।

'কখন যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'আমি একাই যাব।'

'আচ্ছা।'

'তুমি এদিকটাতে একটু খেয়াল রেখো।'

মাথা দোলাল কেলার। 'ও নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'জানি আমি। এজন্যই তো তোমার ওপর ভরসা করতে পারি।'

নিজের কেনা বোয়িং ৭২৭-এ সকালবেলা রওনা হল লারা। লন্ডনের বাইরে, লুটন এয়ারপোর্টের ম্যাগেক টার্মিনালে অবতরণ করল। লারা জানে না এ শহরে ওর জীবনে বিরাট একটি পরিবর্তন সূচিত হতে চলেছে।

ক্ল্যারিজের লবিতে পৌঁছুল লারা। ওকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল ম্যানেজার রোল্ড জোনস। 'ইটস আ প্লেজার টু হ্যাভ ইউ ব্যাক, মিস ক্যামেরন। চলুন, আপনাকে আপনার সুইটে নিয়ে যাই। আপনার জন্য কিছু মেসেজ আছে।' মেসেজের সংখ্যা দু-ডজনেরও বেশি।

সুইটটি চমৎকার। ব্রায়ান ম্যাকিনটশ এবং পল মার্টিন ফুল পাঠিয়েছেন। হোটেল কর্তৃপক্ষর পক্ষ থেকে শ্যাম্পেন।

লারা সুইটে ঢুকেছে মাত্র, বাজতে লাগল ফোন। আমেরিকার সব জায়গা থেকে ফোন আসছে।

'আর্কিটেক্ট প্ল্যানে কিছু পরিবর্তন আনতে চাইছে। এতে প্রচুর টাকা লাগবে...'

'সিমেন্ট ডেলিভারি নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে...'

'মেয়র জানতে চেয়েছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনি এল-এতে থাকতে পারবেন

কিনা। তিনি বিরাট আয়োজন করছেন...'

'টয়লেটগুলো এখনও এসে পৌঁছায়নি...'

'বাজে আবহাওয়ার কারণে সবকিছু পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা শিডিউলের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারব কিনা সন্দেহ আছে...'

প্রতিটি সমস্যারই সমাধান দিতে হল। যখন ফোন করা শেষ হল, লারা ততক্ষণে রীতিমতো বিধ্বস্ত। সে রুমে বসে একা একা ডিনার করল। তারপর তাকিয়ে থাকল জানালা দিয়ে। ব্রুক স্ট্রিটের এন্ট্রান্সে সারবাঁধা রোলসরয়েস এবং বেন্টলি। ওদিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চ অনুভব করল লারা।

গ্লেস বে'র ছোট মেয়েটি অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, বাবা।

পরদিন সকালে ব্রায়ান ম্যাকিনটশের সঙ্গে প্রস্তাবিত সাইট দেখতে গেল লারা। বিশাল প্রপার্টি—নদীর ধারে দুই মাইল এলাকা জুড়ে ভাঙাচোরা বিল্ডিং আর স্টোরেজ শেড।

'ব্রিটিশ সরকার এ প্রোপার্টিতে আমাদেরকে প্রচুর ট্যাক্স ছাড় দেবে বলেছে,' জানালেন ব্রায়ান ম্যাকিনটশ। 'কারণ আমরা শহরের এ অংশটি পুরোপুরি বাসযোগ্য করে তুলব।'

'কথাটা ভাবতে ভালোই লাগছে,' বলল লারা। সে ইতিমধ্যে মন স্থির করে ফেলেছে।

'ভালো কথা, আমি আজ রাতে কনসার্টের টিকেট কিনেছি,' লারাকে বললেন ব্রায়ান ম্যাকিনটশ। 'আমার স্ত্রী যাবেন ক্লাব মিটিঙে। তুমি ক্লাসিকাল মিউজিক পছন্দ করো?'

ক্লাসিকাল মিউজিকের ব্যাপারে লারার কোনও আগ্রহ নেই।

'হ্যাঁ।'

'ফিলিপ অ্যাডলার রাখমানিনোফ বাজাবেন।' তিনি লারার দিকে প্রত্যাশার ভঙ্গিতে তাকালেন যেন ও এ-বিষয়ে ওর মন্তব্য শুনতে চাইছেন। লারা জীবনেও ফিলিপ অ্যাডলারের নাম শোনেনি।

'বাহ্‌ চমৎকার,' বলল ও।

'বেশ। শো-শেষে আমরা স্কটে সাপার করব। আমি তোমাকে সাতটার দিকে তুলে নেব।'

আমি কেন বলতে গেলাম যে আমি ক্লাসিকাল মিউজিক পছন্দ করি। নিজের কাছেই অবাক লাগল লারার। সন্দেহ নেই, সন্ধ্যাটা খুবই বোরিং হতে যাচ্ছে। এরচেয়ে বরং গরম পানিতে একটা গোসল দিয়ে ঘুমালেও ভালো হত। যাক গে, একটা সন্ধ্যা তো। ও একরকম পার হয়ে যাবে। কাল সকালেই তো নিউইয়র্ক ফিরছি।

সংগীতপ্রেমীদের ভিড়ে পূর্ণ ফেস্টিভাল হল। পুরুষদের পরনে ডিনার জ্যাকেট,

মহিলারা পরেছে দারুণ দারুণ ইভনিং গাউন। মিডিয়ার ভাষায় একে 'গালা ইভনিং' বলা চলে। কনসার্ট শোনার উত্তেজনায় যেন অস্থির সবাই।

ব্রায়ান ম্যাকিনটশ দুটো অনুষ্ঠানসূচি কিনে নিলেন টিকেটবিক্রেতার কাছ থেকে। লারাকে নিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। লারার হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি প্রোগ্রাম। লারা ওদিকে মাত্র একঝলক তাকাল। লন্ডন ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা...ফিলিপ অ্যাডলার রাখমানিনফ-এর পিয়ানো কনসার্ট নম্বর ৩ বাজাবেন...

হাওয়ার্ডকে ফোন করে ফিফথ এভিন্যু সাইটের নতুন হিসেবটার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে।

সুরকার মঞ্চে হাজির হলেন। দর্শক শ্রোতা হাততালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। লারার মনোযোগ তখন অন্যখানে।

সে ভাবছিল বোস্টনের কন্ট্রাকটর খুব ধীরগতিতে কাজ করছে। ওকে বাড়তি কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেই কাজে গতি চলে আসবে। হাওয়ার্ডকে বলব ওকে একটা বোনাস দিতে।

অডিয়েন্স আবার ফেটে পড়ল হাততালিতে। মঞ্চের মাঝখানে রাখা পিয়ানোর সামনে এসে বসলেন এক লোক। সুরকারের ইঙ্গিতে শুরু হয়ে গেল মিউজিক।

ফিলিপ অ্যাডলারের আঙুলগুলো প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াতে লাগল পিয়ানোর চাবিতে।

লারার পেছনে বসা এক মহিলা টেক্সাস উচ্চারণে চেঁচিয়ে উঠল, 'দারুণ না? আমার কথা বিশ্বাস হল তো, অ্যাগনেস!'

লারা আবার মনোসংযোগের চেষ্টা করল। লন্ডনের লোকেশনটা ভালো না। ওখানে মানুষজন বাস করতে চাইবে না। লোকেশন। লোকেশন। লোকেশন। কলম্বাস সার্কেলের কাছে একটা প্রজেক্টের কথা মনে পড়ল লারা। *ওটাতে কাজ হতে পারে।*

লারার পেছনের মহিলা জোরে জোরে বলছে, 'ওঁর এক্সপ্রেশন...হি ইজ ফ্যাবুলাস! উনি বিশ্বের সেরাদের...'

লারা আবার নিজের ভাবনায় ডুবে যেতে চাইল।

ওখানে একটি অফিস বিল্ডিঙের খরচ পড়বে প্রতি বর্গফুটে চারশো ডলার। আমি যদি কন্সট্রাকশন খরচ দেড়শো মিলিয়ন ডলারের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, জমির কস্ট পড়বে একশো পঁচিশ মিলিয়ন, সফট কস্ট...'

'মাই গড!' লারার পেছনে বসা মহিলা লাফিয়ে উঠল।

মহিলার চিৎকারের ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল লারার।

'হি ইজ সো ব্রিলিয়ান্ট!'

অর্কেস্ট্রা ড্রামরোল বাজাচ্ছে, ফিলিপ অ্যাডলার একাই চারটে বার বাজাচ্ছেন, অর্কেস্ট্রার বাজনা দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল।

কান ফাটানো শব্দে বাজতে লাগল ড্রাম...

পেছনের মহিলা বকবক করেই চলেছে। 'এই পিসটা শোনো! মিউজিক শিউভিভো থেকে পিউ মোসোতে যাচ্ছে। এমন দারুণ মিউজিক শুনেছ কোনওদিন?'

লারা দাঁতে দাঁত ঘষল। ও মনে-মনে হিসাব কষে যেতে লাগল। এদিকে মিউজিকের শব্দ ক্রমে বেড়েই চলেছে যেন ফাটিয়ে ফেলবে হলঘর। হঠাৎ একটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে থেমে গেল যন্ত্রসংগীত। দর্শকরা সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছে, করতালি দিচ্ছে। সবাই 'ব্রাভো! ব্রাভো!' বলছে। পিয়ানোবাদক চেয়ার ছাড়লেন, দর্শকদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

'অবিশ্বাস্য একজন বাদক, না?' জিজ্ঞেস করলেন ব্রায়ান ম্যাকিনটশ।

'হুঁ,' চিন্তার স্রোতে আবার বাধা পড়ায় মনে মনে খুবই বিরক্ত লারা।

'চলো, ব্যাকস্টেজে যাই। ফিলিপ আমার বন্ধু।'

'আমার ঠিক ইচ্ছে...'

লারার হাত ধরলেন তিনি, এগোলেন এক্সিটের দিকে।

'ওঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়ার এ সুযোগটা ছাড়ছি না,' বললেন ব্রায়ান ম্যাকিনটশ।

নিউইয়র্কে এখন ছ'টা, ভাবছে লারা। হাওয়ার্ডকে ফোন করে আলোচনা করার জন্য বলা যায়।

'জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা ক'জনার হয়, বলো।'

এরকম অভিজ্ঞতার আমার দরকার নেই, মনে মনে বলল লারা। মুখে বলল, 'হুঁ।'

শিল্পীদের প্রবেশদ্বারের বাইরে চলে এসেছে ওরা। এখানে অনেক মানুষ। শিল্পীকে একনজর দেখবে, অটোগ্রাফ নেয়ার আশায় জ্বলজ্বল করছে চোখ-মুখ। ব্রায়ান ম্যাকিনটশ নক্ করলেন দরজায়। এক ডোরম্যান খুলে দিল দরজা।

'জ্বি, স্যার!'

'আমি লর্ড ম্যাকিনটশ। মি. অ্যাডলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'জ্বি, মাই লর্ড। তেতরে আসুন, প্লিজ।' দরজার কপাট অল্প মেলে ধরল সে যাতে ব্রায়ান এবং লারা ঢুকতে পারে। ওরা ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল ডোরম্যান।

'এ লোকগুলো কী চায়?' জিজ্ঞেস করল লারা।

বিস্মিত দেখাল ম্যাকিনটশকে। 'ওরা ফিলিপকে দেখার জন্য এসেছে।'

এ লোককে দেখার কী আছে, ভাবল লারা।

ডোরম্যান বলল, 'সোজা গ্রিনরুমে চলে যান, মাই লর্ড।'

'ধন্যবাদ।'

পাঁচমিনিট পরে, মনে মনে বলল লারা, বলব যে আমার কাজ আছে। আমি চলে যাব।

গ্রিনরুম ভর্তি মানুষ। লোকজন একটি মানুষকে ঘিরে রেখেছে। লারা তাকে

দেখতে পাচ্ছে না। কোনও কারণে এক সেকেন্ডের জন্য ফাঁক হয়ে গেল ভিড়। লারা তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল। মূর্তির মতো যেন জমে গেল ও, ওর হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে এল। এতদিন ধরে মনের ভেতরে যে অস্পষ্ট আবছায়া একটি মানুষকে দেখে এসেছে লারা, যাকে নিয়ে বুনেছে স্বপ্নজাল, স্বপ্নের সেই লোকটি হঠাৎই মর্ত্যে এসে উপস্থিত। দাঁড়িয়ে আছে লারার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি লম্বা, চুলের রঙ সোনালি, সুগঠিত শরীর। সাদা টাই এবং টাইলস পরনে তার। গা-টা শিরশির করে উঠল লারার। *মনে পড়ল বোর্ডিং হাউজের স্বপ্ন-কল্পনা: ও বোর্ডিং হাউজের কিচেনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সাদা টাই এবং টাইলস পরা এক সুদর্শন তরুণ এসে হাজির হল ওর পেছনে। ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'*

ব্রায়ান ম্যাকিনটশ লক্ষ করছিলেন লারাকে। ওর চেহারা দেখে উদ্বেগ বোধ করলেন তিনি। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আ...আমি ঠিক আছি,' নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে লারার।

হাসিমুখে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ফিলিপ অ্যাডলার। লারার কল্পনার মানুষের সেই উষ্ণ এবং আন্তরিক হাসি। হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'ব্রায়ান, তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি।'

'তোমার অনুষ্ঠান কী করে মিস করি, বলো?' বললেন ম্যাকিনটশ। 'অসম্ভব সুন্দর বাজিয়েছ।'

'ধন্যবাদ।'

'ওহ্, ফিলিপ, ইনি হলেন লারা ক্যামেরন।'

লারা তাকিয়ে আছে পিয়ানোবাদকের চোখে। মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল, 'ডু ইউ ড্রাই?'

'আই বেগ ইয়োর পারডন।'

মুখ লাল হয়ে গেল লারার। 'কিছু না। আমি...' ওর জিভ হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

ভক্তরা ঘিরে ধরেছে ফিলিপ অ্যাডলারকে। প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে তারা।

'আপনি এত সুন্দর এর আগে কখনও বাজাননি...'

'আমার মনে হচ্ছিল স্বয়ং রাখমানিনফ আজ আপনার সঙ্গে ছিলেন..'

প্রশংসার ফুলঝুরি শেষ হবার নয়। মহিলারা ঘিরে রেখেছে ফিলিপকে, তাকে স্পর্শ করছে, নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। লারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। দেখছে। তার কৈশোরের স্বপ্ন সত্যি হল। তার ফ্যান্টাসি বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

'চলো যাওয়া যাক,' লারাকে বললেন ব্রায়ান ম্যাকিনটশ।

না। লারা যেতে চায় না। এখানেই থাকতে চায়। সে দৃশ্যটির সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাকে স্পর্শ করবে, দেখবে এ সত্যি তার স্বপ্নপুরুষ কিনা।

পরদিন সকালে লারা ফিরে গেল নিউইয়র্কে। বিমানযাত্রার সারাটা পথ তাকে আচ্ছন্ন করে রইল ফিলিপ অ্যাডলার। লারা জানে না স্বপ্নের মানুষের সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে কিনা।

ফিলিপ নামটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে লারার হৃদয় মন অন্তর। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেও ওই লোকের কথা এভাবে চিন্তা করাটা ছেলেমানুষি এবং হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মন তো বোঝে না। ফিলিপের চেহারাটা বারবার ভেসে উঠছে হৃদয়ের ক্যামেরায়, কানে ভেসে আসছে তার ভরাট কণ্ঠ। *ওর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে*, সিদ্ধান্ত নিল লারা।

পরদিন ভোরে ফোন করল পল মার্টিন।

'হাই, বেবী। তোমাকে খুব মিস করেছি। লন্ডন সফর কেমন হল?'

'ভালো,' সতর্কতার সঙ্গে জবাব দিল লারা। 'বেশ ভালো।'

ফোনালাপ শেষ হলে চেয়ারে বসে ফিলিপ অ্যাডলারের কথা ভাবতে লাগল লারা।

'ওরা আপনার জন্য কনফারেন্স-রুমে অপেক্ষা করছেন, মিস ক্যামেরন।'

'আসছি আমি।'

'কুইনস-এর কাজটা আমরা হারিয়েছি।'

'কেন? আমি ভাবলাম সব ঠিক আছে।'

'আমারও তা-ই ধারণা ছিল। কিন্তু কম্যুনিটি বোর্ড জোনিং বদলাতে আগ্রহী নয়।'

এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং হচ্ছে। এখানে আছেন আর্কিটেক্ট, আইনজীবী, পাবলিসিটির লোকজন এবং কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার। তাদের সবার ওপর নজর বুলাল লারা। তারপর বলল, 'আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ওই ভাড়াটেদের বাৎসরিক গড় আয় নয় হাজার ডলার। তারা মাসে দুশো ডলারেরও কম ভাড়া দিচ্ছে। আমরা তাদের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট বানাচ্ছি, ভাড়াও থাকছে আগের মতো, পার্কের এলাকার লোকজনদের জন্য নতুন অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। জুলাইতে ওদের ক্রিসমাস উপহার দিচ্ছি, আর ওরা আপনাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে? সমস্যাটা কী?'

'বোর্ড সমস্যা নয়। সমস্যা তাদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে। মহিলা। এডিথ বেনসন নাম।'

'মহিলার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলব।'

মিটিং-এ লারার সঙ্গে থাকল চিফ কন্সট্রাকশন সুপারভাইজার বিল হুইটম্যান।

লারা বলল, 'সত্যি বলছি, যখন শুনলাম আপনাদের বোর্ড আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ এলাকার উন্নয়নের জন্য আমরা একশো মিলিয়ন ডলার ঢালতে চাইছি অথচ আপনি রিফিউজ করছেন...'

বাধা দিলেন এডিথ বেনসন। 'লেট বি অনেস্ট, মিস ক্যামেরন। আপনি এলাকার উন্নয়নের জন্য টাকা ঢালছেন না। আপনি অর্থ বিনিয়োগ করছেন যাতে ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজ আরও টাকা কামাতে পারে।'

'অবশ্যই আমরা টাকা কামাতে চাই,' বলল লারা। 'তবে সেটা আপনাদের লোকদের সাহায্য করার মাধ্যমে। আমরা আপনার এলাকার জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের ব্যবস্থা করব...'

'দুঃখিত, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এ মুহূর্তে আমাদের পড়শি এলাকাটা ছোট। কিন্তু যদি আপনাদেরকে প্রবেশ করতে দিই, আমাদের এলাকাটা ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হবে—বেড়ে যাবে যানজট, গাড়ি ঘোড়া এবং দূষণ, আমরা তা চাই না।'

'আমিও তা চাই না,' বলল লারা। 'আমরা এখানে ডিং ব্যাট বানাব না যা...

'ডিং ব্যাট?'

'হ্যাঁ, কুৎসিত চেহারার তিনতলাবিশিষ্ট মুরগির খোপ। আমরা এমনভাবে ডিজাইন করব যেখানে শব্দ দূষণের বালাই থাকবে না, অভাব হবে না আলো-বাতাসের। বাসিন্দারা টেরই পাবে না যে এখানে কোনওরকম পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা হট-ডগ কিংবা শো-অফ আর্কিটেকচারে আগ্রহী নই। এ প্রজেক্ট ডিজাইন করার জন্য আমি ইতিমধ্যে দেশের সেরা আর্কিটেক্ট স্টানটন ফিল্ডিংকে ভাড়া করেছি। ল্যান্ডস্কেপিং করছেন ওয়াশিংটনের অ্যান্ড্রু বার্টর্ন।'

কাঁধ ঝাঁকালেন এডিথ বেনসন, 'দুঃখিত, তাতেও কোনও লাভ হবে না। আমার মনে হয় না এ নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন আছে।' তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠার ভঙ্গি করলেন।

এ প্রজেক্ট আমি হারাতে পারি না, চিন্তা করছে লারা।

ওরা কি বুঝতে পারছে না এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঘটলে ওদেরই লাভ হবে? আমি ওদের ভালোর জন্য কাজটা করতে চাইছি কিন্তু ওরা ভালোটা নিতে চাইছে না।

হঠাৎ লারার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

'এক মিনিট,' বলল ও। 'শুনলাম বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা এ প্রকল্পের ব্যাপারে মতো আছে, শুধু আপনিই বিরোধিতা করছেন।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

গভীর দম নিল লারা। 'কিছু কথা বলব আপনাকে।' ইতস্তত করছে ও। 'খুবই ব্যক্তিগত আলাপ।' অস্থির লাগছে ওকে। 'আপনি অভিযোগ করেছেন আমি দূষণ নিয়ে চিন্তা করছি না এবং আমরা আপনার এলাকায় ঢুকলে পরিবেশের দশা শোচনীয় হয়ে উঠবে ভেবে আশঙ্কিত আপনি। আপনাকে এখন যে-কথাটা বলব তা দয়া করে কাউকে বলবেন না। আমার দশ বছরের একটি মেয়ে আছে। ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। সে তার বাবার সঙ্গে ওই নতুন বিল্ডিঙে থাকবে। বাবা মেয়েকে কাছে রাখার অনুমতি

পেয়েছে।'

বিস্মিত দেখাল এডিথ বেনসনকে। 'আ...আমি জানতাম না তো আপনার মেয়ে আছে।'

'কেউই জানে না,' মৃদু গলায় বলল লারা। 'আমি বিয়ে করিনি। তাই কথাটা গোপন রাখতে বলেছি আপনাকে। ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে আমার মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। আশা করি কথাটা বুঝতে পেরেছেন।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'আমার মেয়েকে আমি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আমি এমন কোনও কাজ করব না যাতে আমার মেয়ের ক্ষতি হয়। এখানে যারা থাকবে তাদের সুখ-শান্তির জন্য যা যা দরকার আমি আমার প্রজেক্টের অধীনে সবই করব। এতে আমার এতটুকু কার্পণ্য থাকবে না। আর এই বাসিন্দাদের মধ্যে আমার মেয়েও একজন।'

চুপ হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। ভাবছেন। যখন কথা বলবেন, সহানুভূতি ফুটল কণ্ঠে, 'এটা...এটা এখন ভিন্নদিকে মোড় নিয়েছে, মিস ক্যামেরন। আমাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য ক'টা দিন সময় দিন।'

'অবশ্যই। এবং ধন্যবাদ।' আমার যদি সত্যি কোনও মেয়ে থাকত, ভাবল লারা, ও এখানে ভালোই থাকত।

তিন হপ্তা বাদে কম্যুনিটি বোর্ড লারার প্রজেক্টের কাজ চালিয়ে যাবার অনুমোদন দিল।

'চমৎকার,' বলল লারা। 'এখন স্টানটন ফিল্ডিং এবং অ্যান্ড্রু বার্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করো। দ্যাখো তারা এ প্রজেক্টে কাজ করতে আগ্রহী কিনা।'

খবরটা শুনে বিশ্বাস হচ্ছিল না হাওয়ার্ড কেলারের।

'তুমি তো মহিলাকে জাদু করেছ! অবিশ্বাস্য। তোমার তো মেয়েই নেই।'

'ওদের এ প্রজেক্টটি দরকার,' বলল লারা। 'ওদের সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য ওই সময় এ ছাড়া অন্য কোনও বুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি।'

বিল হুইটম্যান মন্তব্য করল, 'ওরা আসল কথা জানতে পারলে আমাদের খবর আছে।'

জানুয়ারিতে ইস্ট সিক্সটি থার্ড স্ট্রিটে নতুন একটি ভবনের কাজ শেষ হয়ে গেল। পঁয়তাল্লিশতলা বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। লারা ডুপ্লেক্স পেন্টহাউজটি রেখে দিল নিজের জন্য। ভবনের রুমগুলো বেশ বড়, অ্যাপার্টমেন্টের টেরেসও আছে। লারা একজন বিখ্যাত ডেকোরেটর দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট সাজিয়েছে। ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক অতিথি এলেন।

'এখানে সবই আছে শুধু একজন পুরুষের অভাব অনুভব করছি,' ঠাট্টার সুরে বললেন এক মহিলা।

ফিলিপ অ্যাডলারের কথা মনে পড়ে গেল লারার। ফিলিপ এখন কোথায়? কী করছে?

লারা এবং হাওয়ার্ড কেলার মিটিং করছে, মাঝপথে উদয় হল বিল হুইটম্যান।

'হাই, বস্। এক মিনিট সময় হবে?'

লারা মুখ তুলে চাইল। 'কী ব্যাপার, বিল? কী সমস্যা।'

'সমস্যা আমার বউকে নিয়ে।'

'যদি দাম্পত্য কোনও সংকট হয়...'

'না, তেমন কিছু না। আমার বউ বলছে আমাদের ক'টা দিন দেশের বাইরে থেকে ছুটি কাটিয়ে আসা দরকার। কয়েকদিনের জন্য প্যারিসে যাওয়া যায়।'

ভুরু কোঁচকাল লারা। 'প্যারিস? হাতে কত কাজ জমে আছে, জানো?'

'জানি। কিন্তু আমি তো রাত জেগে কাজ করছি। তাই বউর সঙ্গে কথা বলারও সময় হয় না। আজ সকালে সে কী বলেছে, জানেন? বলেছে, 'বিল, তুমি যদি প্রমোশন পাও আর বেতন বেড়ে যায় তাহলে তোমাকে আর এত পরিশ্রম করতে হবে না'।'

হাসল সে।

চেয়ারে হেলান দিল লারা। 'আগামী বছরের আগে তোমার বেতন বাড়ছে না।'

শ্রাগ করল হুইটম্যান। 'এক বছরে কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে। ধরুন, ওই কুইন্স-এর কাজটা নিয়ে ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি। বুড়ি এডিথ বেনসন হয়তো এমন কিছু শুনে বসল যে মতো পাল্টে ফেলল। পারে না?'

লারা আড়ষ্ট হয়ে গেছে চেয়ারে, 'আই সী।'

সিধে হল বিল হুইটম্যান। 'আমার দিকটা একবার ভেবে দেখবেন। তারপর জানায়েন।'

জোর করে ঠোঁটে হাসি ফোটাল লারা। 'আচ্ছা।'

মুখ গম্ভীর করে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল বিল।

'জেসাস,' বলল কেলার। 'এসব হচ্ছে কী?'

'একে বলে ব্ল্যাকমেইল।'

পরদিন পল মার্টিনের সঙ্গে লাঞ্চ করছিল লারা। লারা বলল, 'পল, একটা সমস্যা হয়েছে। সামাল দেব কীভাবে বুঝতে পারছি না।' বিল হুইটম্যানের সঙ্গে তার বাদানুবাদ খুলে বলল লারা।

'তোমার কি ধারণা সে সত্যি বৃদ্ধার কাছে যাবে?' জিজ্ঞেস করল পল মার্টিন।

'জানি না ঠিক। তবে যদি যায় বিল্ডিং কমিশনকে নিয়ে মস্ত ঝামেলায় পড়ে যাব।'

কাঁধ ঝাঁকাল পল মার্টিন। 'ওকে নিয়ে ভাবছি না আমি। সম্ভবত ধোঁকা দেয়ার

চেষ্টা করছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লারা। 'তাহলে তো আর চিন্তা নেই।'

'রেনো যাবে?' জানতে চাইল পল মার্টিন।

'যেতে পারলে তো ভালোই লাগত। কিন্তু পালাতে পারব না।'

'তোমাকে পালাতে বলছি না। ওখানে গেলে একটা হোটেল এবং একটা ক্যাসিনো কেনার সুযোগ পাবে।'

লারা বলল, 'তুমি সিরিয়াস?'

'কানে এসেছে একটি হোটেলের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা সোনার খনি। খবর ফাঁস হয়ে গেলে সবাই ওটার পেছনে ধাওয়া করবে। হোটেল নিলামে চড়বে, তবে তোমাকে পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারব।'

ইতস্তত করছে লারা, 'কী করব বুঝতে পারছি না। দেনার সাগরে ডুবে আছি। হাওয়ার্ড কেলার বলেছে কিছু দেনা শোধ না করলে ব্যাংকগুলো আমাকে আর টাকা দেবে না।'

'তোমাকে ব্যাংকের কাছে যেতে হবে না।'

'তাহলে কোথায়...?'

'জাংক বন্ড। ওয়াল স্ট্রিটের প্রচুর ফার্ম জাংক বন্ড দেয়। তাছাড়া আছে সেভিংস এবং লোন কোম্পানি। তোমাকে পাঁচ পার্সেন্ট একুইটি দিতে হবে, সেভিংস এবং লোন কোম্পানি পঁয়ষট্টি ভাগ টাকার জোগান দেবে। বাকি থাকল ত্রিশ পার্সেন্ট। ওই টাকা তুমি কোনও বিদেশী ব্যাংক থেকে নিতে পারবে। ওইসব ব্যাংক ক্যাসিনোতে বিনিয়োগ করে। সুইটজারল্যান্ড, জার্মানি এবং জাপানে এরকম ব্যাংকের অভাব নেই। অন্তত আধডজন ব্যাংক পাবে যারা কমার্শিয়াল নোটে ত্রিশ শতাংশ টাকা ধার দেবে।'

উত্তেজনা বোধ করছে লারা। 'শুনেই লোভ লাগছে। হোটেলটা আমার জন্যে সত্যি কেনার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

হাসল পল। 'এটা হবে তোমার ক্রিসমাস উপহার।'

'ইউ আর ওয়ান্ডারফুল। তুমি এত ভালো কেন?'

'জানি না,' মশকরা করল পল। কিন্তু জবাবটা জানে সে। লারার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে পল। লারার সংস্পর্শে এলেই তার বয়স যেন কমে যায় কয়েকগুণ। লারার কারণেই পৃথিবীটাকে উত্তেজক মনে হয়। *আমি তোমাকে কখনোই হারাতে চাই না,* মনে মনে বলল পল মার্টিন।

লারা অফিসে ঢুকে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছে কেলার।

'তুমি কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করল কেলার। 'দুটোর সময় মিটিং ছিল...'

'জাংক বন্ড সম্পর্কে যা জানো বলো, হাওয়ার্ড। আমরা এসব জিনিস নিয়ে কখনও

কাজ করিনি। বলো তো শুনি।'

জাংক বন্ড কী জিনিস ব্যাখ্যা করল হাওয়ার্ড কেলার। তারপর জানতে চাইল কেন জাংক বন্ড নিয়ে হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল লারা।

লারা বলল তাকে।

'ক্যাসিনো, লারা? জেসাস! এর পেছনে নিশ্চয় পল মার্টিন আছে, না?'

'না, হাওয়ার্ড। আমি যদি এ-বিষয়টি নিয়ে এগোই তো আমি এর পেছনে থাকব। ব্যাটারি পার্ক প্রপার্টি কেনার ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তার কী হল?'

'মহিলা বিক্রি করবে না বলছে।'

'কেন?'

'মহিলা মানে ইলেনর রয়েসের টাকার অভাব নেই। শহরের প্রতিটি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ওই প্রোপার্টি কিনতে চাইছে। কিন্তু মহিলা বিক্রি করতে আগ্রহী নয়।'

'তাহলে তার কিসে আগ্রহ?'

'সে তার মৃত ডাক্তার স্বামীর নামে মনুমেন্ট জাতীয় কিছু তুলতে চাইছে। স্টিভ মার্চিসনও ওই প্রোপার্টি কেনার চেষ্টা করছে শুনলাম।'

লারা ঝাড়া এক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'তোমার ডাক্তার কে, হাওয়ার্ড?'

'কী?'

'তোমার ডাক্তারের নাম কী?'

'সিমুর বেনেট। উনি মিড নাইট হসপিটালের চিফ অভ স্টাফ।'

পরদিন সকালে লারার অ্যাটর্নি টেরি হিল গেল ড. সিমুর বেনেটের অফিসে।

'আমার সেক্রেটারি বলল আমার সঙ্গে নাকি আপনার খুব জরুরি কী দরকার।'

'জ্বি,' বলল টেরি হিল। 'আমি একটি ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের সঙ্গে আছি। তারা একটি অলাভজনক ক্লিনিক বানাতে চায়।' ওখানে চিকিৎসাবঞ্চিত গরিব মানুষদের সেবা দেয়া হবে।

'চমৎকার আইডিয়া,' বললেন ড. বেনেট। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

টেরি হিল বলল তাকে।

পরদিন ড. বেনেট গেলেন ইলেনর রয়েসের বাড়িতে।

'ওরা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে, মিসেস রয়েস। ওরা চমৎকার একটি ক্লিনিক বানাতে চায়। ক্লিনিকটি হবে আপনার মৃত স্বামীর নামে। ওটা এক ধরনের স্মৃতিসৌধের মতো হবে।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধার মুখ। 'তাই নাকি?'

ওরা ঘণ্টাখানেক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলেন। শেষে মিসেস রয়েস বললেন, 'জর্জ বেঁচে থাকলে খুব খুশি হত। ওদেরকে বলে দিন এতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ছয় মাস পরে শুরু হল কন্সট্রাকশনের কাজ। যখন শেষ হল, দানবীয় একটি কাঠামোয় পরিণত হল ওটা। গোটা ব্লক ঘিরে রেখেছে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, একটি শপিং মল, এবং একটি থিয়েটার কমপ্লেক্স। প্রোপার্টির এক কোনায়, একতলা একটি ইটের দালানের দরজায় সাধারণ একটি সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল :

GEORGE ROYCE MEDICAL CLINIC

আঠারো

ক্রিসমাসের দিনটিতে বাড়িতেই থাকল লারা। ডজনখানেক পার্টিতে ওর দাওয়াত ছিল, কিন্তু যাওয়া হয়নি কোথাও। কারণ পল মার্টিন আসবে বলেছে। 'নিনা আর বাচ্চাদের সঙ্গে আজ থাকতে হবে আমাকে,' ব্যাখ্যা করেছে সে। 'তবে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

লারা ভাবল ফিলিপ অ্যাডলার ক্রিসমাসের এই দিনে কীভাবে সময় কাটাচ্ছে।

কুরিয়ার এবং ইভস পেন্টেকার্ডের মতো একটি দিন। গোটা নিউইয়র্ক শহর জুড়ে দিয়েছে ধবধবে সাদা বরফের চাদর। পল মার্টিন হাজির হল লারার জন্য একগাদা উপহার নিয়ে।

'এ জিনিসগুলো আনার জন্য আমি অফিসে গিয়েছিলাম।' বলল সে। *যাতে তার স্ত্রী জানতে না পারে।*

'তুমি আমাকে তো অনেক কিছু দিচ্ছ, পল। আবার এসব আনতে গেলে কেন?'

'ইচ্ছে করল তাই নিয়ে এলাম। খুলেই দ্যাখো না কী আছে।'

লোকটার ছেলেমানুষি অনুনয়টুকু বেশ উপভোগ করল লারা।

রুচিশীল এবং দামি উপহার। বোঝাই যায় এসব জিনিস কিনতে মাথা খাটাতে হয়েছে পল মার্টিনকে। কার্টিয়ারের নেকলেস, হার্মিসের স্কার্ফ, রিজ্জোলির বই, একটি অ্যান্টিক ক্যারিজ ক্লক এবং সঙ্গে সাদা ছোট একটি খাম। খামটি খুলল লারা। ভেতরে বড় বড় অক্ষরে লেখা : ক্যামেরন রেনো হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো।

অবাক চোখে তাকাল লারা। 'হোটেলটা আমি পেয়ে গেছি?'

মাথা ঝাঁকাল পল মার্টিন। 'পাবে। আগামী হপ্তায় নিলাম বসবে। তুমি ওটা পেয়ে যাবে।'

'ক্যাসিনো কীভাবে চালাতে হয় কিছুই জানি না আমি।'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি তোমার জন্য কয়েকজন পেশাদার লোক রেখে দেব। তারাই সব ম্যানেজ করবে। তুমি শুধু হোটেলের দায়িত্ব নেবে।'

'কীভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না। তুমি আমার জন্য অনেক করছ।'

লারার হাত নিজের মুঠোয় পুরে নিল পল মার্টিন। 'পৃথিবীতে এমন কোনও কাজ নেই যা আমি তোমার জন্য করতে পারব না। এ কথাটা শুধু মনে রেখো।'

'রাখব,' গভীর গলায় বলল লারা।

ঘড়ি দেখল পল। 'আমি এখন বাড়ি যাব। ইচ্ছে ছিল...'

ইতস্তত করছে সে।

'বলো?'

'নেভার মাইন্ড। মেরি ক্রিসমাস, লারা।'

'মেরি ক্রিসমাস, পল।'

জানালার ধারে গেল লারা, তাকাল বাইরে। আকাশের বুক থেকে ঝুপঝুপ তুষার ঝরছে। বিরতিহীন। লারা রেডিও অন করল, এক ঘোষক বলল '...এবারে আমাদের ছুটির অনুষ্ঠান। বোস্টন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বিঠোফেনের পিয়ানো কনসার্টো নম্বর পাঁচ উপহার দিচ্ছে, সঙ্গে আছেন ফিলিপ অ্যাডলার।'

লারা যেন চোখ দিয়ে শুনল তার বাজনা, তাকে পিয়ানোর সামনে দেখতে পাচ্ছে। সুদর্শন অভিজাত। মিউজিক শেষ হলে লারা ভাবল *ওর সঙ্গে আবার দেখা করব আমি!*

বিল হুইটম্যান রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সেরা কন্সট্রাকশন সুপারভাইজারদের অন্যতম। ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে আজ সে এ অবস্থানে এসেছে। বাজারে তার প্রচুর চাহিদা। সে প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে, টাকাও কামায় দু'হাতে। কিন্তু তবু তার মন ভরে না। সে দেখেছে ভবন-নির্মাতারা বিল্ডিং বানিয়ে কোটিপতি হয়ে গেছে কিন্তু সে বেতনের বাইরে একটা পয়সাও কামাতে পারেনি। *ওরা তো একদিক থেকে আমার সাহায্যেই টাকা কামাচ্ছে,* ভাবে বিল। *মালিক কেক খায়, আমার ভাগ্যে জোটে গুঁড়ো।* কিন্তু লারা ক্যামেরন যেদিন জোনিং কমিশনের সঙ্গে কথা বলল, সব যেন বদলে গেল। লারা বোর্ডের অনুমতি পাবার জন্য মিথ্যাকথা বলেছে। আর এ মিথ্যা তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। *আমি বোর্ডের কাছে গিয়ে যদি সত্যিকথাটা বলে দিতাম, ওকে আর ব্যবসা করে খেতে হত না।*

তবে বিল হুইটম্যানের ওরকম কোনও দুরভিসন্ধি নেই। তার পরিকল্পনাটি আরও বিস্তৃত এবং ভালো। তার মহিলা বস্ সে যা চাইবে তা-ই দিতে বাধ্য থাকবে। প্রমোশনের কথা যখন সে লারাকে বলেছে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে তখনই। বুঝেছে লারা তার বেতন বাড়াবে। এ ছাড়া মহিলার কোনও উপায়ও নেই। *প্রথমে অল্প টাকা দিয়ে শুরু করব,* ভাবতে আনন্দ লাগছে বিল হুইটম্যানের। *তারপর মুচড়ে বড় অঙ্কের টাকা আদায় করব।*

ক্রিসমাসের দুই দিন পরে ইস্টসাইন প্লাজা প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়ে গেল। *বিরাট সাইটে চোখ বুলিয়ে হুইটম্যান মনে মনে বলল, এ সাইট টাকা আয়ের খনি হতে চলেছে। তবে এবার আমি এখান থেকে নগদ কামাব।*

ভারী যন্ত্রপাতিতে পূর্ণ সাইট। জমিনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে টন টন মাল তুলে নিচ্ছে ক্রেন। একটি ক্রেনে বোধহয় প্রকাণ্ড একটি বাকেট আটকে গেছে। বাকেটের

গায়ে করাতের মতো দাঁত। হুইটম্যান ক্যাবের ধারে হেঁটে এল, বিশাল আকারের ধাতব বাকেটের নিচে দাঁড়াল।

'অ্যাই, জেস,' হাঁক ছাড়ল সে। 'কী হচ্ছে ওখানে?'

ক্যাবে বসা লোকটা বিড়বিড় করে কী বলল বুঝতে পারল না হুইটম্যান।

আরও সামনে এগিয়ে গেল হুইটম্যান, 'কী বললে?'

তারপর সবকিছু যেন এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটল। একটি চেইন ছুটে গেল এবং ধাতব দানব বাকেট আছড়ে পড়ল হুইটম্যানের গায়ে। তাকে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলল। মানুষজন ছুটে এল। কিন্তু লাশটাকে নিয়ে তাদের কিছুই করার ছিল না।

'সেফটি ব্রেক ভেঙে গিয়েছিল,' পরে ব্যাখ্যা করেছে অপারেটর। 'তারপরে যা ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। ইশ্, বিলটাকে বেশ পছন্দ করতাম আমি।'

খবর শোনামাত্র পল মার্টিনকে ফোন করল লারা।

'বিল হুইটম্যানের কথা শুনেছ কিছু?'

'হ্যাঁ। টিভির খবরে দেখাল।'

'পল, তুমি আবার...?'

হেসে উঠল পল। 'উল্টোপাল্টা কিছু ভেবো না তো। তুমি আজকাল বড্ড বেশি রহস্য-সিনেমা দেখছ। মনে রেখো, ভালোমানুষের জয় সবসময় শেষেই হয়।'

লারা ভাবল, *আমি কি ভালোমানুষ?*'

রেনো হোটেল কিনতে ডজনেরও বেশি ডাক এল।

'আমি ডাকব কখন?' লারা জিজ্ঞেস করল পলকে।

'তোমাকে ডাকতে হবে না। অন্তত আমি না-বলা পর্যন্ত। আগে অন্যদেরকে ডাকতে দাও।'

গোপন নিলাম। ডাকগুলো খামে সিল করা। খোলা হবে আসছে শুক্রবার। বুধবারেও লারা নিলামে অংশ নিতে পারল না। ও ফোন করল পল মার্টিনকে।

'চুপচাপ বসে থাকো,' বলল পল। 'সময় হলেই তোমাকে বলব।'

ফোনে সারাদিনই ঘনঘন কথা হল দুজনের।

পাঁচটার সময়, নিলামের ডাক শেষ হবার ঘণ্টাখানেক আগে, লারা একটি ফোন পেল।

'এখন! সবচেয়ে বেশি ডাক উঠেছে একশো কুড়ি মিলিয়ন ডলার। তুমি পাঁচ মিলিয়ন ডলার বেশি বলবে।'

মুখ দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল লারা। 'কিন্তু অত টাকা দর হাঁকালে আমি টাকাটা লস করব।'

'করবে না,' বলল পল। 'হোটেল পাবার পরে যখন ওটা নিয়ে কাজ ধরবে, নানান

জায়গা থেকে কাটছাঁট করতে পারবে। সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার এটা এনডোর্স করবে। তোমার পাঁচ মিলিয়ন বা তারও বেশি টাকা বেঁচে যাবে।'

পরদিন লারার দরটাই সর্বোচ্চ হিসেবে বিবেচিত হল।

রেনোর উদ্দেশে যাত্রা করল লারা এবং কেলার।

হোটেলের নাম রেনো প্যালেস। প্রকাণ্ড এবং বিস্তৃত এ হোটেলের রুমের সংখ্যা দেড় হাজার। রয়েছে ঝকমকে বিশাল একটি ক্যাসিনো। এ মুহূর্তে খালি। টনি উইকি নামে এক লোক লারা এবং হাওয়ার্ড কেলারকে স্বাগত জানাল। সে ওদেরকে হোটেল এবং ক্যাসিনো ঘুরিয়ে দেখাল। টনি চলে যাবার পরে যখন একলা হয়ে গেল ওরা দু'জন, লারা বলল, 'পল ঠিকই বলেছে। এটা একটা স্বর্ণখনি।' কিন্তু কেলারের চেহারায় নিজের খুশি ফুটতে না দেখে অবাক হল ও। 'কী হল তোমার?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেলার। 'জানি না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এসবের মধ্যে না-জড়ালেই বোধহয় ভালো হত।'

'এসবের মধ্যে' কথার মানে কী? এ হল কামধেনু, হাওয়ার্ড। শুধুই দুধ দিয়ে যাবে।'

'ক্যাসিনো কে চালাবে?'

'আমরা লোক খুঁজে নেব,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল লারা।

'কোত্থেকে? গার্লস স্কাউট? এ-ধরনের জিনিস চালাতে হলে জুয়াড়িদের দরকার। আমি তেমন কাউকে চিনি না। তুমি চেনো?'

চুপ করে রইল লারা।

'পল মার্টিন নিশ্চয় চেনে।'

'ওকে এর মধ্যে টেনো না।'

'আমি তোমাকে এর মধ্যে টানতে চাই না। আমি চাই তুমি এর বাইরে থাকবে। এ প্রজেক্ট আমার কাছে সুবিধের ঠেকছে না।'

'কুইন্স প্রজেক্টও তোমার কাছে সুবিধের ঠেকেনি। কিংবা হাউস্টন স্ট্রিটের শপিং সেন্টারেরও বিরোধিতা করেছ তুমি। কিন্তু ওগুলো থেকে তো টাকা আসছে, তাই না?'

'লারা, আমি কখনও বলিনি ওই প্রজেক্টগুলো খারাপ। শুধু বলেছি আমরা একটু জোরেই ছুটছি। তুমি চোখের সামনে যা পাচ্ছ সব গিলে নিচ্ছ কিন্তু এখনও হজম করতে পারোনি।'

ওর গাল চাপড়ে দিল লারা। 'রিলাক্স।'

গেমিং কমিশন যথেষ্ট সৌজন্য দেখাল লারাদের সঙ্গে।

'এখানে আপনার মতো সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে খুব বেশি সাক্ষাৎ আমাদের হয় না,' বললেন চেয়ারম্যান। 'আপনার আগমনে আমাদের ঘর আলো হয়ে গেছে।'

লারাকে সত্যি সুন্দর লাগছিল। ও ডোনাকারান-এর উলের সুট পরেছে, সঙ্গে ক্রিম কালারের সিল্ক ব্লাউজ এবং ক্রিসমাসে দেয়া পন্নের একটি স্কার্ফ। হাসল ও। 'ধন্যবাদ।'

'আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি?' একজন গেমিং কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা লারার জন্য কী করতে পারেন সবাই জানেন।

'আমি রেনোর জন্য কিছু করতে চাই বলে এখানে এসেছি,' জোরগলায় বলল লারা। 'আমি এটিকে নেভাডার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর হোটেলে পরিণত করতে চাই। রেনো প্যালেসে আমি আরও পাঁচতলা যোগ করব এবং আরও ট্যুরিস্টদের জুয়া খেলতে আগ্রহী করে তোলার জন্য একটি সুপ্রশস্ত কনভেনশন সেন্টার গড়ে তোলার ইচ্ছে আমার আছে।'

বোর্ডের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। চেয়ারম্যান বললেন, 'এ-ধরনের পদক্ষেপ তো শহরের জন্যই ভালো হবে। তবে আমাদের বোর্ডকে জানিয়েই সবকিছু করতে হবে।'

'আমি কোনও পলাতক আসামি নই যে কেটে পড়ব,' হাসল লারা।

ওর মশকরায় ওরাও হাসলেন। 'আপনার সম্পর্কে আমরা সবই জানি, মিস ক্যামেরন। এবং জানার রেকর্ডগুলো ইতিবাচক। যদিও ক্যাসিনো চালানোর অভিজ্ঞতা আপনার নেই বলেই শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন,' স্বীকার গেল লারা। 'তবে ক্যাসিনো চালানোর মতো যোগ্য লোক আমি দেব। এবং আমি নিশ্চিত সে কাজ চালাতে বোর্ডের অনুমোদনও পেয়ে যাবে। আপনাদের গাইডেন্স হবে আমার পাথেয়।'

বোর্ডের এক সদস্য বলে উঠলেন, 'যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে অর্থকড়ি জড়িত কাজেই জানতে চাইছি আপনি কি গ্যারান্টি দিতে...'

বাধা দিলেন চেয়ারম্যান, 'দ্যাটস অলরাইট, টম। মিস ক্যামেরন অর্থনৈতিক ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছেন আগেই। আমি আপনাদের সবাইকে একটা করে কপি দেব।'

লারা বসে রইল। অপেক্ষা করছে।

চেয়ারম্যান বললেন, 'এ মুহূর্তে আপনাকে কোনও প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারছি না, মিস ক্যামেরন, তবে এটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে লাইসেন্স পেতে আমি কোনও অসুবিধে দেখতে পাচ্ছি না।'

উদ্ভাসিত হল লারা। 'বাহ্, চমৎকার। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে নামতে চাই।'

'তবে এখানে খুব বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করা যাবে না। ডেফিনিট কোনও জবাব পেতে আপনাকে কমপক্ষে এক মাস অপেক্ষা করতে হবে।'

হতাশ হল লারা। 'এক মাস?'

'জ্বি। আমাদের কিছু খোঁজখবর নেয়ার ব্যাপার আছে।'

'বুঝতে পারছি,' বলল লারা। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। অপেক্ষা করব আমি এক মাস।

হোটেলের শপিং কমপ্লেক্সে একটি মিউজিক স্টোর আছে, জানালায় শোভা পাচ্ছে ফিলিপ অ্যাডলারের বিরাট পোস্টার, নতুন সিডি'র অ্যাড ঘোষণা করছে পোস্টারটি।

লারা গান শোনার জন্য নয়, সিডি কিনল কারণ ডিস্কের প্যাকেটের এক পিঠে ফিলিপ অ্যাডলারের ছবি আছে।

নিউইয়র্কে ফেরার পথে লারা জিজ্ঞেস করল, 'হাওয়ার্ড, ফিলিপ অ্যাডলার সম্পর্কে তুমি কী জানো!'

'সবাই যা জানে তা-ই। উনি সম্ভবত বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা কনসার্ট পিয়ানোবাদক, তিনি অসাধারণ সব সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বাজান। কাগজে পড়েছি ফিলিপ মফস্বল শহরের সংখ্যালঘু মিউজিশিয়ানদের উৎসাহ দেয়ার জন্য একটি ফাউন্ডেশন নির্মাণ করেছেন। ওই ফাউন্ডেশন থেকে সংখ্যালঘু মিউজিশিয়ানদের বৃত্তি দেয়া হয়।'

'সংগঠনের নাম কী?'

'সম্ভবত ফিলিপ অ্যাডলার ফাউন্ডেশন।'

'আমি ওখানে কিছু চাঁদা দিতে চাই,' বলল লারা। 'আমার নামে ওই ফাউন্ডেশনে দশ হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দাও।'

বিস্মিত দেখাল কেলারকে। 'ক্ল্যাসিকাল মিউজিক তোমার আগ্রহ নেই বলেই তো জানতাম।'

'ইদানীং আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে,' বলল লারা।

হেড লাইনে লিখেছে

DISTRICT ATTORONEY PROBE OF PAUL MARTIN–
ATTORNEY REPUTED TO HAVE MAFIA TIES

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল লারার। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল পলকে।

'এসব কী হচ্ছে?'

খিকখিক হাসল পল, 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আবার মাঠে নামতে নেমেছে। ওরা মাফিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে বহুদিন ধরে। কিন্তু কোনও সুবিধে করতে পারেনি। যখনই ইলেকশন আসে, আমাকে বলির পাঁঠা করতে চায়। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না তো। আজ রাতে ডিনারে আসছ কিনা বলো?'

'আসছি,' জানাল লারা।

'মাল বেরি স্ট্রিটে ছোট একটি রেস্টুরেন্ট আছে। ওখানে আমাদেরকে কেউ বিরক্ত

করবে না।'

ডিনার খেতে খেতে পল মার্টিন বলল, 'শুনলাম গেমিং কমিশনের সঙ্গে তোমার বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে।'

'আমারও তো তাই ধারণা, ওঁদেরকে বেশ বন্ধুবৎসল মনে হয়েছে আমার। তবে এ ধরনের কাজ করিনি কখনও।'

'তোমার কোনও সমস্যা হবে না। ক্যাসিনোর জন্য কয়েকটি ভালো ছেলে ঠিক করে দেব। যে লোকটা ক্যাসিনোর লাইসেন্স পেয়েছিল সে লোভী হয়ে উঠেছিল।' পল প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'কন্সট্রাকশনের কাজ কেমন চলছে?'

'ভালো। তিনটে প্রজেক্টের কাজ চলছে একসঙ্গে।'

'তুমি নিশ্চয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ নিচ্ছ না, লারা?'

কথাটা হাওয়ার্ড কেলারের মতো শোনাল। 'না। প্রতিটি কাজ বাজেট এবং শিডিউল অনুসারে হচ্ছে।'

'দ্যাটস গুড, বেবি। আমি চাই না তুমি কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো।'

'পড়ব না,' লারা পলের হাতে হাত রাখল। 'তুমি আছ না!'

'আমি সবসময়ই তোমার জন্য থাকব,' লারার হাতে মৃদু চাপ দিল পল মার্টিন।

দু-হপ্তা হয়ে গেল, ফিলিপ অ্যাডলারের কাছ থেকে কোনও খবর এল না। লারা কেলারকে ডাকল। 'তুমি অ্যাডলার ফাউন্ডেশনে দশ হাজার ডলারের অনুদানটা পাঠাওনি?'

'দিয়েছি তো। তুমি যেদিন বলেছ সেদিনই চেক পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'আশ্চর্য! ওই লোক তো আমাকে একটা ফোনও করল না।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেলার। 'হয়তো কোথাও বাজাতে গেছে।'

'হয়তো,' নিজের হতাশা গোপন করার চেষ্টা করল লারা। 'কুইন্সের কন্সট্রাকশনের কথা বলো।'

'ওখানে প্রচুর টাকা লাগবে,' বলল কেলার।

'নিজেদেরকে প্রটেক্ট করার উপায় আমার জানা আছে। একজন টেনান্টের সঙ্গে ডিল করব।'

'কে সে?'

'মিউচুয়াল সিকিউরিটি ইনসিওরেন্সের প্রেসিডেন্ট। হোরেস গুটম্যান। শুনেছি ওরা নতুন লোকেশন খুঁজছে। ওটা হবে আমাদের বিল্ডিং।'

'আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি,' বলল কেলার।

লারা লক্ষ করেছে কেলার কোনও নোট নিচ্ছে না। 'তোমার কিছু কিছু ব্যাপার আমার অবাক লাগে। আমি যা-ই বলি কখনও নোট করো না। এত কথা মনে রাখো

কী করে?'

মুচকি হাসল কেলার। 'আমার যে ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে। বেসবলে পরিসংখ্যান মনে রাখতে রাখতে স্মৃতিশক্তি ধারালো হয়ে গেছে।' বিরতি দিল। 'তবে মাঝে মাঝে এই স্মৃতিশক্তিকে মনে হয় অভিশাপ। কিছু কথা ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারি না।'

'হাওয়ার্ড, কুইন্স বিল্ডিঙের ব্যাপারে আর্কিটেক্টদের কাজে লেগে যেতে বলো। খোঁজ নাও মিউচুয়াল সিকিউরিটির কতগুলো ফ্লোর এবং কতটা ফ্লোর স্পেস লাগবে।'

দিনদুই পরে কেলার ঢুকল লারার অফিসে। 'দুঃসংবাদ আছে।'

'কী হয়েছে?'

'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি মিউচুয়াল সিকিউরিটি ইনসিওরেন্স নতুন হেডকোয়ার্টার্স খুঁজছে। তবে গুটম্যানের পছন্দ ইউনিয়ন স্কোয়ারের একটি ভবন। আর ওটা তোমার পুরোনো বন্ধু স্টিভ মার্চিসনের বিল্ডিং।'

আবার মার্চিসন! লারা জানে ওকে মাটিভর্তি বাক্সটা ওই মার্চিসনই পাঠিয়েছে। *আমি ওকে ছাড়ব না।*

'গুটম্যান কি ওখানে কথা দিয়ে ফেলেছেন?' জানতে চাইল লারা।

'এখনও নয়।'

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

সেদিন বিকেলে লারা ডজনখানেক ফোন করল। জ্যাকপটের ফোন ছিল শেষেরটা। বারবারা রসওয়েল।

'হোরেস গুটম্যান? হ্যাঁ, ওঁকে চিনি তো, লারা। তাঁর ব্যাপারে হঠাৎ আগ্রহের কারণ কী?'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি তাঁর মস্ত ভক্ত। আমার একটা কাজ করে দাও, ভাই। আগামী শনিবার ওকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে?'

'পারব।'

ডিনার পার্টিটি সাধারণ, তবে এর মধ্যে মিশে রয়েছে আভিজাত্য। রসওয়েলদের বাড়িতে মোট চোদ্দজন অতিথি এলেন আমন্ত্রিত হয়ে। এলিস গুটম্যানের শরীর ভালো নেই। তাই হোরেস গুটম্যান একাই এলেন পার্টিতে। লারা তাঁর পাশে গিয়ে বসল। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কোঠায়, তবে দেখায় আরও বেশি। চেহারা দেখে বোঝা যায় অনেক ঝড়ঝাপটা সয়েছেন জীবনে। শক্ত চিবুক, একগুঁয়ে একটা ভাব ফুটে আছে অভিব্যক্তিতে। লারাকে অপূর্ব লাগছিল এবং যৌনাবেদনময়ী। সে একটি লো-কাট কালো হ্যালস্টন গাউন পরেছে। গায়ে সাধারণ, তবে নজর কেড়ে নেয়া গহনা। ককটেলের গ্লাস নিয়ে ওরা ডাইনিং টেবিলে বসল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে ছিল আমার,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল লারা। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

'আমিও আপনার কথা অনেক শুনেছি, ইয়াং লেডি। আপনি এ শহরে তো রীতিমতো ঝড় তুলেছেন।'

'আমি কিছু অবদান রাখার চেষ্টা করছি মাত্র,' বিনীত কণ্ঠ লারার। 'এ শহরটা সত্যি চমৎকার।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'গ্যারি, ইন্ডিয়ানা।'

'তাই নাকি?' বিস্মিত দেখাল গুটম্যানকে। 'আমার জন্মও ওখানে। তার মানে আপনি একজন হুসিয়ার?'

হাসল লারা। 'ঠিক ধরেছেন। গ্যারির বহু স্মৃতি আছে আমার। আমার বাবা পোস্ট ট্রিবিউনে কাজ করতেন। আমি রুজ ভেল্ট হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছি। ছুটির দিনে পিকনিক এবং আউটডোর কনসার্টের জন্য চলে যেতাম গ্লিসন পার্কে। মজা করতাম টুয়েলভ অ্যান্ড টুয়েন্টিতে। জন্মস্থান ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লেগেছে।'

'তবে ছেড়ে এসে মন্দ করেননি, মিস ক্যামেরন।'

'আমার ডাক নাম ধরে ডাকুন। আর তুমি বলবেন।'

'লারা। আজকাল কী করছ তুমি?'

'একটা বিশেষ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি,' বলল লারা। 'কুইন্সে নতুন ভবন বানাচ্ছি। ত্রিশতলা বিল্ডিং, দুই লাখ স্কোয়ার ফিটের ফ্লোর স্পেস।'

'দ্যাটস ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করলেন গুটম্যান।

'কেন?' মুখে সারল্য ফোটাল লারা।

'আমরা আমাদের নতুন হেড কোয়ার্টার্সের জন্য তোমার বিল্ডিঙের সাইজের একটা ভবন খুঁজছি।'

'তাই নাকি? অমন কিছু পেয়েছেন?'

'না পাইনি। তবে...'

'চাইলে আমাদের নতুন বিল্ডিঙের প্ল্যান আপনাকে দেখাতে পারি।'

কয়েক সেকেন্ড লারাকে পরখ করলেন গুটম্যান, 'দেখব।'

'আমি সোমবার সকালে আপনার অফিসে আসছি প্ল্যান নিয়ে।'

'আমি অপেক্ষা করব।'

বাকি সন্ধ্যাটা বেশ ভালোই কাটল।

হোরেস গুটম্যান বাড়ি ফিরেই ঢুকলেন স্ত্রীর শোবার ঘরে।

'কেমন আছ এখন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আগের চেয়ে ভালো, ডার্লিং। পার্টি কেমন হল?'

বিছানায় বসলেন গুটম্যান। 'ভালো। ওরা সবাই তোমাকে মিস করেছে। তবে সময় আমার মন্দ কাটেনি। তুমি লারা ক্যামেরনের নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়। সবাই লারা ক্যামেরনের নাম জানে।'

'মেয়ে বটে। খানিকটা অদ্ভুত টাইপের। বলল ইন্ডিয়ানার গ্যারিতে জন্মগ্রহণ করেছে। গ্যারির সবকিছুর তরতরে বর্ণনা দিল—গ্লিসন পার্ক, টুয়েলভ অ্যান্ড টুয়েন্টি।'

'এতে অদ্ভুতের কী দেখলে?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন গুটম্যান। 'কিন্তু মেয়েটার জন্ম নোভা স্কটিয়ায়।'

সোমবার ভোরে হোরেস গুটম্যানের অফিসে হাজির হয়ে গেল লারা। সঙ্গে কুইন্স প্রজেক্টের ব্লুপ্রিন্ট।

'নাইস টু সি ইউ, লারা,' বললেন গুটম্যান। 'বসো।'

ডেস্কে ব্লুপ্রিন্ট রাখল লারা, বসল গুটম্যানের মুখোমুখি।

'এতে চোখ বুলাবার আগে,' বলল লারা, 'একটা কথা বলতে চাই, হোরেস।'

চেয়ারে হেলান দিলেন গুটম্যান, 'বলো!'

'শনিবার ইন্ডিয়ানার গ্যারি নিয়ে যেসব কথা আপনাকে আমি বলেছি...'

'তো?'

'আমি গ্যারিতে জীবনেও যাইনি। আপনাকে পটানোর জন্য কথাগুলো বলেছিলাম।'

হেসে উঠলেন গুটম্যান, 'এখন তুমি আমাকে সত্যি কনফিউজ করে তুলছ। তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারব না, ইয়াং লেডি। এসো, ব্লুপ্রিন্টে চোখ বুলাই।'

আধঘণ্টার মধ্যে পুরো ব্লুপ্রিন্টে চোখ বুলানো হয়ে গেল।

'আমি আরেকটা লোকেশন দেখেছি,' উদাস গলায় বললেন গুটম্যান। 'ওটা আমার পছন্দও হয়েছে।'

'আচ্ছা।'

'তাহলে ওটা বাদ দিয়ে তোমার বিল্ডিঙে কেন যাব আমি?'

'কারণ আমার এখানে আপনি অনেক বেশি ভালো থাকতে পারবেন। আপনার যা যা দরকার সব পাবেন,' হাসল লারা। 'তাছাড়া এতে আপনার কোম্পানির দশ শতাংশ খরচও কম লাগবে।'

'তাই নাকি? কিন্তু তুমি তো অন্য বিল্ডিংটির ডিল সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

'জানার দরকারও নেই। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।'

'তুমি গ্যারি থেকে না এলেও ক্ষতি নেই,' বললেন গুটম্যান। 'তোমার সঙ্গে ব্যবসা করতে আমার আপত্তি নেই।'

লারা অফিসে ফিরে দেখল তার জন্য একটি ম্যাসেজ আছে। ফোন করেছিল ফিলিপ অ্যাডলার।

উনিশ

কার্নেগি হল-এর পৃষ্ঠপোষকদের ভিড়ে সরগরম ওয়ালডর্ফ এস্টোরিয়ার বলরুম। ভিড়ের মাঝ থেকে পথ করে চলল লারা, খুঁজছে ফিলিপকে। ক'দিন আগের ফোনে আলাপচারিতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

'মিস ক্যামেরন, ফিলিপ অ্যাডলার বলছি।'

হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল লারার।

'ফাউন্ডেশনের জন্য আপনি যে ডোনেশন দিয়েছেন সেজন্য আরও আগে ধন্যবাদ জানাতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমি মাত্র ইউরোপ থেকে ফিরে খবরটা শুনলাম।'

'ইট ওয়াজ মাই প্লেজার,' বলল লারা। চাইছে ফিলিপ যেন কথা বন্ধ না করে। তাই নিজেই কথা চালিয়ে গেল।

'আমি ফাউন্ডেশনটা সম্পর্কে জানতে চাই। বিষয়টি নিয়ে একত্রে বসে কোথাও কথা বলা যায় না?'

স্বল্প বিরতি। 'শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ালডর্ফে একটি চ্যারিটি ডিনার আছে। ওখানে সাক্ষাৎ করা যায়। আপনি কি আসতে পারবেন?'

চট করে শিডিউলে নজর বুলিয়ে নিল লারা। ওইদিন সন্ধ্যায় টেক্সাস থেকে আসা এক ব্যাংকারের সঙ্গে ওর ডিনার করার কথা।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লারা। 'পারব।'

'চমৎকার। আপনার জন্য গেটে টিকেট থাকবে।'

ফোন নামিয়ে রাখল লারা, হাসিতে উজ্জ্বল।

ফিলিপ অ্যাডলারকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। লারা প্রকাণ্ড বলরুমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুঁজছে ফিলিপকে। হঠাৎ তাকে দেখতে পেল। যথারীতি ঘিরে রেখেছে ভক্তকুল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল লারা। এক সুন্দরী তরুণী ফিলিপকে গদগদ স্বরে বলছিল, 'আপনি যখন বি-ফ্লাট মাইনর সোনাটা বাজান, আমার মনে হয় রাখমানিনফ হাসছেন। আপনার টোন এবং ভয়েসিং, সফট রিডিং...অসাধারণ!'

হাসল ফিলিপ, 'ধন্যবাদ।'

এক মধ্যবয়স্কা বিধবা বলছে, 'আমি আপনার হ্যামারক লাভিয়ের-এর রেকর্ডিং যে কতবার শুনেছি তার হিসেব নেই। আমার ধারণা পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র পিয়ানিস্ট

যে সত্যিকারভাবে বিঠোফেনের সোনাটা বুঝতে পারে...'

ফিলিপ দেখতে পেল লারাকে। 'এক্সকিউজ মি,' বলল সে।

ফিলিপ এগিয়ে গেল লারার দিকে। ওর হাত ধরল। ফিলিপের স্পর্শে শিরশির করে উঠল লারার গা। 'হ্যালো, আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি, মিস ক্যামেরন।'

'ধন্যবাদ,' চারপাশে চোখ বুলাল লারা। 'আপনার ভক্তের অভাব নেই দেখছি।'

মাথা দোলাল ফিলিপ। 'হুঁ। আপনি বোধকরি ক্ল্যাসিকাল মিউজিক পছন্দ করেন?'

যে-ধরনের গান শুনে বড় হয়েছে লারা, মনে পড়ে গেল সেসব গানের কথা। Ahnie Lorie, 'comin through the Rye' the Hills of Home...'

'জ্বি,' বলল ও। ক্লাসিকাল মিউজিক শুনতে শুনতেই আমার বড় হয়ে ওঠা।'

'আপনার কন্ট্রিবিউশনের জন্য আবারও ধন্যবাদ। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি জেনেরাস।'

'আপনার ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে। আমি এ বিষয়ে জানতে চাই। যদি...'

'ফিলিপ, ডার্লিং। তোমার সুরের সত্যি তুলনা নেই! অবিশ্বাস্য সুন্দর।' আবার পরিচিত-অপরিচিত মানুষজন ঘিরে ধরেছে ফিলিপকে।

লারা কোনওমতে বলতে পারল, 'আপনি যদি আগামী হপ্তায় ফ্রি থাকেন...'

মাথা নাড়ল ফিলিপ। 'দুঃখিত। কাল রোমে যাচ্ছি।'

বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন শূন্য হয়ে গেল লারার, 'ওহ্।'

'তবে হপ্তা তিনেকের মধ্যেই ফিরছি। তারপর হয়তো...'

'বেশ!' বলল লারা।

'...মিউজিক নিয়ে একটা সন্ধ্যা গল্প করা যাবে।'

হাসল লারা। 'আমি সেদিনটির অপেক্ষায় রইলাম।'

এমন সময় দুই মধ্যবয়স্ক লোক এগিয়ে এল। একজনের চুল পনিটেল করে বাঁধা, অপরজনের এক কানে একটি দুল ঝুলছে। তারা এসেই মিউজিক নিয়ে এমন দুর্বোধ্য আলাপ জুড়ে দিল ফিলিপের সঙ্গে, কিছুই বুঝতে পারল না লারা। সে শুধু ফিলিপের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, *এটা তার পৃথিবী। এখানে প্রবেশের একটা রাস্তা আমাকে বের করতে হবে।*

পরদিন সকালে লারা গেল ম্যানহাটান স্কুল অভ মিউজিকে। রিসেপশন ডেস্কে বসা মহিলাকে বলল, 'আমি কোনও মিউজিক প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বিশেষ কারও সঙ্গে?'

'না।'

'এক মিনিট, প্লীজ।' সে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ছোটখাটো গড়নের, ধূসর চুলের এক ভদ্রলোক উদয় হলেন লারার পাশে।

'গুড মর্নিং, আমি লিওনার্ড মেয়ার্স। আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি ক্লাসিকাল মিউজিকের ব্যাপারে আগ্রহী।'

'তাহলে এখানে আপনাকে ভর্তি হতে হবে। আপনি কোন্ বাদ্যযন্ত্রটি বাজান?'

'আমি কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজাই না। আমি শুধু ক্লাসিকাল মিউজিক কী জিনিস তা জানতে চাই।'

'আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। এ স্কুল নবিশদের জন্য নয়।'

'আপনি আমার জন্য দু-হপ্তা সময় ব্যয় করবেন। বিনিময়ে পাঁচ হাজার ডলার পাবেন।'

চোখ পিটপিট করলেন প্রফেসর মেয়ার্স। 'আমি দুঃখিত, মিস...আপনার নামটা যেন কী?'

'ক্যামেরন। লারা ক্যামেরন।'

'স্রেফ ক্লাসিকাল মিউজিকের ওপর দু-হপ্তার আলোচনার জন্য আপনি আমাকে পাঁচ হাজার ডলার দেবেন?' কথা বলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে প্রফেসরের।

'জ্বি। আপনি টাকাটা ইচ্ছে করলে স্কলারশিপ ফান্ডে দিয়ে দিতে পারেন।'

গলা নামালেন প্রফেসর মেয়ার্স। 'তার দরকার নেই। বিষয়টি শুধু আপনার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।'

'বেশ।'

'আ...ইয়ে কবে থেকে শুরু করতে চান?'

'এখন থেকে।'

'আমার এখন একটা ক্লাস চলছে। আমাকে স্রেফ পাঁচটা মিনিট সময় দিন...'

লারা এবং প্রফেসর মেয়ার্স ক্লাসরুমে বসেছে। ঘরে অন্য কেউ নেই।

'শুরু থেকে শুরু করা যাক। আপনি ক্লাসিকাল মিউজিক সম্পর্কে কিছু জানেন কি?'

'খুবই কম।'

'ও আচ্ছা। মিউজিক বোঝার দুটো উপায় আছে,' শুরু করলেন প্রফেসর। 'বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এবং আবেগ দিয়ে। একজন বলেছেন সংগীত মানুষের গোপন আত্মাকে প্রকাশিত করে দেয়। প্রতিটি বিখ্যাত সুরকারের পক্ষেই এ কাজটা করা সম্ভব হয়েছে।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে লারা।

'কোনও সুরকারের নাম কি আপনি জানেন, মিস ক্যামেরন?'

হাসল লারা। 'তেমন না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল প্রফেসরের। 'সংগীতের প্রতি আপনার আগ্রহের কারণটি আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারছি না...

'আমি সংগীতের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে চাই যাতে ক্লাসিকাল মিউজিকের

একজন প্রফেশনাল মিউজিশিয়ানের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলতে পারি। আমি...আমি পিয়ানো মিউজিকের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী।'

'ও আচ্ছা,' একটু ভেবে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'কীভাবে শুরু করতে হবে বলছি। আমি আপনাকে কিছু সিডি দেব।'

প্রফেসর একটি তাক থেকে কিছু কমপ্যাক্ট ডিস্ক নামিয়ে আনলেন।

'শুরু করব এগুলো দিয়ে, আপনি মনোযোগ দিয়ে মোৎসার্টের পিয়ানো কনসার্টো নাম্বার ২১-এর আলেগ্রো শুনবেন। শুনবেন ব্রাহ্‌ম-এর পিয়ানো কনসার্টো নম্বর ১-এর আডাগিও। তারপর রাখমানিনফ-এর পিয়ানো কনসার্টো নম্বর ২-এর মডেরাটো। এটা সি মাইনরে শুনবেন। এবং সবশেষে চপলিনের পিয়ানো কনসার্টো নম্বর ১ শুনবেন। সবগুলোতে নাম লেখা আছে।'

'আচ্ছা।'

'আপনি এগুলো শুনুন। তারপর কয়েকদিন পরে যদি আসেন...'

'আমি কালকেই আসছি।'

পরদিন লারা ফিলিপ অ্যাডলারের ডজনখানেক সিডি নিয়ে এল।

'বাহ্ চমৎকার!' বললেন প্রফেসর মেয়ার্স। 'মাস্টার অ্যাডলার সবার সেরা। আপনি এর বাজনার ব্যাপারে আগ্রহী?'

'জ্বি।'

'ইনি প্রচুর সোনাটা রেকর্ড করেছেন।'

'সোনাটা?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রফেসর। 'সোনাটা কী জিনিস জানেন না?'

'না।'

'সোনাটা হল একটা পিস। বিভিন্ন মুভমেন্টে এটা ব্যবহার করা হয়। এর রয়েছে একটি নির্দিষ্ট বেসিক মিউজিকাল ফর্ম। এবং এই ফর্ম যখন একটি পিসে সোলো জোন ও ইন্সট্রুমেন্টে ব্যবহার করা হয়, হোক সেটা পিয়ানো কিংবা বেহালা, তখনি ওই পিসকে বলে সোনাটা। একটি সিম্ফনি হল অর্কেস্ট্রার জন্য একটি সোনাটা।'

'বুঝতে পারছি।'

'পিয়ানোর আসল নাম Piono-forte। এটি ইটালিয়ান ভাষা থেকে এসেছে...'

ফিলিপের রেকর্ড করা বিঠোফেন, লিস্‌জট, বার্টক, মোৎসার্ট এবং চপলিন নিয়ে পরবর্তী কয়েকটা দিন ওরা আলোচনা করল।

লারা সব শুনছে, শুষে নিচ্ছে এবং গেঁথে রাখছে মস্তিষ্কে।

'উনি লিস্‌জট পছন্দ করেন। তাঁর সম্পর্কে বলুন।'

'ফ্রাঞ্জ লিসজ্‌ট ছিলেন এক বালকপ্রতিভা। সবাই তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। তিনি ছিলেন দারুণ প্রতিভাবান...'

'বিঠোফেন সম্পর্কে বলুন।'

'কঠিন স্বভাবের একজন মানুষ। সংসারজীবনে খুবই অসুখী ছিলেন। সাফল্যের মধ্যগগনে যখন জ্বলজ্বল করছেন ওই সময় হঠাৎ তার মনে হয় তিনি যা করেছেন তা কিছুই হয়নি। তখন তিনি Eroica এবং pathetique-এর মতো দীর্ঘ এবং অনেক বেশি আবেগঘন কমপোজিশন সৃষ্টি করেন...'

'আর চপলিন?'

'শুধু পিয়ানোর জন্য মিউজিক লেখার কারণে তাঁকে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়...

লারা জানল লিসজ্‌ট চপলিনের চেয়েও ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন...

জানল ফরাসি পিয়ানোবাদক এবং আমেরিকান পিয়ানোবাদকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফরাসিরা স্পষ্টতা এবং আভিজাত্য পছন্দ করে।

ওরা প্রতিদিন ফিলিপের রেকর্ডিং বাজাল এবং তা নিয়ে আলোচনা করল।

দুই হপ্তা শেষে প্রফেসর মেয়ার্স বললেন, 'আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে আমি মুগ্ধ, মিস ক্যামেরন। আপনি দারুণ নিবেদিতপ্রাণ একজন ছাত্রী। আপনি কোনও ইন্সট্রুমেন্ট বাজানো শিখতে পারতেন।'

হাসল লারা। 'আমি ওদিকে পা বাড়াতে চাই না,' সে প্রফেসরকে একটি চেক দিল। 'এটা রাখুন।'

নিউইয়র্কে কবে ফিরবে ফিলিপ অ্যাডলার সে অপেক্ষায় আর তর সইছে না ওর।

কুড়ি

সুসংবাদ দিয়ে দিনের শুরু হল। ফোন করল টেরি হল।

'লারা?'

'বলো।'

'গেমিং কমিশন থেকে ফোন করেছিল। আপনি লাইসেন্স পেয়ে গেছেন।'

'বাহ্, চমৎকার, টেরি।'

'মুখোমুখি ডিটেলস বলব। তবে এটা একটা সবুজ সংকেত। আপনার আচরণে ওরা মুগ্ধ।'

'আমি এখুনি কাজ শুরু করে দেব,' বলল লারা। 'ধন্যবাদ।'

লারা কেলারকে খবরটা দিল।

'খুব ভালো খবর। টাকা বানানোর যন্ত্রটা এখন ব্যবহার করতে পারব। আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে...'

ক্যালেন্ডারে চোখ বুলাল লারা। 'আমরা মঙ্গলবার ওখানে পৌঁছেই কাজে নেমে যাব।'

ক্যাথি বাজারে কথা বলল, 'মি. অ্যাডলার নামে এক ভদ্রলোক দুই নম্বর লাইনে আছেন। আমি কি তাঁকে বলব...?'

হঠাৎ নার্ভাস বোধ করল লারা। 'আমি ধরছি।' সে রিসিভার তুলল। 'ফিলিপ?'

'হ্যালো। আমি চলে এসেছি।'

'শুনে ভালো লাগছে।' *আমি তোমাকে খুব মিস করছিলাম।*

জানি হুট করেই প্রস্তাবটা দিচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় আপনি কি আমার সঙ্গে ডিনার করতে পারবেন?'

পল মার্টিনের সঙ্গে আজ লারার ডিনার করার কথা।

'পারব।'

'বেশ। কোথায় খেতে চান?'

'যে-কোনও একটা জায়গা হলেই হল।'

'লো কোটে বাস্ক?'

'আপত্তি নেই।'

'তাহলে আটটার সময় চলে আসুন?'

'আসব।'

'সি ইউ টু নাইট।'

হাসিমুখে ফোন নামিয়ে রাখল লারা।

'ফিলিপ অ্যাডলার ফোন করেছিল?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'আ হাহ্। আমি ওকে বিয়ে করব।'

বিমূঢ় দেখাল কেলারকে। 'তুমি সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ।'

রীতিমতো একটা ধাক্কা খেয়েছে কেলার। *আমি ওকে হারাতে যাচ্ছি*, ভাবছে সে। *কিন্তু ওকে আমি পেলামই বা কখন যে হারাবার প্রশ্ন আসছে?*

'লারা...এ লোককে তো তুমি ভালো করে চেনোই না।'

'আমি ওকে জনম জনম ধরে চিনি।'

'আমি চাই না তুমি কোনও ভুল করো।'

'ভুল করব না। আমি...' লারার প্রাইভেট নাম্বারের ফোনটি বেজে উঠল। লারা ফোন ধরল। 'হ্যালো, পল।'

'হাই, লারা। তুমি আজ রাতে ক'টার সময় ডিনারে যাবে? আটটায়?'

হঠাৎ অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হল লারার মন। 'পল...আমি আজ রাতে ডিনারে যেতে পারছি না। হঠাৎ জরুরি একটা কাজ পড়ে গেছে। আমিই তোমাকে ফোন করতাম।'

'আচ্ছা? কোনও সমস্যা নেই তো?'

'না। সব ঠিক আছে। রোম থেকে ক'জন লোক এসেছে—' এ কথাটি সত্য—'ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আমার পোড়াকপাল। ঠিক আছে। তাহলে আরেকদিন ডিনার হবে।'

'নিশ্চয়।'

'শুনলাম রেনো হোটেলের লাইসেন্স পেয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ।'

'ওই হোটেলে তোমার ব্যবসা জমে উঠবে, দেখো।'

'আমিও আশা করছি। তোমার সঙ্গে আজ রাতে ডিনার খেতে যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কাল কথা হবে।'

কেটে গেল লাইন।

লারা ধীরগতিতে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

কেলার লক্ষ করছিল লারাকে। তার চেহারায় কেমন একটা বিতৃষ্ণার ছাপ।

'তুমি কি কোনও কারণে অসন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ। এই আধুনিক যন্ত্রটির প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে গেছে।'

'মানে?'

কুড়ি

সুসংবাদ দিয়ে দিনের শুরু হল। ফোন করল টেরি হল।

'লারা?'

'বলো।'

'গেমিং কমিশন থেকে ফোন করেছিল। আপনি লাইসেন্স পেয়ে গেছেন।'

'বাহ্, চমৎকার, টেরি।'

'মুখোমুখি ডিটেলস বলব। তবে এটা একটা সবুজ সংকেত। আপনার আচরণে ওরা মুগ্ধ।'

'আমি এখুনি কাজ শুরু করে দেব,' বলল লারা। 'ধন্যবাদ।'

লারা কেলারকে খবরটা দিল।

'খুব ভালো খবর। টাকা বানানোর যন্ত্রটা এখন ব্যবহার করতে পারব। আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে...'

ক্যালেন্ডারে চোখ বুলাল লারা। 'আমরা মঙ্গলবার ওখানে পৌঁছেই কাজে নেমে যাব।'

ক্যাথি বাজারে কথা বলল, 'মি. অ্যাডলার নামে এক ভদ্রলোক দুই নম্বর লাইনে আছেন। আমি কি তাঁকে বলব...?'

হঠাৎ নার্ভাস বোধ করল লারা। 'আমি ধরছি।' সে রিসিভার তুলল। 'ফিলিপ?'

'হ্যালো। আমি চলে এসেছি।'

'শুনে ভালো লাগছে।' *আমি তোমাকে খুব মিস করছিলাম।*

জানি হুট করেই প্রস্তাবটা দিচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় আপনি কি আমার সঙ্গে ডিনার করতে পারবেন?'

পল মার্টিনের সঙ্গে আজ লারার ডিনার করার কথা।

'পারব।'

'বেশ। কোথায় খেতে চান?'

'যে-কোনও একটা জায়গা হলেই হল।'

'লো কোটে বাস্ক্?'

'আপত্তি নেই।'

'তাহলে আটটার সময় চলে আসুন?'

'আসব।'

'সি ইউ টু নাইট।'

হাসিমুখে ফোন নামিয়ে রাখল লারা।

'ফিলিপ অ্যাডলার ফোন করেছিল?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'আ হাহ্। আমি ওকে বিয়ে করব।'

বিমূঢ় দেখাল কেলারকে। 'তুমি সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ।'

রীতিমতো একটা ধাক্কা খেয়েছে কেলার। *আমি ওকে হারাতে যাচ্ছি*, ভাবছে সে। *কিন্তু ওকে আমি পেলামই বা কখন যে হারাবার প্রশ্ন আসছে?*

'লারা...এ লোককে তো তুমি ভালো করে চেনোই না।'

'আমি ওকে জনম জনম ধরে চিনি।'

'আমি চাই না তুমি কোনও ভুল করো।'

'ভুল করব না। আমি...' লারার প্রাইভেট নাম্বারের ফোনটি বেজে উঠল। লারা ফোন ধরল। 'হ্যালো, পল।'

'হাই, লারা। তুমি আজ রাতে ক'টার সময় ডিনারে যাবে? আটটায়?'

হঠাৎ অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হল লারার মন। 'পল...আমি আজ রাতে ডিনারে যেতে পারছি না। হঠাৎ জরুরি একটা কাজ পড়ে গেছে। আমিই তোমাকে ফোন করতাম।'

'আচ্ছা? কোনও সমস্যা নেই তো?'

'না। সব ঠিক আছে। রোম থেকে ক'জন লোক এসেছে—' এ কথাটি সত্য— 'ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আমার পোড়াকপাল। ঠিক আছে। তাহলে আরেকদিন ডিনার হবে।'

'নিশ্চয়।'

'শুনলাম রেনো হোটেলের লাইসেন্স পেয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ।'

'ওই হোটেলে তোমার ব্যবসা জমে উঠবে, দেখো।'

'আমিও আশা করছি। তোমার সঙ্গে আজ রাতে ডিনার খেতে যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কাল কথা হবে।'

কেটে গেল লাইন।

লারা ধীরগতিতে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

কেলার লক্ষ করছিল লারাকে। তার চেহারায় কেমন একটা বিতৃষ্ণার ছাপ।

'তুমি কি কোনও কারণে অসন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ। এই আধুনিক যন্ত্রটির প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে গেছে।'

'মানে?'

'তোমার অফিসে ফোনের সংখ্যা একটু বেশিই। হি ইজ ব্যাড নিউজ, লারা।'

শক্ত হয়ে গেল লারা। 'মি. ব্যাড নিউজ কিন্তু বেশ কয়েকবার আমাদেরকে দুঃসময়ের কবল থেকে রক্ষা করেছে, হাওয়ার্ড। আর কিছু বলবে?'

মাথা নাড়ল কেলার, 'না।'

'বেশ। তাহলে এসো, কাজ শুরু করে দিই।'

লো কোর্টে বাস্ক-এ পৌঁছে লারা দেখল তার জন্য অপেক্ষা করছে ফিলিপ। রেস্টুরেন্টে লারাকে ঢুকতে দেখে অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। ফিলিপ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ওকে স্বাগত জানাতে। ফিলিপকে দেখে লারার হার্টের একটা বিট মিস করল।

'আশা করি দেরি করে ফেলিনি।'

'একদমই না।' সপ্রশংস চোখে লারাকে দেখছে ফিলিপ।

চাউনিতে উষ্ণতা। 'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।' সরাসরি 'তুমি'তে নেমে এল সে।

লারা কমপক্ষে ছ'বার পোশাক বদলেছে। সাধারণ, অভিজাত নাকি সেক্সি ড্রেস পরব? বারবার ভেবেছে সে। সে সাধারণ একটি ক্রিশ্চিয়ান ডিওরের ড্রেস বাছাই করেছে। 'ধন্যবাদ।'

বসল ওরা। ফিলিপ বলল, 'নিজেকে বড্ড হাবা মনে হচ্ছে।'

'তাই নাকি? কেন?'

'তুমিই যে সে-ই বিখ্যাত ক্যামেরন ব্যাপারটা বুঝতে সময় লেগেছে বলে।'

হেসে উঠল লারা। 'তোমার এজন্য শাস্তি হওয়া উচিত।'

'মাই গড! তোমার অনেকগুলো হোটেল আছে, তুমি অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্ট ভবন এবং অফিস বিল্ডিঙের মালিক। যেখানেই যাই, তোমার নাম দেখি সবখানে।'

'ভালো,' হাসিটি মুখে ধরে রাখল লারা। 'এসব আমার কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে।'

লারাকে দু-চোখ ভরে দেখছে ফিলিপ। 'আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। তুমি যে খুব সুন্দরী একথা লোকের মুখে শুনতে শুনতে তোমার ক্লান্তি ধরে যায়নি?'

লারা বলতে যাচ্ছিল 'তুমি আমাকে সুন্দরী ভাবছ এজন্য ধন্যবাদ।' কিন্তু বদলে মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল, 'তুমি কি বিবাহিত?' লজ্জায় জিভে কামড় দিতে ইচ্ছে করল লারার।

হাসল ফিলিপ, 'না। বিয়ে টিয়ে আমাকে দিয়ে হবে না।'

'কেন?' একমুহূর্তের জন্য নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল লারা। ও নিশ্চয়...

'কারণ বছরের বেশিরভাগ সময় আমাকে দৌড়ের ওপর থাকতে হয়। একরাতে হয়তো বুদাপেস্টে আছি, পরের রাতে যেতে হয় লন্ডন, প্যারিস অথবা টোকিওতে।'

স্বস্তির ঝর্নাধারা বইল লারার শরীরে। 'ও আচ্ছা। ফিলিপ, তোমার কথা বলো,

শুনি।'

'কী জানতে চাও?'

'সবকিছু।'

হেসে উঠল ফিলিপ। 'পাঁচ মিনিটেই সব কথা বলা হয়ে যাবে।'

'না, আমি সিরিয়াস। আমি সত্যি তোমার কথা জানতে চাই।'

বুক ভরে দম নিল ফিলিপ। 'আমার বাবা-মা ছিলেন ভিয়েনিজ। বাবা ছিলেন সুরকার, মা পিয়ানোর শিক্ষক। হিটলারের রুদ্ররোষ থেকে জান বাঁচাতে তাঁরা ভিয়েনা থেকে বোস্টনে চলে আসেন। আমার জন্ম সেখানে।'

'তুমি কি সবসময়ই পিয়ানিস্ট হতে চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

তার বয়স তখন ছয়। সে পিয়ানো বাজাচ্ছে, বাবা ঝড়ের বেগে ঢুকলেন ঘরে। 'না! না! না! তুমি মেজর কর্ড আর মাইনরের মধ্যে পার্থক্য বোঝো না? বাবার রোমশ আঙুল তুলে মিউজিকের শিটে ইঙ্গিত করলেন। 'ওটা হল মাইনর কর্ড। মাইনর। বুঝতে পেরেছ?'

'বাবা, প্লিজ, আমি এখন যাই? আমার বন্ধুরা বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'না। মাইনর আর মেজর কর্ডের পার্থক্য ভালোভাবে মাথায় না-ঢোকা পর্যন্ত এখানেই থাকবে তুমি।'

তার বয়স তখন আট। সকাল থেকে টানা চারঘণ্টা সে মিউজিক প্রাকটিস করেছে। বাবা-মা'র সঙ্গে তুমুল একচোট হয়ে গেছে। 'পিয়ানো আমি ঘেন্না করি,' চিৎকার করল সে। 'আমি এটা আর কক্ষনো স্পর্শ করতেও চাই না।'

মা বললেন, 'ঠিক আছে। এবার আন্দান্তেটা শুনিয়ে দাও তো আরেকবার।'

সে দশে পা দিয়েছে। ঘরভর্তি মেহমান। বেশিরভাগ বাবা-মা'র ভিয়েনার পুরানো বন্ধুবান্ধব। এরা সবাই মিউজিশিয়ান।

'ফিলিপ আজ আমাদের কিছু বাজিয়ে শোনাবে,' ঘোষণা করলেন মা।

'ফিলিপের বাজনা শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি,' স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন একজন।

'মোৎসার্ট শোনাও, ফিলিপ।'

ফিলিপ অতিথিদের বিরক্তিকোঁচকানো চেহারাগুলোর দিকে তাকাল, তারপর বসল পিয়ানোর সামনে। রাগে ফুঁসছে। মেহমানরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে মেতে উঠলেন।

বাজাতে শুরু করল ফিলিপ। কী-বোর্ডে ঝিলিক তুলল তার আঙুল। হঠাৎ থেমে গেল আড্ডা। ফিলিপ মোৎসার্ট সোনাটা বাজাচ্ছে। জ্যান্ত হয়ে উঠল মিউজিক। ও নিজেই যেন পরিণত হল মোৎসার্টে, বিখ্যাত মানুষটির জাদু দিয়ে পূর্ণ করে তুলল ঘর।

ফিলিপের আঙুল যখন শেষ কর্ডে আঘাত করল, গোটা ঘরে নেমে এসেছে অদ্ভুত

নৈঃশব্দ্য। তারপর মেহমানরা ছুটে এলেন ফিলিপের কাছে, উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছেন, প্রশংসায় ভিজিয়ে দিচ্ছেন বালককে। তাঁদের প্রশংসা বুকের ভেতর একটা ঢেউ তুলল ফিলিপের। নিজেকে যেন ওই মুহূর্তে নতুন করে আবিষ্কার করল ও। যেন চিনতে পারল ও কে এবং কী হতে চায়।

'হ্যাঁ, আমি সবসময়ই পিয়ানোবাদক হতে চেয়েছি,' বলল ফিলিপ লারাকে।

'তুমি পিয়ানো কোথায় শিখতে?'

'চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত মা শিখিয়েছেন। তারপর আমাকে ফিলাডেলফিয়ার কার্টিস ইন্সটিটিউটে পাঠানো হয়।'

'তোমার ওখানে কেমন কাটত সময়?'

'দারুণ।'

ফিলিপের বয়স তখন চোদ্দ। শহরে একা। পরিচিত কেউ নেই। নেই কোনও বন্ধু। ফিলাডেলফিয়ার রিটেন হাউজ স্কোয়ারের কাছে শতাব্দীপ্রাচীন প্রাসাদে ছিল কার্টিস ইন্সটিটিউট অব মিউজিক। এখান থেকে পাস করে বেরিয়েছেন স্যামুয়েল বারবার, লিওনার্ড বার্নস্টাইন, গিয়ান কার্লো মেনোট্টি, পিটার সারকিনসহ ডজনখানেক প্রতিভাবান মিউজিশিয়ান।

'ওখানে একা বোধ করতে না?'

'না।'

খুব একা বোধ করত ফিলিপ। এর আগে কখনও বাড়ি থেকে এতদূরে এসে থাকেনি সে। কার্টিস ইন্সটিটিউটে অডিশন দিয়েছিল ও। ওরা তাকে ভর্তি করে নেয়। ফিলিপ হঠাৎ উপলব্ধি করে নতুন একটি জীবন শুরু করতে যাচ্ছে সে, সে আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। শিক্ষকরা কিশোর ছেলেটির যে দারুণ প্রতিভা রয়েছে তা শীঘ্রি বুঝতে পারেন। তার পিয়ানোশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ইসাবেল ভেনগেরোভা এবং রুডলফ সারকিন। ফিলিপ পিয়ানো শিখতে শুরু করে। সেইসঙ্গে সুর, অর্কেস্ট্রেশন এবং বাঁশিও শেখে। যখন ক্লাস করত না, অন্য ছাত্রদের সঙ্গে চেম্বার মিউজিক বাজাত। তিন বছর বয়স থেকে জোর করে যে বাদ্যযন্ত্রটি ওকে বাজানো শিখতে হত, সেটাই এখন ওর জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তার কাছে পিয়ানো জাদুর এক ইন্সট্রুমেন্ট, যে যন্ত্রে আঙুল সৃষ্টি করে চলে ভালোবাসা, আবেগ এবং বজ্র। পিয়ানো বিশ্বজনীন ভাষায় কথা বলে।

'আঠারো বছর বয়সে আমি প্রথম কনসার্ট করি। ডেট্রয়েট সিম্ফনি।'

'ভয় লাগেনি?'

ভয় পেয়েছিল সে। বন্ধুদের সামনে পিয়ানো বাজানো এক জিনিস, আর বিশাল অডিটরিয়ামে, টিকেট কেটে আসা হাজারো দর্শকের সামনে সংগীত পরিবেশনা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সে ব্যাকস্টেজে নার্ভাসভঙ্গিতে পায়চারি করছিল। এমন সময় স্টেজ ম্যানেজার এসে তার বাহু চেপে ধরে বলে, 'চলো। এখন তোমার পালা।' সে জীবনেও

ওই দৃশ্যটার কথা ভুলবে না—সে স্টেজে উঠেছে, দর্শক তাকে করতালি দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে। সে পিয়ানোর সামনে বসল। সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল ভয়। এরপর থেকে তার জীবন পরিণত হয় কনসার্টের ম্যারাথনে। সে গোটা ইউরোপ এবং এশিয়া ট্যুর করেছে, প্রতিটি ট্যুরে তার খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে। উইলিয়াম ইলারবি নামে এক নামী আর্টিস্ট ম্যানেজার তাকে রিপ্রেজেন্ট করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দুবছরের মধ্যে ফিলিপ অ্যাডলারের নাম ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

ফিলিপ লারার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'হ্যাঁ। এখনও কনসার্ট শুরুর আগে ভয় লাগে আমার।'

'ট্যুরে যেতে কেমন লাগে?'

'বিরক্তিকর ঠেকেনি কখনও। একবার ফিলাডেলফিয়া সিম্ফনির ট্যুরে গিয়েছিলাম। আমরা ছিলাম ব্রাসেলসে, লন্ডনে একটা কনসার্টে যাব। কুয়াশার কারণে বন্ধ করে দেয়া হয় এয়ারপোর্ট। ওরা বাসে করে আমাদেরকে আমস্টারডামের শিফল এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়। যে লোকটি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করছিল সে জানায়, আমাদের জন্য যে প্লেনটি ভাড়া করেছে ওটা ছোট। কাজেই মিউজিশিয়ানরা হয় ইন্সট্রুমেন্ট নতুবা লাগেজ, যে-কোনও একটি নিতে পারবে। স্বাভাবিকভাবেই তারা ইন্সট্রুমেন্ট নেবে বলেছিল। কনসার্ট শুরু করার জন্য আমরা যথাসময়ে পৌঁছে যাই লন্ডন। জিনস, স্পিকার এবং মুখে গিজগিজে দাড়ি নিয়ে আমরা সংগীত পরিবেশন করি।

হাসল লারা, 'দর্শক নিশ্চয় তোমাদের পারফরমেন্স পছন্দ করেছিল।'

'করেছিল। আরেকবার ইন্ডিয়ানায় কনসার্ট করতে গেছি, পিয়ানো ছিল ক্লজিটে। ক্লজিটের চাবি হারিয়ে গিয়েছিল। শেষে দরজা ভেঙে উদ্ধার করতে হয়েছে পিয়ানো।'

খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল লারা।

'গত বছর রোমে বিঠোফেনের কনসার্ট করার কথা ছিল। একজন মিউজিক সমালোচক লিখেছিল, 'অ্যাডলারের পারফরমেন্স খুব একটা ভালো হয়নি। তিনি স্টেজ জমাতে পারেননি'।'

'সমালোচনা পড়ে নিশ্চয় মেজাজ খারাপ হয়েছিল?' সহানুভূতির সুরে বলল লারা।

'মেজাজ খারাপ তো হয়েইছে। তবে অন্য কারণে। কারণ আমার পারফরমেন্স না-দেখেই ব্যাটা ওসব কথা লিখেছে। প্লেন মিস করার কারণে আমি ওই কনসার্টে যেতেই পারিনি।'

সামনে ঝুঁকে এল লারা। 'আরও বলো তো শুনি।'

'একবার, সাও পাওলোতে, চপলিনের কনসার্টে, মাঝপথে পিয়ানো থেকে খসে যায় পেডাল।'

'তখন কী করলে?'

'পেডাল ছাড়াই সোনাটা শেষ করতে হয়েছে। আরেকবার তো পিয়ানো স্টেজ থেকেই পড়ে গিয়েছিল।'

নিজের কাজ নিয়ে কথা বলার সময় ফিলিপের কণ্ঠ কাঁপতে লাগল আবেগে।

'আমি খুব ভাগ্যবান। মানুষজনকে আমি স্পর্শ করি, তাদেরকে নিয়ে যাই অন্য এক পৃথিবীতে, এ ব্যাপারটি আমাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। মিউজিক তাদের প্রত্যেককে একটি করে স্বপ্ন উপহার দেয়। মাঝেমাঝে মনে হয় উন্মাদ এ পৃথিবীতে একমাত্র সুস্থির বস্তুটি হল সংগীত।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল লারা। 'তোমার মিউজিক আমাকেও স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়।' গভীর একটা দম নিল ও। 'যখন তুমি ডেবুসি'র ভয়েলস বাজাও, মনে হয় আমি সাগরসৈকতে বসে আছি একা। দেখতে পাই দূর সমুদ্রে পাল তুলে চলেছে একটি জাহাজ...

হাসল ফিলিপ। 'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়।'

'যখন তোমার স্কারলাট্টি শুনি, চলে যাই নেপলসে, কানে ভেসে আসে ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, দেখতে পাই লোকজন হেঁটে বেড়াচ্ছে রাস্তায়...' লারার কথা শুনে তৃপ্তি ফুটে উঠেছে ফিলিপের চোখে-মুখে।

প্রফেসর মেয়ার্সের কাছ থেকে যা যা শিখেছে সব উগরে দিচ্ছে লারা।

'বারটক বাজানোর সময় তুমি আমাকে মধ্য-ইউরোপের গাঁয়ে নিয়ে যাও, হাঙ্গেরির কৃষকদের মাঝে। তুমি ছবি আঁকো, আমি সেইসব ছবির মাঝে হারিয়ে যাই।'

'তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছ,' বলল ফিলিপ।

'না। আমি যা বলছি মন থেকে বলছি।'

চলে এল ডিনার। পমফ্রেটের সঙ্গে শ্যাতব্রায়ান্ড, ওয়ালডর্ফ সালাদ, তাজা অ্যাসপারাগাস এবং ডেসার্টে ফ্রুট টর্টি। ওয়াইন তো রয়েইছে। ডিনার খেতে খেতে ফিলিপ বলল, 'লারা, আমি তো শুধু নিজেকে নিয়েই বকবক করছি। এবার তোমার কথা শুনি। সারাদেশে বড় বড় বিল্ডিং তুলছ তুমি। কেমন লাগছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লারা। 'এ অনুভূতি আসলে ব্যাখ্যা করা কঠিন। তুমি হাত দিয়ে সৃষ্টি করো। আমি হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি করি। আমি শারীরিক পরিশ্রম করে বিল্ডিং তুলি না, তবে এটাকে সম্ভব করে তুলি। আমি ইট-পাথর-কংক্রিটের স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিই। আমি শত শত মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি। এদের মধ্যে আছে স্থপতি, রাজমিস্ত্রি, ডিজাইনার এবং কাঠমিস্ত্রি। আমার জন্য তারা সংসার চালাতে পারছে। আমি মানুষের জন্য আরামদায়ক বাসস্থানের ব্যবস্থা করি। সেখানে তারা সুখে থাকে। আমি আকর্ষণীয় স্টোর বানাই। ওখানে লোকে বাজার হাট করতে যায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে। আমি ভবিষ্যতের জন্য মনুমেন্ট বানাই।' লাজুক ভঙ্গিতে হাসল লারা। 'একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম।'

'তুমি যে অসাধারণ একটি মেয়ে তা কি তুমি জানো?'

'তুমিও তাই।'

সন্ধেটা চমৎকার কাটল। বিদায় নেয়ার সময় লারা বুঝতে পারল জীবনে এই প্রথমবার প্রেমে পড়েছে ও। কল্পনার মানুষটিকে এতদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছিল না বলে বেজায় হতাশ হয়ে পড়েছিল লারা। অবশেষে হতাশাটা দূর হয়েছে।

বাড়ি ফিরল লারা। উত্তেজনায় রাতে ঘুমই হল না। বারবার সন্ধের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ফিলিপ অ্যাডলারের মতো এমন চমৎকার মানুষ জীবনে দেখেনি ও। বেজে উঠল ফোন। লারা হেসে ফোন তুলল, 'ফিলিপ...' বলতে যাচ্ছে, কথা বলে উঠল পল মার্টিন, 'তুমি কেমন আছ জানার জন্য ফোন করলাম।'

'ভালো,' বলল লারা।

'মিটিং কেমন হল?'

'চমৎকার।'

'বেশ। তাহলে চলো কাল রাতে ডিনারে যাই।'

ইতস্তত করল লারা। তারপর বলল, 'আচ্ছা।' *কোনও সমস্যা হবে না তো,* ভাবল ও।

একুশ

পরদিন সকালে লারার অ্যাপার্টমেন্টে এক ডজন লাল গোলাপ পাঠিয়ে দেয়া হল। *সন্ধেটা তাহলে ও-ও উপভোগ করেছে,* খুশিমনে ভাবল লারা। ফুলের সঙ্গে সেঁটে দেয়া কার্ডটি দ্রুত খুলল ও। ওকে লেখা

'বেবি, আজ রাতের ডিনারের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। পল।'

তীব্র হতাশার একটা খোঁচা লাগল লারার বুকে। সে সারাটা সকাল অপেক্ষা করে আছে ফিলিপের একটা ফোনের জন্য। ওর সারাদিনে বহু কাজ পড়ে আছে, কিন্তু কাজে মন বসাতে পারছে না।

দশটার দিকে ক্যাথি বলল, 'ইন্টারভ্যু দিতে নতুন সেক্রেটারিরা চলে এসেছে।'

'ওদেরকে একজন একজন করে পাঠিয়ে দাও।'

মোট ছ'টি মেয়ে এসেছে সেক্রেটারি পদে ইন্টারভ্যু দিতে। এরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। গারট্রুড মিকসকে এদের মাঝ থেকে পছন্দ হয়ে গেল। তার বয়স ত্রিশ, প্রতিভাময়ী।

গারট্রুডের সিভিতে চোখ বুলাচ্ছিল লারা। চমৎকার সিভি। মহিলার অনেক যোগ্যতা আছে। 'আপনি এর আগে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে কাজ করেছেন দেখছি।'

'জ্বি, ম্যাম। তবে আপনার মতো কারও সঙ্গে কাজ করিনি। আমাকে বেতন না দিলেও চলবে। আমি আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেই ধন্য হব।'

হাসল লারা। 'বেতন ছাড়া কাজ করতে হবে না। আপনার রেফারেন্সগুলো ভালো। ঠিক আছে, আমরা আপনাকে একটা সুযোগ দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ,' প্রায় ব্লাশ করল গারট্রুড।

'আপনাকে একটি ফর্মে সই করতে হবে। ফর্মে শর্ত থাকবে আপনি কোথাও ইন্টারভ্যু দিতে পারবেন না কিংবা এ ফার্মের ব্যাপারে কারও সঙ্গে কখনও কথাও বলা যাবে না। আপনি কি এ শর্তে রাজি আছেন?'

'অবশ্যই।'

'ক্যাথি আপনার বসার ব্যবস্থা করবে।'

সকাল এগারটায় জেরি টাউনসেন্ডের সঙ্গে পাবলিসিটি মিটিং।

'তোমার বাবা কেমন আছেন?' জানতে চাইল লারা।

'বাবা এখন সুইজারল্যান্ডে। ডাক্তার বলেছেন তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার একটা চান্স আছে।' গলার স্বর খসখসে। 'বাবা যদি বেঁচে যান তো আপনার জন্যই বাঁচবেন।'

'সবারই কোনও-না-কোনও চান্স থাকে, জেরি। আশা করি উনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

'ধন্যবাদ,' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল জেরি। 'আ...আমি বলে বোঝাতে পারব না আপনার প্রতি আমি কতটা কৃতজ্ঞ...

চেয়ার ছাড়ল লারা। 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

লারা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার গমনপথে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল জেরি।

নিউ জার্সি ডেভেলপমেন্ট-এর আর্কিটেক্টদের সঙ্গে মিটিং।

'আপনারা ভালো কাজ দেখিয়েছেন,' বলল লারা। 'তবে আমি কিছু কিছু জায়গায় চেঞ্জ চাই। লবির তিনদিকে এবং মার্বেল ওয়ালে ডিম্বাকৃতির আর্কেড থাকবে। ছাদটা হবে কপার পিরামিডের মতো, রাতে ওখানে বিকন বাতি জ্বলবে। করা যাবে?'

'আমি কোনও সমস্যা দেখছি না, মিস ক্যামেরন।'

মিটিং শেষ হয়েছে, বেজে উঠল ইন্টারকম।

'মিস ক্যামেরন, আপনার একজন কন্সট্রাকশন ফোরম্যান রেমন্ড ডাফি লাইনে আছে। বলছে খুব জরুরি।'

ফোন তুলল লারা। 'বলো, রেমন্ড।'

'একটা সমস্যা হয়েছে, মিস ক্যামেরন।'

'শুনছি।'

'ওরা এক লোড সিমেন্ট ব্লক দিয়ে গেছে। কিন্তু জিনিসগুলো ভালো না। চিড় ধরেছে গায়ে। আমি ব্লকগুলো ফেরত পাঠাতে চাই। ভাবলাম আগে আপনাকে জানাই।'

লারা একটু চিন্তা করে বলল, 'ব্লকগুলোর অবস্থা কি খুবই খারাপ?'

'খুবই খারাপ।'

'চিড় বা ফাটলগুলো মেরামত করা যাবে না?'

'হয়তো যাবে। কিন্তু খরচ পড়বে অনেক।'

'মেরামত করে ফেলো।' হুকুম দিল লারা।

ও-প্রান্তে নীরবতা।

'ঠিক আছে। আপনি যা বলেন।'

রিসিভার রেখে দিল লারা। শহরে সিমেন্ট সাপ্লায়ার মাত্র দুজন। এদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া মানে আত্মহত্যা করা।

পাঁচটার সময়ও ফিলিপের ফোন এল না দেখে লারা তার ফাউন্ডেশনের নাম্বারে ডায়াল

করল। 'ফিলিপ অ্যাডলার, প্লিজ।'

'মি. অ্যাডলার শহরে নেই। ট্যুরে গেছেন। ক্যান আই হেল্প ইউ?'

ফিলিপ বলেনি যে শহরের বাইরে যাবে। 'নো, থ্যাংক ইউ।'

দিনের শেষে অফিসে ঢুকল স্টিভ মার্চিসন। বিশালদেহী। ঝড় তুলে ঘরে ঢুকল সে।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. মার্চিসন?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'আমার ব্যবসার মধ্যে নাক না গলালে পারেন,' বলল মার্চিসন। শান্ত চোখে তার দিকে তাকাল লারা। 'আপনার সমস্যাটা কী?'

'আপনি। আমার কাজে হাত ঢোকানো আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

'আপনি মি. গুটম্যানের কথা বলছেন...'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'...উনি আমার বিল্ডিং পছন্দ করেছেন।'

'আপনি তাকে এর মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছেন, লেডি। আপনি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। একবার আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। আর করব না। এ শহরে আমাদের দুজনের জায়গা হবে না। আপনি আপনার বিচি কোথায় রাখেন জানি না, তবে লুকিয়ে রাখবেন। কারণ আবার যদি আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে আসেন, ওগুলো আমি কেটে ফেলব।'

দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল মার্চিসন।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে পলের সঙ্গে ডিনারটা জমল না।

'তোমাকে অন্যমনস্ক লাগছে, বেবি,' বলল পল। 'কোনও সমস্যা?'

লারা জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'না। সব ঠিক আছে।'

ফিলিপ কেন বলল না ও বাইরে যাবে?

'রেনো প্রজেক্টের কাজ শুরু হচ্ছে কবে?'

'আগামী হপ্তায় হাওয়ার্ডকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি আমি। নয়মাসের মধ্যে হোটেল চালু করতে পারব আশা করি।'

'নয় মাসে তুমি মা হতে পারবে।'

অবাক হল লাবা। 'কী?'

লারার হাত ধরল পল মার্টিন। 'তুমি জানো আমি তোমার জন্য কীরকম উন্মাদ হয়ে আছি, লারা। তুমি আমাব গোটা জীবন বদলে দিয়েছ। তোমার গর্ভে যদি আমার সন্তান আসত আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হত না।'

লারা কিছু না বলে চুপ করে রইল।

'তোমার জন্য ছোট একটি সাবপ্রাইজ আছে।'

পকেট থেকে একটি গহনার বাক্স বের করল পল। 'খোলো।'

'পল, তুমি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ...'

'খোলো।'

বাক্সের মধ্যে বহুমূল্য একটি হিরের নেকলেস।

'খুব সুন্দর।'

পল উঠে দাঁড়াল, লারার গলায় পরিয়ে দিল নেকলেস। তার হাত নেমে এল লারার বুকে। খসখসে গলায় বলল, 'চলো কেমন মানিয়েছে দেখি।'

লারাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল পল। লারার মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড়। এই মানুষটাকে সে কখনও ভালোবাসেনি। এর সঙ্গে সে বিছানায় গিয়েছে স্রেফ ঋণ শোধ করতে। কারণ লোকটা তার জন্য অনেক কিছু করেছে। কিন্তু এখন বিষয় ভিন্ন। লারা এখন প্রেমে পড়েছে। *আমি একটা বোকা,* ভাবল ও। *ফিলিপের সঙ্গে হয়তো আর কোনদিনই দেখা হবে না।*

ধীরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাপড় ছাড়ল লারা, শুয়ে পড়ল বিছানায়। পল মার্টিন চড়ে বসল তার ওপর, প্রবেশ করল ভেতরে, গোঙাতে লাগল, 'বেবি, তুমি আমাকে পাগল করেছ।' মুখ তুলে চাইল লারা। পল নয়, দেখতে পেল ফিলিপের চেহারা।

কাজগুলো মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে। রেনো হোটেলের সংস্কার চলছে দ্রুতগতিতে, ক্যামেরন টাওয়ার্সের কাজ শিডিউল মাফিক শেষ হওয়ার পথে, লারার খ্যাতিও যেন পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে গত কয়েক মাসে ফিলিপ অ্যাডলারকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। কিন্তু যোগাযোগ হয়নি একবারও।

ফিলিপ ট্যুরে গেছে, জানানো হয়েছে ওকে প্রতিবার।

'মি. অ্যাডলার বেইজিং গেছেন...'

'মি. অ্যাডলার প্যারিসে আছেন...'

'মি. অ্যাডলার এখন সিডনি...'

জাহান্নামে যাক ও, মনে মনে গালি দেয় লারা।

পরবর্তী ছয় মাসে লারা মার্চিসনের কাছ থেকে তিনটি প্রজেক্ট ছিনিয়ে নিল।

কেলার একদিন চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে লারার অফিসে ঢুকল।

'শহরে বলাবলি হচ্ছে মার্চিসন তোমার ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, লারা। ওর সঙ্গে সংঘাতে না-যাওয়াই ভালো। লোকটা বিপজ্জনক।'

'আমিও তাই,' বলল লারা। 'ওর বরং অন্য কোনও ব্যবসায়ে ঢুকে পড়া উচিত।'

'এটা ঠাট্টার কোনও বিষয় নয়, লারা। সে...

'ওর কথা বাদ দাও তো, হাওয়ার্ড। খবর পেয়েছি লস এঞ্জেলসে একটা প্রোপার্টি বিক্রি হবে। ওটার কথা এখনও কেউ জানে না। দ্রুত গেলে আমরা প্রোপার্টিটা পেয়ে

যাব। আমরা কাল সকালেই লস এঞ্জেলস যাচ্ছি।'

পাঁচ একর জমি নিয়ে বিক্রি হবে লস এঞ্জেলসের পুরোনো বিল্টমোর হোটেল। এক রিয়েল এস্টেট এজেন্ট লারা এবং হাওয়ার্ডকে জমিন দেখাচ্ছিল।

'দারুণ এক প্রোপার্টি,' বলছিল সে। 'জ্বি, স্যার। এখানে কোনও ঝামেলা নেই। এ এলাকায় ছোটখাটো একটি শহর গড়ে তুলতে পারবেন আপনারা...অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, শপিং সেন্টার, থিয়েটার, মল...'

'না।'

লারার দিকে অবাক হয়ে তাকাল সে। 'আই বেগ ইয়োর পারডন?'

'আমি কোনও আগ্রহবোধ করছি না।'

'করছেন না? কেন?'

'মনে হয় না আশপাশের লোকজন এখানে আসতে আগ্রহ বোধ করবে। লস এঞ্জেলস পশ্চিমে যাচ্ছে। জনতা হল লেমিংয়ের মতো। স্রোত যেদিকে, ওরাও সেদিকে। বিপরীত দিকে নেয়া যায় না ওদেরকে।'

'কিন্তু...'

'আমাকে ভালো কোনও লোকেশন দেখান।'

লারা হাওয়ার্ডের দিকে ফিরল। 'সময়টা খামোকা নষ্ট হল। আমরা আজ বিকেলেই বাড়ি ফিরব।'

হোটেলে ফিরে এল ওরা। কেলার নিউজ স্ট্যান্ড থেকে খবরের কাগজ কিনল। 'শেয়ার মার্কেটের আজকের কী অবস্থা দেখি।'

কাগজের পাতা ওল্টাতে লাগল ওবা। বিনোদনের পৃষ্ঠায় বড় একটি বিজ্ঞাপন নজর কাড়ল ওদের TONIGHT AT THE HOLLYWOOD BOWL–PHILIP ADLER। লারার কলজেটা লাফিয়ে উঠল।

'আমরা কাল যাব,' বলল ও।

কেলার ওকে লক্ষ করছে। 'মিউজিক নাকি মিউজিশিয়ান—কোনোটির প্রতি আগ্রহ তোমার?'

'দুটো টিকেট কিনে আনো।'

লাবা এর আগে কখনও হলিউড বোল-এ যায়নি। এটি বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক অ্যাম্ফিথিয়েটার। চারদিক ঘিরে রেখেছে হলিউডের পাহাড়। হলিউড বোল-এ একসঙ্গে ১৮,০০০ দর্শক বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে।

মিউজিশিয়ানরা স্টেজে আসতে শুরু করেছে। দর্শক হর্ষধ্বনি করে তাদেরকে স্বাগত জানাল। আন্দ্রে প্রেভিনকে দেখে তাদের হর্ষধ্বনি আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল। তারপর সবাই চুপ হয়ে গেল। তারপর সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল ফিলিপ অ্যাডলারকে

স্টেজে ঢুকতে দেখে। সাদা টাই এবং টেইলসে তাকে যথারীতি অভিজাত এবং সুদর্শন লাগছে।

লারা কেলারের হাত খামচে ধরল। 'ও খুব সুদর্শন, না?' ফিসফিস করল সে।

কিছু বলল না কেলার।

পিয়ানোর সামনে বসল ফিলিপ। শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। মুহূর্তে সে জাদু করে ফেলল হাজারো দর্শককে। আজ রাতটাও যেন বেশ একটা রহস্যের জাল বিছিয়ে রেখেছে। আকাশের শামিয়ানায় হিরের টুকরোর মতো জ্বলছে নক্ষত্ররাজি, বোলকে ঘিরে থাকা কালো পাহাড়গুলোর গায়ে অদ্ভুত আলো ফেলছে। সহস্রাধিক দর্শক চুপচাপ বসে একাগ্রচিত্তে উপভোগ করছে ফিলিপের অবিস্মরণীয় সুরের মূর্ছনা। কনসার্টোর শেষ সুরটি যখন মিলে গেল বাতাসে, সাগরের ঢেউর মতো গর্জন ভেসে ভেসে এল দর্শকসারি থেকে। তারা লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে, করতালি দিচ্ছে, চিৎকার করছে। ফিলিপ দাঁড়িয়ে একের-পর-এক বো করে গেল দর্শকদের উদ্দেশে, তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করছে।

'ব্যাকস্টেজে যাব। চলো,' বলল লারা।

কেলার ঘুরে তাকাল। লারার কণ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপছে।

অর্কেস্ট্রা শেল-এর একপাশে ব্যাকস্টেজ এন্ট্রান্স। দোরগোড়ায় একজন গার্ড, ভিড় ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। কেলার তাকে বলল, 'মিস ক্যামেরন মি. অ্যাডলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'উনি কি আপনাকে আশা করছেন?' জানতে চাইল গার্ড।

'হ্যাঁ।'

'একটু দাঁড়ান, প্লিজ,' একটু পরেই ফিরে এল গার্ড। 'আপনারা যেতে পারেন, মিস ক্যামেরন।'

লারা এবং কেলার ঢুকল গ্রিনরুমে। ফিলিপকে যথারীতি ঘিরে রেখেছে তার গুণমুগ্ধ ভক্তরা। তোষামোদের সুরে প্রশংসা করে চলেছে।

'ডার্লিং, এত সুন্দরভাবে আর কাউকে বিঠোফেন বাজাতে শুনিনি। তুমি সত্যি অবিশ্বাস্য...'

ফিলিপ বলল, 'ধন্যবাদ...'

একেক জন প্রশংসার ফুলঝুরি ছুটিয়ে যাচ্ছে, ফিলিপ তাদেরকে বিনীত সুরে ধন্যবাদ দিয়ে চলল। মুখ তুলে চাইতেই লারাকে দেখতে পেল সে।

'এক্সকিউজ মি,' বলল ফিলিপ। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সে লারার দিকে। 'তুমি এ শহরে আছ জানতাম না।'

'আজ সকালে এসেছি। এ হাওয়ার্ড কেলার, আমার সহকারী।'

'হ্যালো,' শুকনো গলায় বলল কেলার।

ফিলিপ তার পেছনে দাঁড়ানো বেঁটেখাটো, গাট্টাগোট্টা এক লোকের দিকে ফিরল।

'ইনি আমার ম্যানেজার। উইলিয়াম এলারবি।' ওরা পরস্পরকে 'হ্যালো' বলল। ফিলিপ তাকিয়ে আছে লারার দিকে। 'বেভারলি হিলটনে আজ রাতে পার্টি আছে। ভাবছিলাম তোমরা যদি...'

'যেতে আপত্তি নেই আমাদের,' বলল লারা।

লারা কেলারকে নিয়ে বেভারলি হিলটনের ইন্টারন্যাশনাল বলরুমে ঢুকল। বলরুম বোঝাই মিউজিশিয়ান এবং সংগীতপ্রেমী। তারা সংগীত নিয়ে কথা বলছিল। ফিলিপকে তার ভক্তরা বরাবরের মতো ঘিরে রেখেছে। সে লারাকে দেখে মধুর হাসল। 'তুমি এসেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'তুমি আসতে বলেছ। আমি না এসে পারি?'

হাওয়ার্ড কেলার একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদেরকে লক্ষ করছিল। ভাবছিল *আমার বোধহয় পিয়ানো শেখা উচিত ছিল।*

লারা বলল, 'আমি কাল নিউইয়র্ক ফিরছি। তবে একসঙ্গে হয়তো নাশতা করতে পারব।'

'করতে পারলে তো ভালোই লাগত। কিন্তু কাল খুব ভোরে আমাকে টোকিও যেতে হবে।'

হতাশায় বুকটা মোচড় খেল লারার। 'কেন?'

হাসল ফিলিপ। 'কাজ আছে যে! বছরে দেড়শো কনসার্ট করতে হয় আমাকে। কখনও কখনও দুশো।'

'এবার কতদিনের জন্য যাচ্ছ?'

'আট হপ্তা।'

'তোমাকে আমি মিস করব,' মৃদু গলায় বলল লারা।

কিন্তু তোমার ধারণাই নেই আমি তোমাকে কতটা মিস করব।

বাইশ

পরের বেশ ক'টি দিন আটলান্টায় ছুটোছুটি করতে হল লারা এবং কেলারকে। ওরা এইনসলে পার্কে দুটো এবং ডানউডিতে একটি সাইট দেখল। ডানউডিতে কয়েকটি কন্ডোমিনিয়াম তৈরির চিন্তাভাবনা করছিল লারা।

আটলান্টা থেকে ওরা গেল নিউ অর্লিন্সে। সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট পর্যবেক্ষণে কেটে গেল দুইদিন। আরেকটা দিন কাটাল লেক পন্টচারট্রেন-এ। দুটো সাইটই পছন্দ হয়ে গেল লারার।

ওখান থেকে ফিরে আসার পরদিন কেলার লারার অফিসে ঢুকল।

'আটলান্টা প্রজেক্টের খবর ভালো না।'

'কেন কী হয়েছে?'

'কেউ ওখানে আমাদেরকে ল্যাং মারতে চাইছে।'

বিস্মিত লারা। 'এটা কী করে সম্ভব? ওই প্রোপার্টির কথা তো মার্কেটের কারও জানার কথা নয়।'

'জানি আমি। কিন্তু খবরটা যেভাবেই হোক ফাঁস হয়ে গেছে।' শ্রাগ করল লারা। 'সব সময় তো আর জেতা সম্ভব নয়।'

সেদিন বিকেলে আরেকটা দুঃসংবাদ নিয়ে এল কেলার। 'আমরা লেক পন্টচারট্রেন-এর ডিলটা হারিয়েছি।'

পরের হপ্তায় ওরা উড়ে গেল সিয়াটেল। মার্সার আইল্যান্ড এবং কার্কল্যান্ড ঘুরে দেখল। একটি সাইট পছন্দ হয়ে গেল লারার। নিউইয়র্কে ফিরে কেলারকে বলল, 'ওই সাইটটা কেনার চেষ্টা করো। ওটা দিয়ে টাকা বানানো যাবে।'

'আচ্ছা।'

পরের দিনের মিটিঙে লারা জানতে চাইল, 'কার্কল্যান্ডের নিলামে অংশ নিয়েছিলে?'

মাথা নাড়ল কেলার। 'কেউ আমাদের আগেই ওটা দখল করে নিয়েছে।'

চিন্তায় পড়ে গেল লারা। 'হাওয়ার্ড, দ্যাখো তো কে বারবার এভাবে আমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিচ্ছে।'

খবর জানতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগল কেলারের। 'স্টিভ মার্চিসন।'

'সে ওই ডিলগুলো সব পেয়ে গেছে?'

'হুঁ।'

'তাহলে আমাদের অফিস থেকেই কেউ মুখ পাতলা করেছে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

চেহারায় অন্ধকার ঘনাল লারার। পরদিন সে এক গোয়েন্দা ভাড়া করল অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু কালপ্রিটের সন্ধান পাওয়া গেল না।

'আপনার এমপ্লয়িরা সবাই ক্লিন, মিস ক্যামেরন,' জানাল গোয়েন্দা।

'অফিসের কোথাও ছারপোকা পাতা নেই, আপনার কোনও কথা ট্যাপ করা হয়নি।'

তদন্তের ব্যর্থ সমাপ্তি ঘটল ওখানেই।

হয়তো পুরো ব্যাপারটাই কাকতালীয়, ভাবল লারা। কিন্তু মন সায় দিল না এ বিশ্বাসে।

হাওয়ার্ড কেলার ওয়াশিংটন স্কোয়ারে ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। লারা এক সন্ধ্যায় তার বাড়ি গিয়েছিল। ক্ষুদ্র অ্যাপার্টমেন্টে চোখ বুলিয়ে বলেছিল, 'এটা তো ইঁদুরের বাসা। তোমার এখানে থাকা চলবে না।'

লারার পীড়াপীড়িতে সে একটি কন্ডোমিনিয়ামে উঠে আসতে বাধ্য হয়।

একদিন লারা এবং হাওয়ার্ড কাজ করছিল। কাজ করতে করতে রাত হয়ে গিয়েছিল বেশ। লারা বলল, 'তোমাকে বিধ্বস্ত লাগছে। বাড়ি যাও। ঘুমাও গে।'

'গুড আইডিয়া,' হাই তুলল কেলার। 'কাল সকালে দেখা হবে।'

'কাল একটু দেরি করে এসো,' বলল লারা।

কেলার গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছে। একটা চুক্তির কথা ভাবছিল ও। লারা খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছে সবকিছু। মেয়েটির সঙ্গে কাজ করে মজা আছে। মজাও আছে, হতাশাও আছে। কেলারের অবচেতন মন আশা করে হঠাৎ একদিন একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাবে। সে ভাবে লারা এসে তাকে বলবে, *অন্ধ ছিলাম বলে ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েনি হাওয়ার্ড ডার্লিং। পল মার্টিন কিংবা ফিলিপ অ্যাডলারের প্রতি আমার আর কোনও আগ্রহ নেই। আসলে আমি তোমাকেই শুধু ভালোবাসি।*

কিন্তু এরকম ঘটার সম্ভাবনা কি সত্যি আছে?

কেলার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। চাবি বের করে তালায় ঢোকাল। ঢুকছে না। হতভম্ব হয়ে আবার চেষ্টা করল। হঠাৎ ঝট করে কেউ খুলে ফেলল দরজা। দোর গোড়ায় এক আগন্তুক। 'কী চাই?' জিজ্ঞেস করল সে। বোকার মতো লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল কেলার। 'আমি এখানে থাকি।'

'এখানে থাকেন মানে? এটা আমার বাসা।'

'কিন্তু আমি...' হঠাৎ ভুলটা বুঝতে পারল কেলার।

'আ...আমি দুঃখিত।' তোতলাচ্ছে ও, লাল হয়ে গেছে মুখ।

'মানে এখানে থাকতাম আমি...

মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কেলার হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। *আমি যে এ বাসা ছেড়ে দিয়েছি সে কথা ভুলে গেলাম কী করে? নাহ্, আমার ওপর দিয়ে বড্ড ধকল যাচ্ছে।*

লারা একটি কনফারেন্স মিটিং-এর মাঝখানে, তার ব্যক্তিগত ফোনটি বেজে উঠল। 'তুমি ইদানীং বড্ড বেশি ব্যস্ত, বেবি। তোমাকে খুব মিস করছি।'

'আমাকে বাইরে প্রচুর ছোটাছুটি করতে হয়, পল,' লারা আর বলল না যে সে-ও পলকে মিস করছে।

'চলো আজ একসঙ্গে লাঞ্চ করি।'

'ঠিক আছে।' পলকে মানা করে মন খারাপ করে দিতে চায় না লারা।

মি. চো-তে লাঞ্চ করল ওরা।

'তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে,' বলল পল। 'তুমি যা-ই করছ, সাফল্য পাচ্ছ। রেনো হোটেলের খবর কী?'

'খুব চমৎকার এগোচ্ছে কাজ,' উৎসাহ নিয়ে জানাল লারা। মিনিট পনেরো সে বক্তৃতা দিয়ে গেল কীভাবে এগোচ্ছে কাজ। 'মাস দুয়েকের মধ্যে উদ্বোধন করব।'

এক মহিলা এবং একজন পুরুষ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পুরুষটি লারার দিকে পেছন ফেরা। কিন্তু তাকে কেমন চেনা-চেনা লাগল ওর। লোকটা একমুহূর্তের জন্য ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনে ফেলল। স্টিভ মার্চিসন। মহিলাকেও চেনা মনে হচ্ছে। মহিলা ঝুঁকল পার্স নিতে।

বুকের ভেতর লাফ দিল লারার কলজে। *গারট্রুড, আমার সেক্রেটারি।* 'বিংগো,' শিস দিয়ে উঠল লারা।

'কী হল?' জিজ্ঞেস করল পল।

'না। কিছু হয়নি।'

লারা হোটেল নিয়ে আলাপচারিতা চালিয়ে গেল।

লাঞ্চ শেষে অফিসে ফিরেই কেলারকে ডেকে পাঠাল লারা।

'মাস কয়েক আগে ফিনিক্সে একটা প্রোপার্টি দেখেছিলাম, মনে আছে?'

'ইয়াহ্। আমরা ওটা কিনিনি। তোমার পছন্দ হয়নি।'

'আমি সিদ্ধান্ত বদলেছি।' ইন্টারকমের বোতাম টিপল লারা।

'গারট্রুড, আমার ঘরে একবার আসবে, প্লিজ?'

'আসছি, মিস ক্যামেরন।'

অফিসে ঢুকল গারট্রুড মিকস।

'একটা মেমো ডিকটেট করব,' বলল লারা। 'ফিনিক্সে ব্যারন ব্রাদার্সদের।'

গারট্রুড লিখতে শুরু করল।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি স্কটসডেল প্রোপার্টির বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করেছি এবং সহসাই এ নিয়ে কাজ করতে চাই। আমার ধারণা এটি আমার অন্যতম মূল্যবান অ্যাসেটে পরিণত হবে।' কেলার চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে লারার দিকে। 'আমি কয়েকদিনের মধ্যে প্রোপার্টির দরদাম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। আমি ডিলে সই করব।'

'মিস ক্যামেরন, আর কিছু?'

'না। এটুকুই।'

গারট্রুড চলে গেল। কেলার ফিরল লারার দিকে। 'লারা, তুমি এসব কী করছ? আমরা ওই প্রোপার্টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু তুমি ওটা প্রত্যাখ্যান করেছ। যদি তুমি...'

'শান্ত হও। আমরা ওটা কিনছি না।'

'তাহলে কেন?'

'আমি না কিনলে স্টিভ মার্চিসন কিনবে। গারট্রুডকে আজ দেখলাম ওই লোকের সঙ্গে লাঞ্চ করছে।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল কেলারের চোখ। 'কী বলছ তুমি!'

'ক'টা দিন অপেক্ষা করো। তারপর ব্যারনকে ফোন করে প্রোপার্টির ব্যাপারে খোঁজখবর নিও।'

দিনদুই বাদে কেলার লারার অফিসে ঢুকল। মুখে মুচকি হাসি।

'তুমি ঠিকই বলেছ,' বলল সে। 'মার্চিসন বঁড়শিসুদ্ধ টোপ গিলে বসে আছে। সে এখন পঞ্চাশ একর ওয়ার্থলেস জমির গর্বিত মালিক।'

গারট্রুড মীকসকে অফিসে আসতে বলল লারা।

'জ্বি, মিস ক্যামেরন?'

'তোমাকে বরখাস্ত করা হল,' বলল লারা।

চমকে গেল গারট্রুড, 'বরখাস্ত করেছেন...কেন?'

'তোমার সঙ্গ আমার পছন্দ হচ্ছে না। স্টিভ মার্চিসনকে গিয়ে বলে দিও যে আমি একথা বলেছি।'

চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল গারট্রুডের। 'কিন্তু আমি...

'দ্যাটস অল। তুমি এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।'

মাঝরাতে লারা তার শোফার ম্যাক্সকে ফোন করল। 'গাড়ি নিয়ে এসো।'

'জ্বি, মিস ক্যামেরন।'

গাড়িতে চড়ে বসল লারা।

'কোথায় যাবেন, মিস ক্যামেরন?' জানতে চাইল ম্যাক্স।

'ম্যানহাটানে। আমার ভবনগুলো একটু ঘুরে দেখব।'

গাড়ি ছেড়ে দিল ম্যাক্স। চলে এল শহরে। লারার নির্দেশে একে একে থেমে দাঁড়াল শপিং মল, হাউজিং সেন্টার এবং স্কাইস্ক্রেপারে। গোটা ম্যানহাটান জুড়েই রয়েছে লারার সৃষ্টি। ক্যামেরন স্কোয়ার, ক্যামেরন প্লাজা, ক্যামেরন সেন্টার এবং গড়ে উঠতে থাকা ক্যামেরন টাওয়ার্সের কঙ্কাল। গাড়িতে বসে প্রতিটি ভবনে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল লারা। ভাবছে এখানে মানুষ থাকে, কাজ করে। সে ওদের সবার জীবন স্পর্শ করেছে। *আমি এ নগরীর চেহারাই পাল্টে দিয়েছি,* মনে মনে বলল লারা। *যা চেয়েছি সবই করেছি। তবু এত অস্থির কেন আমি? আমি কী মিস করছি?* লারা এ-প্রশ্নের জবাব জানে।

পরদিন সকালে লারা ফিলিপের কনসার্ট ম্যানেজার উইলিয়াম এলারবিকে ফোন করল।

'গুড মর্নিং, মি. এলারবি।'

'গুড মর্নিং, মিস ক্যামেরন। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'ফিলিপ অ্যাডলার এ হপ্তায় কেমন ব্যস্ত জানার জন্য ফোন করেছি।'

'খুবই ব্যস্ত। কাল রাতে সে আমস্টারডামে শো করবে, পরশু যাচ্ছে মিলানে, তারপর...ওর বাকি শিডিউলগুলোও জানতে চান?'

'না, না, ঠিক আছে। এমনি কৌতূহল হচ্ছিল। ধন্যবাদ।'

'নো প্রবলেম।'

লারা কেলারের অফিসে ঢুকল। 'হাওয়ার্ড, আমি আমস্টারডাম যাচ্ছি।'

'ওখানে আবার কী কাজ পড়ল?' অবাক হয়েছে কেলার।

'আছে একটা কাজ,' তরল গলায় বলল লারা। 'কাজ হয়ে গেলে তোমাকে জানাব। তুমি ওদেরকে আমার জেট রেডি করতে বলো।'

'তুমি বার্টকে লন্ডন পাঠিয়েছ। আমি ওদেরকে বলে দিচ্ছি কাল যেন চলে আসে...

'আমি আজই যাব,' লারার কণ্ঠের ব্যাকুলতা কেলারের বিস্ময়বোধটাকে বাড়িয়ে তুলল। 'আমি কমার্শিয়ালে যাচ্ছি।' ও নিজের অফিসে ঢুকল। ক্যাথিকে বলল, 'KLM-এর আমস্টারগামী প্রথম ফ্লাইটের একটা টিকেট বুক করো আমার জন্য।'

'আচ্ছা, মিস ক্যামেরন।'

'তুমি কি দীর্ঘ সময়ের জন্য যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল কেলার। 'কিছু জরুরি মিটিং ছিল...

'দু-এক দিনের মধ্যেই ফিরছি।'

'ধন্যবাদ, হাওয়ার্ড। এবারে যেতে হবে না।'

'ওয়াশিংটনে আমার এক সিনেটর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলল একটা বিল পাস হবার সম্ভাবনা আছে। বিলটা পাস হলে বিল্ডিঙের ওপর থেকে ট্যাক্স ইনসেনটিভ অনেকটাই উঠে যাবে। বিল পাস হলে কেপিটাল গেইন ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হবে ডেপ্রিসিয়েশন।'

'কাজটা ঠিক হবে না,' বলল লারা। 'এ বিল পাস হলে খোঁড়া হয়ে যাবে রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রি।'

'জানি আমি। আমার বন্ধু এ বিলের বিপক্ষে।'

'বহু লোক এর বিপক্ষে। এটা কোনোদিনই পাস হবে না।' ভবিষ্যৎবাণী করল লারা।

ডেস্কের প্রাইভেট ফোন বেজে উঠল। লারা তাকাল ওদিকে। ওটা বেজে চলল।

'ফোন ধরবে না?' প্রশ্ন করল কেলার।

লারার মুখে ভেতরটা শুকনো লাগল। 'না।'

অন্তত এক ডজনবার রিং হবার পরেও লারা ফোন ধরল না দেখে রিসিভার নামিয়ে রাখল পল মার্টিন। সে অনেকক্ষণ বসে থাকল চেয়ারে। ভাবছে লারার কথা। ইদানীং মনে হচ্ছে লারা যেন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। *ওর জীবনে কি অন্য কেউ এসেছে? না*, ভাবল পল। *লারা আমার। চিরদিন আমারই থাকবে।*

KLM-এর ফ্লাইটটি আরামদায়ক। ৭৪৭ বোয়িং-এর প্রথমশ্রেণীর আসনগুলো সুপ্রশস্ত। কেবিন অ্যাটেনডেন্টরা বেশ চটপটে।

লারার এত নার্ভাস লাগছে যে সে কিছু খেতে বা পান করতে পারল না। *আমি কী করছি?* চিন্তা করছে ও। *হুট করেই আমস্টারডামে চলেছি। ও হয়তো এমনই ব্যস্ত থাকবে, আমার সঙ্গে কথা বলারই সময় পাবে না। ওর পেছনে পাগলের মতো ছুটতে গিয়ে না আবার ওকে হারিয়ে ফেলি।*

আমস্টারডামের অন্যতম সেরা এবং সুন্দর হোটেল গ্রান্ড হোটেলে উঠল লারা।

'আপনার জন্য চমৎকার সুইট আমরা বুক করে রেখেছি, মিস ক্যামেরন,' বলল ক্লার্ক।

'ধন্যবাদ। শুনলাম ফিলিপ অ্যাডলারের আজ শো আছে। কোথায় জানেন?'

'অবশ্যই, মিস ক্যামেরন। concortgebouw-এ।'

'আমার জন্য একটা টিকেটের ব্যবস্থা করা যাবে?'

'সানন্দে।'

লারা সুইটে ঢুকেছে, ঝনঝন শব্দে বাজল ফোন। হাওয়ার্ড কেলার।

'প্লেন ভ্রমণ কেমন হল?'

'ভালো। ধন্যবাদ।'

'সেভেন্থ্ এভিন্যুর ডিলের ব্যাপারে দুটো ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলেছি। ভাবলাম তোমাকে জানানো দরকার।'

'তো?'

খুশি খুশি শোনাল কেলারের কণ্ঠ। 'ওরা রাজি হয়েছে।'

উল্লাস বোধ করল লারা। 'তোমাকে বলেছিলাম না! এখানে দারুণ একটা কাজ দেখাব আমরা। তুমি আর্কিটেক্ট, বিল্ডার, আমাদের কন্সট্রাকশন গ্রুপ সব গোছগাছ শুরু করে দাও।'

'দেব। কাল কথা হবে।' ফোন রেখে দিল লারা। *হাওয়ার্ড কেলার এত ভালো! আমি খুব ভাগ্যবতী। ও সবসময় আমার জন্য আছে। ওর জন্য খুব সুন্দরী কোনো বউ খুঁজে দেব আমি।*

শো শুরুর আগে ফিলিপ অ্যাডলার সবসময় নার্ভাস বোধ করে। সে অর্কেস্ট্রার সঙ্গে সকালে রিহার্সাল করেছে। তারপর হালকা লাঞ্চ সেরে নিয়েছে। কনসার্টের টেনশন থেকে মুক্ত হতে একটি সিনেমা দেখল। তবে চোখ পর্দায় থাকলেও মন পড়ে রইল কনসার্টে। সন্ধ্যায় যে মিউজিক বাজাবে তা নিয়েই ভাবছিল ফিলিপ। অজান্তে কখন সিটে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে শুরু করেছে খেয়াল করেনি ফিলিপ। তার পাশে বসা দর্শক বেজায় বিরক্ত হল। 'ড্রাম বাজানো দয়া করে বন্ধ করবেন?'

'দুঃখিত,' বলল ফিলিপ।

সিনেমা শেষ না করেই বেরিয়ে এল ফিলিপ। আমস্টারডামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। চারটার দিকে ফিরল হোটেলে। একটা ভাতঘুম দিয়ে নেবে। ও জানে না ওর ঠিক ওপরের সুইটটি ভাড়া করেছে লারা ক্যামেরন।

সন্ধ্যা ৭টায় concertgebouw-তে পৌঁছে গেল ফিলিপ। আমস্টারডামের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সুন্দর প্রাচীন হলটি। দর্শকের ভিড়ে ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে লবি।

ব্যাকস্টেজে, ড্রেসিংরুমে পোশাক বদলাচ্ছে ফিলিপ, concertgebouw-এর পরিচালক হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকলেন ঘরে।

'সব টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে, মি. অ্যাডলার। অনেকেই টিকেট না পেয়ে ফিরে গেছে। আপনার পক্ষে কি আর দুটো দিন এখানে থাকা সম্ভব হবে? জানি...আপনার সমস্ত শিডিউল বুকড হয়ে আছে...আমি মি. এলারবির সঙ্গে কথা বলব যেন পরের বছর আপনাকে নিয়ে আরেকটা শো করার সুযোগ পাই...'

পরিচালকের কথা কানে যাচ্ছে না ফিলিপের। সে শো-র কথা ভাবছে। পরিচালক আরও কিছুক্ষণ বকবক করে বিদায় নিল। এক লোক এসে ঢুকল ড্রেসিংরুমে।

'আপনার জন্য ওরা স্টেজে অপেক্ষা করছেন, মি. অ্যাডলার।'

'আসছি।'

সময় হয়েছে। সিধে হল ফিলিপ। সামনের দিকে মেলে দিল হাত। অল্প অল্প কাঁপছে। পিয়ানো বাজানোর আগে এই নার্ভাসনেসটুকু কখনোই ওকে ছাড়বে না। এরকম অনুভূতির শিকার হয়েছেন বিশ্বখ্যাত অনেক পিয়ানোবাদকই—হরোভিজ, রুবেনস্টাইন, সারকিন। ফিলিপের পেটের ভেতরটা শিরশির করছে, ধকধক করছে হৃৎপিণ্ড। *এই যন্ত্রণাটা কেন বয়ে বেড়াচ্ছি আমি?* নিজেকে প্রশ্ন করল ফিলিপ। তবে জবাবটাও জানা আছে ওর। শেষবার তাকাল আয়নায়। তারপর বেরিয়ে এল ড্রেসিংরুম থেকে। পা রাখল লম্বা করিডরে।

তেত্রিশটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল স্টেজে। ওর গায়ে আছড়ে পড়ল স্পটলাইট। পিয়ানোর দিকে কদম বাড়াল ফিলিপ। বজ্রের শব্দ তুলে হাততালি দিচ্ছে অডিয়েন্স। পিয়ানোর সামনে বসল ফিলিপ। তারপব জাদুমন্ত্রের মতো সমস্ত নার্ভাসনেস অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন অন্য আরেকজন লোক এসে বসেছে ওর জায়গায়, স্থির, শান্ত একজন। বাজাতে শুরু করল ফিলিপ।

দর্শক সারিতে বসে ছিল লারা। ফিলিপকে স্টেজে আসতে দেখা মাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে শরীর। মানুষটার মধ্যে কী যেন জাদু আছে। ভীষণ টানে। *আমি ওকে বিয়ে করব,* ভাবছিল লারা। সে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল ফিলিপের বাজনা।

দুর্দান্ত বাজাল ফিলিপ। তারপর ফিরল গ্রিনরুমে। আমস্টারডামে ওর ভক্তের অভাব নেই। তারা সবাই ঘিরে ধরল ফিলিপকে। অটোগ্রাফ চাইল। হাসিমুখে একের-পর-এক অটোগ্রাফ দিয়ে চলল ফিলিপ। সেইসঙ্গে সিক্ত হতে লাগল প্রশংসায়।

অটোগ্রাফ দিয়ে চলেছে ফিলিপ, সেইসঙ্গে গতানুগতিক প্রশংসা শুনছে: ব্রাহ্ম যেন আপনার বাজনার মধ্যে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন!... ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না আপনার শো কী দারুণ উপভোগ করেছি আমি...

'আপনার সমস্ত অ্যালবাম আমি কিনেছি... আমার মা'র জন্যও একটি অটোগ্রাফ দিন না, প্লিজ। আমার মা আপনার দারুণ ভক্ত...'

হঠাৎ কী মনে মুখ তুলে চাইল ফিলিপ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লারা। লক্ষ করছে ওকে। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল ফিলিপের চোখ।

'এক্সকিউজ মি।'

ভিড় ঠেলে লারার কাছে চলে এল ফিলিপ। ওর হাত ধরল।

'হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল সারপ্রাইজ! তুমি আমস্টারডামে কী করছ?'

'এখানে কিছু কাজ ছিল। শুনলাম তোমার শো আছে। তাই এসেছিলাম।' অম্লানবদনে মিথ্যাটা বলে ফেলল লারা।

'খুব চমৎকার বাজিয়েছ, ফিলিপ।'

'ধন্যবাদ...আমি...' আরেকটা অটোগ্রাফ দেয়ার জন্য বিরতি দিল ফিলিপ। 'তুমি যদি সাপারের জন্য ফ্রি থাকো...'

'আমি ফ্রি আছি,' দ্রুত বলল লারা।

লিডসেসস্ত্রাতে বালি রেস্টুরেন্টে সাপার করল ওরা। প্রধান খানসামা ওদেরকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, 'আপনার আগমনে আমরা ধন্য হয়ে গেছি, মি. অ্যাডলার।'

'ধন্যবাদ।'

লারা চেয়ারে বসল। চারপাশে চোখ বুলাতে গিয়ে লক্ষ করল সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ফিলিপ অ্যাডলারের দিকে। 'তোমাকে ওরা খুব ভালোবাসে, না?'

মাথা নাড়ল ফিলিপ। 'আমাকে নয়, আমার মিউজিক ওদের পছন্দ। আমি ম্যাসেঞ্জার মাত্র। এ ব্যাপারটা আমি বহু আগেই উপলব্ধি করেছি। তরুণবয়সে আমি একটু একগুঁয়ে স্বভাবের ছিলাম। একবার একটি কনসার্টে গেছি আমার সলো বাজানো শেষ হলে সবাই করতালি দিচ্ছিল। আমি দর্শকদের উদ্দেশে বো করছিলাম আর মিটিমিটি হাসছিলাম। সুরকার দর্শকদের দিকে ফিরে হাতের স্কোর উঁচিয়ে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তারা আসলে মোৎসার্টের প্রশংসা করছে। ওই শিক্ষাটা আমি কোনোদিন ভুলিনি।'

'দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একই মিউজিক বাজাতে তোমার ক্লান্তি লাগে না?'

'না। মিউজিক একই রকম হতে পারে, তবে সুরকার আলাদা, অর্কেস্ট্রা ভিন্ন।'

ওরা রিসটাফেল ডিনারের অর্ডার দিল। ফিলিপ বলল, 'আমরা প্রতিটি রিসাইটাল নিখুঁতভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করি। তবে পরিপূর্ণ সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে মিউজিক আমরা বাজাই তা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। কম্পোজারের সাউন্ড নতুনভাবে সৃষ্টি করার জন্য প্রতিবার মিউজিক নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে হয়।'

'তোমরা কখনও সন্তুষ্ট হও না?'

'কক্ষনো না। প্রতিটি কম্পোজারের রয়েছে আলাদা সাউন্ড। সেটা ডেবুসি, ব্রাহ্মস, হেডন কিংবা বিঠোফেন যে-ই হোক...আমাদের লক্ষ্য থাকে নির্দিষ্ট সাউন্ডটি তুলে নেয়া।'

চলে এল সাপার। রিসটাফেল হল ইন্দোনেশীয় খাবার, একুশটি কোর্স। এর মধ্যে রয়েছে নানা পদের মাংস, মাছ, চিকেন, নুডল এবং দুটি ডেসার্ট।

'এত খাবার একসঙ্গে কেউ খেতে পারে?' হাসল লারা।

'ডাচরা খুব পেটুক হয়।'

ফিলিপ লারার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। লারার সঙ্গ সে খুব উপভোগ করছে। তার জীবনে বহু সুন্দরী মেয়ে এসেছে। কিন্তু লারা অনন্যা। লারা বোধহয় নিজেও জানে না সে কতটা সুন্দরী। লারার সেক্সি কণ্ঠও ফিলিপের পছন্দ। আসলে ওর

সবকিছুই আমার ভালো লাগে, মনে মনে বলল ফিলিপ।

'তুমি এরপর কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'কাল যাব মিলানে। তারপর ভেনিস, এবং ভিয়েনা, ওখান থেকে প্যারিস এবং লন্ডন। সবশেষে নিউইয়র্ক।'

'বাহ্, বেশ রোমান্টিক তো!'

হাসল ফিলিপ। 'আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা রোমান্টিক মনে হয় না। ক্লান্তিকর বিমানযাত্রা, অচেনা হোটেল, প্রতিরাতে রেস্টুরেন্টে খাওয়া। সারাক্ষণই শো করতে হয় আমাকে। আমি বাস করি অচেনা অজানা মানুষদের মাঝে। ভালো লাগে না এই গতানুগতিকতা।'

'আমি তোমার কষ্টটা বুঝতে পারি,' ধীরে ধীরে বলল লারা।

সাপার শেষে ফিলিপ বলল, 'কনসার্ট শেষে সবসময় আমার মাথাটা জ্যাম হয়ে থাকে। চলো না ক্যানালে যাই, খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে আসি।'

ওরা ক্যানাল বাসে উঠল। আমস্টেল ঘুরল। আকাশে চাঁদ নেই, তবে লক্ষ হিরে জ্বলছে। শহরটাকে যেন জ্যান্ত করে রেখেছে নক্ষত্ররাজির আলো। ক্যানাল ট্রিপটা বেশ উপভোগ করল ওরা। চারটে ভাষায় লাউডস্পিকারে দর্শনীয় স্থানগুলোর বর্ণনা দিয়ে চলছিল ঘোষক।

'আমরা এখন শতাব্দীপ্রাচীন সওদাগরদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছি। আরও সামনে দেখতে পাচ্ছেন প্রাচীন চার্চ টাওয়ার। ক্যানালগুলোতে সেতুর সংখ্যা বারোশো, প্রতিটিতে ছায়া ফেলেছে এলম বৃক্ষের সারি...'

'শহরটা খুব সুন্দর,' মন্তব্য করল লারা।

'তুমি আগে কখনো এখানে আসনি?'

'না।'

'তুমি না বললে কাজে এসেছ।'

গভীর দম নিল লারা। 'না।'

অবাক হল ফিলিপ। 'তবে...'

'আমি এখানে এসেছি তোমাকে দেখতে।'

বুকের ভেতরে ডানা ঝাপটাল সুখের পাখি। 'আহ্, আমার শুনে খুব ভালো লাগছে।'

'আরেকটা সত্যিকথা বলি। তোমাকে বলেছিলাম ক্লাসিকাল মিউজিকের প্রতি আমার আগ্রহ আছে। কথাটা মিথ্যা।'

ফিলিপের ঠোঁটের কোণে হাসির আভা। 'জানি আমি।'

এবার লারার অবাক হওয়ার পালা। 'জানো?'

'প্রফেসর মেয়ার্স আমার এক পুরোনো বন্ধু,' অনুচ্চ গলায় বলল ফিলিপ। 'উনি

আমাকে ফোন করে বলেছেন তুমি ফিলিপ অ্যাডলারের ওপর একটি কোর্স করছ। তার ধারণা আমাকে নিয়ে তোমার কোনও অভিপ্রায় আছে।'

লারা মৃদু গলায় বলল, 'উনি ঠিকই বলেছেন। তুমি কারও সঙ্গে ইনভলভড?'

'তুমি কি সিরিয়াসলি ব্যাপারটা জানতে চাইছ?'

হঠাৎ লজ্জা ঘিরে ধরল লারাকে। 'আমি এখন যাব...'

লারার হাত নিজের মুঠোতে নিল ফিলিপ। 'আমরা পরের স্টপেজে নামব।'

হোটেলে ফিরল ওরা। হাওয়ার্ড কেলার ডজনখানেক ম্যাসেজ পাঠিয়েছে। ওগুলো না পড়েই পার্সে পুরে রাখল লারা।

এ মুহূর্তে ফিলিপ ছাড়া তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ বা কিছু নেই।

'তোমার রুম নাকি আমারটা?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল ফিলিপ।

'তোমার রুম।'

লারার কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

লারার মনে হচ্ছে এ মুহূর্তটির জন্য সে সারাজীবন ধরে অপেক্ষা করেছিল। সে যে অচেনা মানুষটিকে ভালোবাসত অবশেষে তাকে কাছে পেয়েছে। ওরা ফিলিপের রুমে ঢুকল।

দুজনের মধ্যেই আগ্রহের কমতি নেই। ফিলিপ লারাকে জড়িয়ে ধরে নরম ওষ্ঠে চুম্বন করল, হাতজোড়া ব্যস্ত থাকল শরীরে। বিড়বিড় করল লারা, 'ওহ্ মাই গড।' ওরা একে অন্যের কাপড় খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঘরের নীরবতা চূর্ণ হয়ে গেল বাইরে বিকট শব্দে বাজ পড়ার আওয়াজে। আকাশজোড়া ধূসর মেঘেরা তাদের বস্ত্র উন্মোচন করতে লাগল। ঝিরঝির ধারায় শুরু হয়ে গেল বর্ষণ। উষ্ণ গরম বাতাসকে আদর করছেন বৃষ্টির ধারা, জিভ চোঁয়াচ্ছে ভবনগুলোতে, নরম ঘাসে আদর করছে রাতের প্রতিটি অন্ধকার কোনে খাচ্ছে চুমু। ধীরগতির উষ্ণ বর্ষণ অবশেষে গতি পেল, প্রচণ্ড বেগে ঝরতে লাগল। বুনো ছন্দে বৃষ্টি পড়ছে, ফোঁটাগুলো যেন বিদ্ধ করছে জমিন, জোরে এবং শক্তভাবে, দ্রুততর হয়ে উঠল গতি, অবশেষে আবার ঘটল বজ্রপাত। অকস্মাৎ যেভাবে দ্রুত শুরু হয়েছিল, অবসানও ঘটল তেমনি।

লারা এবং ফিলিপ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তৃপ্ত এবং পরিশ্রান্ত। লারার বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ফিলিপ। ভাবছে লারা, যদি মিউজিক হত তাহলে ও সহজেই হতে পারত চপলিনের বারকারোল্লি কিংবা শ্যুম্যানের ফ্যান্টাসি।

লারার শরীরের বাঙময় রেখাগুলোর স্পর্শ পাচ্ছে ফিলিপ, আবার জেগে উঠতে লাগল ও।

'ফিলিপ...' লারার কণ্ঠ খসখসে শোনাল।

'বলো?'

'তোমার সঙ্গে আমাকে মিলানে নিয়ে যাবে?'

হাসিতে ভরে গেল ফিলিপের মুখ। 'একশোবার।'

'গুড,' বিড়বিড় করল লারা। ফিলিপের দিকে সরে গেল ও, নরম চুল বুলিয়ে আদর করতে লাগল সুগঠিত শরীরটাকে।

আবার শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি।

লারা নিজের রুমে ফিরে ফোন করল কেলারকে। 'ঘুম ভাঙালাম কেলার?'

'না,' তন্দ্রাচ্ছন্ন কেলারের গলা। 'আমি প্রতিদিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে পড়ি। কী বলবে বলো?'

ঝর্নার মতো কলকল করে সব কথা বলে দিতে ইচ্ছে করল লারার। কিন্তু সংযত করল নিজেকে। শুধু বলল, 'আমি কাল মিলান যাচ্ছি।'

'কী! মিলানে তো আমাদের কোনও কাজ নেই।'

অবশ্যই আছে, হাসিমুখে ভাবল লারা।

'তুমি আমার ম্যাসেজ পড়েছ?'

ম্যাসেজে চোখ বুলাতে ভুলে গেছে লারা। অপরাধী কণ্ঠে বলল, 'এখনও পড়ার সময় পাইনি।'

'ক্যাসিনো নিয়ে নানান গুজব শুনছি।'

'কী?'

'নিলাম নিয়ে অভিযোগ।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। কোনও সমস্যা হলে পল মার্টিন দেখবে।'

'ঠিক আছে। তুমি যা বলো।'

'তুমি মিলানে আমার প্লেন পাঠিয়ে দাও।'

'ঠিক আছে। তবে...'

'এখন ঘুমাও।'

ভোর চারটা। পল মার্টিনের চোখে ঘুম নেই। সে লারার প্রাইভেট আনসারিং মেশিনে অনেকগুলো ম্যাসেজ পাঠিয়েছে কিন্তু একটিরও জবাব পায়নি। অথচ আগে লারা কোথাও গেলে তাকে জানাত। কিছু একটা ঘটছে। লারা কী করছে? *সাবধান, মাই ডার্লিং,* ফিসফিস করল পল মার্টিন। *খুব সাবধান।*

তেইশ

মিলানে এসে লারা এবং অ্যাডলার অ্যান্টিকা লোকান্না সলফেরিনো হোটেলে উঠল। মাত্র বারো-শয্যাবিশিষ্ট এ হোটেলটি খুবই সুন্দর। তীব্র ভালোবাসা নিয়ে সকালগুলো কাটিয়ে দিতে লাগল ওরা। এরপরে সেরনোসিয়ায় গেল গাড়ি চালিয়ে, লেক কোমোর চমৎকার ভিলা ডিস্টেটে লাঞ্চ করল।

ওই রাতের কনসার্টটিও জয় করল দর্শকমন। লা স্কালা অপেরা হাউজের গ্রিনরুমে গিজগিজ করতে লাগল ভক্তরা।

লারা একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে ফিলিপকে ঘিরে রাখা ভক্তদের ভিড়। তারা ওর প্রশংসা করছে, অটোগ্রাফ চাইছে, ছোট ছোট উপহার দিচ্ছে। লারা হঠাৎ খুব ঈর্ষাবোধ করতে লাগল। কয়েকটি মেয়ের বয়স খুবই কম এবং বেশ সুন্দরীও বটে। দামি ফেন্দি গাউন পরা এক আমেরিকান মহিলা বলছিল, 'কাল যদি আপনি ফ্রি থাকেন, মি. অ্যাডলার, আমার বাড়িতে একবার দয়া করে পদধূলি দেবেন। আপনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ডিনার করতে চাই আমি। খুবই অন্তরঙ্গ।'

লারার ইচ্ছে করল মহিলার গলা টিপে ধরে।

হাসল ফিলিপ, 'আ...ধন্যবাদ। তবে মনে হয় আপনার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব না।'

আরেক মহিলা ফিলিপকে নিজের হোটেলের সুইটের চাবি হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল। ঝাঁকি মেরে হাত সরিয়ে নিল ফিলিপ।

আরেক মহিলা খামচে ধরল ফিলিপের হাত। 'Sarebbe possible cenare insieme?'

মাথা নাড়ল ফিলিপ। 'Ma non credo che Sarai inspossible.'

লারার মনে হল এর যেন শেষ হবে না। অবশেষে ভিড় থেকে নিজেকে মুক্ত করল ফিলিপ, চলে এল লারার কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'চলো, পালাই।'

'সি!' মুচকি হাসল লারা।

অপেরা হাউজের রেস্টুরেন্ট বিফিতে ঢুকল ওরা। ওরা ঢোকা মাত্র কনসার্টের জন্য কালো-টাই-পরা প্যাট্রনরা সবাই দাঁড়িয়ে গেল চেয়ার ছেড়ে। হাততালি দিয়ে স্বাগত

জানাল ফিলিপকে। প্রধান খানসামা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল লারা এবং ফিলিপকে। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনাদের আগমনে আমরা ধন্য হয়ে গেলাম, মি. অ্যাডলার।'

শ্যাম্পেনের বোতল হাজির হয়ে গেল ওদের সম্মানে। ওরা গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে টোস্ট করল ড্রিংক।

'আমাদের জন্য,' আন্তরিক গলায় বলল ফিলিপ।

'আমাদের জন্য,' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল লারা।

রেস্টুরেন্টের বিশেষ দুটি আইটেমের অর্ডার দিল ফিলিপ। 'অসো বুকো' এবং 'পেলে অন আরাবিয়াটা'। সাপারের পুরোটা সময় কেটে গেল গল্প করে। যেন ওরা পরস্পরকে অনন্তকাল ধরে চেনে।

তবে আড্ডায় প্রায়ই ছেদ পড়ল ফিলিপের ভক্তদের আগমনে। তারা এসে অটোগ্রাফের বায়না ধরল। গল্প করতে করতেই অটোগ্রাফ দিয়ে চলল ফিলিপ।

'তুমি ছিলে বলে এবারের ট্যুরটা খুব আনন্দময় হল,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফিলিপ। 'তবে খারাপ লাগছে কাল চলে যেতে হবে ভেনিসে। তোমাকে খুব মিস করব।'

'আমি কখনও ভেনিসে যাইনি,' বলল লারা।

ওদের জন্য লারার জেট অপেক্ষা করছিল লিনেট বিমানবন্দরে। ফিলিপ প্রকাণ্ড জেটটি দেখল বিস্ময়াভিভূত চোখে।

'এটা তোমার প্লেন?'

'হ্যাঁ। এতে চড়ে আমরা ভেনিস যাব।'

'তুমি আমাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছ, লেডি।'

মৃদু গলায় বলল লারা, 'আমি তা-ই করতে চাই।'

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে ভেনিসের মার্কো পোলো এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ওরা। ওখানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটি লিমুজিন। কাছের ডকে চলে এল ওরা গাড়ি নিয়ে। ডক থেকে মোটরবোটে চেপে গিউডেক্কা দ্বীপে যাবে। ওখানকার সিপ্রিয়ানি হোটেলে উঠবে।

'আমাদের জন্য দুটো সুইটের ব্যবস্থা করেছি,' বলল লারা।

মোটরবোটে চড়ে হোটেলে যাত্রাপথে লারা জানতে চাইল, 'এখানে কদ্দিন থাকছি?'

'মাত্র এক রাত। লা ফেনিসে আমার শো আছে। তারপর আমরা ভিয়েনা যাব।'

'আমরা' শব্দটি রোমাঞ্চ জাগাল লারার শরীরে। গত রাতেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছে ওরা। 'আমি চাই যতদিন সম্ভব তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।' বলেছে ফিলিপ।

'কিন্তু আমি তোমার জরুরি কোনও কাজের ক্ষতি করছি না তো?'

'তোমার চেয়ে জরুরি আমার কাছে কিছুই নেই।'

'আজকের বিকেলটা একা থাকতে পারবে তো? আমি রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকব।'

'কোনও সমস্যা নেই।' ফিলিপকে আশ্বস্ত করেছে লারা।

সুইটে ওঠার পরে ফিলিপ জড়িয়ে ধরল লারাকে। 'আমি এখন থিয়েটারে যাব। তবে এখানে দেখার মতো জিনিসের অভাব নেই। এনজয় ভেনিস। বিকেলে দেখা হবে।' ওরা চুমু খেল। সংক্ষিপ্ত তবে ওদের কাছে মনে হল দীর্ঘ, আবেদনময় চুম্বন। 'এখনই চলে যাই,' বিড়বিড় করল ফিলিপ। 'নয়তো আর বেরুনোই হবে না।'

'হ্যাপি রিহার্সাল,' খিলখিল হাসল লারা।

চলে গেল ফিলিপ।

লারা ফোন করল হাওয়ার্ড কেলারকে।

'কোথায় তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল কেলার। 'তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি হয়রান।'

'ভেনিসে এসেছি।'

থমকে গেল কেলার। 'আমরা কি ওখানে খাল কিনছি?'

'কেনা যায় কিনা দেখছি,' হেসে উঠল লাবা।

'তুমি জলদি আসো,' বলল কেলার। 'তোমাকে এখানে খুব দরকার। ইয়ং ফ্রাংক রোজ কয়েকটি নতুন প্ল্যানের কথা বলেছে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তবে তোমার অনুমোদন দরকার...'

'তোমার পছন্দ হলে,' বাধা দিল লারা। 'ধরে নাও অনুমোদন পেয়ে গেছ।'

'তুমি একবার দেখবে না?' বিস্মিত শোনাল কেলারের কণ্ঠ।

'এখন দেখতে পারব না, হাওয়ার্ড।'

'ঠিক আছে। ওয়েস্ট সাইড প্রোপার্টির নেগোসিয়েশনের ব্যাপারে তোমার সম্মতি দরকার...'

'সম্মতি দিলাম।'

'লারা...তুমি ভালো আছ তো?'

'এত ভালো জীবনেও থাকিনি।'

'বাড়ি ফিরছ কবে?'

'ঠিক জানি না। তবে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। গুডবাই, হাওয়ার্ড।'

জাদুর নগরী ভেনিস। সারাটা সকাল এবং বিকেল শহর ঘুরে দেখল লারা। স্যান মার্কো স্কোয়ারে গেল, দেখল ডজেস প্যালেস, বেল টাওয়ার। ঘুরে বেড়াল জনাকীর্ণ রিভা ডেগলি শিয়াভোনি। প্রতিটি জায়গায় শুধু ফিলিপের কথাই ভাবল লারা। সরু গলিতে হাঁটল ও মিশে গেল জুয়েলারি শপ এবং চামড়ার দোকানের ভিড়ে, অফিস সেক্রেটারিদের জন্য কিনল দামি সোয়েটার, স্কার্ফ এবং লিঙ্গারি, কেলারের জন্য ওয়ালেট ও টাই। একটি জুয়েলারিতে ঢুকে ফিলিপের জন্য গোল্ড ব্যান্ডের একটি

Piaget ঘড়ি কিনল।

'ঘড়িতে কি 'ফিলিপকে লারার ভালোবাসা' কথাটি লিখে দেবেন, প্লিজ?' কথাটা উচ্চারণেও বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিল। ওকে বড্ড মিস করছে লারা।

ফিলিপ হোটেলে ফেরার পরে ওরা একসঙ্গে হোটেলের বাগানে বসে পান করল কফি।

লারা ফিলিপের দিকে তাকিয়ে ভাবল *হানিমুনের জন্য* এ জায়গাটা কত *সুন্দর।*

'তোমার জন্য একটা উপহার কিনেছি,' বলল লারা। ঘড়ির বাক্সটা তুলে দিল ফিলিপের হাতে।

বাক্স খুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ফিলিপের চোখ। 'মাই গড! এ তো অনেক দামি জিনিস। তোমার এতগুলো টাকা নষ্ট করা ঠিক হয়নি, লারা।'

'পছন্দ হয়নি?'

'অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। খুবই সুন্দর ঘড়ি। তবে...'

'শ্‌শ্‌। ঘড়িটা পরার সময় আমার কথা মনে করবে।'

'তোমার কথা মনে করার জন্য ঘড়ি পরার দরকার নেই। তবে ধন্যবাদ।'

'থিয়েটারে কখন যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'সাতটায়।'

লারা ফিলিপের নতুন ঘড়িতে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে মিষ্টিগলায় বলল, 'আমাদের হাতে এখনও দু-ঘন্টা সময় আছে।'

থিয়েটারে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। প্রাণোচ্ছল দর্শক ফিলিপের প্রতিটি নাম্বারকে উৎসাহ দিল হাততালি দিয়ে।

কনসার্ট শেষে লারা গ্রিনরুমে গেল ফিলিপের কাছে। লন্ডন, আমস্টারডাম এবং মিলানের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখতে পেল লারা। বরং এ শহরের মহিলারা যেন আরও বেশি আবেদনময়ী এবং উৎসাহী। ঘরে কমপক্ষে আধডজন অপূর্ব সুন্দরী ঘিরে রেখেছে ফিলিপকে। লারা ভাবছে ও যদি আজ এখানে না থাকত তাহলে ফিলিপ এই মেয়েদের মধ্যে কাকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিত।

ওরা হ্যারি'স বার-এ সাপার করল। রেস্টুরেন্ট মালিক আরিগো সিপরিয়ানো স্বয়ং ওদেরকে স্বাগত জানাল।

'আপনাদেরকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি সিনর এবং সিনোরিনা, প্লিজ!'

কিনারের একটি টেবিলে ওদেরকে বসিয়ে দিল সে। রেস্টুরেন্টের বিশেষ আইটেম বেলিনিস-এর অর্ডার দিল ওরা। ফিলিপ বলল, 'এখানকার পাস্তা ফাগিওন খেয়ে দ্যাখো। পৃথিবীর সেরা।'

তবে কী খেল কিছুই খেয়ালে থাকল না ফিলিপ। তার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে

নিয়েছে লারা। লারা ওকে জাদু করেছে। জানে সে লারার প্রেমে পড়েছে এবং এ ভাবনাটা ওকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। *আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। এ অসম্ভব। আমি এক যাযাবর।* লারাকে নিউইয়র্ক ফিরতে হবে, এ চিন্তা মাথায় এলেই মন খারাপ হয়ে যায় ফিলিপের। আহ্, সন্ধ্যাটা কেন অনন্তকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়!

সাপার শেষে ফিলিপ বলল, 'লিডোতে ক্যাসিনো আছে। তুমি জুয়া খেলো?'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল লারা।

'এতে হাসির কী হল?'

নিজের বিল্ডিং নিয়ে শত মিলিয়ন ডলারের জুয়ো খেলার কথা মনে পড়ে গেছে লারার। 'না, কিছু না,' বলল ও।

'চলো যাই।'

মোটরবোটে চেপে লিডো দ্বীপে চলে এল দুজনে। এক্সেলসিয়র হোটেলের পাশ কাটিয়ে প্রকাণ্ড সাদা একটি ভবনে প্রবেশ করল। এটাই ক্যাসিনো। এখানে গিজগিজ করছে জুয়াড়িরা।

ফিলিপ রুলেত খেলল। আধঘন্টার মধ্যে জিতে গেল দুহাজার ডলার। লারার দিকে ফিরল। 'আমি এর আগে জুয়োয় কখনও জিততে পারিনি। তুমি আমার লাকি চার্ম।'

রাত তিনটা পর্যন্ত জুয়া খেলল ওরা। খিদে পেয়ে গেল আবার।

মোটরবোটে স্যান মার্কো স্কোয়ারে চলে এল ওরা। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হাজির হয়ে গেল ক্যান্টিনা দো মোরিতে।

'ভেনিসের অন্যতম সেরা বাকারো এটা,' বলল ফিলিপ।

'বাকারো কী জিনিস?' জানতে চাইল লারা।

'ওয়াইন বার। এখানে সিচেট্টি তাপাস, মানে স্থানীয় খাবার পরিবেশন করা হয়।'

কাচের দরজা ঠেলে ওরা ভেতরে ঢুকল। অপ্রশস্ত বার। ছাদ থেকে তামার পট ঝুলছে, একটি লম্বা ব্যাংকোয়েটে আলো লেগে ঝলকাচ্ছে বাসনকোসন।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। ওরা ঘরে ঢুকেই ক্ষুধার্তের মতো একে অন্যের কাপড় খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল...

পরদিন সকালে লারা এবং ফিলিপ চলে এল ভিয়েনা।

'ভিয়েনা যেন অন্য এক শতকে প্রবেশ,' বলল ফিলিপ। 'এয়ারলাইনের পাইলটরা নাকি বলে, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমরা ভিয়েনা এয়ারপোর্টে অচিরেই অবতরণ করতে চলেছি। আপনারা আপনাদের ঘড়ির কাঁটা একশো বছর পিছিয়ে দিন।'

'আমার বাবা-মা'র জন্ম এখানে। তাঁরা আমাকে পুরোনো দিনের গল্প বলতেন। আমার ঈর্ষা লাগত।'

ওরা রিংগস্ত্রাস ধরে গাড়ি নিয়ে ছুটেছে। ফিলিপের শরীর-মনে উত্তেজনা। যেন বাচ্চা একটি ছেলে। নিজের গোপন কথাগুলো জানাচ্ছে লারাকে।

'ভিয়েনা হল মোৎসার্ট, হেডন, বিঠোফেন এবং ব্রাহ্মসের শহর।' লারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। 'অহ্ আমি তো ভুলেই গেছিলাম তুমি তো ক্লাসিকাল মিউজিকে এক্সপার্ট।'

ওরা ইমপেরিয়াল হোটেলে উঠল।

'আমাকে কনসার্ট হল-এ যেতে হবে,' ফিলিপ বলল লারাকে। 'তবে কাল কোনও কাজ নেই। কাল তোমাকে ভিয়েনা ঘুরিয়ে দেখাব।'

'বেশ।'

লারাকে জড়িয়ে ধরল ফ্লিপ। 'ইশ্, আমাদের হাতে যদি অনেক সময় থাকত!'

'আমারও একই আফসোস হয়, ফিলিপ।'

লারার কপালে হালকা চুম্বন করল ফিলিপ। 'আজ রাতে সব পুষিয়ে দেব।'

মুসিজ ভেরেইন-এ কনসার্ট। ফিলিপ চপিন, শূম্যান এবং প্রোকোফিয়েভ বাজাল। আবারও জয় করে নিল দর্শক।

গ্রিনরুম যথারীতি ভক্তদের ভিড়ে আক্রান্ত। তবে সবাই জার্মান ভাষায় ফিলিপের উচ্চকিত প্রশংসা করছে।

'Sie waren wunderbar, Herr Adler!'

হাসল ফিলিপ। 'Das ist sehr net hvon ihnen, Danke,'

'ihe bin ein grosser Annianger von ihner.'

হাসিটা মুখে ধরে রাখল ফিলিপ। 'Sie sind sehr, freundlich.'

ফিলিপ ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছে তবে চোখ লারার দিকে।

ওরা হোটেলে সাপার করল। প্রধান খানসামা ওদেরকে স্বাগত জানাল।

'কী সৌভাগ্য আমাদের!' বলল সে। 'আমি আজ আপনার কনসার্ট দেখেছি। দারুণ করেছেন আপনি। দারুণ!'

'ইউ আর ভেরি কাইন্ড,' বিনীত কণ্ঠে বলল ফিলিপ।

ডিনার খুব সুস্বাদু, তবে দুজনেই উত্তেজিত ছিল বলে ভালোভাবে খেতে পারল না। ওয়েটার যখন জিজ্ঞেস করল, 'ডেসার্ট দেব?' দ্রুত বলল ফিলিপ, 'হ্যাঁ।'

সে লারার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়েই আছে।

তার ইনস্টিংক্ট বলছে কোথাও একটা ঘাপলা হয়ে গেছে। এত দীর্ঘদিন ধরে লারা দেশের বাইরে, অথচ তাকে একটি খবর পর্যন্ত দেয়নি, এমনটি ঘটেনি কখনও। লারা কি তাকে ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে এর পেছনে একটি মাত্র

কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমি তা ঘটতে দেব না, কসম খেল পল মার্টিন।

জানালা দিয়ে ম্লান জোসনার ফালি ঢুকে পড়েছে ঘরে, ছাদে হালকা ছায়া তৈরি করেছে। বিছানায় শুয়ে আছে লারা এবং ফিলিপ, নগ্ন, মাথার ওপর নৃত্যরত ছায়া দেখছে। পর্দার ঢেউগুলো নাচাচ্ছে ছায়াগুলোকে। কাছিয়ে এল ছায়ারা, বিচ্ছিন্ন হল, আবার একত্রিত হয়ে গেল, ওদের দুটি শরীরও এক হয়ে গেল, ছায়াদের মুভমেন্ট দ্রুততর হয়ে উঠল, বুনো উন্মত্ততায় নাচছে, তারপর থেমে গেল আদিম নাচ, শুধু পর্দার মৃদু ছন্দে ঢেউ তোলা রইল।

পরদিন সকালে ফিলিপ বলল, 'আমাদের হাতে পুরো একটা দিন এবং সন্ধ্যা রয়েছে। তোমাকে আজ অনেক কিছু দেখাব আমি।'

নিচে, হোটেলের ডাইনিংরুমে নাশতা করল ওরা, তারপর বেরিয়ে পড়ল কার্টনার স্ত্রাসে, হাত ধরাধরি করে হাঁটল। কারণ এখানে গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। দোকানে সুন্দর সুন্দর কাপড়, গহনা এবং অ্যান্টিকস সাজানো।

ফিলিপ ঘোড়ায় টানা একটা ফিয়াকার ভাড়া করল। রিং রোড-এর চওড়া রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। দেখল শোনব্রার্ন প্যালেস। উপভোগ করল ইমপেরিয়াল কোচ কালেকশন। বিকেলে ম্যানিশ রাইডিং স্কুলের টিকেট কেটে দেখল লিপিজানার স্ট্যালিয়ন ঘোড়া। প্রকাণ্ড ফেরিতে চড়ে গেল প্রেটার-এ। তারপর ডেমেল-এ ঢুকল সেখানকার অতুলনীয় পেস্ট্রি এবং কফির স্বাদ নিতে।

ভিয়েনার স্থাপত্য দেখে রীতিমতো মুগ্ধ লারা। অপূর্ব বারোক ভবনগুলো শতাব্দী প্রাচীন, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে আধুনিক বিল্ডিং।

ফিলিপের আগ্রহ সুরকারদের প্রতি। 'তুমি কি জানো ফ্রাঞ্জ শূবার্ট এখানে গায়ক হিসেবে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন? তিনি ইমপেরিয়াল চ্যাপেল-এর গায়ক ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে তার কণ্ঠস্বর বসে গেলে তাকে চ্যাপেল থেকে বের করে দেয়া হয়। এরপর তিনি সুরকার হবার সিদ্ধান্ত নেন।'

ছোট একটি রেস্টুরেন্টে ধীরেসুস্থে ডিনার সারল ওরা, গ্রিনজিং-এ একটি শুঁড়িখানায় ঢুকল। ফিলিপ জিজ্ঞেস করল, 'দানিউবে নৌকাভ্রমণে যাবে?'

'আপত্তি নেই।'

চমৎকার একটি রাত। ঝকঝকে পেতলের থালার মতো পূর্ণচন্দ্র আকাশে, বইছে গ্রীষ্মের মৃদুমন্দ হাওয়া। ঝিলমিল জ্বলছে নক্ষত্ররাজি।

ওরা আমাদেরকে দেখে ঝিলমিল করছে, মনে মনে বলল লারা। *আমাদের সুখ দেখে ওরা শিহরিত।* লারাকে নিয়ে একটি ক্রুইজ শিপে উঠল ফিলিপ। জাহাজের

লাউডস্পিকারে মৃদুলয়ে বাজছে 'দ্য ব্লু দানিউব,' দূরের আকাশের বুক থেকে খসে পড়ল একটি তারা।

'জলদি! একটা উইশ করো,' বলল ফিলিপ।

চোখ বুজল লারা। মনে মনে কিছু একটা প্রার্থনা করল।

'উইশ করেছ?'

'হুঁ।'

'কী চাইলে?'

লারা ফিলিপের দিকে তাকিয়ে সিরিয়াস গলায় বলল, 'তোমাকে বলা যাবে না। বললে আমার ইচ্ছে পূরণ হবে না।' *ইচ্ছেটা আমার পূরণ হতেই হবে।*

এক কদম পেছাল ফিলিপ। হাসল লারার দিকে তাকিয়ে। 'দিস ইজ পারফেক্ট, ইজ ন'ট ইট?'

'ইট ক্যান অলওয়েজ বি দিস ওয়ে, ফিলিপ।'

'মানে?'

'আমরা বিয়ে করতে পারি।'

কথাটা বলতে একটুও সংকোচ করল না লারা। গত কয়েকদিন ধরে শুধু একথাটাই ভাবছে ফিলিপ। সে লারার গভীর প্রেমে পড়ে গেছে। কিন্তু জানে লারাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'লারা, এ সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'বিষয়টি তোমাকে আমি ব্যাখ্যা করেছি, ডার্লিং। সারাবছরই এভাবে ট্যুরে যেতে হয় আমাকে। তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে সারাবছর চরকির মতো ঘুরতে পারবে না?'

'না, তা পারব না,' বলল লারা। 'তবে...'

'কাজেই বুঝতে পারছ। আমাদের সম্পর্কটা টিকবে না। কাল প্যারিস যাচ্ছি। তোমাকে আমি ঘুরিয়ে দেখাব...'

'আমি তোমার সঙ্গে প্যারিস যাব না, ফিলিপ।'

ভুরু কুঁচকে গেল ফিলিপের। 'কী?'

বুক ভরে দম নিল লারা। 'তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।'

বুকে প্রচণ্ড ঘুসি খেল ফিলিপ। 'কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি, লারা। আমি...'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তবে আমি তোমার অন্য আর দশটা মেয়ে-ভক্তের মতো নই যে তুমি যেখানে যাবে সেখানে ধাওয়া করব। তোমার তো বান্ধবীর অভাব নেই। চাইলেই পাবে।'

'লারা, তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে চাই না। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, ডার্লিং, আমাদের বিয়েটা টিকবে না। আমাদের দুজনের জীবন আলাদা। এবং জীবন আমাদের

কাছে প্রিয়। আমি সবসময় চাইব তোমার কাছে থাকতে। কিন্তু তা সম্ভব হবে না।'

'ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, তাই না?' শক্ত গলায় বলল লারা। 'তোমার সঙ্গে আমি আর দেখা করছি না, ফিলিপ।'

'দাঁড়াও, প্লিজ! তোমার ঘরে চলো। বিষয়টি নিয়ে কথা বলব...'

'না, ফিলিপ। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তবে এভাবে আমি চলতে পারব না। ইটস ওভার।'

'আমি চাই না আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাক,' কাতর গলায় বলল ফিলিপ। 'তোমাকে সিদ্ধান্ত বদলাতেই হবে।'

'পারব না। আমি দুঃখিত। ইটস অল অর নাথিং।'

হোটেলে ফেরার পথে বাকি রাস্তাটুকু নিশ্চুপ রইল দুজনেই। লবিতে ঢুকে ফিলিপ বলল, 'আমি তোমার ঘরে আসি? আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারি...'

'না, মাই ডার্লিং। এ নিয়ে আর কিছু বলার নেই।'

লারা সুইটে ঢুকে দেখল ঝনঝন শব্দে বেজে চলেছে ফোন। দ্রুত রিসিভার তুলল ও। 'ফিলিপ...'

'হাওয়ার্ড বলছি। সারাদিন ধরে তোমাকে ফোনে পাবার চেষ্টা করছি।'

হতাশা গোপন করার চেষ্টা করল লারা। 'কোনও সমস্যা?'

'না। জাস্ট চেকিং ইন। এখানে অনেক কিছুই ঘটছে। কবে ফিরছ?'

'কাল।' বলল লারা। 'কাল নিউইয়র্ক আসছি আমি।' ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

বিছানায় বসল লারা, স্থিরদৃষ্টি ফোনে। ইচ্ছে করল ওটা তুলে রিং করে। দুই ঘণ্টা পরেও নীরব রইল ফোন। *আমি একটা ভুল করে ফেলেছি,* তিক্ত মন নিয়ে ভাবছে লারা। *আমি ওকে আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছি। এবং ওকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি যদি কেবল একটু ধৈর্য ধরতাম...যদি ওর সঙ্গে প্যারিসে যেতাম...যদি...যদি...* ফিলিপ ছাড়া নিজের জীবন কল্পনা করার চেষ্টা করল লারা। ভাবতেই কষ্টের কাঁটা বিঁধল বুকে। *কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। আমি চাই আমরা একে অন্যের হব।*

কাউচে শুয়ে পড়ল লারা জামাকাপড় না-ছেড়েই। ফোন থাকল পাশে। ভেতরটা শুকনো লাগছে। সব শক্তি যেন নিঃশেষিত। ওর ঘুম আসবে না।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল লারা।

নিজের ঘরে ওদিকে খাঁচাবদ্ধ জানোয়ারের মতো পায়চারি করে চলেছে ফিলিপ। রেগে আছে লারার ওপর, নিজের ওপরও কম নয় রাগ। লারা'র সঙ্গে আর দেখা হবে না, এ কষ্ট সহ্য করতে পারবে না ফিলিপ। ওকে আর বাঁধতে পারবে না বাহুডোরে, ভাবলেই হু হু করে উঠছে বুক। *মহিলারা সব জাহান্নামে যাক!* ফিলিপের বাবা-মা

বলতেন, *তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত হল সংগীত। যদি সবার সেরা হতে চাও, এখানে আর কাউকে জায়গা দেয়া চলবে না।*

লারার সঙ্গে পরিচয় হবার আগপর্যন্ত একথাটা বিশ্বাসও করে এসেছে ফিলিপ। কিন্তু এখন সবকিছু যেন আমূল বদলে গেল। *ড্যাম ইট! আমরা প্রেম করতাম তাই ভালো ছিল। ও কেন এ সম্পর্কটাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে?* লারাকে সে ভালোবাসে। কিন্তু জানে ওকে কোনওদিন বিয়ে করা সম্ভব হবে না।

ফোনের শব্দে জেগে গেল লারা। উঠে বসল কাউচে, ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে দেয়ালঘড়িতে তাকাল। সকাল পাঁচটা। লারা ফোন তুলে নিল।

'হাওয়ার্ড?'

ফিলিপের কণ্ঠ। 'প্যারিসে বিয়ে করতে কেমন লাগবে তোমার?'

চব্বিশ

লারা ক্যামেরনের সঙ্গে ফিলিপ অ্যাডলারের বিয়ে সারাবিশ্বের প্রায় সব পত্রিকার হেডলাইন তৈরি করল। খবর শুনে হাওয়ার্ড কেলার একটা বার-এ ঢুকল এবং জীবনে প্রথমবারের মতো মদ খেয়ে মাতাল হল। বারবার আপনমনে বলতে লাগল ফিলিপ অ্যাডলারের প্রতি লারার মুগ্ধতা একদিন অবশ্যই কেটে যাবে। *লারা এবং আমি একটা টিম। আমরা একে অন্যের। আমাদের মাঝখানে কেউ আসতে পারে না।* টানা দুইদিন সে মাতাল রইল, অবশেষে শান্ত হয়ে প্যারিসে ফোন করল লারাকে।

'ঘটনা যদি সত্যি হয়,' বলল সে। 'ফিলিপকে বোলো সে বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ।'

'ঘটনা সত্যি,' হাসিমুখে বলল লারা।

'তোমাকে খুব সুখি মনে হচ্ছে।'

'জীবনেও এত সুখি মনে হয়নি নিজেকে।'

'আ...আমি খুশি হয়েছি, লারা। কবে ফিরছ বাড়ি?'

'কাল লন্ডনে ফিলিপের কনসার্ট আছে। তারপর আমরা নিউইয়র্কে ফিরব।'

'বিয়ের আগে পল মার্টিনের সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল লারা, 'না।'

'এখন বলা উচিত না?'

'অবশ্যই উচিত,' বিয়ের সংবাদ কীভাবে গ্রহণ করবে পল বুঝতে পারছে না লারা। 'আমি ফিরেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'তোমাকে অনেকদিন দেখি না। তোমাকে খুব মিস করছি।'

'আমিও তোমাকে মিস করছি, হাওয়ার্ড।' কথা সত্যি। কেলারকে খুব পছন্দ করে লারা। ওকে সবসময় বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো কাছে পেয়েছে সে। *ওকে ছাড়া কীভাবে চলতাম জানি না আমি*, ভাবল লারা।

নিউইয়র্কের লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টের বাটলার এভিয়েশন টার্মিনালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বোয়িং ৭২৭। প্রেসের মানুষজনে গমগম করছে টার্মিনাল। রয়েছে খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং টিভি ক্যামেরা।

এয়ারপোর্ট ম্যানেজার লারা এবং ফিলিপকে নিয়ে রিসেপশন ডেস্কে চলে এল।

'এখান থেকে আপনাদেরকে বের করে নিয়ে যেতে পারব,' বলল সে।

লারা ফিরল ফিলিপের দিকে। 'ওদের সঙ্গে কথা বলো, ডার্লিং, নইলে ওরা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

প্রেস কনফারেন্স চলল দুঘন্টা। 'আপনাদের সাক্ষাৎ হল কোথায়...?'

'আপনার কি ক্লাসিকাল মিউজিকে সবসময়ই আগ্রহ ছিল, মিসেস অ্যাডলার...?'

'আপনারা পরস্পরকে কদ্দিন ধরে চেনেন?'

'আপনি কি নিউইয়র্কেই থাকবেন...?'

'আপনি কি ট্যুরে যাওয়া বাদ দেবেন, মি. অ্যাডলার...?'

অবশেষে শেষ হল প্রশ্নোত্তর পর্ব।

ওদের জন্য দুটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল। দ্বিতীয়টি লাগেজের জন্য।

'আমি এ-ধরনের ভ্রমণে অভ্যস্ত নই,' বলল ফিলিপ।

হাসল লারা। 'অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

লিমুজিনে উঠে জানতে চাইল ফিলিপ, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?

'ফিফটি সেভেন্থ স্ট্রিটে আমার একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে...'

'আমার বাড়িতে বরং তোমার বেশি ভালো লাগবে, ডার্লিং। একবার উঁকি মেরে দ্যাখো। পছন্দ হলে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে আসব।'

ওরা পৌঁছে গেল ক্যামেরন প্লাজায়। আকাশছোঁয়া ভবনটির ওপর চোখ বুলাল ফিলিপ।

'তুমি এর মালিক?'

'কয়েকটি ব্যাংক এবং আমি।'

'আমি অভিভূত।'

লারা স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিল। 'গুড। আমি চাই তুমি অভিভূত হও।'

লবিতে তাজা ফুল রাখা হয়েছে। আধডজন কর্মকর্তা-কর্মচারী ওদেরকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিল।

'ওয়েলকাম হোম, মিসেস অ্যাডলার, মি. অ্যাডলার।'

ফিলিপ চারপাশে তাকাল। 'মাই গড! এসব তোমার?'

'বলো আমাদের, সুইট হার্ট।'

এলিভেটরে চেপে পেন্থহাউজে চলে এল ওরা। চুয়াল্লিশ তলার পুরোটা জুড়ে পেন্থহাউজ। দরজা খুলে দিল বাটলার।

'ওয়েলকাম হোম, মিসেস অ্যাডলার।'

'থ্যাংক ইউ, সিমস।'

লারা ডু প্লেক্স পেন্থহাউজে হাঁটতে হাঁটতে তার অন্যান্য স্টাফদের সঙ্গে ফিলিপের পরিচয় করিয়ে দিল। সাদা প্রকাণ্ড ড্রইংরুম, অ্যান্টিকসে পূর্ণ, রয়েছে বড়সড় টেরেস, একটি ডাইনিংরুম, চারটে মাস্টার বেডরুম এবং তিনটে স্টাফ বেডরুম, ছয়টি

বাথরুম, একটি কিচেন, একটি লাইব্রেরি এবং একটি অফিস।

'এখানে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে না তো, ডার্লিং?' জিজ্ঞেস করল লারা।

মুচকি হাসল ফিলিপ। 'একটু ছোট তবে ও ম্যানেজ করে নেবখেন।'

ড্রইংরুমের মাঝখানে নতুন, সুন্দর একটি বেচস্টাইন পিয়ানো। ফিলিপ হেঁটে গেল ওখানে, আঙুল বোলাল পিয়ানোর চাবিতে।

'চমৎকার!' মন্তব্য করল সে।

লারা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'এটা তোমার বিয়ের উপহার।'

'সত্যি?' অভিভূত ফিলিপ। বসে পড়ল পিয়ানোর সামনে, বাজাতে লাগল।

'তোমার জন্য ওটা টিউন করে রেখেছি,' বলল লারা। সুরের মূর্ছনায় ভরে গেছে ঘর। 'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'আই লাভ ইট! থ্যাংক ইউ, লারা।'

'তুমি যত ইচ্ছে বাজাও। কেউ মানা করবে না।'

পিয়ানো বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল ফিলিপ। 'এলারবিকে একটা ফোন করব। ও বেচারা আমাকে নিয়ে চিন্তায় আছে।'

'লাইব্রেরিতে ফোন আছে, ডার্লিং।'

লারা অফিসে ঢুকল। অন করল অ্যানসারিং মেশিন। পল মার্টিন ডজনখানেক ম্যাসেজ পাঠিয়েছে। 'লারা, তুমি কোথায়? আমি তোমাকে মিস করছি, ডার্লিং... লারা, তুমি বোধহয় দেশে নেই নইলে নিশ্চয় আমাকে ফোন করতে...তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে, লারা। আমাকে ফোন করো,...তারপর গলার স্বর বদলে গেছে।

'তোমার বিয়ের খবর শুনলাম। ঘটনা কি সত্য? আমার সঙ্গে কথা বলো।'

ফিলিপ ঢুকল ঘরে। 'এই রহস্যময় কলারটি কে?'

ঘুরল লারা। 'আ...আমার এক পুরোনো বন্ধু।'

ফিলিপ হেঁটে এল লারার সামনে, ওকে জড়িয়ে ধরল দুহাতে।

'আমার ঈর্ষা করার মতো কেউ?'

লারা মৃদু গলায় বলল, 'তোমার পৃথিবীতে কাউকে ঈর্ষা করতে হবে না। পৃথিবীতে একমাত্র তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি।' *এবং একথা সত্যি।*

ফিলিপ ওকে আরও কাছে টেনে নিল। 'তুমি আমার জীবনে একমাত্র নারী যাকে আমি ভালোবেসেছি।'

সেদিন বিকেলে ফিলিপ পিয়ানো নিয়ে ব্যস্ত, লারা নিজের অফিসে ঢুকে পল মার্টিনকে ফোন করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিলল। 'তুমি তাহলে ফিরেছ।' পলের কণ্ঠ শক্ত।

'হ্যাঁ,' কথা বলতে ভয় লাগছে লারার।

'খবরটা আমার জন্য প্রচণ্ড একটা শক ছিল, লারা।'

'আমি দুঃখিত, পল...আমি...হঠাৎ করেই ঘটে গেল ঘটনা।'

'সে বুঝতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ,' পলের মনের মধ্যে কী চলছে বোঝার চেষ্টা করছে লারা।

'আমার ধারণা ছিল আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতাম। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বিশেষ কিছু ছিল বলেই বিশ্বাস করতাম।'

'ছিল, পল, তবে...'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কাল ভিটেল্লোতে লাঞ্চে এসো। একটার সময়।' আদেশ এল।

ইতস্তত করল লারা। এ লোককে উত্তেজিত করে তোলা বোকামো হবে।

'ঠিক আছে, পল। আসব।'

কেটে গেল লাইন। লারা চিন্তায় পড়ে গেল। পল কতটা রাগ করেছে? ও রাগের চোটে কিছু আবার উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে না তো?

পঁচিশ

পরদিন সকালে লারা ক্যামেরন সেন্টারে পৌঁছে দেখল সমস্ত স্টাফ ওকে অভিনন্দন জানাতে করতে দাঁড়িয়ে আছে।

'দারুণ খবর!'

'আমাদের সবার জন্য দারুণ সারপ্রাইজ ছিল ওটা!'

'আপনারা নিশ্চয় খুব সুখী হবেন...'

এভাবে একের-পর-এক স্টাফ ওকে অভিনন্দিত করল।

লারার অফিসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল হাওয়ার্ড কেলার। লারাকে দেখে জড়িয়ে ধরল সে। 'তোমাকে কি এখন থেকে মিসেস অ্যাডলার বলে ডাকব?'

লারার মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল। 'কাজের খাতিরে আমাকে ক্যামেরন বলেই ডেকো।'

'ঠিক আছে। তুমি যা বলবে তা-ই হবে। তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি। তোমার জন্য কাজের পাহাড় জমে আছে।'

লারা হাওয়ার্ডের বিপরীত দিকের চেয়ারখানা দখল করল।

'আচ্ছা। এখন বলো কী কী কাজ জমা রেখেছ আমার জন্য।'

'ওয়েস্ট সাইড হোটেলের দশা কাহিল। টেক্সাসের একজন বায়ার ওই হোটেল কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিল। কিন্তু গতকাল হোটেলে গিয়ে দেখে এসেছি ওটার অবস্থা খুবই বাজে। আগাপাশতলা মেরামতি দরকার। এতে পাঁচ/ছয় মিলিয়ন ডলার লাগবে।'

'বায়ার ওটা দেখেছে?'

'না। বলেছি কাল দেখাব।'

'পরের হপ্তায় দেখাও। কয়েকটি ছবি ঝুলিয়ে দাও ওখানে। ঝকঝকে তকতকে করে ফ্যালো হোটেল। বায়ার যখন হোটেল দেখতে যাবে তখন লবিতে যেন মানুষজনের ভিড় থাকে।'

মুচকি হাসল কেলার। 'রাইট। ফ্রাংক রোজ কয়েকটি নতুন স্কেচ নিয়ে হাজির। আমার অফিসে অপেক্ষা করছে।'

'ছবিগুলো আমি একবার দেখব।'

'মিডল্যান্ড ইনসিওরেন্স কোম্পানি, আমাদের নতুন বিল্ডিং বানাচ্ছে, মনে আছে?'

'হুঁ।'

'ওরা এখনও ডিল সাইন করেনি। কেন জানি দ্বিধায় ভুগছে।'

লারা নোট করল। 'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। নেক্সট?'

আরও কিছু সমস্যার কথা বলল কেলার। সবগুলোরই সমাধানের রাস্তা বাতলে দিল লারা। কেলারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। লারা বলল, 'আমি পল মার্টিনের সঙ্গে দুপুরের খাবার খাচ্ছি।'

উদ্বিগ্ন দেখাল হাওয়ার্ডকে। 'আবার খাবার হয়ে যেয়ো না।'

'মানে?'

'ওই লোক সিসিলিয়ান। ওরা কাউকে ক্ষমা করে না এবং কখনও কিছু তোলেও না।'

'তুমি দিনদিন বড্ড মেলোড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছ। পল কখনোই আমার কোনও ক্ষতি করবে না।'

'তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।'

লারা রেস্টুরেন্টে পৌঁছে দেখল পল মার্টিন তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে রোগাটে এবং বিধ্বস্ত লাগছে, চোখের নিচে পড়ে গেছে কালি। যেন বহুদিন ভালো ঘুম হয় না।

'হ্যালো, লারা,' চেয়ার ছেড়ে উঠল না সে।

'পল,' পলের পাশে বসল লারা।

'আমি ফালতু কিছু ম্যাসেজ রেখেছি তোমার আনসারিং মেশিনে। আমি দুঃখিত। আমি জানতাম না তুমি...' শ্রাগ করল পল।

'তোমাকে আমার জানানো উচিত ছিল, পল। কিন্তু হুট করে ঘটে গেল সবকিছু।'

'হুঁ,' পল লক্ষ করছে লারাকে। 'তুমি অনেক সুন্দর হয়েছ।'

'ধন্যবাদ।'

'অ্যাডলারের সঙ্গে কোথায় পরিচয় হল?'

'লন্ডনে।'

'তাকে দেখেই প্রেমে পড়ে গেলে?' তিক্ততা পলের কণ্ঠে।

'পল, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বেশ সুন্দর ছিল তবে যথেষ্ট ছিল না। আমার জীবনে এমন কাউকে দরকার ছিল যাকে সবসময় কাছে পাওয়া যাবে।'

লারার কথা চুপচাপ শুনে যাচ্ছে পল মার্টিন।

'তুমি আঘাত পাও এমন কাজ আমি জীবনেও করব না। কিন্তু এ ঘটনাটা...হঠাৎ করে ঘটে গেল।'

নীরব পল।

'আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো, প্লিজ।'

'ইয়াহ্,' নিষ্প্রাণ হাসি পলের ঠোঁটে। 'আমার আসলে করার কিছু ছিল না, তাই

না? ছিল কি? যা গেছে গেছে। কাগজে এবং টিভিতে তোমাদের বিয়ের খবরটা জেনে শকড হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অনেক বেশি আন্তরিক।'

'ইউ আর রাইট,' বলল লারা।

পল হাত বাড়িয়ে আদর করে লারার থুতনি নেড়ে দিল।

'তোমার জন্য আমি উন্মাদ ছিলাম, লারা। এখনও আছি। তুমি ছিলে আমার *মিরাকোলো।* তুমি আমার কাছে যা চাইতে তা-ই পেতে। শুধু একটি জিনিস আমি তোমাকে দিতে পারিনি যা সে দিয়েছে—বিয়ের আংটি। তোমাকে ভালোবেসে সুখি করার মতো প্রেম আমার অন্তরে আছে। তোমাকে আমি সুখি দেখতে চাই, লারা।'

স্বস্তির ঝিরিঝিরি পরশ বইল লারার দেহ-মনে। 'ধন্যবাদ, পল।'

'তোমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ কবে?'

'আমরা আগামী হপ্তায় আমাদের বন্ধুবান্ধবদের জন্য পার্টি দিচ্ছি। তুমি আসবে?'

'আসব। ওকে বলে দিও তোমার সঙ্গে যেন ভালো ব্যবহার করে, নইলে আমার কাছে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে।'

হাসল লারা, 'বলব।'

লারা অফিসে ফিরল। কেলার তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'লাঞ্চ কেমন হল?' বিচলিত গলায় প্রশ্ন করল সে।

'চমৎকার। তুমি পলকে খামোকাই ভুল বুঝেছ। ও খুব ভালো ব্যবহার করেছে।'

'বেশ। আমার ধারণা ভুল ছিল জেনে খুশি হলাম। কাল সকালে কয়েকটি মিটিং আছে...'

'ওগুলো ক্যান্সেল করে দাও,' বলল লারা। 'কাল আমি বাড়িতে আমার স্বামীকে সঙ্গ দেব। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা হানিমুনে যাচ্ছি।'

'তোমাকে সুখি দেখে আমার ভালো লাগছে।'

'হাওয়ার্ড, এত সুখি বলে আমার ভয় লাগছে। ভয় লাগছে ভেবে একদিন ঘুম ভেঙে দেখব সবটাই একটা স্বপ্ন। জানি না কেউ এত সুখি হতে পারে কিনা।'

হাসল কেলার। 'ঠিক আছে। আমি মিটিংগুলো সামাল দেব।'

'ধন্যবাদ,' লারা কেলারের গালে চুমু খেল। 'ফিলিপ এবং আমি আগামী হপ্তায় পার্টি দিচ্ছি। তুমি অবশ্যই যাবে।'

পরের শনিবার পেন্থহাউজে পার্টির আয়োজন করা হল। খানাপিনার বিশাল আয়োজন। আমন্ত্রিত অতিথিদের সংখ্যা শতাধিক। লারা যাদের সঙ্গে কাজ করে সেসব নারী-পুরুষের প্রায় সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে। এদের মধ্যে আছেন ব্যাংকার, বিল্ডার, আর্কিটেক্ট, কন্সট্রাকশন চিফ, সিটি অফিশিয়াল, জোনিং কমিশনার এবং ইউনিয়নের

প্রধানগণ। ফিলিপ তার সংগীতাঙ্গনের বন্ধু, এবং পৃষ্ঠপোষকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তবে মুশকিল হল দুটি দল কেউ কারও সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে পারল না। কারণ সংগীতভুবনের মানুষজনের প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকল সংগীত এবং সুরকার, আর ব্যাংকার কিংবা বিল্ডাররা এ ব্যাপারে আলোচনায় কোনও উৎসাহ পেলেন না। তারা বিল্ডিং নিয়ে টেকনিকাল ভাষায় ভাব বিনিময় করতে লাগলেন একে অন্যের সঙ্গে। মিউজিশিয়ানরা এখানে দাঁত ফোটাতে পারল না। ফলে যে-যার মতো দুদলে ভাগ হয়ে থাকল।

পল মার্টিন এল একা। লারা দরজায় দ্রুত এগিয়ে গেল তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। 'তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি, পল।'

'আমি তোমার অনুষ্ঠান মিস করতে চাইনি,' সে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। 'আমি ফিলিপের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।'

লারা পলকে নিয়ে চলে এল ফিলিপের কাছে। সে সংগীতের একটি দলের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। 'ফিলিপ, ইনি আমার এক পুরোনো বন্ধু, পল মার্টিন।'

হাত বাড়িয়ে দিল পল। 'আয়্যাম প্লিজড টু মিট ইউ।'

ওরা একে অন্যের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

'আপনি একজন সৌভাগ্যবান মানুষ, মি. অ্যাডলার। লারা এক অসাধারণ নারী।'

'আমি ওর কানের কাছে সারাক্ষণ একথাটাই ঘ্যানর ঘ্যানর করি,' হাসল লারা। 'বলি দ্যাখো কাকে বিয়ে করেছ।'

'আমাকে ওর বলার দরকার হয় না,' বলল ফিলিপ। 'আমি জানি আমি কতটা সৌভাগ্যবান।'

পল ওকে নিষ্পলক দেখছে। 'তাই কি?'

বাতাসে হঠাৎ কেমন একটা থমথমে আবহ তৈরি হল। লারা পলকে দ্রুত বলল, 'তোমার জন্য একটা ককটেল নিয়ে আসি?'

'না, ধন্যবাদ। এরই মধ্যে ভুলে গেলে যে আমি মদ খাই না?'

ঠোঁট কামড়াল লারা। 'না, ভুলব কেন? এসো, তোমাকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' সে পলকে নিয়ে একদল লোকের সামনে দাঁড়াল। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

অতিথিদের অনেকেই ফিলিপকে অনুরোধ করল পিয়ানো বাজাতে।

'ঠিক আছে। আমার বধূর জন্য বাজাচ্ছি।' ফিলিপ পিয়ানোয় বসল। রাখমানিনোফের একটি সুর বাজাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবাই চুপ হয়ে গেল। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে বাজনা। ফিলিপ বাজানো শেষ করে আসন ছাড়ল। প্রবল করতালিতে মুখরিত হল পেন্টহাউজ।

এক ঘণ্টা পরে ভাঙল মিলনমেলা। শেষ অতিথিটিকে বিদায় করার পরে ফিলিপ বলল, 'উফ! পার্টি হল বলে একটা।'

'তুমি বড়সড় পার্টি পছন্দ করো না, না?' জিজ্ঞেস করল লারা।

ফিলিপ লারার হাত ধরল। 'আমি কি কখনও তা বলেছি?'

'প্রতি দশবছরে মাত্র একবার এরকম পার্টি দেব আমরা,' বলল লারা। 'ফিলিপ, তোমার মনে হয়নি আমাদের অতিথিরা যেন আলাদা দুটো গ্রহ থেকে এসেছে?'

লারার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল ফিলিপ। 'ওতে কিছু আসে যায় না। আমাদের নিজেদের একটি গ্রহ আছে। এসো, ওটাকে এখন ঘোরাই।'

ছাব্বিশ

ফিলিপের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর জন্য লারা সিদ্ধান্ত নিল বাড়িতে বসে কাজ করবে।

'আমি যতক্ষণ সম্ভব তোমার সঙ্গে থাকতে চাই,' লারা বলল ফিলিপকে।

লারার পেন্থহাউজের জন্য একজন সেক্রেটারি দরকার। সে আধডজন মেয়ের ইন্টারভ্যু নিল। সবশেষে এল মেরিয়ান বেল নামে একটি মেয়ে। মেরিয়ানের বয়স মধ্য-পঁচিশ, সোনালি চুল, একহারা গড়ন, নজর কাড়ার মতো ব্যক্তিত্ব।

'বসুন,' বলল লারা।

'ধন্যবাদ।'

লারা মেরিয়ানের সিভিতে চোখ বুলাচ্ছিল, 'আপনি ওয়েসলি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন?'

'জি।'

'আপনার BA ডিগ্রি আছে। তাহলে সেক্রেটারির কাজ করতে চাইছেন কেন?'

'আমার ধারণা আপনার কাছ থেকে অনেককিছু শিখতে পারব। চাকরিটা পাই বা না পাই, বলতে দ্বিধা নেই, মিস ক্যামেরন, আমি আপনার মস্ত ভক্ত।'

'তাই নাকি? কেন?'

'আপনি আমার রোল মডেল। আপনি অনেককিছু করেছেন এবং সব কাজ করেছেন একা একা।'

লারা মেয়েটিকে লক্ষ করছিল। 'এ চাকরিতে প্রচুর সময় দিতে হবে। আমি খুব ভোরে উঠি। আপনাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করতে হবে। সকাল ছটায় আপনার কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

'তাকে কোনও সমস্যা নেই। আমি প্রচুর পরিশ্রম করতে পারি।'

হাসল লারা। মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে ওর। 'আমি আপনাকে এক হপ্তার ট্রায়ালের সুযোগ দিলাম।'

হপ্তা শেষে লারা বুঝতে পারল সে একখণ্ড রত্নের খোঁজ পেয়েছে। মেরিয়ান কর্মঠ, বুদ্ধিমতী এবং সদাহাস্যময়ী। ধীরে ধীরে একটি রুটিন দাঁড়িয়ে গেল। খুব জরুরি না হলে লারা সকালবেলাটা অ্যাপার্টমেন্টেই কাজ করে। বিকেলে অফিসে যায়।

প্রতিদিন সকালে লারা এবং ফিলিপ একসঙ্গে নাস্তা করে। তারপর ফিলিপ স্লিভলেস

অ্যাথলেটিক শার্ট এবং জিনস পরে ঘণ্টা-তিনেক পিয়ানো নিয়ে বসে প্রাকটিস করে। লারা তখন অফিসে বসে মেরিয়ানকে ডিকটেশন দিতে ব্যস্ত। ফিলিপ মাঝে মাঝে লারার জন্য পুরানো স্কটিশ সুর 'অ্যানি লরি' কিংবা 'কামিং থ্রু দ্য রাই' বাজায়। অভিভূত হয় লারা। ওরা একসঙ্গে লাঞ্চ করে।

'গ্লেস বে-তে তোমার জীবন কেমন কেটেছে?' জানতে চায় ফিলিপ।

'ও তো পাঁচ মিনিটের গল্প,' হাসে লারা।

'না, আমি সিরিয়াস। সত্যি জানতে চাইছি।'

লারা বোর্ডিং হাউজের গল্প বলে তবে বাবার কথা বলতে পারে না। সে চার্লস কনের গল্প বলে ফিলিপকে। ফিলিপ বলে, 'লোকটা ভালোমানুষ। তার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করতে চাই।'

'নিশ্চয় একদিন সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।'

শন ম্যাকআলিস্টারদের কথা বলে লারা। ফিলিপ রেগে ওঠে।

'হারামজাদাকে আমি খুন করব।' তারপর লারাকে আলিঙ্গন করে বলে, 'তোমাকে আর কেউ কোনোদিন আঘাত করতে পারবে না।'

প্রথম প্রথম লারা ড্রইংরুমে ঢুকে ফিলিপের প্রাকটিসে বাধা দিত।

'ডার্লিং, উইকএন্ডে লং আইল্যান্ডে দাওয়াত পেয়েছি। তুমি যাবে?'

অথবা, 'নিল সিমনের নতুন নাটকের টিকেট কিনেছি।'

কিংবা 'হাওয়ার্ড কেলার শনিবার রাতে আমাদেরকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাইছে।'

ফিলিপ বিরক্ত হলেও মুখে প্রকাশ করত না। শেষে সে বলেই ফেলে, 'লারা, আমি যখন পিয়ানো বাজাব তখন দয়া করে বিরক্ত কোরো না। আমার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়।'

'দুঃখিত,' বলে লারা। 'প্রতিদিন প্রাকটিস করার কী দরকার বুঝি না। তুমি তো এখন কোনও কনসার্ট করছ না।'

'আমি প্রতিদিন প্রাকটিস করি যাতে ভালো কনসার্ট করতে পারি। তুমি বিল্ডিং বানাবার সময় কোনও ভুল করে বসলে তা শোধরানোর সুযোগ তোমার থাকে। তুমি প্ল্যান চেঞ্জ করতে পারো অথবা অন্য যা-কিছু করার ক্ষমতা তোমার রয়েছে। কিন্তু লাইভ শো তো সেকেন্ড চান্স বলে কিছু নেই। তুমি হাজারো দর্শকের সামনে বাজাচ্ছ এবং তোমার প্রতিটি নোট হতে হবে নিখুঁত।'

'সরি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলে লারা। 'এখন বুঝতে পারছি।'

ফিলিপ ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'একটা মজার গল্প বলি শোনো। একবার এক লোক ভায়োলিনের বাক্স হাতে নিউইয়র্কে যাচ্ছিল। সে পথ হারিয়ে ফেলল। এক লোককে রাস্তায় থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার্নেগি হল-এ আপনি যান কীভাবে?'

'প্রাকটিস,' জবাব দিল আগন্তুক, 'প্রাকটিস।'

হেসে ওঠে লারা। 'তুমি পিয়ানো নিয়ে বসো। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।'

নিজের অফিসে বসে ফিলিপের বাজনা শুনে লারা ভাবে, *আমি খুব ভাগ্যবতী। আমি এখানে বসে বসে ফিলিপ অ্যাডলারের পিয়ানো শুনছি দেখলে শতশত মেয়ে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরত।*

লারা মনে-মনে প্রার্থনা করে ফিলিপ যেন খুব বেশি প্রাকটিসে সময় না দেয়।

ওরা দুজনেই ব্যাকগেমন খেলতে পছন্দ করে। রাতে, ডিনার শেষে, ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে গল্প করে।

রেনো হোটেলের উদ্বোধনীর দিন ঘনিয়ে এল। মাস ছয় আগে লারা জেরি টাউনসেন্ডের সঙ্গে মিটিং করেছিল। বলেছিল, 'উদ্বোধনীতে ম্যাক্সিমের শেফ আমাদের জন্য ডিনারের রান্না করবে। হলিউডে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের সব নামকরা ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দেবে।'

এখন অতিথি-তালিকায় চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হল লারা। ছয়শো অতিথি। সকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব।

কেলার সকালে ফোন করল লারাকে। 'সুখবর আছে,' বলল সে। 'সুইস ব্যাংকাররা ফোন করেছিলেন। তাঁরা কাল আসছেন। তোমার সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করতে চাইছেন।'

'চমৎকার,' বলল লারা। 'সকাল নটায়। আমার অফিসে।'

'আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখব।'

ওইদিন সন্ধ্যায় ফিলিপ বলল, 'লারা, আমি কাল রেকর্ডিং সেশন করছি। তুমি তো কখনো এসব সেশনে যাওনি, গিয়েছ?'

'না।'

'আমার সেশনটা দেখবে?'

লারা একটু ইতস্তত করল। কাল সকালে সুইশদের সঙ্গে ওর মিটিং আছে। 'আচ্ছা দেখব।'

কেলারকে ফোন করল লারা। 'আমার জন্য বসে থাকতে হবে না। মিটিং শুরু করে দিও। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসব।'

রেকর্ডিং স্টুডিও ওয়েস্ট থারটি ফোর্থ স্ট্রিটের, বেশ বড় একটি ওয়্যার হাউজে, ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে বোঝাই। ঘরে বসে আছেন একশো ত্রিশজন মিউজিশিয়ান। কাচঘেরা একটি কন্ট্রোল বূদে বসে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছে। লারার মনে হল রেকর্ডিং-এর কাজটা খুব ধীরগতিতে হচ্ছে। ওরা বারবার বিরতি দিচ্ছে আবার শুরু

করছে। ব্রেকের সময় লারা কেলারকে ফোন করল।

'তুমি কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল কেলার। 'ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'আমি ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে চলে আসছি,' বলল লারা। 'ওদেরকে একটু ব্যস্ত রাখো।'

দুই ঘণ্টা পরে আবার শুরু হল রেকর্ডিং সেশন।

লারা আবার ফোন করল কেলারকে।

'দুঃখিত, হাওয়ার্ড। আমি আসতে পারছি না। ওদেরকে কাল আসতে বলো।'

'এত জরুরি কাজ কিসের?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'আমার স্বামী,' জবাব দিল লারা। রেখে দিল রিসিভার।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে লারা বলল, 'আমরা আগামী হপ্তায় রেনোতে যাচ্ছি।'

'রেনোতে কী?'

'হোটেল এবং ক্যাসিনোর উদ্বোধনী হবে। আমরা বুধবার যাব।'

হতাশ শোনাল ফিলিপের কণ্ঠ। 'ধ্যাত!'

'কী হল?'

'দুঃখিত, ডার্লিং। আমি যেতে পারব না।'

স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল লারা। 'মানে?'

'ইলারবি আমাকে ছয় হপ্তায় ট্যুরের জন্য এনগেজড করে ফেলেছে। আমি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি এবং...'

'অস্ট্রেলিয়া?'

'হ্যাঁ। তারপর জাপান এবং হংকং।'

'যেয়ো না, ফিলিপ।...তুমি এসব করছ কেন? এসব তোমাকে করতে হবে না। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।'

'তাহলে আমার সঙ্গে চলো, লারা। তোমার ভালোই লাগবে।'

'তুমি ভালো করেই জানো তা পারব না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।' করুণ গলা লারার।

'আমি চাই না তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও।'

'যেতে চাই না। কিন্তু ডার্লিং, তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমার জীবন এভাবেই চলবে।'

'বলেছ,' বলল লারা। 'কিন্তু ওটা তো বিয়ের আগের কথা। কিন্তু এখন ব্যাপার ভিন্ন। সবকিছু বদলে গেছে।'

'কিছুই বদলায়নি,' নরম গলায় বলল ফিলিপ। 'তবে যখন তোমাকে ছেড়ে দূরে যাই, তোমার জন্য উন্মাদ হয়ে থাকি। তোমাকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড মিস করি আমি।'

লারা আর কী বলবে? চুপ করে রইল ও।

চলে গেছে ফিলিপ। নিজেকে এমন একা লাগছে লারার। একটা মিটিঙের মাঝখানে ফিলিপের কথা মনে পড়ে গেল। বুকটা এমন ফাঁকা ঠেকল, মিটিং-ই শেষ করতে পারল না।

লারা চায় ফিলিপ ওর কাজ করুক। ক্যারিয়ারের উন্নতি হোক। কিন্তু ফিলিপকে যে লারারও প্রয়োজন। স্বামীর সঙ্গে একত্রে কাটানো মধুর সময়গুলো দোলা দিয়ে যায় স্মৃতিতে, ঢেউ ওঠে বুকে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে পাঁজর চিরে। কাউকে এমন পাগলের মতো ভালোবাসতে পারবে কোনওদিন কল্পনাও করেনি লারা। ফিলিপ ওকে প্রতিদিন ফোন করে। কিন্তু তাতে বুকের একাকিত্বের বেদনাটুকু বাড়েই শুধু, কমে না।

'তুমি কোথায়, ডার্লিং।'

'এখনও টোকিওতে।'

'ট্যুর কেমন হচ্ছে?'

'চমৎকার। তোমাকে বড্ড মিস করছি।'

'আমিও তোমাকে মিস করছি খুব।' লারা বোঝাতে পারবে না ও কতটা মিস করছে ফিলিপকে।

'কাল হংকং যাচ্ছি, তারপর...'

'তুমি বাড়ি চলে এসো,' হাহাকার করে উঠল লারা।

'কিন্তু তুমি তো জানো তা আমি পারব না।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল লারা। তারপব ম্লান গলায় বলল, 'জানি।'

ওরা আধঘণ্টা কথা বলল। রিসিভার রেখে দিল লারা। একাকিত্বের যন্ত্রণাটা ওকে আরও বেশি চেপে ধরল। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।

'ফিলিপ কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'ভালো। ও এসব কেন করছে, হাওয়ার্ড?'

'কী কীসব করছে?'

'এই যে ট্যুর। ওর তো এসব না-করলেও চলে। ও নিশ্চয় টাকার জন্য এসব করছে না।'

'সে আসলে করছে নিজের জন্য,' বলল কেলার। একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল। 'লারা, তুমি শুধু মানুষটাকেই বিয়ে করেছ—ওকে দখল করতে পারোনি।'

'আমি ওকে দখল করতে চাই না। আমি শুধু চাই ও আমার গুরুত্বটা একটু বুঝুক...' থেমে গেল লারা। 'বাদ দাও। আমি একটু বেশি আবেগী হয়ে পড়েছি।'

লারা ফোন করল উইলিয়াম এলারবিকে।

'আপনি আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে পারবেন?' জানতে চাইল ও। 'ফ্রী

আছেন?'

'ফ্রি করে নেব নিজেকে,' জবাব দিল এলারবি, 'কেন, কিছু হয়েছে?'

'না, না। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

লো সিরক-এ সাক্ষাৎ করল ওরা।

'ফিলিপের সঙ্গে সম্প্রতি কথা হয়েছে আপনার?' প্রশ্ন করল এলারবি।

'প্রতিদিনই কথা হয়।'

'ওর ট্যুরটা বেশ ভালো হচ্ছে।'

'হুঁ।'

এলারবি বলল, 'আমি কোনোদিন ভাবিনি ফিলিপ বিয়ে করবে। ও প্রীস্টের মতো—নিজের কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না।'

'জানি...' ইতস্তত করল লারা, '...কিন্তু ও একটু বেশি বেশি ট্যুর করছে বলে আপনার মনে হয় না?'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ফিলিপের এখন একটা সংসার হয়েছে। সারাবিশ্ব ঘুরে বেড়ানো এখন তাকে মানায় না।' ম্যানেজারের চেহারায় বিরস ভাব ফুটতে দেখে দ্রুত যোগ করল লারা। 'না, আমি বলছি না যে ওকে সবসময় নিউইয়র্কেই পড়ে থাকতে হবে। আপনি ওর জন্য বোস্টন, শিকাগো, লস এঞ্জেলস, ইত্যাদি শহরেও কনসার্টের ব্যবস্থা করতে পারেন। মানে তাহলে বাড়ি থেকে কাছে হয় আর কী।'

এলারবি বলল, 'এ বিষয়টি নিয়ে আপনি ফিলিপের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। ভাবলাম আগে আপনার সঙ্গে কথা বলি। এটা করা সম্ভব, তাই না?' ফিলিপের আর টাকার দরকার নেই।'

'মিসেস অ্যাডলার, ফিলিপ প্রতিটি শো করে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার কামাই করে। গত বছর সে চল্লিশ হপ্তা ট্যুর করেছে।'

'বুঝতে পারছি। তবে...'

'আপনি কি জানেন খুব অল্প কজন পিয়ানিস্ট শীর্ষে উঠতে পারে এবং এর জন্য তাদেরকে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়? হাজার হাজার পিয়ানোবাদক আছে যারা পিয়ানো বাজাতে বাজাতে হাড়মাস কালি করে ফেলেছে। এদের মধ্যে মাত্র চার/পাঁচজন সুপারস্টার। আপনার স্বামী তাদের একজন। আপনি কনসার্টের জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ জগতে ভয়াবহ প্রতিযোগিতা চলে। স্টেজে চকমকে পোশাক পরা সোলোয়িস্টকে আপনি দেখেন। তাকে খুব গ্ল্যামারাস মনে হয়। কিন্তু সে যখন স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসে, কীভাবে ঘর ভাড়া দেবে কিংবা রুটি কিনবে সে চিন্তায় অস্থির থাকতে হয় তাকে। ওয়ার্ল্ডক্লাস পিয়ানিস্ট হতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ফিলিপকে। আর আপনি বলছেন ওকে এ জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে।'

'না, বলছি না। পরামর্শ দিচ্ছিলাম কেবল...'

'আপনার পরামর্শ ওর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিতে পারে। আপনি নিশ্চয় তা চান না, চান কি?'

'অবশ্যই চাই না।' বলল লারা। একটু দ্বিধা করে যোগ করল, 'শুনলাম ফিলিপ যা আয় করে তা থেকে আপনি পনেরো পার্সেন্ট টাকা পান।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'ফিলিপ যদি দু-একটা কনসার্টে অংশ না নেয় তাহলে আপনাকে যাতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয় সেদিকটা আমি দেখব,' বলল লারা।

'মিসেস অ্যাডলার, আপনি বরং এ বিষয়টি নিয়ে ফিলিপের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা কী অর্ডার দেব?'

সাতাশ

লিজ স্মিথ লিখেছে

IRON BUTTERFLY ABOUT TO
GET HER WINGS CLIPPED

সুন্দরী রিয়েল এস্টেট টাইকুনটি যখন জানবেন তাঁর এক প্রাক্তন কর্মচারী তাঁকে নিয়ে একটি বই লিখছেন যা প্রকাশ করতে চলেছে ক্যান্ডললাইট প্রেস, তখন তিনি কী করবেন? নিঃসন্দেহে বইটি হতে চলেছে হট! হট! এবং হট!

লারা ঝপাস করে খবরের কাগজটা ফেলে দিল। এ নিশ্চয় গারট্রুড মিকসের কাণ্ড, ওর সেক্রেটারি যার চাকরি খেয়েছে লারা। লারা জেরি টাউনসেন্ডকে ডেকে পাঠাল।

'লিজ স্মিথের লেখাটা পড়েছ?'

'জি, পড়েছি। এ ব্যাপারে আমাদের করার কিছু নেই, বস। যদি আপনি...'

'করার অনেক কিছুই আছে। আমার সকল এমপ্লয়িকে একটি চুক্তি সই করতে হয় যাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে তারা এখানে কাজ করুক বা না করুক আমার সম্পর্কে কোথাও কিছু লেখা চলবে না। গারট্রুড মিকসের এ কাজ করার অধিকার মোটেই নেই। আমি পাবলিশারের বিরুদ্ধে মামলা করব।'

মাথা নাড়ল জেরি টাউনশেন্ড। 'সেটা করা ঠিক হবে না।'

'কেন নয়?'

'এতে হিতে বিপরীত হবে। আপনি এটাকে ছেড়ে দিলে বড়জোর একটা ঝোড়ো বাতাস বইবে। কিন্তু বিষয়টিকে থামাতে গেলে ওট হারিকেনে পরিণত হবে।

ভাবলেশশূন্য চেহারা নিয়ে কথাটা শুনল লারা। 'কোম্পানির মালিককে খুঁজে বের করো।'

একঘণ্টা পরে ক্যান্ডললাইট প্রেস-এর মালিক এবং প্রকাশক লরেন্স সিনফিল্ডকে ফোন করল লারা।

'লারা ক্যামেরন বলছি। শুনলাম আপনারা আমাকে নিয়ে একটি বই লিখছেন।'

'লিজ স্মিথের আর্টিকেলটা দেখেছেন, না? জি, ঘটনা সত্য, মিস ক্যামেরন।'

'আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি এ বই প্রকাশ করলে প্রাইভেসি লংঘনের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব।'

অপর প্রান্তের কণ্ঠটি বলল, 'আপনি বরং আপনার উকিলের সঙ্গে কথা বলুন। আপনি একজন পাবলিক ফিগার, মিস ক্যামেরন। আপনার প্রাইভেসির কোনও অধিকার নেই। গারট্রুড মিকসের পাণ্ডুলিপিতে আপনাকে বর্ণাঢ্য চরিত্র হিসেবে হাজির করা হচ্ছে।'

'গারট্রুড মিকস একটি কাগজে সই করেছে তাতে আমার সম্পর্কে কিছু লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।'

'সেটা আপনার আর গারট্রুডের ব্যাপার। আপনি তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন...'

কিন্তু ততদিনে বইটি বেরিয়ে যাবে।

'আমি চাই না আপনি বইটা প্রকাশ করেন। এজন্য যত টাকা লাগে আমি দেব...'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। আমাকে টাকার লোভ দেখাবেন না। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আর কথা বলতে আগ্রহবোধ করছি না। গুডবাই।' কেটে দেয়া হল লাইন।

জাহান্নামে যা ব্যাটা! মনে মনে গালি দিল লারা। হাওয়ার্ড কেলারকে আসতে বলল।

'ক্যান্ডললাইট প্রেস সম্পর্কে তুমি কী জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেলার। 'ওটা ছোট একটা প্রকাশক। গসিপ বইটই বের করে। চের উইলিয়ামস, ম্যাডোনা...'

'ধন্যবাদ। আর বলতে হবে না।'

হাওয়ার্ড কেলারের মাথাব্যথা করছে। কাজের চাপ প্রচুর। কিন্তু সেভাবে ঘুম হচ্ছে না। লারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে কেলার। লারাকে বলতে হবে আরেকটু ধীরেসুস্থে কাজ করতে। হয়তো খিদে পেয়েছে তাই মাথাব্যথা করছে। সে সেক্রেটারিকে বাজার চেপে ডাকল।

'বেস, আমার জন্য লাঞ্চের অর্ডার দাও।'

ও প্রান্ত নিশ্চুপ।

'বেস?'

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন, মি. কেলার?'

'ঠাট্টা, না তো! কেন?'

'আপনি এইমাত্র লাঞ্চ খেয়েছেন।'

শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল কেলারের।

'তবে যদি আবার খিদে পেয়ে যায়...'

'না, না,' এখন মনে পড়েছে হাওয়ার্ডের। সে সালাদ এবং রোস্ট বিফ স্যান্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ করেছে...মাই গড, ভাবল সে, *আমার এসব হচ্ছে কী?*

'এমনিই মশকরা করছিলাম, বেস।' বলল ও।

রেনোতে ক্যামেরন প্যালেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি জবর হল। হোটেলের সবগুলো ঘর ভাড়া হয়ে গেছে, ক্যাসিনো জুয়াড়িদের ভিড়ে সরগরম। লারা প্রচুর সেলেব্রিটিকে দাওয়াত দিয়েছে। তাঁরা সবাই এসেছেন। *শুধু একজন অনুপস্থিত।* ফিলিপের কথা ভাবছিল লারা। সে বিশাল এক ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে চিরকুটসহ তুমি আমার জীবনের সংগীত। আমি তোমার জন্য দিওয়ানা। তোমাকে বড্ড মিস করছি।—তোমার স্বামী।

পল মার্টিন এল। লারার দিকে এগিয়ে গেল, 'অভিনন্দন, তুমি দারুণ দেখিয়েছ।'

'ধন্যবাদ, পল। তোমার সাহায্য ছাড়া এতকিছু করা সম্ভব হত না।'

চারপাশে চোখ বুলিয়ে পল জিজ্ঞেস করল, 'ফিলিপ কোথায়? ওকে দেখছি না যে?'

'ও আসতে পারেনি। ট্যুরে গেছে।'

'পিয়ানো বাজাতে দেশের বাইরে গেছে? আজকের রাতটি তোমার জন্য একটি বিশেষ রাত, লারা। ওর অবশ্যই তোমার পাশে থাকা উচিত ছিল।'

লারা হাসল। 'ওর থাকার খুব ইচ্ছে ছিল।'

হোটেল ম্যানেজার হনহন করে হেঁটে এল লারার কাছে।

'আগামী তিন মাসের জন্য হোটেলের প্রতিটি ঘর ভাড়া হয়ে গেছে,' জানাল সে।

'ধারাটা ধরে রাখার চেষ্টা কোরো, ডোনাল্ড।'

লারা একজন জাপানি এবং একজন ব্রাজিলীয় এজেন্ট ভাড়া করেছে। এদের কাজ হবে ক্যাসিনোর জন্য রুইকাতলা ধরে আনা। লারা প্রতিটি লাক্সারি সুইটের পেছনে মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। টাকাটা তুলতে হবে না?

'এটা একটা সোনার খনি, মিস ক্যামেরন,' বলল ম্যানেজার। চারপাশে চোখ বুলাল। 'আচ্ছা, আপনার স্বামী কোথায়? তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।'

'ও আসতে পারবে না,' জবাব দিল লাবা। *সে কোথাও বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে।*

এ সন্ধ্যার তারকার নাম লারা। তাকে নিয়ে স্যামি কাহন বিশেষ গান বাঁধল। লারা বক্তৃতা দিল। প্রচুর হাততালি পেল। সবাই লারার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তার সঙ্গে হাত মেলাতে আগ্রহ প্রকাশ করল। ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক দুই মিডিয়া থেকেই সাংবাদিকরা এসেছে। তাদের সব প্রশ্নের জবাব হাসিমুখে দিয়ে গেল লারা। একসময় এল অনিবার্য প্রশ্নটি, 'আপনার স্বামী কোথায়?' ফিলিপের প্রসঙ্গ যতবার উঠল ততবার মন খারাপ হয়ে গেল লারা। ওর আমার পাশে থাকা উচিত ছিল। একটা কনসার্টে না গেলে এমন কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। তবে মনের ভাব গোপন রেখে মুখে মিষ্টি হাসি ফোটাল লারা, 'ফিলিপ আসতে পারেনি বলে খুবই মনোকষ্টে আছে।'

খাওয়াদাওয়া শেষে নাচের পালা। পল হেঁটে এল লারার টেবিলে। 'নাচবে?'

লারা চেয়ার ছাড়ল, বাঁধা পড়ল পলের বাহুডোরে।

'এতকিছু অধিকর্তা হতে কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল পল।

'দারুণ। তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

'তাহলে বন্ধুরা আছে কিসের জন্য? এখানে হেভিওয়েট কিছু গ্যাম্বলারকে দেখলাম। এদের ব্যাপারে সাবধান, লারা। এদের কেউ কেউ খেলায় হারবে কিন্তু ওদেরকে তোমার অন্যভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে। কাউকে নতুন গাড়ি কিনে দিও কিংবা সঙ্গিনী হিসেবে সুন্দরী নারী...যেন ওরা বুঝতে পারে তুমি ওদেরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছ।'

'তোমার কথা মনে থাকবে আমার,' বলল লারা।

'তোমাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে খুব ভাল্লাগছে আমার,' বলল পল।

'পল...'

'কী বলবে বুঝতে পারছি। মনে আছে তোমার স্বামীকে বলেছিলাম, তোমার যেন ঠিকমতো টেক কেয়ার করে।

'হুঁ।'

'কিন্তু মনে হচ্ছে না সে তোমার ঠিকমতো সেবা করছে।'

'ফিলিপের এখানে থাকার খুব ইচ্ছে ছিল,' স্বামীর পক্ষ নিতে চাইল লারা। মুখে বললেও মনে মনে ভাবল *সত্যি কি ইচ্ছেটা ছিল?*

গভীর রাতে লারাকে ফোন করল ফিলিপ। ওর কণ্ঠ লারার একাকিত্ব বাড়িয়ে তুলল বহুগুণ।

'লারা, সারাদিন শুধু তোমাকেই ভেবেছি, ডার্লিং। উদ্বোধনী কেমন হল?'

'খুব ভালো। তুমি এখানে থাকলে আরও ভালো লাগত, ফিলিপ।'

'আমি তো থাকতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। তোমাকে আমি উন্মাদের মতো মিস করছি।'

তাহলে তুমি আমার সঙ্গে নেই কেন? 'আমিও তোমাকে মিস করছি। জলদি বাড়ি ফিরে এসো।'

হাতে মোটা একটি ম্যানিলা খাম নিয়ে লারার অফিসে ঢুকল হাওয়ার্ড কেলার।

'এ জিনিস পড়লে তোমার মেজাজ বিগড়ে যাবে,' বলল কেলার।

'কী আছে এতে?'

কেলার লারার ডেস্কে খামটি রাখল। 'গারট্রুড মিকস-এর পাণ্ডুলিপির কপি। কীভাবে জোগাড় করেছি জানতে চেয়ো না। ধরা পড়লে দুজনেরই হাজতবাস নিশ্চিত।'

'তুমি পড়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল কেলা। 'হুঁ।'

'তো?'

'নিজেই পড়ে দ্যাখো। পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যেসময় গারট্রুড এখানে কাজ করত না। প্রচুর খাটতে হয়েছে তাকে।'

'ধন্যবাদ, হাওয়ার্ড।'

কেলার চলে যাবার পরে ইন্টারকমের বোতাম টিপে লারা সেক্রেটারিকে বলল, 'এখন কোনও কল দেবে না।'

পাণ্ডুলিপি খুলে পড়তে লাগল ও। যত পড়ল ততই খিঁচড়ে গেল মেজাজ। পাণ্ডুলিপিতে লারাকে স্বৈরাচারী একনায়কের ভূমিকায় দাঁড় করানো হয়েছে। লারার সাহস, প্রতিভা, দৃষ্টি, মহত্ত্ব এসবের কোনও কিছুরই উল্লেখ নেই কোথাও। গোটা পাণ্ডুলিপিতে তাকে ছোট করার প্রয়াস পেয়েছে। লারা পড়ে চলল।

'...লৌহ প্রজাপতিটি সুকৌশলে মিটিঙের সময় ধার্য করে সকালবেলায় যখন বিমান ভ্রমণে ক্লান্ত অতিথিরা জেটল্যাগে ভুগছেন এবং লারা ঘুম থেকে উঠে দিব্যি তাজা রয়েছে।

'...একবার জাপানিদের সঙ্গে এক মিটিঙে তাদেরকে চা দেয়া হয় ভ্যালিয়াম মিশিয়ে। লারা ক্যামেরন রিটালিন নামে একটি স্টিমুল্যান্ট মেশানো কফি পান করছিল।

'...জার্মান ব্যাংকারদের সঙ্গে আরেক বৈঠকে তাদেরকে ভ্যালিয়াম মেশানো কফি পরিবেশন করা হয়। লারা রিটালিন মেশানো চা খাচ্ছিল।'

'...কুইন্স প্রোপার্টি নিয়ে আলোচনার সময় জোনিং কমিশন লারা ক্যামেরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সে কমিশনকে প্রভাবিত করার জন্য একটি গল্প ফেঁদে বসে। বলে তার একটি ছোট মেয়ে আছে যে কিনা ওই প্রোপার্টির একটি ভবনে বাস করবে।'

'...ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটেরা ভবন ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালে লারা ক্যামেরন ওই বিল্ডিঙে বাস্তুহারা মানুষ ধরে নিয়ে আসে...'

লারার গোপন কথার কোনোকিছুই গোপন নেই পাণ্ডুলিপিতে। সে পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর হাওয়ার্ড কেলারকে বলল তার সঙ্গে দেখা করতে।

'একটি প্রকাশনার ব্যাপারে খোঁজখবর নাও,' বলল লারা। 'হেনরি সেনফিল্ডের ক্যান্ডললাইট প্রেস।'

'আচ্ছা।'

মিনিট পনেরো পরে অফিসে ফিরল কেলার। 'সিনফিল্ডের রেটিং হল D-C।'

'মানে?'

'মানে হল এটা সবচেয়ে নিচু রেটিং। তার একটি বই ফ্লপ হলেই প্রকাশনার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'ধন্যবাদ, হাওয়ার্ড,' লারা ওর অ্যাটর্নি টেরি হিলকে ফোন করল।

'টেরি, বইয়ের প্রকাশক হবে?'

'মানে?'

'তুমি তোমার নামে ক্যান্ডেললাইট প্রেস কিনে নেবে।- এর মালিক হেনরি সিনফিল্ড।'

'ওতে কোনও সমস্যা হবে না। কত টাকা দিয়ে কিনতে চান?'

'পাঁচ লাখ ডলার দিয়ে শুরু করবে। এক মিলিয়ন পর্যন্ত যাবে। তবে চুক্তিতে যেন ওর সমস্ত পাণ্ডুলিপির স্বত্বও থাকে। আর এর সঙ্গে আমি যে জড়িত তা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।'

ক্যান্ডললাইট প্রেস-এর অফিস থারটিফোর্থ স্ট্রিটের একটি পুরোনো ভবনে। হেনরি সিনফিল্ডের প্রকাশনা সংস্থায় একটি শুধু সেক্রেটারিয়েল অফিস আর নিজের ব্যবহারের জন্য সামান্য বড় অফিস রয়েছে।

সিনফিল্ডের সেক্রেটারি বলল, 'জনৈক মি. হিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, মি. সিনফিল্ড।'

'পাঠিয়ে দাও।'

টেরি হিল সকালেই ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে।

সে জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র অফিসে ঢুকল। ডেস্কের পেছনে বসে আছে সিনফিল্ড।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. হিল?'

'আমি একটি জার্মান পাবলিশিং কোম্পানির প্রতিনিধি, তারা আপনার কোম্পানি কিনে নিতে আগ্রহী।'

সময় নিয়ে একটি সিগার ধরাল সিনফিল্ড। 'আমি আমার কোম্পানি বিক্রি করছি না।'

'অ, আমরা আমেরিকান মার্কেটে ঢুকতে চাইছিলাম। আপনার পাবলিশিং-এর কর্মকাণ্ড আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'আমি ধুলো থেকে এ কোম্পানি নিজের হাতে গড়ে তুলেছি,' বলল সিনফিল্ড। 'এ আমার সন্তানের মতো। আমি একে ছাড়তে আগ্রহী নই।'

'আপনার অনুভূতি আমরা বুঝতে পারছি,' সহানুভূতির সুরে বলল আইনজীবী। 'আমরা এজন্য আপনাকে পাঁচলাখ ডলার দিতে রাজি আছি।'

সিগার প্রায় গিলে ফেলছিল সিনফিল্ড। 'পাঁচলাখ! আরে, আমি আমার প্রকাশনী থেকে যে বইটি বের করব তা থেকেই তো এক মিলিয়ন ডলার কামাব। নো, স্যার। ইয়োর অফার ইজ অ্যান ইনসাল্ট।'

'মাই অফার ইজ আ গিফট। আপনার কোনও অ্যাসেট নেই এবং আপনি এক লাখ ডলারের দেনার বোঝায় ডুবে আছেন। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। আমি ছয় লাখ ডলার পর্যন্ত উঠতে রাজি আছি। তবে এটা আমার চূড়ান্ত প্রস্তাব।'

'নিজেকে আমি কখনোই ক্ষমা করতে পারব না। তবে আপনি যদি সাত পর্যন্ত...'

চেয়ার ছাড়ল টেরি হিল। 'গুড বাই, মি. সিনফিল্ড। আমাকে অন্য কোনও কোম্পানি খুঁজতে হবে।'

দরজায় কদম বাড়াল সে।

'এক মিনিট,' বলল সিনফিল্ড। 'হয়েছে কী, আমার স্ত্রী অনেকদিন ধরেই বলে আসছে আমি যেন প্রকাশনার কাজটা ছেড়ে দিই। এখনই বোধহয় ছেড়ে দেয়াটা উত্তম।'

টেরি হিল ফিরে এল ডেস্কে। পকেট থেকে চুক্তিপত্র বের করল। 'এটা ছয় লাখ ডলারের চেক, 'X' লেখা জায়গায় শুধু সই করুন।'

লারা কেলারকে খবর দিল।

'আমরা এইমাত্র ক্যান্ডললাইট প্রেস কিনে নিলাম।'

'চমৎকার! ওটা দিয়ে কী করবে?'

'সবার আগে গারট্রুড মিকস-এর বইটাকে ধ্বংস করব। ওটা যেন কোনোভাবেই প্রকাশিত হতে না পারে। সে যদি কপিরাইট ফেরত চেয়ে মামলা করে, কমপক্ষে এক বছরের জন্য ওকে আদালতে ব্যস্ত রাখব আমরা।'

'তুমি কি কোম্পানির দায়িত্ব নেবে?'

'প্রশ্নই ওঠে না। কারও ওপর ওটার দায়িত্ব দিয়ে দাও। আমরা ওটাকে ট্যাক্স লস হিসেবে দেখাব।'

কেলার অফিসে ফিরে সেক্রেটারিকে বলল 'একটা চিঠি লিখে ফেলো। জ্যাক হেলম্যান, হেলম্যান রিয়াল্টি। প্রিয় জ্যাক, আপনার প্রস্তাব নিয়ে মিস ক্যামেরনের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমাদের মনে হয়েছে এ মুহূর্তে আপনার সঙ্গে ব্যবসায় যেতে পারব না। যা হোক, আমরা জানাতে চাই যে ভবিষ্যতে...'

সেক্রেটারি নোট নেয়া বন্ধ করল।

মুখ তুলে চাইল কেলার। 'লিখছ?'

স্থিরদৃষ্টিতে কেলারের দিকে তাকিয়ে আছে সেক্রেটারি, 'মি. কেলার।'

'বলো।'

'আপনি গতকালই এ চিঠি ডিকটেট করেছেন।'

ঢোক গিলল কেলার। 'কী!'

'চিঠিটি পাঠিয়েও দেয়া হয়েছে।'

হাসার চেষ্টা করল হাওয়ার্ড কেলার। 'মনে হচ্ছে খুব বেশি কাজের চাপ পড়ে যাচ্ছে আমার ওপর।'

সেদিন বিকেলে কেলারকে পরীক্ষা করে দেখলেন ড. সিমুর বেনেট।

'তোমার শরীর স্বাস্থ্য তো ভালোই আছে,' বললেন ড. বেনেট। 'শারীরিক কোনও সমস্যাই তোমার নেই।'

'তাহলে যে হঠাৎ করে স্মৃতি লোপ পেয়ে যাচ্ছে?'

'তুমি শেষ কবে ছুটি কাটিয়েছ, হাওয়ার্ড?'

মনে করার চেষ্টা করল কেলার। 'কয়েক বছর তো হবেই। আসলে কাজে এত ব্যস্ত থাকি, ছুটি কাটানো হয়ে ওঠে না।'

হাসলেন ড. বেনেট। 'সমস্যাটা ওখানেই। কাজের খুব বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে। এক দুই হপ্তা কোথাও থেকে ছুটি কাটিয়ে আসো। কাজের চিন্তা মাথা থেকে একদম ঝেড়ে ফেলে দাও। ছুটি থেকে যখন ফিরে আসবে, নিজেকে মনে হবে নতুন মানুষ।'

কেলার লারার অফিসে ঢুকল। 'আমাকে একটা সপ্তাহ দান করতে পারবে?'

'তোমাকে আমার একটা হাতই দান করতে পারব। কী ব্যাপার বলো তো?'

'ডাক্তার কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে আসতে বলছেন। আমার স্মৃতিশক্তি মাঝে মধ্যে লোপ পেয়ে যাচ্ছে, লারা।'

উদ্বিগ্ন দেখাল লারাকে। 'সিরিয়াস কিছু নয় তো?'

'না। তেমন কিছু না। হাওয়াই থেকে কটা দিন ঘুরে আসতে চাই।'

'আমার বিমানটা নিয়ে যাও।'

'না, না। ওটা তোমার যখন-তখন দরকার হতে পারে। আমি কমার্শিয়ালে যাব।'

'কোম্পানি তোমার সমস্ত খরচ বহন করবে।'

'ধন্যবাদ। আমি প্রতিদিন তোমাকে ফোন করে...'

'কোনও প্রয়োজন নেই। অফিসের চিন্তা মাথা থেকে একদম ঝেঁটিয়ে দাও। জাস্ট টেক কেয়ার ইয়োর সেলফ। আমি চাই না তোমার কিছু হোক।'

আশা করি ও ঠিক আছে, ভাবছে লারা। *ওকে ঠিক থাকতেই হবে।*

পরদিন ফোন করল ফিলিপ। মারিয়ান বেল বলল, 'মি. অ্যাডলার তাইপে থেকে ফোন করেছেন।' লারা দ্রুত ফোন তুলল।

'ফিলিপ...?'

'হ্যালো ডার্লিং। এখানে ফোন-ধর্মঘট চলছে। তোমাকে পাবার চেষ্টা করছি অনেকক্ষণ ধরে। কেমন আছ তুমি?'

একা। 'ভালো। ট্যুর কেমন হচ্ছে?'

'আগের মতোই আর কী। আই মিস ইউ।'

লারা মিউজিক এবং মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেল।

'ওরা আমার জন্য ছোট্ট একটি পার্টি দিয়েছে। তুমি তো জানোই পার্টিগুলো কীরকম হয়।'

লারার কানে ভেসে এল নারীর কলহাস্য। 'হুঁ। জানি।'

'আমি বুধবার বাড়ি ফিরছি।'

'ফিলিপ!'

'বলো?'

'না, কিছু না ডার্লিং। জলদি বাড়ি ফিরে এসো।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল লারা। পার্টির পরে কী করবে ফিলিপ? মহিলাটি কে? খুব ঈর্ষা হতে লাগল লারার। এমন হিংসার আগুনে কেন জ্বলছে ভেবে নিজেরই বিব্রত লাগল। ও জীবনেও কাউকে হিংসা করেনি।

সবকিছু কত সুন্দরভাবে চলছে, ভাবছে লারা। *আমি এটা হারাতে চাই না। আমি এটা হারাতে পারি না।*

শুয়ে শুয়ে ও ভাবতে লাগল কী করছে ফিলিপ।

হাওয়াই দ্বীপের কোনা বিচে ছোট একটি হোটেলে উঠেছে হাওয়ার্ড কেলার। আবহাওয়া চমৎকার। প্রতিদিন ও সাঁতার কাটছে। মাঝে মাঝে গলফ খেলে আর প্রতিদিন ম্যাসেজ নেয়। ও এখন সম্পূর্ণ রিল্যাক্সড। ডাক্তার ঠিকই বলেছিলেন *কাজের চাপে আমার অমন হয়েছে। ফিরে গিয়ে কাজের চাপ কমিয়ে দেব,* সিদ্ধান্ত নিল ও।

অবশেষে নিউইয়র্কে ফেরার সময় ঘনিয়ে এল। মাঝরাতের ফ্লাইটে চাপল ও। বিকেল চারটায় পৌঁছুল ম্যানহাটানে। সোজা চলে এল অফিসে। ওর সেক্রেটারি ওকে দেখে উপহার দিল হাসি। 'ওয়েলকাম ব্যাক, মি. কেলার। আপনাকে দারুণ লাগছে।'

'ধন্যবাদ,' স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল কেলার, মুখ দিয়ে সরে গেছে রক্ত।

সে তার সেক্রেটারির নাম ভুলে গেছে।

আটাশ

বুধবার বিকেলে বাড়ি ফিরল ফিলিপ। লারা লিমুজিন নিয়ে এয়ারপোর্টে গেল ওকে নিয়ে আসতে। ফিলিপ প্লেন থেকে নামল। ওকে যে কী হ্যান্ডসাম লাগছে! লারা ছুটে গিয়ে স্বামীর বুকে সেঁধুল। 'মাই গড, তোমাকে যে কী মিস করছিলাম আমি!'

'আমিও তোমাকে খুব মিস করছিলাম, ডার্লিং!'

'কতটুকু?'

বুড়ো আঙুল আর তর্জনী আধ ইঞ্চি ফাঁক করে দেখাল ফিলিপ।

'এই এতটুকু।'

'ফাজিল কোথাকার,' বলল লারা। 'তোমার লাগেজ কই?'

'আসছে।'

এক ঘণ্টা পরে ওরা ফিরে এল নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে। মারিয়ান বেল খুলে দিল দরজা। 'ওয়েলকাম ব্যাক, মি. অ্যাডলার।'

'ধন্যবাদ, মারিয়ান,' চারপাশে চোখ বুলাল ও। 'মনে হচ্ছে একবছর আমি ঘর ছাড়া।'

'দুই বছর,' বলল লারা। বলতে যাচ্ছিল, 'আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবে না।' কিন্তু সংযত করল নিজেকে।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মিসেস অ্যাডলার?' জিজ্ঞেস করল মারিয়ান।

'কিছুই করতে হবে না। তুমি এখন যেতে পারো। আমি পরে কিছু চিঠি ডিকটেট করব। আজ আর অফিসে যাচ্ছি না।'

'বেশ। গুড বাই,' চলে গেল মারিয়ান।

'মিষ্টি মেয়ে,' মন্তব্য করল ফিলিপ।

'তাই, না?' লারা নিজেকে সঁপে দিল ফিলিপের বাহুডোরে।

'এখন দেখাও তুমি আমাকে কতটা মিস করেছ।'

লারা পরপর তিনদিন অফিসে গেল না। ও ফিলিপের সঙ্গে থাকল, ওর সঙ্গে গল্প করল, ওর স্পর্শ অনুভব করল, বুঝতে চাইল এই মানুষটা সত্যি ওর সঙ্গে আছে। সকালে একসঙ্গে নাশতা করল ওরা। লারা মারিয়ানকে ডিকটেট করছে, ফিলিপ তখন পিয়ানো নিয়ে প্র্যাকটিসে ব্যস্ত।

তৃতীয় দিন লাঞ্চের সময় লারা ফিলিপকে ক্যাসিনোর উদ্বোধনীর গল্প বলল, 'তুমি থাকলে যে কত মজা হতো, ডার্লিং।'

'মিস করেছি বলে আফসোস হচ্ছে।'

'তবে আগামী মাসে আরেকটা অনুষ্ঠান আছে। মেয়র আমাকে নগরীর চাবি উপহার দিচ্ছেন।'

করুণ গলায় ফিলিপ বলল, 'ডার্লিং, তোমার আগামী অনুষ্ঠানেও বোধহয় আমি থাকতে পারব না।'

শক্ত হয়ে গেল লারা। 'কেন?'

'এলারবি আমাকে আরেকটা ট্যুরের জন্য বুক্‌ড্ করে ফেলেছে। আমি তিন হপ্তা পরে জার্মানি যাচ্ছি।'

'না। তুমি যেতে পারবে না!'

'ইতিমধ্যে সই হয়ে গেছে চুক্তিপত্র। আমার করার কিছু নেই।'

'মাত্র তো ট্যুর করে ফিরলে। আবার এত তাড়াতাড়ি যাবার দরকারটা কী?'

'ট্যুরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ডার্লিং।'

'আমাদের বিয়েটা গুরুত্বপূর্ণ নয়?'

'লারা...'

'তোমাকে যেতে হবে না,' রেগে গেছে লারা। 'আমার একজন স্বামী দরকার। পার্টটাইম...'

হাতে কয়েকটি চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল মারিয়ান বেল। 'ওহ্, আমি দুঃখিত। অসময়ে বিরক্ত করে ফেললাম। এ চিঠিগুলোতে আপনার সই লাগবে।'

'আচ্ছা,' আড়ষ্ট গলায় বলল লারা। 'তোমাকে যখন দরকার হবে ডাকব।'

'জ্বি, মিস ক্যামেরন।'

মারিয়ান চলে গেল।

'আমি জানি তোমার কনসার্ট করা দরকার,' বলল লারা, 'কিন্তু এত [illegible] করার দরকার নেই। তুমি তো আর ফেরিঅলা নও।'

'ব্যাপারটা তো সেরকম কিছু নয়, তাই না?' ফিলিপের কণ্ঠ শীতল।

'তুমি অনুষ্ঠানটা করে তারপর যাও!'

'লারা, বুঝতে পারছি অনুষ্ঠানটা তোমার জন্য জরুরি। আমার কনসার্টও আমার কাছে কম জরুরি নয়। তুমি যা করছ তা নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু আমার কাজ নিয়ে তোমারও গর্ববোধ করা উচিত।'

'মাফ চাই, ফিলিপ, আমি শুধু...' লারা উদ্‌গত কান্না ঠেকানোর চেষ্টা করল।

ফিলিপ ওকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে লম্বা ছুটিতে বেরিয়ে পড়ব।'

'এবারে কোথায় যাচ্ছ, ফিলিপ?'

'জার্মানি, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড হয়ে তারপর দেশে ফিরব।'

বুক ভরে শ্বাস নিল লারা। 'আচ্ছা।'

'তুমি আমার সঙ্গে থাকলে খুব ভালো লাগত। এত একা একা লাগে!'

কলহাস্যরত রমণীদের কথা মনে পড়ে গেল লারার। 'তাই!' জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'একটা কাজ করো। আমার জেটটা নিয়ে যাও। আরামে যেতে পারবে।'

'সত্যি বলছ?'

'মিথ্যা বলছি না। তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত আমি ম্যানেজ করে নেব।'

'সারা পৃথিবীতে তোমার মতো ভালো মেয়ে আর একটিও নেই,' বলল ফিলিপ।

লারা ফিলিপের গালে আঙুল ঘষল। 'কথাটা যেন মনে থাকে।'

ফিলিপের ট্যুরগুলো হল জমজমাট। বার্লিনে ওর মিউজিক শুনে উন্মত্ত হয়ে উঠল দর্শক, প্রশংসায় ফেটে পড়লেন সমালোচকরা। এবং শো-শেষে গ্রিনরুমে যথারীতি উপচে পড়া ভিড় থাকল ভক্তদের, যাদের বেশিরভাগ নারী।

'আমি আপনার প্লে শোনার জন্য তিনশো মাইল দূর থেকে এসেছি...'

'আমার প্রাসাদটা কাছেই। আপনি যদি একটু কষ্ট করে...'

'আপনার জন্য মধ্যরাতের সাপারের ব্যবস্থা করেছি...'

এই মহিলাদের অনেকেই অত্যন্ত ধনী এবং সুন্দরী এবং বেশিরভাগই ফিলিপকে কাছে পাবার জন্য উন্মাদ। কিন্তু লারা ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবতে পারে না ফিলিপ। সে ডেনমার্কের শো-শেষে ফোন করল লারাকে। 'আই মিস ইউ।'

'আই মিস ইউ টু, ফিলিপ। কনসার্ট কেমন হল?'

'অন্তত এটুকু বলতে পারি আমি বাজানোর সময় কাউকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখিনি।'

হেসে উঠল লারা। 'শুভ লক্ষণ। আমি এখন মিটিং করছি, ডার্লিং। তোমাকে এক ঘণ্টা পরে তোমার হোটেলের নম্বরে ফোন করব।'

ফিলিপ বলল, 'আমি এখনই হোটেলে ফিরছি না, লারা। কনসার্ট হলের ম্যানেজার আমার জন্য ডিনার পার্টির আয়োজন করেছে...'

'ওহ্, রিয়েলি? ওই লোকের কি সুন্দরী মেয়ে আছে?' কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

'কী?'

'কিছু না। আমি এখন মিটিং করব। পরে কথা বলব।'

ফোন রেখে অফিস-কলিগদের দিকে ফিরল লারা। কেলার ওকে লক্ষ করছিল। 'সব ঠিক আছে তো?'

'ফাইন,' হালকা গলায় জবাব দিল লারা। তবে মিটিঙে মনোযোগ দিতে পারল না। কল্পনায় দেখতে পেল ফিলিপ পার্টিতে, সুন্দরী মেয়েরা তাকে তাদের হোটেলের

চাবি তুলে দিচ্ছে। ঈর্ষা হচ্ছে লারার। এজন্য নিজের ওপর রাগও হল।

মেয়রের অনুষ্ঠানে মিডিয়ার লোকজন ঘিরে ধরল লারাকে।

'আপনার এবং আপনার স্বামীর একসঙ্গে ছবি তুলতে পারি?'

লারা জোর করে রা ফোটাল গলায়, 'ওর এখানে আসার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু

পল মার্টিন অনুষ্ঠানে এসেছে।

'ও আবার ট্যুরে গেছে, না?'

'ও সত্যি এ অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে চেয়েছিল, পল।'

'বুলশিট! তোমার জন্য কতবড় সম্মানের দিন আজ। ওর অবশ্যই আজ তোমার পাশে থাকা উচিত ছিল। এ কেমন স্বামী? ওর সঙ্গে কারও কথা বলা দরকার!'

সে রাতে একা বিছানায় শুয়ে আছে লারা। ঘুম আসছে না। ফিলিপ দশ হাজার মাইল দূরে। পল মার্টিনের কথাগুলো বারবার বাড়ি খাচ্ছে মস্তিষ্কে। *ও কেমন স্বামী? ওর সঙ্গে কারও কথা বলা দরকার।*

ইউরোপ ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরল ফিলিপ। ঘরে ফিরে যেন ও খুব খুশি। লারার জন্য প্রচুর উপহার কিনে এনেছে। ডেনমার্ক থেকে কিনেছে পোর্সেলিনের মূর্তি, জার্মানি থেকে সুন্দর সুন্দর পুতুল এবং ইংল্যান্ড থেকে সিল্কের ব্লাউজ ও একটি সোনার পার্স। পার্সের ভেতরে হিরের একটি ব্রেসলেট।

'খুব সুন্দর,' বলল লারা। 'ধন্যবাদ, ডার্লিং।'

পরদিন সকালে মারিয়ান বেলকে লারা বলল, 'আমি আজ সারাদিন বাসায় বসে কাজ করব।'

লারা অফিসে বসে ডিকটেট করল মারিয়ানকে, ড্রইংরুম থেকে ফিলিপের পিয়ানোর শব্দ ভেসে আসছে। *আমাদের জীবনটা কত সুন্দর*, ভাবছে লারা। *ফিলিপ কেন এটাকে নষ্ট করতে চাইছে?* উইলিয়াম এলারবি ফোন করল ফিলিপকে। 'অভিনন্দন। শুনলাম ট্যুরটা খুব ভালো হয়েছে।'

'হ্যাঁ। ইউরোপিয়ানরা অডিয়েন্স হিসেবে দারুণ।'

'কার্নেগি হল থেকে আমাকে ফোন করেছে। শুক্রবার একটা ওপেনিং করতে চায় ওরা। তোমাকে চাইছে। তুমি শো করবে?'

'নিশ্চয়।'

'গুড। আমি ব্যবস্থা করে ফেলছি। ভালো কথা, তুমি কি কনসার্টের কাজ কমিয়ে দিতে চাইছ?'

বিস্মিত হল ফিলিপ। 'কমিয়ে দেব? কেন?'

'লারা আমার সঙ্গে কথা বলেছে। বলল তুমি নাকি শুধু আমেরিকায় ট্যুর করবে। তুমি বরং তার সঙ্গে কথা বলো...'

ফিলিপ বলল, 'বলব। ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিল ফিলিপ। ঢুকল লারার অফিসে। লারা মারিয়ানকে ডিকটেট করছে।

'তুমি একটু পরে আসবে?' বলল ফিলিপ।

হাসল মারিয়ান। 'নিশ্চয়,' চলে গেল সে।

ফিলিপ লারার দিকে ফিরল। 'উইলিয়াম এলারবি ফোন করেছিল। তুমি নাকি আমার বিদেশ ট্যুরগুলো কমাতে বলেছ?'

'ওরকম কিছু একটা বলেছিলাম বোধহয়, ফিলিপ। ভেবেছি এতে আমাদের দুজনের জন্যই ভালো হবে যদি আমরা...'

'প্লিজ, ওরকম কাজ আর কখনও কোরো না,' বলল ফিলিপ।

'তুমি জানো আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের দুজনের ক্যারিয়ার আলাদা। একটা কাজ করি এসো। আমি তোমার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে মাথা ঘামাব না, তুমিও আমারটার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে এসো না। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা,' বলল লারা। 'আমি দুঃখিত, ফিলিপ। তুমি যখন বাইরে থাকো তোমাকে এত মিস করি, আমি তাই ওই কথা বলেছি।' স্বামীর কাছ ঘেঁষল সে। 'আমাকে মাফ করেছ?'

'মাফ করেছি এবং বিষয়টি ভুলেও গেছি।'

হাওয়ার্ড কেলার পেন্টহাউজে এল লারাকে দিয়ে কয়েকটি কাগজে সই করিয়ে নিতে। 'কেমন চলছে সব?'

'চমৎকার,' বলল লারা।

'ভবঘুরে গায়কটি ঘরে ফিরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে মিউজিক এখন তোমার জীবন, না?'

'মিউজিশিয়ান আমার জীবন। ও খুব ভালো, হাওয়ার্ড।'

'অফিসে কবে আসছ? তোমাকে খুব দরকার।'

'কয়েকদিনের মধ্যেই।'

মাথা ঝাঁকাল কেলার। 'বেশ।'

ওরা কাগজে মনোযোগ ফেরাল।

পরদিন সকালে ফোন করল টেরি হল। 'লারা, রেনো থেকে গেমিং কমিশন ফোন করেছে। আপনার ক্যাসিনো লাইসেন্স নিয়ে হিয়ারিং হবে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'ওদের কাছে অভিযোগ এসেছে নিলামে ছলচাতুরী করা হয়েছে। আপনাকে ওখানে যেতে বলেছে। সতেরো তারিখ আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে।'

'খুব সিরিয়াস কিছু?' জানতে চাইল লারা।

ইতস্তত করল আইনজীবী। 'নিলামে কোনও অনিয়ম হয়েছে কিনা আপনি জানেন?'

'না। কোনও অনিয়ম হয়নি।'

'তাহলে চিন্তার কিছু নেই। আমি আপনার সঙ্গে রেনো যাব।'

'আমি যদি না যাই?'

'ওরা আপনার বিরুদ্ধে সমন জারি করবে। কাজেই আপনার যাওয়া উচিত।'

'ঠিক আছে।'

লারা ফোন করল পল মার্টিনের অফিসের প্রাইভেট নাম্বারে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিলল।

'লারা?'

'হ্যাঁ, পল।'

'এ নাম্বারে বহুদিন ফোন করো না তুমি।'

'জানি। রেনো নিয়ে কথা বলার জন্য...'

'শুনেছি।'

'কোনও সমস্যা?'

হেসে উঠল পল, 'আরে না। হারু পার্টি আপসেট হয়ে গেছে তোমার কাছে ঠকে গিয়ে।'

'সব ঠিক আছে তো, পল?' ইতস্তত করল লারা।

'সব ঠিক আছে। কোনও সমস্যা হবে না। দুশ্চিন্তা কোরো না তো।'

'আচ্ছা। দুশ্চিন্তা করব না।'

ফোন রেখে দিল লারা। চিন্তায় কুঞ্চিত কপাল।

লাঞ্চে ফিলিপ বলল, 'আমাকে কার্নেগি হলে কনসার্ট করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আমি সম্মতি জানিয়ে দিয়েছি।'

'চমৎকার,' বলল লারা। 'আমি নতুন একটা ড্রেস পরে যাব। অনুষ্ঠান কবে?'

'সতেরো তারিখ।'

লারার মুখের হাসিটা নিভে গেল দপ করে। 'ওহ্।'

'কী হল?'

'আমি যেতে পারব না, ডার্লিং। ওই সময় জরুরি কাজে রেনোতে থাকতে হবে। আমি খুবই দুঃখিত।'

ফিলিপ লারার হাতে হাত রাখল। 'আমাদের সময়গুলো আসলে খাপে খাপে মিলছে না, তাই না? মন খারাপ কোরো না। আরও অনেক শো হবে। তুমি যেতে পারবে।'

ক্যামেরন সেন্টারের অফিসে বসেছে লারা। হাওয়ার্ড কেলার ওকে ফোন করে এনেছে।

'তোমার এখানে একবার আসা দরকার,' বলেছে সে। 'কিছু ঝামেলা হয়েছে।'

'এক ঘন্টার মধ্যে আসছি।'

'কয়েকটি ডিল নিয়ে সমস্যা হয়েছে,' লারা অফিসে আসার পরে জানাল কেলার। 'হিউস্টনে যে ইনসিওরেন্স কোম্পানি আমাদের ভবনের ইনসিওরেন্সের দায়িত্ব নিয়েছে ওটা হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে গেছে।'

'অন্য কোনও ইনসিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে কাজ করো।'

'কাজটা অত সহজ না। ট্যাক্স রিফর্ম অ্যাক্ট নিয়ে খুব ঝামেলায় আছি। কংগ্রেস কর্পোরেট ট্যাক্স শেল্টার তুলে দিয়েছে এবং বেশিরভাগ ডিডাকশন এলিমিনেট করেছে। আমরা বড় ধরনের রিসেপশনের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছি। যেসব সেভিং এবং লোন কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছি তারা নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। ড্রেক্সেল, বার্নহ্যাম, ল্যামবার্ট বোধহয় ব্যবসা ছেড়ে দেবে। জাঙ্ক বন্ড এখন ল্যান্ড মাইনে পরিণত হচ্ছে। আমাদের অন্তত আধডজন বিল্ডিং নিয়ে সমস্যায় আছি। এর মধ্যে দুটোর কাজ অর্ধেক শেষ হয়েছে। টাকা না পেলে খরচ কুলিয়ে উঠতে পারব না।'

লারা একটু ভেবে বলল, 'এসব ঝামেলা সামাল দেয়া যাবে। মর্টগেজ পেমেন্ট হিসেবে যেসব প্রোপার্টি রেখেছি ওগুলো বিক্রি করে দাও।'

'তবে একটা ভালো খবর আছে,' বলল কেলার, 'রেনো থেকে প্রচুর টাকা আসছে। বছরে কমপক্ষে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।'

লারা কোনও মন্তব্য করল না।

সতেরো তারিখ, শুক্রবার লারা গেল রেনোতে। ফিলিপ ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল। টেরি হিল অপেক্ষা করছিল প্লেনে।

'কবে ফিরছ?' জিজ্ঞেস করল ফিলিপ।

'সম্ভবত কাল। বেশি সময় লাগার কথা নয়।'

'তোমাকে খুব মিস করব,' বলল ফিলিপ।

'আমিও তোমাকে খুব মিস করব, ডার্লিং।'

প্লেন আকাশে ওড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল ফিলিপ। *ওকে খুব মিস করব আমি। ও পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার মেয়ে।*

নেভাডা গেমিং কমিশনে লারা মুখোমুখি হল পরিচিত কয়েকজন মানুষের। ক্যাসিনোর

লাইসেন্সের আবেদন করার সময় এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ওর। তবে এবারে এদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হল না।

লারাকে শপথবাক্য পাঠ করতে হল। একজন কোর্ট রিপোর্টার তার টেস্টিমনি নিল।

চেয়ারম্যান বললেন, 'মিস ক্যামেরন, আপনার ক্যাসিনোর লাইসেন্স পাবার ব্যাপারে কিছু অভিযোগ এসেছে আমাদের কাছে।'

'কী ধরনের অভিযোগ?' প্রশ্ন করল টেরি হিল।

'সে সম্পর্কে পরে আসছি,' চেয়ারম্যান লারার দিকে ফিরলেন।

'আমরা শুনেছি এই প্রথম আপনি কোনও গ্যাম্বলিং ক্যাসিনো কিনেছেন।'

'জি। একথা প্রথম দিনেই আপনাদেরকে জানিয়েছি।'

'আপনি নিলামে অংশ নিলেন কীভাবে? মানে...টাকার ওই নির্দিষ্ট অঙ্কটা কী করে বললেন?'

কথা বলে উঠল টেরি হল। 'আমি এ প্রশ্ন করার হেতু জানতে চাই।'

'মি. হিল, আপনার ক্লায়েন্টকে কি এ প্রশ্নের জবাব দিতে দেবেন?'

টেরি হিল লারার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

লারা বলল, 'আমার কন্ট্রোলার এবং অ্যাকাউনটেন্ট আমাকে একটি হিসেব দেয় আমরা কত টাকা নিলাম ডাকতে পারি এবং এ থেকে কতটা লাভ আসবে। এভাবে আমি নিলামে অংশ নিই।'

চেয়ারম্যান ডেস্কে রাখা কাগজে চোখ বুলালেন। 'আপনি নেক্সট হাইয়েস্ট বিডের চেয়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলার বেশি বিড করেছেন।'

'তাই কি?'

'আপনি বিড করার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না?'

'না।'

'মিস ক্যামেরন, আপনার সঙ্গে পল মার্টিনের পরিচয় আছে?'

বাধা দিল টেরি হিল। 'এ প্রশ্নের কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে আমি মনে করি না।'

'ওই প্রসঙ্গেও আমরাও আসব। তবে আগে মিস ক্যামেরনকে করা প্রশ্নটির জবাব জানতে চাই।'

'জবাব দিতে আপত্তি নেই,' বলল লারা। 'হ্যাঁ, পল মার্টিনকে আমি চিনি।'

'তার সঙ্গে কখনও ব্যবসা করেছেন?'

ইতস্তত করল লারা। 'না, উনি স্রেফ আমার বন্ধু।'

'মিস ক্যামেরন, আপনি কি জানেন শোনা যায়, পল মার্টিনের মাফিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এবং...'

'অবজেকশন। এ শুধুই গুজব। এ রেকর্ডের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।'

'বেশ, মি. হিল। আমি কথাটি উইথড্র করছি।'

'মিস ক্যামেরন, শেষ কবে পল মার্টিনের সঙ্গে আপনার দেখা বা কথা হয়েছে?'

দ্বিধাগ্রস্ত গলায় জবাব দিল লারা। 'ঠিক মনে নেই। বিয়ের পরে ওনার সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হয়েছে।'

'কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আপনি নিয়মিত ফোনে কথা বলেন, নয় কি?'

'বিয়ের পরে আর কথা হয়নি।'

'এই ক্যাসিনো নিয়ে পল মার্টিন আপনাকে কিছু বলেছেন?'

লারা টেরি হিলের দিকে তাকাল। সে মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ। বিড করার পরে সে আমাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিল। আর লাইসেন্স পাবার পরে আরেকবার সে ফোন করেছিল।'

'কিন্তু আপনি তার সঙ্গে আর কথা বলেননি?'

'না।'

'আপনি কিন্তু শপথ নিয়েছেন, মিস ক্যামেরন।'

'জি।'

'শপথ ভঙ্গের শাস্তির কথা আপনার জানা আছে?'

'আছে।'

চেয়ারম্যান একটুকরো কাগজ তুলে নিলেন। 'এখানে একটি তালিকা আছে। তালিকায় বলা হয়েছে ক্যাসিনোর জন্য বিড সাবমিট করার পরে আপনি পল মার্টিনেব সঙ্গে মোট পনেরোবার ফোনে কথা বলেছেন।'

উনত্রিশ

বেশিরভাগ সলোয়িস্টেরই আটাশশত আসন-বিশিষ্ট কার্নেগি হলের বিশালতায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই বিখ্যাত হলটি কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলার সৌভাগ্য অনেক মিউজিশিয়ানেরই হয় না। তবে শুক্রবার রাতে এখানে তিল ধারণের ঠাঁই রইল না। অডিয়েন্সের বজ্রপাতসম করতালিতে সিক্ত হতে হতে প্রকাণ্ড স্টেজে উঠে এল ফিলিপ অ্যাডলার। বসল পিয়ানোর সামনে। একমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল। তারপর শুরু করল বাজাতে। আজকের প্রোগ্রামের মূল আকর্ষণ বিঠোফেনের সোনাটা। বহু বছর ধরে শুধু সংগীতে সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে শিখেছে ফিলিপ। তবে আজ রাতে মনটা তার বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। লারার কথা বারবার মনে পড়ছে। লারার সমস্যা তাকে বিচলিত করছে। এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় তার আঙুলগুলো কেঁপে উঠল। ঠাণ্ডা ঘাম জমল কপালে। তবে এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটল যে দর্শক কিছুই বুঝতে পারল না।

রিসাইটালের প্রথম অংশ শেষ হবার পরে করতালিতে মুখর হল দর্শক। বিরতির সময় নিজের ড্রেসিংরুমে ঢুকল ফিলিপ। কনসার্ট ম্যানেজার বলল, 'চমৎকার বাজিয়েছ, ফিলিপ। ওদেরকে মুগ্ধ করে ছেড়েছ। তোমার কিছু লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ,' দরজা বন্ধ করে দিল ফিলিপ। ইশ্, অনুষ্ঠানটা যদি এখনই শেষ হয়ে যেত! লারার চিন্তা ওকে একমুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দিচ্ছে না। লারাকে সে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। *লারার জন্য কিছু একটা করা দরকার আমার,* ভাবছে ফিলিপ। *কিন্তু কী করব? আমরা কমপ্রোমাইজ করব কীভাবে?* সে লারার কথা ভাবছে, এমন সময় নক হল দরজায়। ভেসে এল স্টেজ ম্যানেজারের কণ্ঠ। 'আর পাঁচ মিনিট, মি. অ্যাডলার।'

প্রোগ্রামের বাকি অংশে ফিলিপ বাজাল হ্যামার ক্লাভিয়ের সোনাটা। এটি একটি ইমোশনাল পিস, শেষ নোটটি যখন প্রকাণ্ড হলঘরের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়ল, সকল দর্শক দাঁড়িয়ে গেল আসন ছেড়ে, হাততালি দিচ্ছে। স্টেজে দাঁড়িয়ে বো করল ফিলিপ। তবে মন পড়ে আছে অন্যখানে। *বাড়ি গিয়ে লারার সঙ্গে কথা বলতে হবে।* হঠাৎ মনে পড়ল লারা তো বাড়ি নেই। *বিষয়টির এখনই একটা নিষ্পত্তি টানা দরকার। এভাবে চলতে দেয়া যায় না।*

বিরামহীন করতালি চলছেই। সেইসঙ্গে ভেসে আসছে প্রশংসাসূচক শব্দ। 'ব্রাভো,' 'অ্যাংকোর' ইত্যাদি। অন্য সময় হলে ফিলিপ আরেকটু বাজিয়ে শোনাত।

কিন্তু আজ সে বড্ড আপসেট। সে সোজা ড্রেসিংরুমে ফিরে গেল। স্টেজের পোশাক ছাড়ল। পরে নিল ক্যাজুয়াল ড্রেস। দূর থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের নিনাদ। কাগজে লিখেছে বৃষ্টি হবে। তবে বৃষ্টির ভয় দর্শকদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারা গ্রিনরুমে এসে ভিড় করেছে। ভক্তদের মুখে প্রশংসা শুনতে সবসময়ই ভালো লাগে ফিলিপের। কিন্তু আজ বিষয়টি উপভোগ করার মুড নেই ওর। লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত ড্রেসিংরুমে বসে থাকল ফিলিপ। যখন বেরিয়ে এল তখন প্রায় মাঝরাত। সে শূন্য ব্যাকস্টেজ করিডোর ধরে হেঁটে এগোল, বেরিয়ে পড়ল স্টেজডোর দিয়ে। লিমুজিন নেই। ট্যাক্সিতে যাবে ফিলিপ।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বইছে শীতল বাতাস। ফিফটি সেভেনথ স্ট্রিট অন্ধকার। সিক্সথ এভিন্যুর দিকে কদম বাড়িয়েছে ফিলিপ, ছায়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এল বর্ষাতি গায়ে বিশালদেহী এক লোক।

'এক্সকিউজ মি,' বলল সে। 'কার্নেগি হলে কীভাবে যাব?'

লারাকে বলা পুরোনো জোকসটা মনে পড়ে গেল ফিলিপের, সে প্রায় বলতে যাচ্ছিল 'প্রাকটিস'। জিভটাকে সামলে নিয়ে পেছনের ভবনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই তো ওখানে।'

ফিলিপ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, লোকটা ওকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ধাক্কার চোটে বিল্ডিঙের গায়ে ছিটকে পড়ল ফিলিপ। লোকটার হাতে উঠে এসেছে ভয়ংকর দর্শন সুইচ ব্লেড ছোরা।

'আপনার ওয়ালেটটা দিন।'

ধক ধক করছে ফিলিপের কলজে। চারপাশে চোখ বুলাল সাহায্যের আশায়। বৃষ্টিস্নাত রাস্তা জনশূন্য। 'ঠিক আছে,' বলল ফিলিপ। 'মাথা গরম করতে হবে না। আমি ওয়ালেট দিচ্ছি।'

গলায় চেপে বসল ছুরি।

'দ্যাখো, জোরাজুরির দরকার নেই...'

'চোপ! ওয়ালেট দাও।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওয়ালেট বের করল ফিলিপ। লোকটা মুক্ত হাত দিয়ে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে পুরল। ফিলিপের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাত বাড়িয়ে এক টান মেরে ঘড়িটা খুলে নিল। তারপর চেপে ধরল ফিলিপের বাম হাত। গায়ের শক্তিতে চেপে ধরে রাখল, ঘ্যাচাং করে পোঁচ মারল ছুরি দিয়ে। কব্জি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলল হাত। প্রচণ্ড ব্যথায় আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করল ফিলিপ। ফিনকি দিয়ে স্রোতের মতো বেরিয়ে এল রক্ত। লোকটা পালিয়ে গেল।

ফিলিপ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তায়। দেখছে কাটা কব্জি থেকে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে রাস্তায়। মিশে যাচ্ছে বৃষ্টির পানিতে। মাথাটা দারুণ চক্কর দিয়ে উঠল।

পায়ের নিচ থেকে সরে গেল মাটি।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল ফিলিপ।

চতুর্থ খণ্ড

ত্রিশ

রেনোতে বসে ফোনে ফিলিপের খবরটা শুনল লারা।

মারিয়ান বেল ফোনে প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চেঁচাচ্ছিল।

'ওর অবস্থা কি খুবই খারাপ?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'এখনও বিস্তারিত কিছুই জানি না। ওনাকে নিউইয়র্ক হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে রাখা হয়েছে।'

'আমি আসছি এখুনি।'

ছয় ঘন্টা পরে হাসপাতালে পৌঁছুল লারা। হাওয়ার্ড কেলার অপেক্ষা করছিল। চেহারা পাণ্ডুর।

'কী হয়েছে?' প্রশ্ন করল লারা।

'কার্নেগি হল থেকে বেরুবার পরে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে ফিলিপ। ওকে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়।'

'আঘাত কতটা গুরুতর?'

'কব্জি প্রায় দুখণ্ড হয়ে গেছে। এখনও অজ্ঞান।'

হাসপাতাল রুমে ঢুকল ওরা। বিছানায় শুয়ে আছে ফিলিপ। আই ভি টিউব দিয়ে লিকুইড ঢোকানো হচ্ছে শরীরে।

'ফিলিপ...ফিলিপ,' লারার কণ্ঠ যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে। চোখ মেলে চাইল ফিলিপ। লারা এবং হাওয়ার্ড কেলারকে দেখতে পেল। তবে দুজনকে চারজন দেখছে ফিলিপ। ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ, ঝিমঝিম করছে মাথা।

'কী হয়েছে?' বিড়বিড় করল ফিলিপ।

'তুমি আহত হয়েছ,' বলল লারা। 'তবে ঠিক হয়ে যাবে।'

ফিলিপ হাতের দিকে তাকাল। বাম হাতে ব্যান্ডেজ। দ্রুত মনে পড়ে গেল সব। 'আমি...আমার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ধরেছিল। এক লোক আমার ওয়ালেট এবং ঘড়ি কেড়ে নেয়...তারপর সে...আমার হাত কেটে ফেলে।'

কথা বলতে বেদম কষ্ট হচ্ছে ফিলিপের।

কেলার বলল, 'স্টেজ ডোরম্যান আপনাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছে। আপনি প্রচুর রক্ত হারিয়েছেন।'

ফিলিপ আবার তার হাতের দিকে তাকাল। 'আমার হাত...আমার হাত কেটে ফেলেছে ও...কতটা কেটেছে হাত?'

'জানি না, ডার্লিং,' বলল লারা। 'তবে চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে দেখতে ডাক্তার আসছেন।'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে কেলার বলল, 'ডাক্তারদের আজকাল অসাধ্য কিছুই নেই।'

ফিলিপ আবার ডুবে যাচ্ছে ঘুমের রাজ্যে। ওকে সিডেটিভ দেয়া হয়েছে। 'লোকটাকে বলেছিলাম ও যা চায় সব দিয়ে দেব। কিন্তু আমার হাতটা কাটল কেন,' বিড়বিড় করছে ও।

'কেন হাত কাটল...'

দুই ঘণ্টা পরে ড. ডেনিস স্টানটন ঢুকলেন ফিলিপের ঘরে। ফিলিপ তাঁর চেহারা দেখেই বুঝে ফেলল ডাক্তার কী বলবেন।

বুক ভরে দম নিল সে, 'বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ড. স্টানটন। 'আপনার জন্য তেমন কোনও সুখবর নেই, মি. অ্যাডলার।'

'অবস্থা কতটুকু খারাপ?'

'ফ্লেক্সর টেনডমগুলো কাটা পড়েছে, কাজেই আপনি হাত নাড়াতে পারবেন না। সার্বক্ষণিক একটা ভোঁতা অনুভূতি থাকবে হাতে। মেডিয়ান এবং আলনার নার্ভেরও ক্ষতি হয়েছে। মেডিয়ান নার্ভ বুড়োআঙুলসহ প্রথম তিনটে আঙুলকে এফেক্ট করেছে। আলনার নার্ভ সবগুলো আঙুল এফেক্ট করেছে।'

ফিলিপ প্রবল হতাশায় বুজে ফেলল চোখ। অল্পক্ষণ পরে কথা বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন...আমি আর কোনোদিন আমার বাম হাত দিয়ে কাজ করতে পারব না?'

'জি। আপনি যে বেঁচে আছেন এই-ই যথেষ্ট। যেই কাজটা করে থাকুক, ধমনী কেটে ফেলেছে। আপনি যে রক্তক্ষরণে মারা যাননি তা আপনার শতজন্মের ভাগ্য। আপনার প্রায়-বিচ্ছিন্ন কব্জিজোড়া লাগাতে ষাটটি সেলাই দিতে হয়েছে।'

ফিলিপ হাহাকার তুলে বলল, 'মাই গড, আপনারা কি কিছুই করতে পারবেন না?'

'পারব। আপনার বামহাত ইমপ্ল্যান্ট করতে পারব। তাতে হাতটা সামান্য নাড়াচাড়া করতে পারবেন।'

এরচেয়ে লোকটা আমাকে মেরে ফেলল না কেন, হতাশ হয়ে ভাবল ফিলিপ।

'আপনার ক্ষত যখন শুকাতে শুরু করবে, হাতে প্রচণ্ড ব্যথা পাবেন। ব্যথা দূর করার ওষুধ দেব। তবে ব্যথা দূর হতে সময় লাগবে।'

আসল ব্যথাটা কখনোই যাবে না, ভাবল ফিলিপ। ও একটা দুঃস্বপ্নের জালে আটকা পড়েছে। এখান থেকে বেরুবার রাস্তা নেই।

এক গোয়েন্দা এল ফিলিপের হাসপাতালে। ফিলিপের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটার বয়স পঞ্চাশ, ক্লান্ত চেহারা।

'আমি লেফটেনেন্ট মানসিনি। আপনার জীবনে যা ঘটেছে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, মি. অ্যাডলার,' বলল সে। 'আপনার হাতের চেয়ে যদি পা-টা ভেঙে দিত। মানে...আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন...'

'বুঝতে পারছি,' নিরাসক্ত গলায় বলল ফিলিপ।

হাওয়ার্ড কেলার ঢুকল ঘরে। 'লারাকে খুঁজছিলাম।' আগন্তুককে দেখতে পেল সে। 'ওহ্, সরি।'

'এখানে আছে কোথাও।' বলল ফিলিপ। 'ইনি লেফটেনেন্ট মানসিনি। হাওয়ার্ড কেলার।'

মানসিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেলারের দিকে। 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। এর আগে কি আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'মনে হয় না।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মানসিনির চেহারা। 'কেলার! মাই গড, তুমি তো শিকাগোতে বেসবল খেলতে।'

'ঠিক বলেছেন। আপনি কী করে...'

'আমি এক সামারে হোয়াইট সক্সের স্কাউট ছিলাম। তোমার স্লাইডার এবং চেঞ্জআপগুলোর কথা এখনও মনে আছে। তুমি তো বিশাল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারতে।'

'ইয়াহ্, ওয়েল, ইফ ইউ এক্সকিউজ মি...' কেলার ফিলিপের দিকে তাকাল। 'আমি লারার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছি।'

চলে গেল সে।

মানসিনি ফিরল ফিলিপের দিকে। 'যে আপনার ওপর হামলা করেছিল সে দেখতে কেমন?'

'ককেশিয়ান টাইপের। বিশালদেহী। কমপক্ষে ছয় ফুট দুই ইঞ্চি হবে উচ্চতা। বয়স পঞ্চাশ বা তার বেশি।'

'লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

'হ্যাঁ।' ওই চেহারা জীবনে ভুলবে না ফিলিপ।

'মি. অ্যাডলার, লোকটা আপনার কাছ থেকে কী ছিনতাই করেছে?' গোয়েন্দা একটা নোটবই বের করল।

'আমার ওয়ালেট এবং ঘড়ি।'

'কী ধরনের ঘড়ি।'

'Piaget।'

'ওর মধ্যে কি কিছু লেখা ছিল?'

লারা ঘড়িটি ওকে উপহার দিয়েছিল। 'হ্যাঁ, ঘড়ির উল্টো পিঠে লেখা আছে। টু ফিলিপ উইথ লাভ ফ্রম লারা।'

নোট নিল গোয়েন্দা। 'মি. অ্যাডলার, আপনি ছিনতাইকারীকে আগে কখনও দেখেছেন?'

এ প্রশ্নে অবাক হল ফিলিপ। 'না তো! কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।' মানসিনি পকেটে ঢোকাল নোটবুক।

'আমরা দেখছি কী করতে পারি। আপনি একজন লাকি ম্যান, মি. অ্যাডলার।'

'তাই নাকি?' ফিলিপের কণ্ঠে তিক্ততা।

'হ্যাঁ। এ শহরে প্রতি বছর হাজার হাজার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। আমরা এসবের পেছনে খুব বেশি সময় দিতে পারিনি। তবে আমাদের ক্যাপ্টেন ঘটনাক্রমে আপনার মস্ত ভক্ত। তাঁর সংগ্রহে আপনার সমস্ত রেকর্ড রয়েছে। তিনি ছিনতাইকারী হারামজাদাকে যে-কোনও মূল্যে গ্রেফতার করবেন বলে পণ করেছেন। আমরা আপনার ঘড়ির বর্ণনা দেশের প্রতিটি বন্ধকি দোকানে পাঠিয়ে দেব।'

'লোকটাকে আপনারা ধরতে পারলেও কি আমার হাতখানা ফিরিয়ে দিতে পারবেন?' বিমর্ষ গলা ফিলিপের।

'কী?'

'না, কিছু না।'

'আমরা কোনও খবর পেলেই আপনাকে জানাব। হ্যাভ আ নাইস ডে।'

লারা এবং কেলার করিডোরে ডিটেকটিভের জন্য অপেক্ষা করছিল।

'বললেন আমার সঙ্গে নাকি কথা আছে?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'জি। আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব,' বলল লেফটেনেন্ট মানসিনি। 'মিসেস অ্যাডলার, আপনার স্বামীর কোনও শত্রু আছে?'

ভুরু কুঁচকে গেল লারা। 'শত্রু? না তো। কেন?'

'এমন কেউ যে আপনার স্বামীকে ঈর্ষা করে? কোনও মিউজিশিয়ান? কেউ তাঁকে আঘাত করতে চায়?'

'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন? এটা তো স্রেফ একটা ছিনতাইয়ের ঘটনা, নাকি?'

'সাধারণ ছিনতাইয়ের ঘটনার সঙ্গে একে মেলানো যাচ্ছে না। লোকটা আপনার স্বামীর ওয়ালেট এবং ঘড়ি ছিনতাই করার পরে হাতে কোপ মেরেছে।'

'কিন্তু আমি তো এতে কোনও রহস্য দেখতে পাচ্ছি না...'

'আমার ধারণা এটা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। আপনার স্বামী বাধা দেয়ার চেষ্টা করেননি। মাদকসেবীদের কেউ এমন কাজ করতে পারে। তবে...' কাঁধ ঝাঁকাল গোয়েন্দা। 'আমি যোগাযোগ রাখব।'

চলে গেল গোয়েন্দা মানসিনি।

'জেসাস!' কেলার বলল। 'গোয়েন্দার ধারণা এটা একটা সেট-আপ।'

লারার মুখ শুকিয়ে গেল।

কেলার ওর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'মাই গড। এটা নিশ্চয় পল মার্টিনের গুণ্ডাদের কাজ! কিন্তু সে এমন কেন করতে যাবে?'

কথা বলতে কষ্ট হল লারার। 'ও...ও হয়তো ভেবেছে কাজটা আমার জন্য করেছে। ফিলিপ...আমাকে সঙ্গ দিতে পারছিল না। পল বারবার বলছিল ফিলিপের এ কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ওর সঙ্গে কারও কথা বলা দরকার। ওহ্, হাওয়ার্ড!' কেলারের কাঁধে মুখ গুঁজল লারা, চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাওয়া অশ্রু ঠেকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'ওই কুত্তার বাচ্চা! তোমাকে বহুবার সাবধান করেছি লোকটার কাছ থেকে দূরে থাকো।'

বুক ভরে দম নিল লারা। 'ফিলিপ নিশ্চয় সুস্থ হয়ে যাবে। ওকে সুস্থ হতেই হবে।'

তিনদিন পরে লারা ফিলিপকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এল। ফিলিপ এ কদিনেই একদম শুকিয়ে গেছে, চেহারায় মালিন্য। মারিয়ান বেল দরজা খুলে ওদেরকে স্বাগত জানাল। সে প্রতিদিন হাসপাতালে গেছে ফিলিপকে দেখতে। ওর খবরাখবর নিয়েছে। সারাবিশ্বের মানুষ ফিলিপকে সমবেদনা জানিয়েছে কার্ড, চিঠি এবং ফোনের যাধ্যমে। প্রতিটি কাগজে এ ঘটনা ছাপা হয়েছে। নিউইয়র্কের রাস্তায় ছিনতাইয়ের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে সম্পাদকীয়তে।

লারা লাইব্রেরিতে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন।

'আপনার ফোন,' বলল মারিয়ান বেল। 'মি. পল মার্টিন।'

'আ...আমি কথা বলব না।' বলল লারা! দাঁড়িয়ে রইল ও, প্রাণপণে চেষ্টা করছে শরীরের কাঁপুনি কমাতে।

একত্রিশ

ফিলিপের দুর্ঘটনা ওদের জীবনযাত্রার ধরনটাকেই বদলে দিল।

লারা কেলারকে বলল, 'আমি এখন থেকে বাড়িতে বসে কাজ করব। আমাকে ফিলিপের কাছে থাকতে হবে।'

'তা তো বটেই।'

ফিলিপ কেমন আছে জানতে চেয়ে ভক্তদের প্রচুর ফোন আসতে লাগল, সেই সঙ্গে 'গেট ওয়েল' কার্ডের বন্যা বইল। মারিয়ান বেল একাই সমস্ত ধকল সইল। সে লারাকে বলল, 'কিচ্ছু দুশ্চিন্তা করবেন না, মিসেস অ্যাডলার। আমি সব সামলাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, মারিয়ান।'

বেশ কয়েকবার ফোন করল উইলিয়াম এলারবি। কিন্তু ফিলিপ ধরল না ফোন। 'আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই না,' বলল সে লারাকে।

ব্যথা নিয়ে ড. স্টানটন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটা ফলে গেল। অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষে পেইনকিলার ট্যাবলেট খেতে বাধ্য হল ফিলিপ।

লারা সারাক্ষণ স্বামীর পাশেই আছে। 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার তোমাকে দেখাব, ডার্লিং। কেউ-না-কেউ তোমার হাতটাকে নিশ্চয় ঠিক করে দিতে পারবেন। সুইটজারল্যান্ডের এক ডাক্তারের কথা শুনেছি...'

মাথা নাড়ল ফিলিপ। 'কোনও লাভ হবে না,' ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে তাকাল সে। 'আমি পঙ্গু হয়ে গেছি।'

'এভাবে বলছ কেন,' রেগে গেছে লারা। 'এখনও প্রচুর কাজ রয়ে গেছে যা তুমি করতে পারো। এসবের জন্য তো আমিই দায়ী। সেদিন যদি আমি রেনো না যেতাম, যদি তোমার সঙ্গে থাকতাম, এসব কিছুই ঘটত না। যদি...'

বিষণ্ন হাসল ফিলিপ। 'তুমি সবসময় চেয়েছ আমি যেন ঘরে বসে থাকি। এখন থেকে আমার আর কোথাও যাবার জায়গা রইল না।'

লারা রুদ্ধ গলায় বলল, 'আমি চেয়েছি তুমি বাড়িতে থাকবে। কিন্তু এমনটা তো চাইনি। তোমার কষ্ট আমি সইতে পারছি না।'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' সান্ত্বনা দিল ফিলিপ। 'হঠাৎ করেই সবকিছু এমনভাবে ঘটে গেল। আমি...আমি এখনও যেন বুঝে উঠতে পারছি না কী ঘটল।'

হাওয়ার্ড কেলার পেন্থহাউজে এল কিছু কাগজপত্র সই করানোর জন্য।

'হ্যালো, ফিলিপ। কেমন আছ?'

'ভালো,' খেঁকিয়ে উঠল ফিলিপ। 'খুব ভালো আছি।'

'প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেল। দুঃখিত।'

'আমার ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না,' ক্ষমা চাইল ফিলিপ। 'আমি আসলে আর নিজের মধ্যে নেই।' সে ডান হাত দিয়ে বাড়ি মারল চেয়ারে। 'হারামজাদা যদি আমার ডান হাতটা কেটে নিত তাহলে কোনও সমস্যা হত না। আমি শুধু বাম হাতেই দিব্যি বাজাতে পারতাম।'

কেলারের মনে পড়ে গেল একটি পার্টিতে ফিলিপ বলেছিল *শুধু বাম হাতে বাজানোর জন্য বহু কনসার্টো লেখা হয়েছে। অন্তত আধডজন কমপোজার বাম হাতে বাজানোর জন্য কনসার্টো লিখেছেন। এরকম কনসার্টো করেছে ডেমুথ, ফ্রাঞ্জ স্মিট্‌, কর্নগোল্ড এবং ব্যাভেল।*

পল মার্টিন ওই পার্টিতে ছিল। সে সব কথা শুনেছে।

ড. স্টানটন পেন্থহাউজে এলেন ফিলিপকে দেখতে। সাবধানে ব্যান্ডেজ খুললেন তিনি। কুৎসিত একটা দাগ পড়েছে হাতে।

'হাত নাড়াচাড়া করতে পারছেন?'

চেষ্টা করল ফিলিপ।

সম্ভব হচ্ছে না।

'ব্যথা কীরকম?' জিজ্ঞেস করলেন ড. স্টানটন।

'খুব ব্যথা। কিন্তু আমি আর ব্যথানাশক ওইসব ছাইভস্ম গিলতে চাই না।'

'আমি নতুন ওষুধ লিখে দিচ্ছি। যখন প্রয়োজন বোধ করবেন, খাবেন। বিশ্বাস করুন, কয়েকদিনের মধ্যে চলে যাবে ব্যথা।' সিধে হলেন ডাক্তার। 'আপনার জন্য সত্যি খুব কষ্ট লাগছে। আমি আপনার মস্ত ভক্ত।'

'তাহলে আমার রেকর্ড কিনুন,' নিরাসক্ত গলায় বলল ফিলিপ।

মারিয়ান বেল পরামর্শ দিল লারাকে, 'থেরাপিস্ট দিয়ে কি হাতের ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব?'

লারা একটু চিন্তা করে বলল, 'চেষ্টা করা যায়। দেখি কী ঘটে।'

লারা বিষয়টি ফিলিপকে বলল। আপত্তি জানাল সে। 'না, এতে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। ডাক্তার বলেছেন...'

'ডাক্তারের ধারণা ভুলও হতে পারে,' দৃঢ় গলায় বলল লারা।

'আমাদের পক্ষে যা যা সম্ভব সবই করব।'

পরদিন এক তরুণ থেরাপিস্ট এল বাড়িতে। লারা তাকে নিয়ে ফিলিপের কাছে গেল।

'ইনি মি. রসম্যান। কলম্বিয়া হাসপাতালে কাজ করেন। উনি তোমাকে সাহায্য করবেন, ফিলিপ।'

'গুড লাক,' তেতো গলায় বলল ফিলিপ।

'আপনার হাতখানা একবার দেখি তো, মি. অ্যাডলার।'

ফিলিপ হাত বাড়িয়ে দিল। সাবধানে পরীক্ষা করল রসম্যান।

'মনে হচ্ছে পেশির ক্ষতি হয়েছে। তবু দেখি কী করা যায়। আঙুল নাড়াতে পারেন?'

চেষ্টা করল ফিলিপ।

'তেমন সাড়া পাচ্ছেন না হাতে, তাই না? এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করুন তো।'

উফ্, কী অসহ্য ব্যথা!

আধঘণ্টা হাত নিয়ে নানান কসরত চালিয়ে গেল ওরা। শেষে রসম্যান বলল, 'আমি কাল আবার আসব।'

'না,' বলল ফিলিপ। 'তার প্রয়োজন নেই।'

লারা বলল, 'একবার চেষ্টা করে দেখবে না, ফিলিপ?'

'চেষ্টা করেছি,' ঘাউ করে উঠল ফিলিপ। 'বুঝতে পারছ না যে আমার হাতটা মরে গেছে? একে জ্যান্ত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'ফিলিপ...' চোখ জলে ভরে গেছে লারার।

'আমি দুঃখিত,' বলল ফিলিপ। 'আমাকে...একটু সময় দাও।'

ওই রাতে পিয়ানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল লারার। বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও, নিঃশব্দে হেঁটে এল ড্রইংরুমের দরজায়। ফিলিপ স্লিপিং রোব পরে পিয়ানোর সামনে বসেছে, ডান হাত দিয়ে সুরের মূর্ছনা তুলছে যন্ত্রে। মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেল লারাকে।

'সরি, তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।'

লারা এগোল স্বামীর দিকে। 'ডার্লিং...'

'ব্যাপারটা মস্ত একটা ঠাট্টার মতো হয়ে গেল, না? তুমি একজন কনসার্ট পিয়ানিস্টকে বিয়ে করেছ অথচ এখন বসবাস করছ একজন পঙ্গুর সাথে।'

লারা জড়িয়ে ধরল ফিলিপকে। 'তুমি পঙ্গু নও। তোমার করার মতো বহু কাজ রয়ে গেছে এখনও।'

'ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো।'

'দুঃখিত। আমি...'

'মাফ করো। তোমাকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম। আমি...' আহত হাতটা তুলে ধরল ফিলিপ। '...এ হাতটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

'চলো, বিছানায় চলো। ঘুমাবে।'

'না, তুমি যাও। আমার কোনও সমস্যা হবে না।'

সারারাত বসে থাকল ফিলিপ। ভাবল নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শেষে রাগ উঠল নিজের ওপর। কিসের ভবিষ্যৎ?

লারা এবং ফিলিপ প্রতিরাতে একসঙ্গে ডিনার করে। তারপর ওরা বই পড়ে কিংবা টিভি দেখে। এরপর ঘুমাতে যায়।

ফিলিপ কাতর ভঙ্গিতে বলল, 'আমি জানি আমি স্বামী হিসেবে ব্যর্থ, লারা। আমি...আমার সেক্স করতে ইচ্ছে করে না। বিলিভ মি, এতে তোমার কোনও দোষ নেই।'

বিছানায় উঠে বসল লারা, তার গলা আবেগে কাঁপছে, 'তোমার শরীরের জন্য আমি তোমাকে বিয়ে করিনি। তোমাকে বিয়ে করেছি, কারণ তোমার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। এখনও পাগল হয়েই আছি। কোনওদিন যদি সেক্স নাও করি তাতেও আমার কোনও সমস্যা হবে না। শুধু আমি তোমার ভালোবাসা চাই। আমাকে সারাজীবন ভালোবাসলেই হল। আর কিছু দরকার নেই।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' বলল ফিলিপ।

ডিনার পার্টি এবং চ্যারিটির দাওয়াত আসায় বিরতি নেই। কিন্তু সবগুলো আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছে ফিলিপ। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। 'তুমি যাও' লারাকে বলে সে। 'তোমার যাওয়াটা জরুরি।'

'তোমার চেয়ে জরুরি আমার কাছে কিছুই নেই। আমরা বরং বাড়িতে বসে নিরিবিলি ডিনার করব।'

লারার নির্দেশে ওদের শেফ ফিলিপের সবগুলো প্রিয় ডিশ রান্না করে। তবে ফিলিপের ক্ষুধা যেন নষ্ট হয়ে গেছে। সে কিছুই মুখে তুলতে চায় না। লারা পেন্টহাউজেই অফিশিয়াল মিটিঙের আয়োজন করে। দিনের বেলা বাইরে যেতে বাধ্য হলে মারিয়ানকে বলে, 'আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছি। মি. অ্যাডলারের ওপর খেয়াল রেখো।'

'অবশ্যই রাখব,' বলে মারিয়ান।

একদিন সকালে লারা বলল, 'ডার্লিং, তোমাকে ছেড়ে যেতে একদম ইচ্ছে করছে না, কিন্তু একদিনের জন্য ক্লেভল্যান্ড যেতেই হবে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

'কোনও অসুবিধে হবে না,' বলল ফিলিপ। 'আমি তো আর একেবারে অথর্ব হয়ে যাইনি। আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

মারিয়ান ফিলিপের কিছু চিঠির জবাব লিখে এনেছিল। জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোতে সই করে দেবেন, মি. অ্যাডলার?'

ফিলিপ বলল, 'নিশ্চয়। ভাগ্যিস, আমি ডান হাতি। নইলে খুব অসুবিধে হত কী বলো?' তার কণ্ঠে তিক্ততা। একটু থেমে যোগ করল, 'সরি। কিছু মনে কোরো না।'

মারিয়ান মৃদু গলায় বলল, 'আমি কিছুই মনে করিনি মি. অ্যাডলার। আপনি বাইরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এলে বোধহয় একটু ভালো লাগত।'

'আমার বন্ধুরা সবাই কাজ করে,' ধমকে উঠল ফিলিপ। 'তারা মিউজিশিয়ান। কনসার্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নির্বোধের মতো কথা বলো কেন?'

দুপদাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফিলিপ।

মারিয়ান নিজের জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ফিলিপের গমনপথের দিকে তাকিয়ে।

এক ঘন্টা পরে অফিসে ফিরল ফিলিপ। মারিয়ান তখন টাইপরাইটারে টাইপ করছে। 'মারিয়ান?'

মুখ তুলে চাইল মারিয়ান। 'জি, বলুন?'

'আমাকে মাফ করে দিও, ভাই। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চাইনি। মাথাটা হঠাৎ এমন গরম হয়ে গেল...'

'না, ঠিক আছে,' নরম গলায় বলল মারিয়ান। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

মারিয়ানের মুখোমুখি বসল ফিলিপ। 'আমি বাইরে বেরুই না, কারণ নিজেকে সৃষ্টিছাড়া একটা জীব মনে হয়। আমি জানি বাইরে গেলে সবাই আমার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে ড্যাবড্যাব করে। আমি কারও করুণা কিংবা দয়া চাই না।'

মারিয়ান চুপচাপ শুনে যাচ্ছে আর লক্ষ করছে ওকে।

'তুমি খুব ভালো মেয়ে। তোমাকে আমি সত্যি খুব পছন্দ করি। তুমি আমার জন্য অনেক করছ। কিন্তু আমার জন্য আসলে কিছু করে লাভ নেই। কিছুদিন আগেও দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াতাম আমি। আমার সুরের মূর্ছনায় পাগল হয়ে যেত লাখ লাখ মানুষ। আমি চীন, রাশিয়া, ভারত, জার্মানি কোথায় না শো করেছি?' ধরে এল ফিলিপের গলা, গাল বেয়ে ঝরছে অশ্রু। 'তুমি কি লক্ষ করেছ ইদানীং অল্পতেই আমার চোখে পানি চলে আসে?' নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে ও।

মারিয়ান মায়াভরা কণ্ঠে বলল, 'প্লিজ কাঁদবেন না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'না! কিছুই ঠিক হবে না। কিছুই না! আমি একটা পঙ্গু, অথর্ব মানুষ!'

'ওভাবে বলবেন না। মিসেস অ্যাডলার তো বলেছেন আপনার করার মতো হাজারটা কাজ আছে। এই যাতনা সয়ে আসার পরে সেই কাজগুলো শুরু করে দেবেন।'

ফিলিপ পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। 'ঈশ্বর, দিনদিন আমি ছিচকাঁদুনে বাচ্চা হয়ে যাচ্ছি।'

'কাঁদলে বুকটা যদি হালকা লাগে,' বলল মারিয়ান, 'কাঁদুন।'

ফিলিপ মারিয়ানের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তোমার বয়স কত?'

'ছাব্বিশ।'

'ছাব্বিশ বছরের মেয়ের তুলনায় তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি, তা জানো?'

'না। আমি শুধু জানি আপনি কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনাকে আমার সাহায্য করা প্রয়োজন।'

'তুমি এখানে বেহুদাই সময় নষ্ট করছ।' বলল ফিলিপ।

'আপনার জন্য ড্রিংক এনে দিই?'

'না, ধন্যবাদ। তুমি ব্যাক গেমন খেলতে পার? জানতে চাইল ফিলিপ।

'পারি। খেলাটা আমি পছন্দও করি, মি. অ্যাডলার।'

'তুমি আমার ব্যাক গেমন পার্টনার হতে চাইলে আজ থেকে 'ফিলিপ' এবং 'তুমি' করে বলতে হবে।'

'বলব, ফিলিপ।'

সেদিন থেকে ওরা প্রতিদিন ব্যাক গেমন খেলতে লাগল।

টেরি হিল ফোন করল লারাকে।

'তোমার জন্য দুঃসংবাদ আছে, লারা।'

লারার অনুরোধে সে এখন ওকে 'তুমি' করে বলে।

খারাপ সংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত হল লারা।

'কী দুঃসংবাদ শুনি?'

'নেভাডা গেমিং কমিশন তাদের তদন্ত শেষ না করা পর্যন্ত তোমার গ্যাম্বলিং লাইসেন্স সাসপেন্ড করেছে। তোমার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ আনা হতে পারে।'

খুবই অপ্রত্যাশিত দুসংবাদ। পল মার্টিনের কথা মনে পড়ে গেল লারার। *ভয় নেই। ওরা কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।*

'আমাদের কি এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই, টেরি?'

'অন্তত এ মুহূর্তে কিছু করার নেই। চুপচাপ বসে থাকো। দেখছি আমি কী করতে পারি?'

লারা খবরটা কেলারকে জানাল। আঁতকে উঠল সে, 'মাই গড! ক্যাসিনোর আয় দিয়ে আমরা তিনটি বিল্ডিঙের মটর্গেজের টাকা শোধ করছি। ওরা কি তোমার লাইসেন্স আবার ফিরিয়ে দেবে?'

'জানি না।'

চিন্তিত গলায় কেলার বলল, 'ঠিক আছে। আমরা শিকাগো হোটেলটা বিক্রি করে সে টাকা দিয়ে হিউস্টন প্রোপার্টির দেনা শোধ করব। রিয়েল এস্টেট মার্কেটের অবস্থা খুব খারাপ। প্রচুর ব্যাংক এবং সেভিংস ও লোন দেনেঅলারা মহা মুসিবতে আছে। ড্রেক্সেল, বার্নহাম এবং ল্যামবার্ট তো ব্যবসাই গুটিয়ে ফেলেছে। দুধের নহরের প্রবাহ শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'নহর আবার প্রবাহিত হবে,' বলল লারা।

'তাহলে খুব দ্রুত প্রবাহিত হতে হবে। ব্যাংক থেকে ফোন করছে। লোনের টাকা ফেরত চাইছে।'

'চিন্তা কোরো না,' আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল লারা।

'তুমি যদি ব্যাংকের কাছ থেকে এক মিলিয়ন ডলার ধার নাও, ওরা তোমাকে পাত্তা দেবে না। কিন্তু একশো মিলিয়ন ডলার ধার নিলে ব্যাংক তোমাকে সমীহ করে চলবে। ওরা

আমার ক্ষতি হয় এমন কিছু করবে না।'

পরদিন বিজনেস উইক-এ একটি প্রবন্ধ ছাপা হল। হেডলাইনে লেখা **'ক্যামেরন সাম্রাজ্যে ধসের সংকেত—রেনোতে লারা ক্যামেরনের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মামলা হতে চলেছে। লৌহ প্রজাপতিটি কি তাঁর সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারবেন?**

লারা পত্রিকার গায়ে ঘুসি মারল। 'ওদের এতবড় সাহস এরকম লেখা লেখে। আমি ওদের বিরুদ্ধে মামলা করব।'

কেলার বলল, 'মামলা করা ঠিক হবে না।'

লারা বলল, 'হাওয়ার্ড, ক্যামেরন টাওয়ার্স প্রায় পুরোটাই ভাড়া হয়ে গেছে, না?'

'এখন পর্যন্ত সত্তর ভাগ ভাড়া হয়েছে, আরও ভাড়া হচ্ছে। সাউদার্ন ইনসিওরেন্স কুড়িটি ফ্লোর ভাড়া নিয়েছে আর ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ভাড়া নিয়েছে দশটি ফ্লোর।'

'বিল্ডিঙের কাজ শেষ হবার পরে যে টাকাটা পাব তা দিয়ে আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করা যাবে। শেষ হতে আর কতদিন লাগবে?'

'ছয় মাস।'

উত্তেজিত শোনাল লারার কণ্ঠ। 'ভেবে দ্যাখো তখন আমরা কী পেতে চলেছি। বিশ্বের বৃহত্তম স্কাইস্ক্রাপার! দারুণ সুন্দর একটা জিনিস হবে ওটা।'

লারা তার ডেস্কের পেছনে ঝোলানো একটি ছবিতে তাকাল। কাচে মোড়ানো প্রকাণ্ড একটি টাওয়ারের ছবি। ভবনটিকে ঘিরে থাকা অন্যান্য বিল্ডিঙের চেহারা প্রতিফলিত হচ্ছে এর গায়ে। নিচের ফ্লোরে রয়েছে একটি অলিন্দ এবং আট্রিয়াম (Atrium), সঙ্গে বিলাসবহুল বেশকিছু দোকানপাট। ওপরতলায় অ্যাপার্টমেন্ট এবং লারার অফিস।

'দারুণ পাবলিসিটি করতে হবে,' বলল লারা।

'গুড আইডিয়া,' বলে ভুরু কুঁচকে ফেলল কেলার।

'কী হল?'

'কিছু না। স্টিভ মার্চিসনের কথা মনে পড়ে গেল। ওই সাইটের প্রতি লোকটার খুব লোভ ছিল।'

'কিন্তু তার মুখের গ্রাস আমরা ছিনিয়ে এনেছি, তাই না?'

'হুঁ,' ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করল কেলার। 'তার মুখের গ্রাস আমরা ছিনিয়ে এনেছি।'

লারা জেরি টাউনশেন্ডকে খবর দিল।

'জেরি, ক্যামেরন টাওয়ার্সের উদ্বোধনীতে ভিন্নরকম কিছু করতে চাই। তোমার কোনও পরামর্শ আছে?'

'দারুণ একটা বুদ্ধি দিতে পারি। উদ্বোধন তো সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ, তাই না?'

'হুঁ।'

'ওই দিনটি অন্য কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে না?'

'ওয়েল, ওইদিন আমার জন্মদিন...'

'ঠিক,' মুচকি হাসি জেরি টাউনশেন্ডের ঠোঁটে। 'স্কাইস্ক্রাপারের উদ্বোধনী সেলিব্রেট করতে আপনার জন্মদিনটি বিরাটভাবে পালন করব আমরা।'

খানিক চিন্তা করে লারা বলল, 'তোমার আইডিয়া খারাপ না। বুদ্ধিটা চমৎকার। আমরা সবাইকে দাওয়াত দেব। এমন হৈচৈ আর মজা করব পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছে যাবে সেই আনন্দের বার্তা। জেরি, তুমি অতিথিদের একটা তালিকা করবে। দুশো মানুষকে দাওয়াত দেবে। আমি চাই তুমি নিজে কাজটা করবে।

মৃদু হাসল জেরি, 'দেব। আমি আপনাকে অতিথিদের একটা তালিকা দিচ্ছি।'

লারা পত্রিকার গায়ে আবারও ঘুসি মারল। 'ওদেরকে আমরা দেখিয়ে দেব!'

'মাফ করবেন, মিসেস অ্যাডলার,' বলল মারিয়ান। 'তিন নাম্বার লাইনে ন্যাশনাল বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আছেন। শুক্রবার রাতে তাদের ডিনার পার্টিতে আপনার দাওয়াত। কিন্তু আপনি যাবেন কিনা জানাননি।'

'বলে দাও যেতে পারব না,' বলল লারা। 'আমার তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।'

'জি, ম্যাম,' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মারিয়ান।

ফিলিপ বলল, 'লারা আমার জন্য তোমাকে এভাবে সন্ন্যাসিনীর জীবন-যাপন করতে হবে না। এসব পার্টিতে তোমার হাজিরা দেয়া উচিত।'

'তোমার সঙ্গে থাকাটাই আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ,' বলল লারা।

'তুমি আমাকে এত ভালোবাস?' বলল ফিলিপ। 'কিন্তু আমি যে অপরাধবোধে ভুগছি। মনে হচ্ছে তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছি।'

লারা স্বামীর কাছ ঘেষে এল। 'শব্দটা ভুল বললে। ওটা হবে জান্নাত।'

কাপড় পরছে ফিলিপ। লারা স্বামীর জামার বোতাম লাগিয়ে দিল। আয়নায় তাকাল ফিলিপ। 'আমাকে বিশ্রী একটা হিপ্পির মতো লাগছে। চুল কাটানো দরকার।'

'মারিয়ানকে বলি নাপিতকে ফোন করতে?'

মাথা নাড়ল ফিলিপ। 'না, লারা। আমি বাইরে যাব না।'

পরদিন সকালে একজন নাপিত এবং ম্যানিকিউরিস্ট হাজির হলো বাড়িতে। এদেরকে দেখে তাজ্জব বনে গেল ফিলিপ।

'এসব কী?'

'মোহাম্মদ পাহাড়ে যেতে না পারলে পাহাড়ই মোহাম্মদের কাছে চলে আসে। এখন থেকে প্রতি হপ্তায় এরা তোমার সেবা করতে আসবে।'

'তুমি পারোও বটে,' বলল ফিলিপ।

'আমি আরও অনেক কিছুই পারি,' হাসল লারা।

পরদিন এক দরজি এসে হাজির স্যুট এবং শার্টের কিছু স্যাম্পল নিয়ে।

'হচ্ছেটা কী?' বলল ফিলিপ।

লারা বলল, 'আমি জানি সারা বিশ্বের সেলেব্রিটিদের মধ্যে একমাত্র তোমারই ড্রেসের প্রতি অনীহা আছে। তোমার ছ-জোড়া টেইল, চারটে ডিনার জ্যাকেট এবং দুটো সুট ছাড়া কিছু নেই। তোমার আরও ড্রেস বানানো দরকার।'

'কেন?' আপত্তি জানাল ফিলিপ। 'আমি তো বাইরেই যাই না।'

তবে দর্জির কাছে সুট এবং শার্টের মাপ দিতে অরাজি হল না ও।

কয়েকদিন বাদে এক মুচি বাড়িতে এসে উপস্থিত।

'এবারে কী?' জানতে চাইল ফিলিপ।

'তোমার নতুন জুতো দরকার।'

'তোমাকে তো বললামই আমার বাইরে যাবার প্রয়োজন হচ্ছে না।'

'জানি, বেবি। কিন্তু যখন যাবে তখন যেন তোমার জুতো রেডি থাকে।'

ফিলিপ লারাকে বুকের মধ্যে পিষতে পিষতে বলল, 'আমি আসলে তোমার যোগ্য নই।'

আদর খেয়ে গলে যেতে যেতে লারা বলল, 'কথাটা বরং আমার জন্যই প্রযোজ্য।'

মিটিং হচ্ছে অফিসে। হাওয়ার্ড কেলার বলল, 'লস এঞ্জেলসে শপিং মলগুলো আমরা হারাচ্ছি। ব্যাংক লোন শোধ করার জন্য ওগুলো বিক্রি করে দেবে বলছে।'

'ওরা তা করতে পারে না।'

'কিন্তু ওরা তা-ই করছে,' বলল কেলার। 'আমাদের প্রচুর দেনা হয়ে গেছে।'

'অন্য কোনও বিল্ডিং মর্টগেজ রেখে লোন শোধ করব।'

ধৈর্য নিয়ে কেলার বলল, 'লারা, দেনায় আমাদের নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে। স্কাইস্ক্রেপারের জন্য ষাট মিলিয়ন ডলার পেমেন্ট দিতে হবে।'

'জানি। কিন্তু বিল্ডিঙের কাজ শেষ হতে তো আর বাকি মাত্র চার মাস। আমরা লোন রোল করব। বিল্ডিঙের কাজ তো শিডিউল অনুযায়ী শেষ হচ্ছে, তাই না?'

'হুঁ,' কেলার চিন্তিত চেহারা নিয়ে দেখছে লারাকে। এক বছর আগেও সে এ প্রশ্নটা করত না। তখনও সে প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে খবর রাখত। 'লারা, আমার মনে হয় তোমার অফিসে আরেকটু সময় দেয়া দরকার। বেশকিছু বিষয় আছে যেগুলোর সমাধান তোমাকে ছাড়া সম্ভব নয়। ওইসব বিষয়ে তোমার একক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়।'

মাথা দোলাল লারা। 'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন কথাটা বলল ও। 'আমি কাল সকালে অফিসে আসব।'

'উইলিয়াম এলারবি তোমাকে ফোন করেছেন,' ঘোষণা করল মারিয়ান।

'বলে দাও কথা বলতে পারব না।' বলল ফিলিপ।

'দুঃখিত, মি. এলারবি। মি. অ্যাডলার এখন বাসায় নেই,' ফোনে বলল মারিয়ান।

'কোনও ম্যাসেজ দিতে হবে?' কিছুক্ষণ শুনল সে। 'ঠিক আছে। উনি ফিরলে আপনার কথা তাঁকে বলব।' রিসিভার রেখে ফিলিপের দিকে তাকাল মারিয়ান।

'উনি তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে চাইছেন।'

'কমিশন পাচ্ছে না বলে লোকটার রাতের ঘুম বোধহয় হারাম হয়ে গেছে,' মন্তব্য করল ফিলিপ।

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক,' অনুচ্চ গলায় বলল মারিয়ান। 'তুমি আহত হওয়ায় সে হয়তো এখন তোমাকে ঘৃণাই করছে।'

পরদিন আবার ফোন করল উইলিয়াম এলারবি। ফিলিপ তখন ঘরে নেই। মারিয়ান কয়েক মিনিট কথা বলল তারপর ফিলিপের কাছে গেল।

'মি. এলারবি তোমাকে ফোন করেছিলেন,' বলল মারিয়ান।

'তাকে ফোন করতে মানা করে দিও।'

'কথাটা তুমি নিজে বললেই ভালো হয়,' বলল মারিয়ান। 'তুমি বৃহস্পতিবার একটার সময় তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ করছ।'

'আমি কী করছি?'

'উনি লো সির্ক-এর কথা বলেছিলেন। তবে আমি ছোট কোনও রেস্টুরেন্টে যাবার পরামর্শ দিয়েছি।' হাতে ধরা প্যাডে চোখ বুলাল মারিয়ান। 'ফু-তে বেলা একটাব সময় মি. এলারবির সঙ্গে তোমার দেখা হবে। ম্যাক্স তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

ফিলিপ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে মারিয়ানের দিকে। খুবই রেগে গেছে। 'আমাকে জিজ্ঞেস না করেই লাঞ্চ ডেট ঠিক করে ফেললে?'

শান্ত গলায় মারিয়ান বলল, 'তোমাকে বললে তুমি যেতে চাইতে না। তুমি চাইলে আমার চাকরি নট্ করে দিতে পারো।'

অনেকক্ষণ কটমট করে মারিয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকল ফিলিপ। তারপর ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'তুমি কি জানো আমি অনেকদিন ধরে চাইনিজ খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত?'

লারা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসার পরে ফিলিপ বলল, 'আমি বৃহস্পতিবার এলারবির সঙ্গে লাঞ্চে যাচ্ছি।'

'বাহ্, চমৎকার ডার্লিং! কখন ঠিক করলে যাবে?'

'আমি না, মারিয়ান ঠিক করেছে। তার ধারণা আমার একটু বাইরের হাওয়া খেয়ে আসা দরকার।'

'আচ্ছা!' *কিন্তু আমি যখন বলেছিলাম তখন তুমি যেতে চাওনি।* 'খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছে মারিয়ান।'

'হ্যাঁ। মেয়েটা সত্যি বুদ্ধিমতী।'

আর আমি বোকা, ভাবল লারা। *ওদেরকে এভাবে একা বাসায় রেখে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি। ফিলিপ মারিয়ান ছাড়া কিছু বোঝে না দেখছি।*

আর সে-মুহূর্তে লারা সিদ্ধান্ত নিল মারিয়ানকে সে তাড়িয়ে দেবে।

পরদিন লারা বাসায় ফিরে দেখল ফিলিপ মারিয়ানের সঙ্গে গেমরুমে ব্যাক গেমন খেলছে। দুজনে খুব হাসাহাসিও করছে। লারা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওদেরকে লক্ষ করছিল।

সে ফিলিপকে বহুদিন হাসতে দেখেনি।

মারিয়ান মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেল লারাকে।

'গুড ইভনিং, মিসেস অ্যাডলার।'

লাফ মেরে খাড়া হল ফিলিপ। 'হ্যালো, ডার্লিং,' চুমু খেল লারাকে। 'ওর কাছে আমি গো-হারা হেরে যাচ্ছি!'

'আমাকে কি আজ রাতে আর দরকার হবে, মিসেস অ্যাডলার?' জানতে চাইল মারিয়ান।

'না। মারিয়ান। তুমি যেতে পারো। কাল সকালে দেখা হবে।'

'ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি।'

'শুভ রাত্রি। মারিয়ান।'

চলে গেল মারিয়ান।

'ও সঙ্গী হিসেবে বেশ ভালো,' মন্তব্য করল ফিলিপ।

লারা স্বামীর গালে আদর করল। 'শুনে খুশি হলাম, ডার্লিং।'

'অফিসের কী খবর?'

'ভালো।' নিজের সমস্যার কথা বলে ফিলিপকে চিন্তায় ফেলতে চায় না লারা। ওকে রেনো গিয়ে গেমিং কমিশনের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে। চাপের মুখে হয়তো হোটেল থেকে জুয়োর আড্ডাটা ওকে তুলে দিতে হবে। তবে কমিশনের লোকজনকে বোঝাবার চেষ্টা করবে লারা।

'ফিলিপ, আমাকে আবার অফিসে আগের মতো বেশি বেশি সময় দিতে হবে। হাওয়ার্ডের পক্ষে সব কাজ একা সামলানো সম্ভব হচ্ছে না।'

'অসুবিধে নেই। আমার কোনও সমস্যা হবে না।'

'দু-একদিনের মধ্যে আমি রেনো যাচ্ছি,' বলল লারা। 'তুমিও আমার সঙ্গে চলো না?'

মাথা নাড়ল ফিলিপ। 'বাইরে যাবার জন্য আমি এখনও প্রস্তুত নই।' অসাড় বাঁ হাতের দিকে তাকাল সে। 'এখনও প্রস্তুত নই।'

'ঠিক আছে, ডার্লিং। আমি বেশি দেরি করব না। দু-তিনদিনের মধ্যেই ফিরে আসব।'

পরদিন বেশ ভোরে মারিয়ান বেল হাজির হয়ে গেল কাজে। লারা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফিলিপ ঘুমাচ্ছে।

'মারিয়ান...মি. অ্যাডলার আমার জন্মদিনে যে হীরের ব্রেসলেট উপহার দিয়েছিলেন ওটার কথা তো জানো?'

'জি, মিসেস অ্যাডলার।'

ওটাকে বব শেষ কোথায় দেখেছিলে তুমি?'

চিন্তা করে জবাব দিল মারিয়ান। 'আপনার বেডরুমের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে ছিল।'

'তুমি তাহলে ওটা দেখেছ?'

'জি। কেন, কোনও সমস্যা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ব্রেসলেটটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

মারিয়ানের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'খুঁজে পাচ্ছেন না? কে ওটা...?'

'আমি বাড়ির চাকরবাকরদের জিজ্ঞেস করেছি। ওরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না বলল।'

'পুলিশে কি খবর দেব...?'

'তার দরকার হবে না। আমি এমন কিছু করতে চাই না যাতে তুমি লজ্জায় পড়ে যাও।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'বুঝতে পারছ না? তোমার ভালোর জন্যই বলছি, ব্যাপারটা আমাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই মঙ্গল।'

লারা কিসের ইঙ্গিত করছে বুঝতে পেরে মুখ সাদা হয়ে গেল মারিয়ানের। 'আপনি জানেন আমি আপনার ব্রেসলেট নিইনি, মিসেস অ্যাডলার।'

'আমি কিছুই জানি না। তবে তোমার এখানে আর চাকরি করা চলবে না।'

কথাটা বলতে খুবই খারাপ লাগছিল লারার। কিন্তু তবু বলতে বাধ্য হল।

কারণ কেউ ফিলিপকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কেউ না।

ফিলিপ নাশতা খেতে নিচে নেমেছে, লারা বলল, 'ভালো কথা, বাড়ির কাজের জন্য নতুন একজন সেক্রেটারি রাখছি আমি।'

অবাক ফিলিপ। 'মারিয়ানের কী হল?'

'ও চলে গেছে। সানফ্রান্সিসকোতে নাকি একটা...চাকরি পেয়েছে।'

বিস্ময়ের ভাবটুকু এখনও মুছে যায়নি ফিলিপের চেহারা থেকে। 'এহ্ হে, আমি ভাবতাম মেয়েটার এখানে কাজ করতে ভালোই লাগছে।'

'ভালো নিশ্চয় লাগত। কিন্তু ভালো একটা চাকরি যখন পেয়ে গেছে আমরা তো আর ওকে আটকে রাখতে পারি না, তাই না?'

'তা তো পারিই না,' বলল ফিলিপ। 'মেয়েটা যেখানেই যাক ভালো থাকে যেন। ও কি...'

'চলে গেছে।'

ফিলিপ বলল, 'আমাকে আবার ব্যাকগেমন খেলার নতুন আরেকজন পার্টনার খুঁজতে হবে।'

'সব ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার পার্টনার থাকছি।'

ফু'র রেস্টুরেন্টে কিনারার একটি টেবিল দখল করেছে ফিলিপ এবং উইলিয়াম এলারবি।

এলারবি বলল, 'তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে, ফিলিপ। কতবার যে ফোন করেছি...'

'জানি আমি। এজন্য দুঃখিত। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না, বিল।'

'যে হারামজাদা তোমার এ দশা করেছে সে পুলিশের কবল থেকে নিশ্চয় ছাড়া পাবে না।'

'পুলিশ ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। মনে হয় না লোকটাকে কোনোদিন ধরতে পারবে।'

দ্বিধান্বিত গলায় এলারবি বলল, 'তুমি বোধহয় আর বাজাতে পারবে না, না?'

'হুঁ,' নিস্তেজ হাতটা ওকে দেখাল ফিলিপ। 'এ মরে গেছে।'

সামনে ঝুঁকল এলারবি, ব্যগ্র গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি তো বেঁচে আছ, ফিলিপ। তোমার সামনে এখনও গোটা একটা জীবন পড়ে আছে।'

'তো এ জীবন দিয়ে কী করব?'

'শেখাবে।'

বিষণ্ন হাসি ফুটল ফিলিপের ঠোঁটে। 'ব্যাপারটা হাস্যকর, না? ভাবতাম অবসর নেয়ার পরে শিক্ষকতার পেশা বেছে নেব।'

মৃদু গলায় এলারবি বলল, 'সে দিনটা এখনই এসে হাজির হয়েছে। আমি রচেস্টারে ইস্টম্যান স্কুল অভ মিউজিক-এর প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তোমাকে শিক্ষক হিসেবে নিতে আগ্রহী।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ফিলিপের। 'তার মানে আমাকে ওখানে যেতে হবে। লারার প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে।' মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্, এ কাজ করতে পারব না। মেয়েটা খুব আঘাত পাবে। ও আমার জন্য যে কী করছে না-দেখলে বিশ্বাস করবে না। ও আমার কাছে অনেক কিছু।'

'তা তো বটেই।'

'আমার সেবা করার জন্য কাজকর্ম একরকম ছেড়েই দিয়েছে লারা। আমি ওর মতো পতিব্রতা নারী জীবনে দেখিনি। ও-ই আমার সব।'

'ইস্টম্যানের প্রস্তাবটা নিয়ে একবার অন্তত একটু ভেবে দ্যাখো।'

'ওদেরকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বোলো কাজটা নিতে পারব না।'

'যদি কখনও মত বদলাও, আমাকে জানিয়ো।'

মাথা দোলাল ফিলিপ। 'অবশ্যই জানাব।'

ফিলিপ পেন্থাহাউজে ফিরে দেখল লারা চলে গেছে অফিসে। একা একা অস্থির চিত্তে অ্যাপার্টমেন্টে ঘুরে বেড়াতে লাগল ও। এলারবির প্রস্তাবের কথা ভাবছে। *শিক্ষকতা করতে ভালোই লাগবে আমার। কিন্তু লারাকে রোচেস্টারে যেতে বলতে পারব না। আর ওকে ছাড়া আমি ওখানে যাবও না।*

সদর দরজা খোলার শব্দ পেল ফিলিপ। 'লারা?'

মারিয়ান। 'ওহ্, আমি দুঃখিত, ফিলিপ। জানতাম না কেউ এখানে আছে। আমি চাবি ফেরত দিতে এসেছি।'

'তোমার না এখন সানফ্রান্সিসকো থাকার কথা?'

বিমূঢ় দেখাল মারিয়ানকে। 'সানফ্রান্সিসকো? কেন?'

'ওখানে না তুমি নতুন চাকরি পেয়েছ?'

'আমি কোনও নতুন চাকরি পাইনি।'

'কিন্তু লারা যে বলল...'

মারিয়ান হঠাৎ বুঝতে পারল ব্যাপারটা। 'ও আচ্ছা। আমাকে কেন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সে কারণটা উনি তোমাকে জানাননি?'

'তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে? কিন্তু লারা তো বলল তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ...ভালো অফার পেয়েছ।'

'কথাটা সত্যি না।'

ফিলিপ ধীরে ধীরে বলল, 'বসো, মারিয়ান। আসল ঘটনা আমাকে খুলে বলো।'

ওরা মুখোমুখি বসল। মারিয়ান বুক ভরে দম নিল।

'তোমার স্ত্রীর ধারণা ...তোমার ওপর আমার চোখ পড়েছে।'

'মানে?'

'তুমি তাকে যে হিরের ব্রেসলেট দিয়েছ সেটা চুরির অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছেন তিনি আমার কাঁধে। আমাকে চাকরি থেকে বাদ দেয়ার ফন্দি আসলে। আমি নিশ্চিত উনি ওটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।'

'আমার এসব বিশ্বাস হচ্ছে না,' আপত্তি করল ফিলিপ। 'লারা এমন কাজ করতেই পারে না।'

'তোমার জন্য উনি যা-খুশি করতে পারেন।'

হতভম্ব হয়ে গেছে ফিলিপ। 'আমি...আমি বুঝতে পারছি না কী বলব। লারার সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি...'

'না, প্লিজ। কথা বোলো না। আমি যে এখানে এসেছিলাম তাও তোমার স্ত্রীকে জানানোর দরকার নেই।' উঠে দাঁড়াল মারিয়ান।

'তুমি এখন কী করবে?'

'আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি নতুন কোনও চাকরি খুঁজে নেব।'

'মারিয়ান, তোমার জন্য আমি যদি কিছু করতে পারি...'

'কিছু করতে হবে না।'

'আর ইউ শিওর?'

'আমি শিওর। নিজের যত্ন নিও, ফিলিপ।' চলে গেল মারিয়ান।

ফিলিপ ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। বিচলিত বোধ করছে। লারা এরকম অন্যায় করতে পারে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। লারা ওকে কথাটা কেন বলল না?

হয়তো, ভাবল ফিলিপ, মারিয়ান সত্যি ওই ব্রেসলেট চুরি করেছে এবং লারা ফিলিপকে ঘটনা বলে আপসেট করতে চায়নি।

মারিয়ান আসলে ওকে মিথ্যা বলেছে।

বত্রিশ

লূপ-এর ঠিক কেন্দ্রস্থলে, সাউথস্টেট স্ট্রিট-এ বন্ধকির দোকানটা। জেসি শকে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে কাউন্টারের পেছনে বসা বুড়োলোকটা মুখ তুলে চাইল।

'গুড মর্নিং। কী চাই?'

শ কাউন্টারে একটি হাতঘড়ি রাখল। 'এ জিনিসটির জন্য আমাকে কত দেবেন?'

দোকানদার ঘড়িটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। 'Piaget। চমৎকার ঘড়ি।'

'হুঁ। এটা বন্ধক দেয়ার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কিন্তু খুব টানাটানি যাচ্ছে তাই...। বুঝতে পারছেন নিশ্চয় কী বলতে চাইছি?'

কাঁধ ঝাঁকাল দোকানদার। 'খদ্দেরের ইশারা ইঙ্গিত বোঝাই আমার কাজ।'

'আমি এটা কয়েক দিনের মধ্যে ফেরত নিয়ে যাব। সোমবার নতুন চাকরিতে ঢুকছি। এ ক'টা দিন চলার জন্য নগদ কিছু টাকা দরকার আমার।'

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ঘড়িটি লক্ষ করছে বুড়ো। ঘড়ির উল্টোপিঠে কিছু একটা লেখা ছিল। ঘষে অনেকটাই তুলে ফেলা হয়েছে। সে খদ্দেরের দিকে তাকাল। 'একটু দাঁড়ান। ঘড়িটা কেমন সার্ভিস দেয় দেখা দরকার। এ-ধরনের ঘড়ি ব্যাংককে নকল হচ্ছে। সেসবের ভেতরে কিছুই থাকে না।'

ঘড়ি নিয়ে ব্যাকরুমে চলে এল দোকানি। চোখে একটা গ্লাস লাগিয়ে ঘষা দাগগুলো দেখল। অক্ষরগুলো আবছা চেনা যায়:

'T Phi P wi h L V fro L ra,'

বুড়ো ড্রয়ার খুলে একটি পুলিশ ফ্লায়ার বের করল। ওতে একটি ঘড়ির ছবির বর্ণনা আছে এবং ঘড়ির পেছনে লেখা 'To Philip with Love from Lara.' বুড়ো ফোন তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় চেঁচাল কাস্টমার, 'হেই, আমার তাড়া আছে। ঘড়িটা আপনি দেবেন, নাকি নেবেন না?'

'আসছি,' বলল দোকানি। ফিরে এল কাউন্টারে। 'এটার জন্য আমি আপনাকে পাঁচশো ডলার দিতে পারি।'

'মাত্র পাঁচশো? এ ঘড়ির দাম কমপক্ষে...'

'নিলে নেবেন না নিলে নাই।'

'ঠিক আছে,' অসন্তোষের গলায় বলল শ। 'নেব।'

'এ ফর্মটা পূরণ করুন,' বলল বৃদ্ধ।

'আচ্ছা,' সে ফর্মে লিখল জন জোনস, ২১ হান্ট স্ট্রিট। বুড়ো যদ্দূর জানে শিকাগোতে হান্ট স্ট্রিট বলে কোনও রাস্তা নেই। আর সে নিশ্চিত এ লোকের নামও জন জোনস নয়। লোকটা টাকাগুলো পকেটে পুরল। 'আমি কয়েক দিনের মধ্যেই আসব ঘড়ি নিয়ে যেতে।'

'আচ্ছা।'

দোকানি রিসিভার তুলে একটা ফোন করল।

কুড়ি মিনিট পরে বন্ধকির দোকানে হাজির হয়ে গেল এক গোয়েন্দা।

'লোকটা থাকাকালীন ফোন করলেন না কেন?' খেউ খেউ করে উঠল সে।

'চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু লোকটা খুব তাড়া দিচ্ছিল।'

কাস্টমারের পূরণ করা ফর্মে চোখ বুলাল ডিটেকটিভ।

'এটা দেখে লাভ হবে না,' মন্তব্য করল দোকানি। 'আমার ধারণা এখানে আসল নাম-ঠিকানা কিছুই নেই।'

ঘোঁত ঘোঁত করল গোয়েন্দা। 'ঠাট্টা রাখুন। এ ফর্ম সে নিজের হাতে পূরণ করেছে?'

'জি।'

'তাহলে ওকে আমরা ঠিক পেড়ে ফেলব।'

পুলিশ সদর দপ্তরে কম্পিউটারে ফর্মের বুড়োআঙুলের ছাপ দিয়ে আসল লোকটিকে খুঁজে বের করতে মাত্র তিন মিনিট লাগল। জেসি শ।

ড্রইংরুমে ঢুকল বাটলার। 'মাফ করবেন, মি. অ্যাডলার। ফোনে এক ভদ্রলোক চাইছেন আপনাকে। লেফটেনেন্ট মানসিনি। আমি কি...?'

'আমি ফোন ধরছি,' ফোন তুলল ফিলিপ। 'হ্যালো!'

'ফিলিপ অ্যাডলার?'

'বলছি...।'

'লেফটেনেন্ট মানসিনি বলছি। আপনার সঙ্গে হাসপাতালে সাক্ষাৎ হয়েছিল।'

'মনে আছে আমার।'

'আপনাকে বলেছিলাম না আমাদের চিফ আপনার ঘড়ির বর্ণনা দিয়ে সবগুলো বন্ধকির দোকানে ফ্লায়ার পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'জি বলেছেন।'

'ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ঘড়িটি শিকাগোর একটি বন্ধকির দোকানে বন্ধক দেয়া হয়েছে। যে বন্ধক দিয়েছে পুলিশ এখন তাকে খুঁজছে। বলেছিলেন হামলাকারীকে দেখলেই চিনতে পারবেন?'

'পারব।'

'বেশ। আমরা পরে আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

জেরি টাউনশেন্ড লাফাতে লাফাতে ঢুকল লারার অফিসে। 'আমি পার্টির লিস্ট করে ফেলেছি। আমরা আপনার চল্লিশতম জন্মদিন পালন করব বিশ্বের উচ্চতম ভবনের উদ্বোধনী দিনে।'

লারাকে তালিকাটি দিল সে। 'এর মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্টও আছেন। তিনি আপনার মস্ত ভক্ত।'

তালিকায় চোখ বুলাল লারা। এ যেন হু'জ হু'র তালিকা। ওয়াশিংটন, হলিউড, নিউইয়র্ক এবং লন্ডনের খ্যাতনামা সব ব্যক্তিত্বের নাম রয়েছে লিস্টে। এঁদের মধ্যে আছেন সরকারি কর্মকর্তা, চিত্রতারকা, রকস্টার...চমৎকার তালিকা।

'পছন্দ হয়েছে আমার,' বলল লারা। 'এবার কাজে নেমে পড়ো।'

জেরি তালিকা ঢোকাল পকেটে। 'আচ্ছা। আমি শীঘ্রি দাওয়াতপত্র ছাপতে দেব। কার্লোসকে ফোন করে ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি যেন গ্রান্ড বলরুম রিজার্ভ করে রাখে এবং আপনার প্রিয় মেনুগুলোর ব্যবস্থা করে। দুশো মানুষকে খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেলেও ক্ষতি নেই। ভালো কথা, রেনোর খবর কী?'

সকালেই টেরি হিলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছে লারা।

গ্রান্ড জুরি তদন্ত করছে, লারা। তারা ক্রিমিনাল ইনডিক্টমেন্টের অভিযোগ আনতে পারে।

'কীভাবে? আমি পল মার্টিনের সঙ্গে কথা বলেছি বলে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। আমরা বিশ্বপরিস্থিতি, তার আলসার কিংবা হাবিজাবি আরও কত কিছু নিয়েই তো কথা বলতে পারি।'

'লারা, আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি তো তোমার পক্ষেই কাজ করছি।'

'তাহলে কিছু একটা করো। তুমি আমার লইয়ার। আমাকে এই ঝামেলা থেকে বের করে নিয়ে এসো।'

'খবর ভালো,' বলল লারা।

'বেশ। শুনলাম আপনি আর ফিলিপ নাকি শনিবার রাতে মেয়রের সঙ্গে ডিনার করছেন।

'হুঁ।' দাওয়াত ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে লারা কিন্তু ফিলিপের জেদের কাছে হার মেনেছে।

'এ লোকগুলোকে তোমার দরকার হবে। এদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না। আমি চাই তুমি যাবে।'

'তোমাকে ছাড়া আমি যাব না, ডার্লিং।'

গভীর একটা দম নিয়ে ফিলিপ বলেছে, 'ঠিক আছে। আমি যাব তোমার সঙ্গে।

গুহাবাসী হয়ে থাকতে আর ভলো লাগছে না।'

শনিবার সন্ধ্যায় লারা নিজে ফিলিপকে পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর মুগ্ধকণ্ঠে বলল, 'তোমাকে দারুণ হ্যান্ডসাম লাগছে, ডার্লিং।'

'ধন্যবাদ।'

'আমিও ড্রেসটা পরে নিই,' বলল লারা। 'মেয়র অপেক্ষা করতে পছন্দ করেন না।'

'আমি লাইব্রেরিতে আছি।'

ত্রিশ মিনিট পরে লাইব্রেরিতে ঢুকল লারা। দুর্দান্ত লাগছে ওকে। সাদা রঙের চমৎকার একটি অস্কার ডি লা রেনাটা গাউন পরেছে লারা। কব্জিতে শোভা পাচ্ছে ফিলিপের দেয়া হিরের ব্রেসলেট।

শনিবার রাতে চোখে ঘুম এল না ফিলিপের। পাশে শুয়ে থাকা লারার দিকে তাকিয়ে থাকল। লারা মারিয়ানকে ব্রেসলেট চুরির মিথ্যা অপবাদ কী করে দিতে পারল! লারার সঙ্গে তার এ নিয়ে একচোট হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। তবে মারিয়ানের সঙ্গে আগে কথা বলবে ফিলিপ।

রোববার ভোর। লারা তখনও ঘুমাচ্ছে। ফিলিপ নিঃশব্দে জামাকাপড় পরল তারপর বেরিয়ে গেল পেন্টহাউজ থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল মারিয়ানের অ্যাপার্টমেন্টে। বেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকল।

সাড়া দিল ঘুমজড়ানো একটি কণ্ঠ। 'কে?'

'ফিলিপ। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

খুলে গেল দরজা। দোর গোড়ায় মারিয়ান।

'ফিলিপ? কী হয়েছে?'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'ভেতরে এসো।'

ঘরে ঢুকল ফিলিপ। 'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। তবে খুব জরুরি প্রয়োজনে এসেছি আমি।'

'কী ব্যাপার?'

বুক ভরে শ্বাস নিল ফিলিপ। 'ব্রেসলেটের ব্যাপারে ঠিক কথাই বলেছিলে তুমি। লারার হাতে গতরাতে ওটা দেখেছি আমি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। ভেবেছিলাম...তুমি হয়তো...আমি স্রেফ সরি বলতে এসেছি।'

মৃদু গলায় মারিয়ান বলল, 'তাঁর কথা তোমার বিশ্বাস হওয়াটাই স্বাভাবিক। সে তোমার স্ত্রী।'

'লারাকে আমি ছাড়ব না। জবাবদিহিতা চাইব। তবে তার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার ছিল।'

মারিয়ান বলল, 'কথা বলে ভালো করেছ। আমি চাই না বিষয়টি নিয়ে তুমি তোমার বউর সঙ্গে ঝগড়া করো।'

'কেন করব না?' ক্রুদ্ধ গলা ফিলিপের। 'সে কেন এমন কাজ করল?'

'তুমি জানো না সে কেন এমন কাজ করেছে?'

'না, সত্যি জানি না।'

'আমি ওকে তোমার চেয়েও ভালো চিনি। লারা তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। তোমাকে ধরে রাখার জন্য সে যা-খুশি করতে পারে। লারা বোধহয় জীবনে একটিমাত্র পুরুষকেই ভালোবেসেছে। আর সে হচ্ছ তুমি। তার তোমাকে দরকার। আমার ধারণা তোমারও তাকে দরকার। তুমি ওকে অনেক ভালোবাস, না, ফিলিপ?'

'বাসি।'

'তাহলে এসব কিছু ভুলে যাও। তুমি এ-বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া করলে তার পরিণতি ভালো হবে না। তোমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। আমার চাকরি খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে তো অন্যায় আচরণ করা হল, মারিয়ান।'

বিষণ্ন হাসল মারিয়ান। 'জীবন তো সবসময় ন্যায়ের পথে চলে না, তাই না? *যদি চলত তাহলে আমি মিসেস ফিলিপ অ্যাডলার হতে পারতাম।* যাকগে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি ভালোই থাকব।'

'তোমার জন্য অন্তত কিছু করতে দাও আমাকে। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিই যাতে...'

'ধন্যবাদ। তবে তোমার টাকা আমি নেব না।'

আরও অনেক কথা জমে ছিল বুকের মাঝে। কিন্তু বলে কোনও লাভ নেই জানে মারিয়ান। শুধু বলল, 'ওর কাছে ফিরে যাও, ফিলিপ।'

শিকাগোর ওয়াবাশ এভিন্যুর কন্সট্রাকশন সাইটে পঁচিশতলা উঁচু একটি অফিসভবন নির্মাণের কাজ চলছে। কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। সাইটের এক কিনারে এসে থামল পুলিশের একটি গাড়ি। দুজন ডিটেকটিভ নেমে এল গাড়ি থেকে। হেঁটে গেল সাইটে। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক শ্রমিক, তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফোরম্যান কোথায়?'

দৈত্যের মতো লম্বা-চওড়া এক লোককে দেখিয়ে দিল সে। এক শ্রমিককে গালাগাল দিচ্ছে দৈত্য। 'ওই যে।'

দুই ডিটেকটিভ হেঁটে গেল তার সামনে। 'তুমি এখানকার চার্জে?'

ঘুরল সে। অধৈর্য গলায় বলল, 'আমি শুধু চার্জেই নেই, অত্যন্ত ব্যস্তও আছি। কী চাই?'

'তোমার এখানে জেসি শ নামে কেউ কাজ করে?'

'শ? হুঁ। ওই তো ওখানে।' ফোরম্যান এক লোককে হাত তুলে দেখাল। সে বরোতলার ওপরে স্টিল গার্ডারের ওপর বসে কাজ করছে।'

'ওকে একটু নেমে আসতে বলবে, প্লিজ?'

'আরে না। প্রশ্নই ওঠে না। ও কাজে ব্যস্ত...'

এক ডিটেকটিভ ব্যাজ বের করে দেখাল। 'ওকে এখানে আসতে বলো।'

'সমস্যা কী? জেসি কোনও ঝামেলা করেছে?'

'না। ওর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'ঠিক আছে।' ফোরম্যান এক শ্রমিককে বলল, 'জেসিকে গিয়ে বলো এখানে আসতে।'

'জি, আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ পরে জেসি শ চলে এল ফোরম্যানের কাছে।

'এরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান,' বলল ফোরম্যান। চলে গেল।

এক ডিটেকটিভ একটি হাতঘড়ি বের করে দেখাল। 'এটা তোমার ঘড়ি?'

মুখ শুকিয়ে গেল জেসির। 'না।'

'তুমি ঠিক বলছ?'

'জি।' নিজের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমি সিকো ঘড়ি পরি।'

'কিন্তু তুমি এ ঘড়িটি বন্ধক রেখেছিলে।'

ইতস্তত করছে জেসি, 'ও হ্যাঁ। রেখেছিলাম। হারামজাদাটা এটার জন্য মাত্র পাঁচশো ডলার দিয়েছে আমাকে। অথচ এটার দাম কমপক্ষে...'

'তুমি না বললে এটা তোমার ঘড়ি নয়।'

'ঠিকই বলেছি। এটা আমার ঘড়ি না।'

'তাহলে এ ঘড়ি কোথায় পেলে?'

'পেয়েছি।'

'আচ্ছা! কোথায়?'

'আমার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের পাশের রাস্তায়,' গল্প বানাচ্ছে জেসি। 'ঘাসের মধ্যে পড়ে ছিল। রোদ পড়ে চমকাচ্ছিল ঘড়ির কাচ। আমি তখন ওটা তুলে নিই।'

'বাদলা দিন থাকলে তো আর ঘড়িটি পেতে না।'

'তা পেতাম না।'

'মি. শ, তুমি ভ্রমণ করতে পছন্দ করো?'

'না।'

'খারাপ কথা। কিন্তু তোমাকে তো একটু নিউইয়র্কে যেতে হবে। আগে তোমার বাসায় চলো। তোমার জিনিসপত্র বাঁধাছাদায় সাহায্য করব।'

শ'র বাড়িতে এল ডিটেকটিভদ্বয়। ঘরের এটা-সেটা নেড়ে দেখছে।

'এই যে,' বলল শ। 'আপনাদের সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?'

'সার্চ ওয়ারেন্টের দরকার কী? আমরা তো তোমাকে কেবল জিনিসপত্র বাঁধাছাদায়

সাহায্য করছি।'

এক ডিটেকটিভ জামাকাপড় রাখার ক্লজিটে উঁকি দিল। একটি তাকের ওপর একটি জুতোর বাক্স চোখে পড়ল তার। ঝুঁকে বাক্সটি খুলল সে। 'জেসাস!' বলে উঠল সে। 'দ্যাখো, সান্তা ক্লস এটার মধ্যে কী রেখেছে।'

লারা অফিসে কাজ করছে, ইন্টারকমে ভেসে এল ক্যাথির কণ্ঠ। 'মি. টিলি চার নাম্বার লাইনে আছেন, মিস ক্যামেরন।'

টিলি ক্যামেরন টাওয়ার্সের প্রজেক্ট ম্যানেজার।

লারা ফোন তুলল। 'হ্যালো!'

'সকালে ছোট্ট একটা ঝামেলা হয়েছিল, মিস ক্যামেরন।'

'কী?'

'আগুন লেগে গিয়েছিল। এখন অবশ্য নিভিয়ে ফেলেছি।'

'কীভাবে আগুন লাগল?'

'এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিটে বিস্ফোরণ ঘটে। বার্স্ট হয় ট্রান্সফরমার। একটা শর্ট সার্কিট হয়ে গিয়েছিল। কেউ বোধহয় উল্টোপাল্টা জড়িয়ে ফেলেছিল তার।'

'কতটা ক্ষতি হয়েছে?'

'খুব বেশি না। এক দুই দিনের মধ্যে আবার কাজ শুরু করা যাবে।'

'ঠিক আছে। আমাকে জানিয়ো।'

লারা বাড়ি ফিরল রাত করে। চিন্তিত, বিপর্যস্ত।

'তোমার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল,' ওকে বলল ফিলিপ। 'কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু না,' জোর করে হাসল লারা। 'ওই অফিশিয়াল ছোটখাটো ঝামেলা আর কী।'

ফিলিপ লারাকে আলিঙ্গন করল, 'তোমাকে কি কখনও বলেছি তোমার জন্য আমি দিওয়ানা হয়ে আছি?'

হাসল লারা। 'কথাটা আবার বলো।'

'তোমার জন্য আমি দিওয়ানা হয়ে আছি।'

ফিলিপকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল লারা। ভাবল *আমি তো এই-ই চাই। এটাই আমার দরকার।* 'ডার্লিং, অফিসের ঝামেলাগুলো শেষ হবার পরে চলো কোথাও থেকে ঘুরে আসি। শুধু তুমি আর আমি।'

'কোনও আপত্তি নেই।'

একদিন, ভাবছে লারা, আমি ওকে বলব মারিয়ানের সঙ্গে আমি আসলে কী করেছি। জানি কাজটা ঠিক হয়নি। কিন্তু ওকে যদি হারাই আমি, মারা যাব নির্ঘাত।

পরদিন আবার ফোন করল টিলি। 'লবি ফ্লোরের মার্বেলের অর্ডারটা কি আপনি ক্যান্সেল

করে দিয়েছেন?'

ধীর গলায় লারা বলল, 'আমি কেন তা করতে যাব?'

'তা জানি না। তবে কেউ কাজটা করেছে। আজ মার্বেল ডেলিভারি দেয়ার তারিখ। মাল আসছে না দেখে ওদের ফোন করলাম। ওরা বলল দুইমাস আগেই নাকি আপনার নির্দেশে ক্যান্সেল হয়ে গেছে অর্ডার।'

রাগে ফুঁসছে লারা। 'আই সি। এজন্য আমরা কতদিনের জন্য পিছিয়ে পড়ছি?'

'এখনই বলতে পারব না।'

'ওদেরকে দ্রুত মাল দিতে বলো।'

কেলার ঢুকল লারার অফিসে।

'ব্যাংকগুলো দোনামোনা করছে, লারা। জানি না আর কতদিন ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব।'

'ক্যামেরন টাওয়ার্সের কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখো। কাজ প্রায় শেষের দিকে, হাওয়ার্ড। আর মাত্র তিন মাস লাগবে।'

'আমি বলেছি ওদেরকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেলার। 'ঠিক আছে। ওদের সঙ্গে আবার কথা বলব।'

ইন্টারকমে ক্যাথি বলল, 'মি. টিলি এক নাম্বার লাইনে আছেন।'

লারা কেলারের দিকে তাকাল। 'যেয়ো না।' সে ফোন তুলল।

'বলো!'

'এখানে আরেকটা সমস্যা হয়ে গেছে, মিস ক্যামেরন।'

'শুনছি আমি,' বলল লারা।

'এলিভেটরগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। সব জগাখিচুড়ি অবস্থা হয়ে গেছে। নিচে নামার বোতাম টিপলে ওপরে উঠতে থাকে এলিভেটর। আঠারো তলার বোতাম টিপেছি, বেযমেন্টে নিয়ে গেছে আমাকে এলিভেটর। এমন অদ্ভুত কাণ্ড জীবনেও দেখিনি।'

'কেউ কি ইচ্ছে করে ঝামেলাটা বাধিয়েছে?'

'বলা মুশকিল। অসাবধানতার জন্যও হতে পারে।'

'সমস্যার সমাধান করতে কত সময় লাগবে?'

'আমি লোক পাঠাতে বলেছি। ওরা আসছে।'

'কী হল না হল জানিয়ো আমাকে।' রিসিভার রেখে দিল লারা।

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল কেলার।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল লারা। 'হাওয়ার্ড, স্টিভ মার্চিসনের কোনও খবর জানো?'

বিস্মিত হয়ে লারার দিকে তাকাল কেলার। 'না তো! কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেসে অর্থ বিনিয়োগ করছে যে ব্যাংক-সংঘ, তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার

যথেষ্ট কারণ ছিল। শুধু ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেস নয়, তাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের অনেকেই বড় বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। জ্যাংক বন্ডে ধস কর্পোরেশনগুলোর জন্য বিরাট ঘুসির মতো ছিল। কারণ এরা জ্যাংক বন্ডের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

ঘরে হাওয়ার্ড কেলারের সঙ্গে ছ'জন ব্যাংকার বসেছেন। আবহাওয়া থমথমে।

'প্রায় একশো মিলিয়ন ডলারের ওভারডিউ রয়েছে আমাদের,' বললেন ব্যাংকারদের মুখপাত্র। 'ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেসকে আমরা আর টাকা দিতে পারব কিনা সন্দেহ আছে।'

'আপনারা কয়েকটি কথা ভুলে যাচ্ছেন,' কেলার ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দিল। 'প্রথমত, রেনোর ক্যাসিনো গ্যাম্বলিং লাইসেন্স যে-কোনোদিন নবায়ন হতে পারে। ওখান থেকে যে টাকা আমরা পাব তা দিয়ে সবরকম আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব। দ্বিতীয়ত, ক্যামেরন টাওয়ার্সের কাজ শিডিউল অনুযায়ী চলছে। নব্বই দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কাজ। আমাদের বিল্ডিঙের সত্তর ভাগ ইতিমধ্যে ভাড়া হয়ে গেছে। যেদিন নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাবে, নিশ্চিত থাকতে পারেন, সবাই ওই ভবনে ওঠার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আপনাদের বিনিয়োগ সর্বোচ্চ নিরাপদ অবস্থায় থাকবে। কারণ আপনারা লারা ক্যামেরন ম্যাজিকের সঙ্গে কাজ করছেন।'

ব্যাংকাররা একে অন্যের দিকে তাকালেন।

মুখপাত্র বললেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করতে চাই। পরে আপনাকে জানাচ্ছি।'

'বেশ। আমি মিস ক্যামেরনকে বলব একথা।'

কেলার রিপোর্ট দিল লারাকে।

'ওরা আমাদেরকে ত্যাগ করছে না,' বলল সে। 'তবে এর মধ্যে কিছু লোন শোধ করার জন্য কয়েকটি অ্যাসেট বিক্রি করে দেয়া দরকার।'

'করো।'

লারা এখন প্রতিদিন সকালে অফিসে আসে, বাড়ি ফেরে রাত করে। নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য মরিয়ার মতো লড়াই করছে। ফিলিপের সঙ্গে তার খুব কমই দেখা হয়। লারা স্বামীকে জানতে দিতে চায় না কী ঘোর বিপদের মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছে ওকে। *ওর নিজেরই অনেক ঝামেলা আছে,* তাবে লারা, *আমি ওকে নিজের সমস্যার কথা বলে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না।*

সোমবার সকালে টিলি ফোন করল, 'আপনার এখানে একবার আসা দরকার, মিস ক্যামেরন।'

লারার বুকটা ধক্‌ করে উঠল, 'কোনও সমস্যা?'

'আপনি নিজে এসে দেখলে ভালো হয়।'

'আচ্ছা, আসছি।'

লারা ফোন করল কেলারকে। 'হাওয়ার্ড, ক্যামেরন টাওয়ার্সে আবার কী যেন একটা ঝামেলা হয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে ওখানে যাবে।'

আধঘণ্টা পরে দুজনে গাড়ি নিয়ে ছুটল কন্সট্রাকশন সাইটে।

'টিলি কিছু বলেছে কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

'না। তবে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা আমি বিশ্বাস করি না। তোমার কথা ভাবছিলাম আমি। তুমি বলেছিলে স্টিভ মার্চিসনের সাইটটার প্রতি অনেক লোভ ছিল। আমি ওর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে আনি।'

ওরা সাইটে পৌঁছে দেখল মাটিতে বৃহদাকারের টিনটেড গ্লাস পড়ে আছে। ট্রাক থেকে আরও গ্লাস নামানো হচ্ছে। টিলি লারাদেরকে দেখে ছুটে এল।

'যাক, আপনারা এসেছেন। খুব ভালো হয়েছে।'

'সমস্যাটা কী বলো?'

'এ গ্লাসগুলো আমরা অর্ডার দিইনি। এই গ্লাসগুলোর কাটিং এবং রং কোনোটাই ঠিক নেই। আমাদের বিল্ডিঙের সঙ্গে ফিট করবে না।'

লারা এবং কেলার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। 'এগুলো এখানে নতুন করে কাটিং করা যাবে?' জিজ্ঞেস করল কেলার।

মাথা নাড়ল টিলি। 'সম্ভব না। পাহাড় সমান গ্লাস কাটতে হবে।'

লারা জানতে চাইল, 'এগুলোর জন্য কাদেরকে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম?'

'নিউজার্সি প্যানেল অ্যান্ড গ্লাস প্যানেল।'

'আমি ওদেরকে ফোন করছি,' বলল লারা। 'এগুলো বসানোর জন্য সময় পাব ক'দিন?'

টিলি হিসেব কষে বলল, 'দুই হপ্তার মধ্যে মাল চলে এলে আমরা শিডিউল মাফিক কাজ শেষ করতে পারব। প্রচুর খাটনি যাবে। তবে পারা যাবে।'

লারা ফিরল কেলারের দিকে, 'চলো।'

নিউজার্সি প্যানেল অ্যান্ড গ্লাস কোম্পানির ম্যানেজারের নাম অটো কার্প। ফোন করা মাত্র তার সাড়া মিলল। 'জি, মিস ক্যামেরন? শুনলাম কী নাকি সমস্যায় পড়েছেন।'

'না,' দাবড়ে উঠল লারা। 'সমস্যা করেছেন আপনারা, আপনারা ভুল গ্লাস পাঠিয়েছেন। আগামী দুই হপ্তার মধ্যে যদি ঠিক মাল না পাই আপনাদের কোম্পানির বিরুদ্ধে আমি মামলা ঠুকে দেব। আপনি তিনশো মিলিয়ন ডলারের একটা প্রজেক্টের বারোটা বাজাচ্ছেন।'

'কেন যে ভুলটা হল বুঝতে পারলাম না। একটু ধরবেন, প্লিজ?'

পাঁচ মিনিট কোনও সাড়া মিলল না ম্যানেজারের। তারপর লাইনে ফিরল সে। 'আমি

অত্যন্ত দুঃখিত, মিস ক্যামেরন, অর্ডারটাই ভুল লেখা হয়েছে। যা ঘটেছে তা...'

'কী ঘটেছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই,' বাধা দিল লারা। 'আমি দেখতে চাই আমার মাল ঠিক সময়ে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।'

'পৌঁছাবে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল লারা। 'আমরা কবে মাল পাচ্ছি?'

'দুই-তিন মাসের মধ্যে।

'দুই-তিন মাস! অসম্ভব! মাল আমার এখনই চাই।'

'সম্ভব হলে দিতাম,' বলল কার্প, 'কিন্তু দুই-তিন মাসের আগে মাল ডেলিভারি করা সম্ভব না। আমি দুঃখিত যে...'

ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল লারা। তাকাল টিলির দিকে।

'আর কোনও কোম্পানি আছে যাদের কাছ থেকে মাল আনা যায়?'

কপালে হাত ঘষল টিলি। 'এ মুহূর্তে কেউ অত তাড়াতাড়ি মাল দিতে পারবে না।'

কেলার বলল, 'লারা, আমি একটু কথা বলতে পারি?' সে লারার পাশে চলে এল। 'বলা হয়তো ঠিক হচ্ছে না তবে...'

'বলো।'

'...তোমার বন্ধু পল মার্টিন হয়তো এ সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন। তাঁর কোথাও কোনো কানেকশন থাকতে পারে।'

লারা সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'বুদ্ধি খারাপ না, হাওয়ার্ড। দেখছি কী করা যায়।'

ঘণ্টাদুই পরে লারা চলে এল পল মার্টিনের অফিসে।

'তুমি ফোন করেছ বলে খুব খুশি হয়েছি,' বলল আইনজীবী।

'অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম। গড, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, লারা।'

'ধন্যবাদ, পল।'

'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

দ্বিধাগ্রস্ত গলায় লারা বলল, 'তোমার কাছে আসিই তো সমস্যা নিয়ে।'

'তোমার বিপদে আমি সবসময়ই তো পাশে আছি' নাকি?'

'তা তো আছই। তুমি আমার একজন ভালো বন্ধু,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লারা। 'এ মুহূর্তে আমার একজন ভালো বন্ধুর দরকার।'

'কী সমস্যা? আবার ধর্মঘট?'

'না। সমস্যা ক্যামেরন টাওয়ার্স নিয়ে।'

ভুরু কুঁচকে গেল পলের। 'আমি তো শুনেছি ভবনের কাজ ঠিকমতোই চলছে।'

'চলছে মানে চলছিল। তবে আমার ধারণা স্টিভ মার্চিসন আমার প্রজেক্ট স্যাবোটাজ করতে চাইছে। আমার ওপর অনেক রাগ তার। হঠাৎ করেই আমার ভবনে উল্টোপাল্টা সব

ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। এতদিন ধরে সমস্যাগুলো সামাল দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু এখন...বেশ বড় একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি। ঝামেলাটা বিল্ডিঙের কাজ পিছিয়ে দিতে পারে। আমরা নির্ধারিত সময়ে হয়তো শেষ করতে পারব না কাজ। কিন্তু আমি তা হতে দিতে পারি না।'

বিরতি দিল লারা। বুক ভরে দম নিল। রাগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

'ছয় মাস আগে আমরা নিউ জার্সি প্যানেল অ্যান্ড গ্লাস প্যানেলকে টিনটেড গ্লাসের অর্ডার দিই। আজ সকালে মাল ডেলিভারি পাবার কথা ছিল। কিন্তু যে গ্লাস এসেছে তা দিয়ে কাজ চলবে না। এই গ্লাস ভবনে ফিট করছে না।'

'ওদের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'বলেছি। কিন্তু ওরা নতুন মাল ডেলিভারির জন্য দুই-তিন মাস সময় চেয়েছে। কিন্তু গ্লাস আমার দুই হপ্তার মধ্যে দরকার। গ্লাস না-আসা পর্যন্ত বেকার পড়ে থাকবে টাওয়ারের কাজ। শিডিউলের মধ্যে ভবনের কাজ শেষ করতে না পারলে সব হারাব আমি।'

পল মার্টিন লারার দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'না, তোমাকে কিছুই হারাতে হবে না। দেখছি কী করা যায়।'

লারার শরীরে স্বস্তির ফল্গুধারা বইল। 'পল, আমি...' কৃতজ্ঞতার ভাষা মুখ দিয়ে ফোটাতে কষ্ট হল ওর। 'ধন্যবাদ।'

লারার হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে হাসল পল মার্টিন। 'ডাইনোসরটা এখনও বেঁচে আছে।' বলল সে। 'তোমাকে কাল হয়তো কিছু আশার বাণী শোনাতে পারব।'

পরদিন সকালে, দীর্ঘদিন বাদে বেজে উঠল লারার প্রাইভেট ফোন। দ্রুত রিসিভার তুলে নিল ও। 'পল?'

'হ্যালো, লারা। আমি আমাব কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। কাজটা সহজ না। তবে করা যাবে। ওরা আমাকে সামনের সোমবার মাল ডেলিভারি দেবে বলেছে।'

গ্লাস ডেলিভারির দিন লারা পল মার্টিনকে আবার ফোন করল।

'গ্লাস এখনও এসে পৌঁছায়নি, পল,' বলল লারা।

'আচ্ছা!' নীরবতা। 'খবর নিচ্ছি আমি।' পলের কণ্ঠ নরম। 'তুমি কি জানো, বেবি, এই ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো তোমার সঙ্গে আর কথাই হত না। আমার খুব ভালো লাগছে কথা বলতে।'

'হ্যাঁ। আমি...পল...গ্লাস যদি সময়মতো না পৌঁছায়...'

'পৌঁছে যাবে। চিন্তা কোরো না।'

হপ্তা শেষ হতে চলল তারপরও কোনও খবর নেই।

কেলার এল লারার অফিসে। 'আমি টিলির সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের ডেডলাইন

শুক্রবার। শুক্রবারের মধ্যে গ্লাস পৌঁছালেও কাজ শেষ করা যাবে। নইলে আমরা শেষ।'

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পৌঁছুল না মাল।

লারা ক্যামেরন টাওয়ার্সে এসেছে। কোনও শ্রমিকের চিহ্ন নেই। গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে আকাশে মাথা তুলে তাকিয়ে রয়েছে স্কাইস্ক্রেপার, আশপাশের সবকিছুর ওপরে ছায়া ফেলেছে। অপূর্ব সুন্দর একটি বিল্ডিং হবে এটি। তার মনুমেন্ট। *আমাকে ব্যর্থ হলে চলবে না।* দাঁতে দাঁত পিষল লারা।

পল মার্টিনকে আবার ফোন করল লারা।

'দুঃখিত,' জানাল তার সেক্রেটারি, 'মি. মার্টিন অফিসে নেই। কিছু বলতে হবে?'

'দয়া করে বলবেন উনি যেন আমাকে ফোন করেন,' বলল লারা। ঘুরল কেলারের দিকে। 'আমার কেমন একটা সন্দেহ লাগছে। খোঁজ নিয়ে দেখো তো ওই গ্লাস ফ্যাক্টরির মালিক স্টিভ মার্চিসন কিনা।'

ত্রিশ মিনিট পরে কেলার ফিরল লারার অফিসে। মুখ শুকনো।

'গ্লাস কোম্পানির মালিক কে জানতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল লারা।

'হুঁ,' ধীরগলায় বলল কেলার। 'এটা ডিলাওয়ারে রেজিস্টার্ড করা হয়েছে। এর মালিক এটনা এন্টারপ্রাইজেস।'

'এটনা এন্টার প্রাইজেস?'

'হ্যাঁ। ওরা এক বছর আগে এটা কিনেছে। এটনা এন্টারপ্রাইজেসের মালিক পল মার্টিন।'

তেত্রিশ

ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেসের বদনাম ছড়াতেই থাকল। যেসব সাংবাদিক লারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকত তারাই এখন ওকে পচাতে শুরু করেছে।

হাওয়ার্ড কেলারের সঙ্গে দেখা করল জেরি টাউনশেন্ড।

'আমি খুব চিন্তায় আছি,' বলল জেরি।

'কী হয়েছে?'

'কাগজ টাগজ পড়ো না নাকি?'

'পড়ব না কেন? পড়ি। তো?'

'জন্মদিনের পার্টি নিয়ে আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে, হাওয়ার্ড। আমি যেসব জায়গায় দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছি, ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেসের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ার কারণে সমস্ত দাওয়াতপত্র ফেরত আসছে। হারামজাদাগুলোর ধারণা তারা পার্টিতে এলে গা গন্ধ হয়ে যাবে।'

'তো, তুমি কী করতে চাইছ?'

'কোনও একটা কারণ দেখিয়ে পার্টি ক্যান্সেল করে দেব।'

'ঠিক আছে। তাই করো। আমি চাই না কোনও কারণে বিব্রত হোক লারা।'

'আমি পার্টি ক্যান্সেল করছি। খবরটা তুমি লারাকে বলবে?'

'হ্যাঁ।'

ফোন করল টেরি হিল।

'এইমাত্র নোটিশ এসেছে তোমাকে রেনোতে গ্রান্ড জুরির সামনে পরশুদিন দাঁড়াতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

জেসি শকে ডিটেকটিভ লেফটেনেন্ট স্যাল মানসিনির জেরা করার ট্রান্সক্রিপ্ট নিচে :

মানসিনি গুড মর্নিং, মি. শ। আমি লেফটেনেন্ট মানসিনি। আপনি নিশ্চয় সচেতন আছেন যে একজন স্টেনোগ্রাফার আমাদের আলাপচারিতার বিষয় লিখে নিচ্ছে?

শ হ্যাঁ।

মা : আপনি একজন অ্যাটর্নির কাছে আপনার লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন?

শ আমার কোনও অ্যাটর্নির দরকার নেই। আমি শুধু একটা ঘড়ি রাস্তায় পড়ে পেয়েছি। আর এজন্যই ওরা আমাকে এখানে এমনভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে যেন আমি একটা জানোয়ার।

মা মি. শ, আপনি ফিলিপ অ্যাডলারকে চেনেন?

শ না। তাকে আমার চেনা উচিত?

মা তাঁকে হামলা করার জন্য আপনাকে কেউ টাকা দেয়নি?

শ বললামই তো— তার নাম জীবনেও শুনিনি আমি।

মা শিকাগো পুলিশ আপনার বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়েছে। টাকাটা কোত্থেকে এল?

শ : [নিরুত্তর]

মা মি. শ...?

শ জুয়ো খেলে পেয়েছি।

মা কোথায়?

শ ঘোড়দৌড়...ফুটবলে বাজি ধরেছি...

মা আপনার লাক তাহলে বেশ ভালো, না?

শ জি।

মা আপনি কখনও নিউইয়র্কে কাজ করেছেন?

শ হ্যাঁ। একবার।

মা আমার কাছে পুলিশ রিপোর্ট আছে যে আপনি কুইন্সের একটি ডেভেলপমেন্ট ক্রেন নিয়ে কাজ করার সময় বিল হুইটম্যান নামে একজন ফোরম্যান মারা যায়। কথা কি ঠিক?

শ হ্যাঁ। ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল।

মা আপনি ওই চাকরিটি কতদিন করেছেন?

শ মনে নেই।

মা আপনাকে মনে করিয়ে দিই। আপনি ওই কাজ করেছেন মোট বাহাত্তর ঘণ্টা। ক্রেন নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আগের দিন আপনি শিকাগো থেকে চলে আসেন এবং দুইদিন পরে আবার শিকাগো ফিরে যান। ঠিক?

শ মনে হয় ঠিক।

মা আমেরিকান এয়ারলাইন্সের রেকর্ড বলছে, ফিলিপ অ্যাডলার আহত হবার দুইদিন আগে আপনি আবার শিকাগো থেকে চলে আসেন এবং পরদিন শিকাগো ফিরে যান। এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী?

শ নাটক দেখতে এসেছিলাম।

মা কী নাটক দেখেছিলেন? নাম বলুন।

শ নাম মনে পড়ছে না।

মা : ক্রেন নিয়ে দুর্ঘটনার সময় আপনি কোন্ কোম্পানিতে কাজ করতেন?

শ ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেস।

মা : আর শিকাগোতে যে কন্সট্রাকশনের কাজ করছেন তার মালিক কে?

শ : ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেস।

লারার সঙ্গে মিটিং করছে হাওয়ার্ড কেলার। নেতিবাচক পাবলিসিটির কারণে কোম্পানির যে ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে গত একঘণ্টা ধরে ওরা আলোচনা করছিল। মিটিং যখন প্রায় শেষ, লারা জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

ভুরু কোঁচকাল হাওয়ার্ড। কে যেন লারাকে কিছু একটা বলতে বলেছিল। কিন্তু কী বলতে বলেছে তা-ই মনে পড়ছে না কেলারের। *হয়তো তেমন জরুরি কোনও কথা নয়,* ভাবল কেলার।

বার্টলার সিমস বলল, 'আপনার ফোন এসেছে, মি. অ্যাডলার। লেফটেনেন্ট মানসিনি।'

ফোন তুলল ফিলিপ। 'লেফটেনেন্ট, কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'আপনার জন্য খবর আছে, মি. অ্যাডলার।'

'তাই নাকি? লোকটার খোঁজ পেয়েছেন?'

'আমি একবার আপনার ওখানে আসতে চাই। মুখোমুখি কথা বলা দরকার।'

'আচ্ছা, আসুন।'

ফিলিপ রিসিভার রেখে দিল। কী এমন কথা আছে যা লেফটেনেন্ট ফোনে বলতে চাইল না?

আধঘণ্টা পরে হাজির হল মানসিনি। সিমস তাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে এল।

'আফটারনুন, মি. অ্যাডলার।'

'গুড আফটারনুন। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনার ওপর যে হামলা চালিয়েছিল তাকে আমরা গ্রেফতার করেছি।'

'করেছেন? বাহ্, বেশ। আপনি না বলেছিলেন ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করা খুব কঠিন?'

'সে সাধারণ কোনও ছিনতাইকারী নয়।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ফিলিপের। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'সে কন্সট্রাকশন ওয়ার্কার। শিকাগো এবং নিউইয়র্কে কাজ করে। তার বিরুদ্ধে হামলা এবং চুরির অভিযোগ আছে। সে আপনার ঘড়ি একটি দোকানে বন্ধক রেখেছিল। আমরা তার হাতের ছাপ দেখে পরিচয় খুঁজে বের করি।' মানসিনি একটি হাতঘড়ি দেখাল। 'এটা আপনার ঘড়ি, না?'

ফিলিপ স্থিরদৃষ্টিতে ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে রইল।

স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে না। ঘড়িটি দেখামাত্র ছিনতাইয়ের সেই ভয়ংকর স্মৃতি

মনে পড়ে গেছে। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে ঘড়িটি নিল ও। উল্টে দেখল ঘড়ির পেছনের লেখাগুলো বেশিরভাগ ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। 'হ্যাঁ, এটা আমার ঘড়ি।'

ঘড়িটি ফিরিয়ে নিল মানসিনি। 'এটা কয়েকদিনের জন্য আমাদের কাছে থাকবে, এভিডেন্স হিসেবে। কাল একবার থানায় আসুন। যে লোক আপনাকে হামলা করেছিল তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।'

হামলাকারীকে মুখোমুখি দেখবে ভাবতেই ক্রোধের হল্কা ছড়িয়ে পড়ল ফিলিপের শরীরে। 'অবশ্যই যাব।'

'আমাদের ঠিকানা হল ওয়ান পুলিশ প্লাজা, রুম ২১২। সকাল দশটা, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা,' বলল ফিলিপ। 'লোকটা সাধারণ ছিনতাইকারী নয় বললেন। মানে কী একথার?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল মানসিনি। 'আপনার ওপর হামলা করার জন্য লোকটাকে টাকা দেয়া হয়েছিল।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল ফিলিপ। 'কী!'

'আপনার ওপর হামলাটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। হামলা করার জন্য হামলাকারীকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়া হয়।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' আস্তে আস্তে বলল ফিলিপ।

'আমাকে পঙ্গু করার জন্য কে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে?'

'লোকটাকে ভাড়া করেছেন আপনার স্ত্রী।'

চৌত্রিশ

লোকটাকে ভাড়া করেছেন আপনার স্ত্রী!

বজ্রাহত ফিলিপ। লারা! লারা এমন ভয়ংকর কাজ করতে পারে? কিন্তু কেন সে এমন করল?

আমি বুঝতে পারি না কেন প্রতিদিন তুমি প্রাকটিস করছ। তুমি তো এখন কোনও কনসার্টে যাচ্ছ না...

তোমাকে যেতে হবে না। আমার একজন স্বামী দরকার। পার্টটাইম লাভার নয়...তুমি তো ভ্রাম্যমাণ ফেরিঅলা নও...

তুমি তাকে হিরের যে ব্রেসলেট দিয়েছ ওটা চুরির অপবাদ সে আমাকে দিয়েছে।

এবং এলারবি লারার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তুমি কি কনসার্টের সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার কথা ভাবছ?...

লারা।

ওয়ান পুলিশ প্লাজায় ড্রিস্টিক্ট অ্যাটর্নি, পুলিশ কমিশনার এবং লেফটেনেন্ট মানসিনি বৈঠক করছেন।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বললেন, 'আমরা হেজিপেজি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে যাচ্ছি না। লারা ক্যামেরন প্রবল প্রতাপশালী। তোমার কাছে সলিড এভিডেন্স কী আছে, লেফটেনেন্ট?'

মানসিনি বলল, 'আমি ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেসের পারসোনেলের সঙ্গে কথা বলেছি। জেসি শ-কে লারা ক্যামেরনের সুপারিশে চাকরি দেয়া হয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম লারা এর আগে আর কোনও কন্সট্রাকশন ক্রুকে ব্যক্তিগতভাবে চাকরির সুপারিশ করেছে কিনা। জবাব এসেছে 'না'।'

'আর?'

'গুজব ছিল বিল হুইটম্যান নামে এক কন্সট্রাকশন ফোরম্যান নাকি তার সহকর্মীদের কাছে বলে বেড়াচ্ছিল লারা ক্যামেরনের অনেক গোপন কথা সে জানে এবং লারা তাকে ধনী বানিয়ে দেবে। এর কিছুদিন পরে সে ক্রেন চাপা পড়ে মারা

যায়। ক্রেন চালাচ্ছিল জেসি শ। শিকাগো থেকে নিউইয়র্কে আসার জন্য শ-কে ছুটি দেয়া হয়। অ্যাক্সিডেন্টের পরে সে আবার ফিরে যায় শিকাগো। কোনও সন্দেহ নেই ইচ্ছাকৃতভাবে সে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটিয়েছে। তার প্লেনের ভাড়া দিয়েছে ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেস।

'আর অ্যাডলারের ওপরে হামলার বিষয়টি কী?'

'সে-ই একই উদ্দেশ্য। শ হামলার দুদিন আগে শিকাগো থেকে উড়ে আসে। চলে যায় পরদিন। ঘড়ি বন্ধক রেখে বাড়তি কিছু টাকা কামানোর লোভটা সামাল দিতে পারেনি বলেই শ-কে আমরা গ্রেফতার করতে পেরেছি। নইলে জীবনেও জানতে পারতাম না এসবের জন্য এ লোকই দায়ী।'

পুলিশ কমিশনার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু লারা কেন তার স্বামীকে পঙ্গু করে দিতে চাইল! উদ্দেশ্য কী?'

'আমি বাড়ির কয়েকজন চাকরের সঙ্গে কথা বলেছি। লারা ক্যামেরন তার স্বামী ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই বোঝে না। স্বামীর কনসার্ট ট্যুরে যাওয়া নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া হত। লারা চাইত ফিলিপ যেন সবসময় বাড়িতে থাকে।'

'এবং সে এখন বাড়িতেই থাকছে।'

'ঠিক।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জানতে চাইলেন, 'লারা কী বলে? সে কি বিষয়টি অস্বীকার করছে?'

'লারার সঙ্গে এখনও কথা বলিনি। আমরা মামলা করব কিনা সে ব্যাপারে আগে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার ছিল।'

'তুমি বলছ ফিলিপ অ্যাডলার শ-কে আইডেন্টিফাই করতে পারবে?'

'জি।'

'গুড।'

'লারা ক্যামেরনকে জেরা করার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও। দ্যাখো সে কী বলে।'

লারা হাওয়ার্ড কেলারের সঙ্গে মিটিঙে ব্যস্ত, এমন সময় বাজল ইন্টারকম। 'লেফটেনেন্ট মানসিনি নামে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

কপালে ভাঁজ পড়ল লারার। 'কেন?'

'উনি কারণটা বলেননি।'

'ওঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

লেফটেনেন্ট মানসিনি জানে শক্ত প্রমাণ ছাড়া লারা ক্যামেরনকে কজা করা সম্ভব নয়। তবে *চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?* ভাবল সে। হাওয়ার্ড কেলারকে এখানে

দেখবে আশা করেনি সে।

'গুড আফটারনুন, লেফটেনেন্ট।'

'আফটারনুন।'

'আপনার সঙ্গে হাওয়ার্ড কেলারের তো পরিচয় আছেই।'

'অবশ্যই আছে। বেস্ট পিচিং আর্ম ইন শিকাগো।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল লারা।

কৌশলে এগোতে হবে এখান থেকে। লারা যে জেসি শ-কে চেনে তা প্রমাণ করতে হবে। তারপর এখান থেকে বাড়াতে হবে কদম।

'আপনার স্বামীকে যে লোক হামলা করেছিল তাকে আমরা গ্রেফতার করেছি,' লারাকে লক্ষ করছে লেফটেনেন্ট।

'আপনি গ্রেফতার করেছেন? কী...?'

বাধা দিল হাওয়ার্ড কেলার। 'কীভাবে গ্রেফতার করলেন?'

'মিস ক্যামেরন তার স্বামীকে যে ঘড়িটি উপহার দিয়েছিলেন ওটা সে এক দোকানে বন্ধক রাখতে গিয়েছিল।' আবার লারার দিকে তাকাল মানসিনি। 'লোকটার নাম জেসি শ।'

লারার চেহারায় সূক্ষ্মতম পরিবর্তনও ফুটল না। *মহিলা বুদ্ধিমতী*, ভাবছে মানসিনি। *খুবই বুদ্ধিমতী।*

'আপনি কি ওকে চেনেন?'

ভুরু কোঁচকাল লারা। 'না। চেনার কথা?'

প্রথম পদক্ষেপ পিছলে গেল লারা, ভাবল মানসিনি। আমি ওকে এখন হাতের মুঠোয় পুরে ফেলব।

'সে শিকাগোতে আপনার একটি কন্সট্রাকশনে কাজ করত। কুইন্সে আপনার আরেকটি প্রজেক্টেও সে কাজ করেছে। সে ক্রেন চালাতে গিয়ে একজন মানুষকে মেরে ফেলে।' নোটবুক খুলে পড়ার ভান করল মানসিনি। 'লোকটার নাম বিল হুইটম্যান। করোনার বলেছে ওটা ছিল অ্যাক্সিডেন্ট।'

ঢোক গিলল লারা। 'হ্যাঁ...'

লারা আর কিছু বলার আগেই কেলার বলে উঠল, 'দেখুন লেফটেনেন্ট, আমাদের এই কোম্পানিতে শত শত লোক কাজ করে। সবার নাম তো আর মনে রাখা সম্ভব নয়।'

'আপনি জেসি শ-কে চেনেন না?'

'না। এবং আমি শিওর মিস ক্যামেরন...'

'আমি জবাবটা ওঁর মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

লারা বলল, 'আমি ওই লোকের নাম জীবনেও শুনিনি।'

'আপনার স্বামীকে হামলা করার জন্য তাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়া হয়েছে।'

'আ...আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল লারার মুখ।

এবার আমি তোমাকে বাগে পেয়েছি, ভাবল মানসিনি।

'আপনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না?'

লারা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লেফটেনেন্টের দিকে। তার চোখ হঠাৎ ভীষণভবে জ্বলে উঠল। 'আপনি কী বলতে চাইছেন...হাউ ডেয়ার ইউ! কেউ যদি এ কাজটা করে থাকে আমি জানতে চাই কে সে!'

'আপনার স্বামীও জানতে চান, মিস ক্যামেরন।'

'আপনি এ বিষয়টা নিয়ে ফিলিপের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'জি। আমি...'

লারা প্রায় উড়ে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

লারা পেন্টহাউজে পৌঁছে দেখল ফিলিপ বেডরুমে। জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। পঙ্গু হাতটার জন্য কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে।

'ফিলিপ...কী করছ তুমি?'

ঘুরল ফিলিপ। মুখোমুখি হল লারার। যেন এই প্রথম লারাকে দেখছে। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কেন? তুমি নিশ্চয় ওই ভয়ংকর গল্পটা বিশ্বাস করোনি?'

'আমার সঙ্গে আর মিথ্যা বলতে হবে না, লারা।'

'আমি মিথ্যা বলছি না। আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার ছিনতাইয়ের ঘটনায় আমার কোনও হাত ছিল না। তোমাকে আঘাত করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। তোমাকে আমি ভালোবাসি, ফিলিপ।'

ফিলিপ বলল, 'পুলিশ বলছে ওই লোকটা তোমার কোম্পানিতে কাজ করত। তাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়া হয়েছে...আমার হাত কেটে ফেলার জন্য।'

মাথা নাড়ল লারা। 'আমি এসবের কিছুই জানি না। শুধু জানি এসবের সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?'

কটমট করে লারার দিকে তাকিয়ে থাকল ফিলিপ। কিছু বলল না।

লারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ঘুরল, অন্ধ মানুষের মতো টলমল পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শহরের একটি হোটেলে উঠেছে ফিলিপ। ঘুম আসছে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে। লারার মুখখানা বারবার ভেসে উঠছে মনের আয়নায়। ওর কথাগুলো

বাজছে কানে।

আমি ফাউন্ডেশন সম্পর্কে আরও জানতে চাই। একসঙ্গে কোথাও বসে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যায়...

আপনি কি বিবাহিত? আপনার কথা বলুন?

তোমার স্কারলাটি যখন শুনি মনে হয় আমি নেপলসে চলে গেছি...

আমি ইট, কংক্রিট আর ইস্পাত নিয়ে স্বপ্ন দেখি। এবং স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাই...

আমস্টারডাম এসেছি তোমাকে একনজর দেখতে...

তোমার সঙ্গে আমি মিলানে যাব...?

তুমি আসলে আমাকে নষ্ট করে ফেলবে, লেডি...

এবং লারার উষ্ণতা, তীব্র আবেগ, সেবা। আমি ওকে ছেড়ে এসে ভুল করলাম না তো?

ফিলিপ পুলিশ সদরদপ্তরে পৌঁছে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছে লেফটেনেন্ট মানসিনি। সে ছোট একটি অডিটরিয়ামে নিয়ে গেল ফিলিপকে। অডিটরিয়ামে একটি প্লাটফর্মও আছে।

'লাইনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনি শুধু তাদের মাঝ থেকে আসল মানুষটিকে শনাক্ত করবেন।'

যাতে লারাকে ফাঁসানো যায়, ভাবল ফিলিপ।

লাইনে মোট ছজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবারই যণ্ডামার্কা চেহারা, পেশীবহুল শরীর এবং সবাই সমবয়েসী। জেসি শ ওদের মাঝখানে। ফিলিপ ওকে দেখা মাত্র মস্তিষ্কের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল। লোকটার কণ্ঠ শুনতে পেল, 'তোমার ওয়ালেট দিয়ে দাও।' কব্জিতে চুরির কোপের সেই তীব্র ব্যথাটা আবার যেন অনুভব করল ফিলিপ।

লারা কি এমন কাজ করতে পারে? 'একমাত্র তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি।'

লেফটেনেন্ট মানসিনি বলল, 'ভালোমতো লক্ষ করুন, মি. অ্যাডলার।'

আমি এখন থেকে বাড়িতে বসে কাজ করব। আমাকে ফিলিপের দরকার...

'মি. অ্যাডলার...'

'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার তোমাকে দেখাব, ডার্লিং, লারা সারাক্ষণ ওর পাশে ছিল, ওর সেবা করেছে।

মোহাম্মদ যদি পাহাড়ে যেতে না পারেন...

'আমি তোমাকে বিয়ে করেছি কারণ আমি তোমার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। এখনও পাগল হয়ে আছি। কোনোদিন যদি আর সেক্স নাও করি

আমার কোনও সমস্যা হবে না। তুমি শুধু আমার কাছে থাকবে, আমাকে ভালোবাসবে...

এবং লারা সত্যি ওকে ভালোবাসে।

তারপর অ্যাপার্টমেন্টের শেষ দৃশ্যটি।

তোমার ছিনতাইয়ের ঘটনায় আমার কোনও হাত ছিল না।

তোমাকে আঘাত করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

'মি. অ্যাডলার...'

পুলিশ নিশ্চয় কোনও ভুল করেছে। ভাবল ফিলিপ। *মাই গড, আমি ওকে বিশ্বাস করি। ও এমন কাজ করতেই পারে না।*

মানসিনি জিজ্ঞেস করল, 'এদের মধ্যে কোন্ জন?'

ফিলিপ ফিরল তার দিকে। 'আমি জানি না।'

'কী?'

'সেই লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আপনি বলেছিলেন লোকটার চেহারা আপনার মনে আছে।'

'জি।'

'তাহলে বলুন সে কে?'

'বলতে পারব না,' বলল ফিলিপ। 'সে এদের মধ্যে নেই।'

লেফটেনেন্টের চেহারায় আঁধার ঘনাল। 'আপনি ঠিক বলছেন?'

ফিলিপ বলল, 'জি।'

'ঠিক আছে, মি. অ্যাডলার। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।'

লারার কাছে যাব আমি, সিদ্ধান্ত নিল ফিলিপ।

নিজের ডেস্কে বসে আছে লারা। দৃষ্টি জানালার বাইরে। ওর কথা বিশ্বাস করেনি ফিলিপ। ভয়ানক কষ্ট পেয়েছে লারা। আর পল মার্টিন। *সে নিশ্চয় এর মধ্যে আছে। কিন্তু সে এমন কাজ কেন করবে? 'তোমার স্বামীকে বলেছিলাম তোমার ওপর যেন খেয়াল রাখে। কিন্তু সে ঠিকমতো তার দায়িত্ব পালন করছে না। ওর সঙ্গে কারও কথা বলা দরকার।'* পল মার্টিন এমন কাণ্ড করেছে এজন্য কি যে সে লারাকে ভালোবাসে? নাকি লারাকে সে ঘৃণা করে বলে প্রতিশোধ নিল?

হাওয়ার্ড কেলার অফিসে ঢুকল। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে, মুখ সাদা। 'এইমাত্র ফোন এসেছে। আমরা ক্যামেরন টাওয়ার্স খুইয়েছি, লারা। সাউদার্ন ইনসিওরেন্স এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ভবন ছেড়ে দিয়েছে আমরা সময়মতো কাজ শেষ করতে পারিনি বলে। কাজ তো প্রায় শেষ করেই এনেছিলাম। বিশ্বের বৃহত্তম স্কাইস্ক্রেপার। আ...আমি দুঃখিত। আমি জানি ওটা তোমার জন্য কী ছিল।'

লারা ফিরল কেলারের দিকে। ওর চেহারা দেখে চমকে গেল কেলার। এ কী দশা হয়েছে লারার? মুখ শুকিয়ে এতটুকু, চোখ গর্তে বসে গেছে, চোখের নিচে কালি। শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন শুষে নেয়া হয়েছে লারার।

'লারা...আমি কী বললাম শুনতে পেয়েছ? ক্যামেরন টাওয়ার্স আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

কথা বলল লারা, অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'তোমার কথা শুনেছি আমি। চিন্তা কোরো না, হাওয়ার্ড। অন্য কোনও ভবন বিক্রি করে সমস্ত দেনা শোধ করে দেব।'

লারা আতঙ্কিত করে তুলেছে কেলারকে। 'লারা, বিক্রি করার মতো আর কোনও ভবন আমাদের নেই। তোমাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হবে এবং...'

'হাওয়ার্ড?'

'বলো?'

'একজন নারী কি একজন পুরুষকে অনেক ভালোবাসতে পারে?'

'কী?'

লারার কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাল, 'ফিলিপ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

একথাতেই যা বোঝার বুঝে ফেলল কেলার। 'আ...আমি দুঃখিত, লারা।'

নিষ্প্রাণ একটুকরো হাসি ফুটল লারার মুখে। 'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, না? আমি সবকিছু একসঙ্গে হারাতে শুরু করেছি। প্রথমে ফিলিপ, তারপর আমার বিল্ডিংগুলো। এটা কি জানো, হাওয়ার্ড? এ হল নিয়তি। নিয়তি আমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। নিয়তির বিরুদ্ধে তো আর লড়াই করা চলে না, তাই না?'

লারার এমন হতাশ এবং যন্ত্রণাকাতর চেহারা কোনোদিন দেখেনি কেলার। ওর ভেতরটা কষ্টে ছিঁড়ে যেতে লাগল। 'লারা...'

'নিয়তির খেলা এখনও শেষ হয়নি। আমাকে আজ দুপুরেই রেনো যেতে হবে। গ্রান্ড জুরির শুনানি আছে। যদি...'

বেজে উঠল ইন্টারকম। 'লেফটেনেন্ট মানসিনি দেখা করতে চাইছেন।'

'পাঠিয়ে দাও।'

হাওয়ার্ড কেলার প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল লারার দিকে।

'মানসিনি? সে কী চায়?'

গভীর দম নিল লারা। 'সে আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে, হাওয়ার্ড।'

'তোমাকে গ্রেফতার করবে? এসব কী বলছ তুমি?'

লারা নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'ওদের ধারণা আমি ফিলিপের ওপর হামলা চালিয়েছি।'

'কী হাস্যকর কথা! ওরা...

খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল লেফটেনেন্ট মানসিনি।

ওদেরকে দাঁড়িয়ে দেখল একমুহূর্ত, তারপর কদম বাড়াল।

'আপনাকে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল হাওয়ার্ড কেলারের। কর্কশ গলায় বলল, 'আপনি ওকে গ্রেফতার করতে পারেন না। ও কিছু করেনি।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. কেলার। আমি ওনাকে গ্রেফতার করছি না। অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আপনার জন্য।'

পঁয়ত্রিশ

ডিটেকটিভ লেফটেনেন্ট সাল মানসিনির হাওয়ার্ড কেলারকে জেরা করার ট্রান্সক্রিপ্ট :

মা আপনার রাইটস বা অধিকারগুলো সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন?

কে হ্যাঁ।

মা জেরার সময় আপনি কোনও অ্যাটর্নিকে হাজির রাখতে চান?

কে আমার কোনও অ্যাটর্নির দরকার নেই।

মা আপনি ফিলিপ অ্যাডলারকে হামলার জন্য জেসি শ-কে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়েছিলেন?

কে হ্যাঁ।

মা কেন?

কে কারণ সে লারার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। লারা তাকে বাড়িতে থাকার জন্য বহুবার হাত পা পর্যন্ত ধরেছে। কিন্তু সে লারার কথা না শুনে সবসময় বাইরে যেত।

মা এজন্য আপনি তাকে পঙ্গু করে দিলেন?

কে : আমি তাকে পঙ্গু করতে চাইনি। জেসি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

মা : বিল হুইটম্যান সম্পর্কে বলুন।

কে ও ছিল একটা হাড়ে হারামজাদা। লারাকে ব্লাকমেইলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি। সে লারাকে ধ্বংস করে দিতে পারত।

মা এজন্য আপনি তাকে খুন করে ফেললেন!

কে লারার জন্য, হ্যাঁ।

মা লারা কি জানতেন আপনি কী করছেন?

কে অবশ্যই না। জানলে সে এসব কাজ করতেই দিত না। আমি ওকে রক্ষা করতে চেয়েছি। আমি যা-ই করেছি, সবকিছু ওর জন্য। আমি ওর জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও রাজি। একটা প্রশ্ন করি? আপনি কী করে জানলেন আমি এর মধ্যে জড়িত?

জেরা এখানেই শেষ।

ওয়ান পুলিশ প্লাজায় ক্যাপ্টেন ব্রনসন মানসিনিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী করে

বুঝলে সে এসবের জন্য দায়ী?'

'কেলার একটা আলগা সূতা ফেলে রেখেছিল। আমি সেই সূতা ধরে এগিয়ে যাই। জেসি শ'র র‍্যাপ শিট-এ লেখা আছে সে সতেরো বছর বয়সে শিকাগো কাবস আমেরিকান লিজিয়ন লিগ টিম-এর কিছু বেসবল ইকুইপমেন্ট চুরি করে। আমার মনে পড়ে যায় হাওয়ার্ড কেলার ওই টিমে খেলত। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ওরা দুজন ছিল টিম-মেট। তখনই আমার মনে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। আমি ওকে জেসির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু কেলার বলে সে জেসি শ নামে কাউকে চেনে না। আমি আমার এক বন্ধুকে ফোন করি। সে শিকাগো সান টাইমস-এর স্পোর্টস এডিটর। তার ওদের দুজনের নামই মনে ছিল। ওরা ছিল জিগরী দোস্ত। অনুমান করি কেলারই জেসিকে ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেসের চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল। কেলারের অনুরোধে লারা তাকে নিজের প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেয়। লারা হয়তো জীবনেও জেসিকে দেখেনি।'

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, সাল।'

মাথা নাড়ল মানসিনি। 'একটা কথা কী জানেন? আমি যদি লারা ক্যামেরনকে হাজতে পুরতাম, তবু কেলার এসে নিজের দোষ স্বীকার করত।'

লারার দুনিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ওর কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না। সমস্ত কিছুর জন্য হাওয়ার্ড কেলার দায়ী! *ও তো আমার জন্যই এতকিছু করেছে,* ভাবল লারা। *ওর জন্য আমার কিছু করা উচিত।*

ক্যাথি বাজার-এ বলল, 'গাড়ি চলে এসেছে, মিস ক্যামেরন। আপনি কি রেডি?'

'হ্যাঁ।' লারাকে এখন রেনো যেতে হবে গ্রান্ড জুরির সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে।

লারা অফিস থেকে বেরুনোর পাঁচ মিনিট পরে ফিলিপ ফোন করল।

'আমি দুঃখিত, মি. অ্যাডলার। উনি এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। রেনো যাচ্ছেন।'

হতাশা বোধ করল ফিলিপ। লারার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, ওর কাছে ক্ষমা চাইবে। 'যোগাযোগ হলে বোলো আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'বলব।'

আরেকটি ফোন করল ফিলিপ। দশ মিনিট কথা চলল। তারপর রিং করল উইলিয়াম এলারবিকে।

'বিল...আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। আমি জুলিয়ার্ডে পিয়ানো শেখাব।'

'ওরা আমার বিরুদ্ধে কী কী করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল লারা।

টেরি হিল জবাব দিল, 'তা এখনই বলা মুশকিল। তোমার সাক্ষ্য শুনবেন। তুমি নির্দোষ বলে সিদ্ধান্ত নিলে তোমার ক্যাসিনো হয়তো ফেরত পাবে। আবার তাঁরা তোমাকে দোষী বলেও সাব্যস্ত করতে পারেন। দোষী হলে তোমার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ আনা হবে এবং তোমাকে জেলে যেতে হবে।'

লারা বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

'কিছু বললে?'

'বলছিলাম বাবাই ঠিক কথা বলত। এ সবই নিয়তি।'

গ্রান্ড জুরির শুনানি চলল টানা চার ঘণ্টা। লারাকে ক্যামেরন প্যালেস হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো সংক্রান্ত অভিযোগের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল। ওরা যখন হিয়ারিং রুম থেকে বেরিয়ে এল, লারার হাতে চাপ দিয়ে টেরি হিল বলল, 'তুমি খুব ভালো করেছ, লারা। ওদেরকে বেশ প্রভাবিত করতে পেরেছ। তোমার বিরুদ্ধে ওদের কাছে শক্ত কোনও প্রমাণ নেই। কাজেই একটা চান্স আছে যে...' থেমে গেল সে, বিমূঢ় একটা ভাব ফুটেছে চেহারায়। ঘুরল লারা। পল মার্টিন দর্শনার্থীদের কক্ষে ঢুকছে। পরনে পুরোনো ফ্যাশনের ডাবল ব্রেস্টেড সুট, তার সাদা চুলগুলো লারা প্রথম সাক্ষাৎকারে যেরকম দেখেছিল, সেভাবে আঁচড়ানো।

টেরি হিল বলল, 'ওহ্, গড! ও এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছে।'

লারার দিকে ফিরল সে। 'ও কি তোমাকে খুব ঘৃণা করে?'

'মানে?'

'লারা, জুরিরা যদি পলকে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে নিয়ে এসে থাকেন তো তুমি শেষ। তোমাকে জেলে যেতে হবে।'

লারা দর্শনার্থী-কক্ষে পল মার্টিনের দিকে তাকাল। 'কিন্তু সাক্ষ্য দিতে গেলে তো তার নিজের কুকীর্তিও ফাঁস হয়ে যাবে। ও-ও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'এজন্যই তো জানতে চাইছি পল মার্টিন তোমাকে কতটা ঘৃণা করে। সে কি তোমার ওপর শোধ নেয়ার জন্য নিজেকে ধ্বংস করে দিতেও পরোয়া করবে না?'

ভোঁতা গলায় জবাব দিল লারা। 'আমি জানি না।'

পল মার্টিন হেঁটে এল ওদের কাছে। 'হ্যালো, লারা। শুনলাম তোমার সময় নাকি খুব খারাপ যাচ্ছে।' তার চোখে কোনও ভাব ফুটে নেই। 'আমি খুব দুঃখিত।'

পলকে নিয়ে হাওয়ার্ড কেলার যে-কথাটা বলেছিল তা মনে পড়ে গেল লাবা। ওই *লোক সিসিলিয়ান। ওরা কখনও কিছু ভোলে না এবং ক্ষমাও করে না।* পলের ভেতরে যে এভাবে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ জ্বলছে, কল্পনাও করেনি লারা।

পল মার্টিন চলে যাচ্ছে।

'পল...'

থেমে দাঁড়াল সে, 'বলো।'

'তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। 'ঠিক আছে।'

করিডোরে খালি একটি অফিস দেখাল হাত ইশারায়। 'ওখানে বসে কথা বলতে পারি।'

ওরা দুজনে অফিসে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল শুধু টৌরি হিল।

কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না লারা।

'তুমি কী চাও, লারা?'

কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল লারার কণ্ঠ।

'আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।'

ভুরু কপালে উঠে গেল পল মার্টিনের। 'আমি তোমাকে ধরে রেখেছি কে বলল?' পরিষ্কার ঠাট্টা কণ্ঠে।

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে লারার।

'তোমার কি মনে হয় না আমাকে যথেষ্ট শাস্তি দেয়া হয়েছে?'

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পল মার্টিন। মনের ভেতরে কী চলছে মুখ দেখে বোঝা দায়।

'আমরা তো একসঙ্গে অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছি পল। ফিলিপের পরে তুমিই আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তোমার কাছে আমার অপরিশোধ্য অনেক ঋণ রয়ে গেছে। আমি তোমাকে কখনও আঘাত করতে চাইনি। বিশ্বাস করো।'

কথা বলতে বলতে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে লারার।

'আমাকে ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা তোমার আছে। তুমি কি তাই চাও? আমি জেলে গেলে তুমি খুশি হবে?' চোখের জল ধরে রাখতে রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছে লারাকে। 'আমি তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছি, পল। আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও। প্লিজ, আমার সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ কোরো না...'

দাঁড়িয়েই আছে পল মার্টিন, তার কালো চোখে ভাবলেশশূন্য দৃষ্টি।

'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি...আমি আর লড়াই করতে পারছি না, পল। তুমিই জিতেছ...' লারার কণ্ঠ ভেঙে গেল।

দরজায় নক্ হল। উঁকি দিল মুহুরি। 'গ্রান্ড জুরি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, মি. মার্টিন।'

পল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল লারার দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে একটিও কথা না বলে।

'সব শেষ,' ভাবল লারা।

টেরি হিল হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল অফিসে। 'আমি জানি না পল মার্টিন কী বলবে। তবে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

ওরা অপেক্ষা করছে। এ অপেক্ষার যেন শেষ নেই। পল মার্টিন অবশেষে যখন বেরুল হিয়ারিং রুম থেকে, তাকে ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত লাগল। *ও বুড়ো হয়ে গেছে,* ভাবল লারা। *এজন্য আমাকেই দায়ী করছে।* একমুহূর্ত ইতস্তত করল পল তারপর এগিয়ে গেল লারার দিকে।

'তোমাকে আমি কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারব না। তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ। তবে আমাকে একসময় আমার জীবনের সেরা জিনিসটিও উপহার দিয়েছিলে। এজন্য তোমার কাছে আমার একটা দেনা হয়ে গিয়েছিল। আমি ওদেরকে কিছুই বলিনি, লারা।'

লারার চোখ ভরে গেল জলে, 'ওহ্, পল। আমি জানি না কীভাবে তোমাকে আমি...'

'মনে করো তোমার জন্মদিনে এটা আমার উপহার। হ্যাপি বার্থডে, বেবি।'

পল মার্টিন চলে যাচ্ছে, চোখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করল লারা। পলের কথাটা হঠাৎ যেন ঝাঁকি মারল ওকে। *আজ ওর জন্মদিন!* কথাটা ভুলেই গিয়েছিল লারা। পার্টি! দুশো অতিথি ওর জন্য ম্যানহাটান ক্যামেরন প্লাজায় অপেক্ষা করবেন!

লারা ফিরল টেরি হিলের দিকে। 'আমাকে আজ রাতেই নিউইয়র্কে ফিরতে হবে। ওখানে বিশাল এক পার্টি হবে। ওরা কি আমাকে যেতে দেবেন?'

'এক মিনিট,' বলল টেরি হিল। হিয়ারিং রুমে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে। 'তুমি নিউইয়র্কে যেতে পারবে। গ্রান্ড জুরি সকালে তাঁদের রায় দেবেন। তুমি রাতের মধ্যেই আবার এখানে ফিরে আসতে পারবে। আরেকটা কথা, তোমার বন্ধু সত্যি কথাই বলেছে। সে ওখানে মুখ খোলেনি।

ত্রিশ মিনিট পরে নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল লারা।

'তুমি ভালো থাকবে তো?' জিজ্ঞেস করল টেরি হিল।

টেরির দিকে তাকাল লারা। 'অবশ্যই ভালো থাকব,' আজ রাতে তাকে সম্মান জানানোর জন্য শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। সে মাথা উঁচু করে রাখবে, সে লারা ক্যামেরন...

শূন্য বলরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লারা। তাকাচ্ছে চারদিকে। *আমি এটা সৃষ্টি*

করেছি। আমি আকাশের দিকে মাথা তুলে থাকা উঁচু উঁচু ইমারত তৈরি করেছি। এসব ভবন গোটা আমেরিকার হাজার হাজার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু সেসব এখন কতগুলো অবয়বহীন ব্যাংকারের দখলে চলে যাচ্ছে। বাবার কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেল লারা। *এ হল নিয়তি। নিয়তি সবসময়ই আমার বিরুদ্ধে ছিল।* গ্লেস বে এবং ছোট বোর্ডিং হাউজের কথা মনে পড়ল লারার। ওখানে সে বড় হয়েছে। মনে পড়ল প্রথম দিন স্কুলে যাবার সময় সে কী ভয়টাই না পেয়েছিল। '*F দিয়ে শুরু কোনও শব্দ বলতে পারবে কেউ?* মনে পড়ছে বোর্ডারদের কথা।' বিল রজার্স *রিয়েল এস্টেটের প্রথম আইন হল অন্য মানুষের টাকা। একথা কখনও ভুলো না* এবং চার্লস কন *আমি শুধু কোসার খাবার খাই। গ্লেস বে-তে এ খাবার পাওয়া যায় না...*

আমি যদি এই জমি কিনতে পারি, আপনি আমাকে পাঁচ বছরের জন্য লিজ দেবেন?

না, লারা। ওটা দশ বছরের লিজ হবে...

এবং শন ম্যাকআলিস্টার... 'তোমাকে এ লোন দেয়ার জন্য বিশেষ কোন কারণ থাকতে হবে আমার। তোমার প্রেমিক আছে?'

এবং হাওয়ার্ড কেলার 'তুমি ভুল করছ।'

'আমি চাই তুমি আমার জন্য কাজ করবে...'

তারপর শুধু সাফল্যের মই বেয়ে ওপরে ওঠা। অবিশ্বাস্য সাফল্য। এবং ফিলিপ। ওর স্বপ্নের রাজপুত্তুর। যে মানুষটিকে সে নিজের জীবনেরও চেয়ে বেশি ভালোবাসত। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি ফিলিপকে হারানো।

একটি কণ্ঠ ডাকল, 'লারা...

ঘুরল ও।

জেরি টাউনশেন্ড। 'কার্লোস বলল আপনি এসেছেন,' হেঁটে এল জেরি। 'বার্থডে পার্টির জন্য আমি দুঃখিত।'

তাকাল লারা। 'কী...কী হয়েছে?'

অবাক হল জেরি। 'হাওয়ার্ড আপনাকে বলেনি?'

'কী বলবে?'

'আমাদের কোম্পানি নিয়ে নেতিবাচক পাবলিসিটির কারণে অনেকেই দাওয়াতপত্র ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছিল। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই পার্টি করব না। হাওয়ার্ডকে বলেছিলাম আপনাকে যেন কথাটা জানিয়ে দেয়।'

আমার আজকাল অনেককিছুই মনে থাকে না, বলেছিল কেলার।

লারা মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে।' সে সুন্দর ঘরটিতে শেষবারের মতো

তাকাল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পা বাড়াল দরজায়।

'লারা, একবার অফিসে চলুন। কিছু কাজ আছে।'

'আচ্ছা,' *হয়তো এ ভবনে আর জীবনেও আসা হবে না আমার*, ভাবল লারা।

এলিভেটরে চেপে এক্সিকিউটিভ অফিসে চলল ওরা। জেরি বলল, 'কেলারের কীর্তি শুনলাম। এসব কিছুর জন্য সে-ই দায়ী বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

মাথা নাড়ল লারা। 'আমিই দায়ী, জেরি। নিজেকে এজন্য কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

'এটা আপনার দোষ নয়।'

হঠাৎ একাকিত্ব যেন গ্রাস করল লারাকে। 'জেরি, তুমি যদি এখনও ডিনার করে না থাকো...'

'দুঃখিত, লারা। আমি আজ রাতে ব্যস্ত থাকব।'

'ওহ্, ঠিক আছে।'

খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ওরা বেরিয়ে এল।

'আপনাকে কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে। ওগুলো কনফারেন্স-রুম টেবিলে আছে।' বলল জেরি।

'বেশ।'

কনফারেন্স-রুমের দরজা বন্ধ। লারা মাত্র দরজা খুলেছে, চল্লিশটি কণ্ঠ গেয়ে উঠল একযোগে : 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ...'

দাঁড়িয়ে থাকল লারা। বিস্মিত। সে যাদের সঙ্গে বছরের-পর-বছর ধরে কাজ করে আসছে তারা সবাই ঘরে ভিড় করেছে—আর্কিটেক্ট, কন্ট্রাক্টর, এবং কন্সট্রাকশন ম্যানেজার। আছেন চার্লস কন এবং প্রফেসর মেয়ার্স। হোরেস গুটম্যান, ক্যাথি এবং জেরি টাউনশেন্ডের বাবা। তবে এদের কাউকেই দেখছে না লারা। সে শুধু দেখছে ফিলিপকে। ফিলিপ এগিয়ে আসছে লারার দিকে। তার হাতজোড়া সামনে প্রসারিত। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল লারার।

'লারা...' আদর আর ভালোবাসা মাখানো কণ্ঠ।

ফিলিপের বাহুডোরে বাঁধা পড়ল লারা, প্রাণপণে চেষ্টা করছে অশ্রু ঠেকাতে, ভাবছে *আমি বাড়ি এসেছি।* শান্তির ঝর্নাধারায় সিক্ত হচ্ছে দেহ-মন।

ওকে ঘিরে ফেলল সবাই, একসঙ্গে যেন কথা বলছে সকলে।

'হ্যাপি বার্থডে, লারা...'

'তোমাকে দারুণ লাগছে...

'তুমি কি অবাক হয়েছ...?'

লারা ফিরল জেরি টাউনশেন্ডের দিকে। 'জেরি, কী করে তুমি...?'

মাথা নাড়ল সে, 'আমি না। সমস্ত আয়োজন ফিলিপের।'

'ওহ্‌, ডার্লিং।'

ওয়েটাররা আসছে খাবার আর পানীয় নিয়ে।

চার্লস কন বললেন, 'যাই ঘটুক না কেন, আমি কিন্তু তোমাকে নিয়ে গর্ব করি, লারা। তুমি বলেছিলে ভিন্ন কিছু করতে চাও। এবং তুমি তা করে দেখিয়েছ।'

জেরি টাউনশেন্ডের বাবা বললেন, 'আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে এই নারী।'

'আমারও,' হাসল ক্যাথি।

'লেটস ড্রিঙ্ক আ টোস্ট,' বলল জেরি টাউনশেন্ড,' আমার দেখা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বসের উদ্দেশে।'

চার্লস কন তাঁর গ্লাস উঁচু করলেন, 'ছোট্ট চমৎকার একটি মেয়ের উদ্দেশ্যে যার রূপান্তর ঘটেছে অসাধারণ এক রমণীতে।'

একের-পর-এক টোস্ট চলল, অবশেষে এল ফিলিপের পালা। অনেককিছু বলার ছিল ওর, তবে মাত্র চারটি শব্দে সবকিছু যেন বলা হয়ে গেল 'যে নারীকে আমি ভালোবাসি।'

লারার চোখে টলমল করছে অশ্রু। রা ফুটতে কষ্টই হল 'আ...তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।' বলল ও। 'আমি জানি না তোমাদেরকে কী করে কৃতজ্ঞতা জানাব...' গলা বুজে এল, আর বলতে পারছে না '...ধন্যবাদ...'

লারা ফিরল ফিলিপের দিকে। 'ধন্যবাদ, ডার্লিং। আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জন্মদিন আজ উপহার দিলে তোমরা।' হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। 'আমাকে আজ রাতেই রেনো ফিরতে হবে!'

ফিলিপ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'আমি কোনওদিন রেনো যাইনি...'

আধঘণ্টা পরে লিমুজিনে চড়ে ওরা রওনা হল বিমানবন্দরে। লারার ফিলিপের হাত জড়িয়ে ধরে রেখে ভাবছে, আমি আসলে সবকিছু হারাইনি। আমি বাকি জীবনটা শুধু ওকেই ভালোবেসে যাব। আমার আর কিছু দরকার নেই।

'লারা...?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লারা। 'থামো, ম্যাক্স!'

ক্রিচ ইচ শব্দ তুলে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। অবাকচোখে লারার দিকে তাকাল ফিলিপ। ওরা বিশাল ফাঁকা একটি মাঠের সামনে দাঁড়িয়েছে। মাঠের চারপাশে ঝোপঝাড় আর গাছ। লারা ওদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'লারা...'

'দ্যাখো, ফিলিপ!'

তাকাল ফিলিপ, 'কী?'

'দেখতে পাচ্ছ না?'

'কী দেখব?'

'ওহ্, কী সুন্দর! ওখানে একটা শপিং মল হবে, ওই দূরপ্রান্তে! মাঝখানে আমরা বিলাসবহুল বাসভবন গড়ে তুলব। চারটে বিল্ডিং তোলার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে ওখানে। তুমি এখন দেখতে পাচ্ছ, পাচ্ছ না?'

লারার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে ফিলিপ। লারা ফিরল ফিলিপের দিকে, কণ্ঠ উত্তেজনায় ভরপুর, 'আমার প্ল্যানটা বলি, শোনো...
